সুনানু নাসাঈ শরীফ

পঞ্চম (শেষ) খণ্ড

ইমাম আবূ আবদির রহমান আহমদ ইব্‌ন শোয়াইব আন্‌-নাসাঈ (র)

অনুবাদ

মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক

ড. আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দীক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইমাম নাসাঈ (র) ও তাঁর সুনান গ্রন্থ

পরিচয় ঃ হাদীস সংকলন ও চর্চার ইতিহাসে যে সকল মনীষী চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন ইমাম নাসাঈ (র) তাঁদের অন্যতম। তাঁর পূর্ণ নাম- আবূ আবদির রহমান আহমাদ ইব্‌ন শুআয়ব ইব্‌ন আলী ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন দীনার নাসাঈ খুরাসানী, উপাধি-- শায়খুল ইসলাম, হাফিজ, সাহিবুস্ সুনান।

জন্ম ও শৈশব

ইমাম নাসাঈ (র) ২১৫ হিজরী মুতাবিক ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে খুরাসানের 'নাসা' নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। 'নাসা' এবং খুরাসানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তাঁকে যথাক্রমে নাসাঈ ও খুরাসানী বলা হয়। তিনি মূল নামের পরিবর্তে ইমাম নাসাঈ হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত হন।

ইমাম নাসাঈ (র)-এর শৈশবকালীন লেখাপড়া সম্পর্কে তেমন কিছু বিস্তারিত জানা না গেলেও ধরে নেয়া যায় যে, তিনি নিজ শহর 'নাসা'তেই কুরআন, হাদীস, আরবী ব্যাকরণ ও সাহিত্য, ফিকাহ, আকাইদ প্রভৃতি বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন।

উচ্চশিক্ষা লাভ

মাত্র পনের বছর বয়সে ইমাম নাসাঈ (র) উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রসমূহের সফরে বেরিয়ে পড়েন। এ পর্যায়ে তিনি ইরাক, খুরাসান, হিজায, সিরিয়া, মিসর ও আল-জাযীরার শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে বহু খ্যাতনামা মুহাদ্দিসের নিকট শিক্ষা লাভ করেন।

তাঁর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণ

কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায়হ, হিশাম ইব্‌ন 'আম্মার, ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ, হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর সুলামী নিশাপুরী, আমর ইব্‌ন আলী, সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর, হান্নাদ ইব্‌ন সারী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্শার, মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান, ইউনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা, আলী ইব্‌ন হুজর, ইমরান ইব্‌ন মূসা, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদাহ, আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন আশআছ সিজিস্তানী, হারিছ ইব্‌ন মিসকীন।

শিক্ষকতা

ইমাম নাসাঈ (র) মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রসমূহে ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করে অবশেষে মিসরে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানেই হাদীসের দরস দেয়া শুরু করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ, হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনার জন্যে খুব শীঘ্রই দেশ-দেশান্তরে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জ্ঞান-পিপাসু শিক্ষার্থীরা তাঁর দরসের মজলিসে ভিড় জমাতে শুরু করে।

তাঁর অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে বিশিষ্ট ছাত্রগণ

আবূ বিশর দূলাবী, আবূ-আলী হুসায়ন নিশাপুরী, হামযা ইব্‌ন মুহাম্মদ কিনানী, আবূ বকর আহমদ ইব্‌ন ইসহাক সুন্নী, আবুল কাসিম সুলায়মান ইব্‌ন আহমদ তাবারানী, আবূ জাফর তাহাবী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমদ হাদ্দাদ শাফিঈ, আব্দুল করীম ইব্‌ন আবী আব্দুর রহমান নাসাঈ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মূসা মামূনী, আবূ জাফর আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল নাহহাস।

মিসর ত্যাগ ও ইন্তিকাল

দীর্ঘদিন মিসরে বসবাস করার পর প্রতিকূল অবস্থার দরুন তিনি ৩০২ হিজরী/ ৯১৪ খ্রিস্টাব্দে দামেশ্‌কে রওয়ানা হন। কিন্তু সেখানে বাস করাও তাঁর জন্য কষ্টকর হয়ে উঠল। তিনি দামিশক পৌঁছার পর দেখতে পেলেন যে, জনসাধারণের অধিকাংশই উমায়্যাপন্থী এবং আলী (রা)-এর বিরোধী। এ অবস্থায় তিনি জনসাধারণের মানসিক সংশোধনের লক্ষ্যে হযরত আলী (রা)-এর প্রশংসায় 'কিতাবুল খাসায়িস ফী ফাদলি আলী ইব্‌ন আবী তালিব' গ্রন্থটি সংকলন করেন। এরপর দামিশকের মসজিদে সমবেত জনসাধারণকে তিনি গ্রন্থটি পাঠ করে শুনালেন। এতে তারা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। তারা ইমাম নাসাঈর নিকট হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর মাহাত্ম্য জানতে চাইল। তিনি উত্তর দিলেন। কিন্তু উত্তর তাদের মনঃপূত না হওয়ায় তারা হতাশ ও রাগান্বিত হয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁকে নির্মমভাবে প্রহার করতে করতে মসজিদ থেকে বের করে দেয়া হলো।

এরপর নিগৃহীত ও অসুস্থ ইমামের ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে মক্কা মুআজ্জমায় নিয়ে যাওয়া হয়। এখানেই তিনি ৩০৩ হিজরী / ৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। মতান্তরে তাঁকে ফিলিস্তিনের রমলা নামক শহরে পৌঁছে দেয়া হয়। সেখানে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন খোদাভীরু ও সুন্নাহর প্রতি গভীর অনুরাগী। তিনি সওমে দাউদী পালন করতেন।

ইমাম নাসাঈ সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত আলিমগণের মন্তব্য

১. হাফিজ আলী ইব্‌ন উমর বলেন, "হাদীসের বিদ্যায় যাঁরা পারদর্শী, ইমাম নাসাঈ তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন উলামা ও মুহাদ্দিসীন-এর নিকট অতি বিশ্বস্ত।"-(তাহযীবুল কামাল)

২. মুহাদ্দিস মামূন মিসরী বলেন ঃ "আমরা একদা ইমাম নাসাঈ-এর সংগে তরসূস শহরে গমন করি। তাঁর নাম শুনে সেখানে অনেক মাশায়েখ সমবেত হলেন, তাঁরা সকলেই ইমাম নাসাঈকে সে যুগের শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীস হিসেবে মেনে নিলেন এবং লিখিত স্বীকৃতি প্রদান করলেন যে, ইমাম নাসাঈ যুগ শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীস।"-(তাহযীবুল কামাল)

৩. হাকিম আবূ আবদিল্লাহ নিশাপুরী (র) বলেন ঃ আমি আবূ আলী নিশাপুরীকে বলতে শুনেছি– "মুসলমানদের মধ্যে চারজন হাফিজ রয়েছেন। ইমাম নাসাঈ তাঁদের অন্যতম।"- (তাহযীবুল কামাল)

৪. ইব্‌নুল হাদ্দাদ শাফিঈ বলেন ঃ "আল্লাহ ও আমার মধ্যে ইমাম নাসাঈকে আমি মাধ্যম বানিয়েছি।" -(তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ)

৫. মানসূর ফকীহ ও আবূ জাফর তাহাবী (র) বলেন ঃ "নাসাঈ মুসলমানদের অন্যতম ইমাম।" -(তবকাতুশ শাফিয়্যাতিল কুবরা)

৬. হাদীসের বর্ণনাকারীদেরকে গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারে ইমাম নাসাঈ-এর শর্ত ছিল অতি কঠিন। এ প্রসঙ্গে হাফিজ ইব্‌ন তাহির মাকদিসী (র) বলেন ঃ "একবার আমি সা'দ ইব্‌ন 'আলী যানজানীর নিকট জনৈক রাবীর অবস্থা জানতে চাইলাম। সে রাবী নির্ভরযোগ্য বলে তিনি মন্তব্য করলেন। আমি বললাম– ইমাম নাসাঈ তো সে রাবী যঈফ বলে মন্তব্য করেছেন। তখন তিনি বললেন ঃ বৎস ! শুন, হাদীসের রাবীদের সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ-এর শর্ত এত কঠিন যে, এ বিষয়ে তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম অপেক্ষাও এক ধাপ আগে রয়েছেন।"-(তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ ও সিয়ারু আ'লামিন নুবালা)

ইমাম নাসাঈ (র) প্রণীত গ্রন্থাবলী

ইমাম নাসাঈ (র) অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

১. আস-সুনানুল কুব্‌রা, ২. আল -মুজতাবা (সুনানে নাসাঈ) ৩. কিতাবুল খাসাইস ফী ফাদলি আলী ইব্‌ন আবী তালিব ওয়া আহলিল বায়ত, ৪. কিতাবুদ দুআফা ওয়াল মাতরূকীন, ৫. তাসমিয়াতু ফুক্বাহাইল আমসার মিন আসহাবি রসূলিল্লাহি সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওয়ামান বা'দাহুম মিন আহলিল মাদীনা, ৬. ফাদাইলুস সাহাবা, ৭. তাফসীর, ৮. কিতাবু আ'মালিল য়াওমি ওয়াল লায়লা, ৯. তাসমিয়াতু মান লাম য়ারবি আনহু গায়রু রজুলিন ওয়াহিদিন।

সুনানু নাসাঈ-র পরিচয় ও গুরুত্ব

ইমাম নাসাঈ (র) প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নাসাঈ শরীফ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ গ্রন্থের কারণেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। গ্রন্থখানি সমসাময়িক কালের অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থের সারসংক্ষেপ। প্রথমত তিনি আস-সুনানুল কুবরা নামে একখানি বৃহদায়তনের হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন যাতে সহীহ ও যঈফ সব রকমের হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে আস-সুনানুল কুবরার কলেবর হ্রাস করে এবং শুধু সহীহ হাদীস অন্তর্ভুক্ত করে আস-সুনানুল কুবরার সংক্ষিপ্তসার স্বরূপ তিনি আল-মুজতাবা (আস-সুনানুস সুগরা) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বর্তমানে প্রচলিত আস-সুনান গ্রন্থটিই হলো সেই আল্‌-মুজতাবা।

সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থাবলীর মধ্যে সুনানে নাসাঈর স্থান পঞ্চম এবং সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে তৃতীয়। অবশ্য মুহাম্মদ আবদুল আযীয খাওলী (র) তাঁর 'মিফতাহুস সুন্নাহ' গ্রন্থে সিহাহ সিত্তাহর মধ্যে এর স্থান তৃতীয় বলে উল্লেখ করেছেন।

সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে আলোচ্য বিষয় এবং হাদীসের দিক দিয়ে সুনানে নাসাঈ অধিকতর বিশদ ও ব্যাপক। এ গ্রন্থে ৫৭৬১টি হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সুনানু নাসাঈ-র বৈশিষ্ট্যাবলী

ইমাম নাসাঈ (র)-এর সুনান গ্রন্থটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নিম্নে এর কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো ঃ

১. ইমাম নাসাঈ (র) তাঁর এ সুনান গ্রন্থে জীবনের সকল দিক সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখার হাদীস উল্লেখ করেছেন, এমনকি রুকূ-সিজদার তাসবীহ ও দু'আ এবং অন্যান্য সর্ব প্রকারের দু'আ সম্পর্কিত বহু হাদীস এতে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. ইমাম নাসাঈ প্রচলিত বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নতুন প্রসঙ্গ ও শিরোনামকে 'কিতাব' বলে নামকরণ করেছেন। যথা- কিতাবুত তাহারাত, কিতাবুল জানাইয প্রভৃতি।

৩. মাসআলা প্রমাণের জন্য ইমাম বুখারী (র)-এর ন্যায় তিনি এ গ্রন্থে একই রেওয়ায়তকে একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন।

৪. এ গ্রন্থে ইমাম নাসাঈ হাদীসের সূত্রগুলোকে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন।

৫. এ গ্রন্থে রাবীগণের নাম, উপনাম ও উপাধির অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে।

৬. সুনানে নাসাঈ-র রচনা ও বিন্যাস পদ্ধতি খুবই সুন্দর। হাকিম নিশাপুরী বলেন ঃ "সুনানে নাসাঈ যে মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করবে সে এর অপূর্ব বাক সৌন্দর্যে অভিভূত হবে।"-(মিফতাহুস সা'আদাহ ও সিয়ারু আ'লামিন নুবালা)

৭. এ গ্রন্থে হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞানের ধারায় সনদ ও মতনের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৮. এ গ্রন্থে দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

৯. অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের তুলনায় ইমাম নাসাঈ-র এ সুনান গ্রন্থে অনেক বেশি বাব (باب) বা পরিচ্ছেদ

রয়েছে। এ গ্রন্থে প্রতিটি কিতাব (كتاب) বা অধ্যায়ের অধীনে বিপুল সংখ্যক বাব আনা হয়েছে। এবং বাবগুলোও সূক্ষ্মভাবে উদ্ভাবন করা হয়েছে।

সুনানু নাসাঈ-র ভাষ্য ও টীকাগ্রন্থ

বিশুদ্ধতা ও বিন্যাসের দিক থেকে সুনানে নাসাঈ যে মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের অধিকারী সে অনুপাতে এর ভাষ্য ও টীকা গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম। এর প্রধান কারণ হল, এ সুনানের বর্ণনাভঙ্গি খুবই সহজ-সরল, এর অর্থ স্পষ্ট, সূত্র পরিষ্কার এবং শিরোনাম অনেক। এতদসত্ত্বেও সুনানে নাসাঈ-র কিছু ভাষ্য ও টীকা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন ঃ

১. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) 'যাহারুর রুবা আলাল মুজতাবা' নামে এর একটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এটি কায়রো, কানপুর ও দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়।

২. মরক্কোর ফকীহ আলী ইব্‌ন সুলায়মান আদ-দামনাতী আল-রাজমাউবী (মৃ. ১৩০৬ হিঃ / ১৮৮৯) আস-সুয়ূতীর ভাষ্য গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সার 'উরফু যাহারির রুবা' নামে প্রস্তুত করেন। ১৩৯৯ হিজরীতে এটি কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।

৩. আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদিল হাদী আস-সিন্দী (মৃ.১১৩৮ হি /১৭২৬ খৃঃ) সুনানে নাসাঈ-র উপর টীকা লিখেন। ১৩৫৫ হিজরীতে এটি কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।

৪. আবূ আবদির রহমান পাঞ্জাবী ও মুহাম্মাদ আবদুল লতীফ আস-সুয়ূতীর ভাষ্য ও আস-সিন্দীর টীকাসহ সুনানে নাসাঈ প্রকাশ করেন দিল্লী থেকে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে।

৫. আশ-শায়খ হাসান মুহাম্মাদ আল-মাসউদীর তত্ত্বাবধানে সুয়ূতীর ভাষ্য ও সিন্দীর টীকাসহ সুনানে নাসাঈ কায়রো থেকে ১৯৩০-৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৬. মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ ভূজিয়ানীকৃত 'আত-তালীকাতুস সালাফিয়্যা'সহ সুনানে নাসাঈ লাহোর থেকে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৭. আবুল হাসান আলী ইব্‌ন আবদিল্লাহ আল-আনসারী আল-আন্দালুসী (মৃ.৭৫৬ হিঃ) الامعان في شرح سنن النسائي নামে তিনি একটি ভাষ্য গ্রন্থ লিখেন।

৮. হাফিজ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী দামিশকী (মৃ.৭৬৫ হিঃ) সুনানে নাসাঈ-র একটি ভাষ্য গ্রন্থ সূচনা করেন।

৯. আল্লামা ইব্‌ন মুলাক্কিন (মৃ. ৮০৪ হি.) 'যাওয়াইদুন নাসাঈ' নামে একটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

১০. আল্লামা ইশফাকুর রহমান কান্ধালবী (র) সুয়ূতীর ভাষ্য ও সিন্দীর টীকা সংক্ষিপ্ত করে এবং আসমাউর রিজাল সংযোজন করে ১৩৫০ হিজরীতে সুনানে নাসাঈ দিল্লী থেকে প্রকাশ করেন।

১১. সিহাহ সিত্তাহ্‌র উর্দূ অনুবাদক মাওলানা নওয়াব ওয়াহীদুয যামান হায়দরাবাদী 'রাওদুর রুবা আন তারজামাতিল মুজতাবা' নামে সুনানু নাসাঈ-র একটি উর্দূ অনুবাদ লাহোর থেকে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।

সুনানু নাসাঈ শরীফ

পঞ্চম (শেষ) খণ্ড

অধ্যায়

কাসামাহ্

চুরির দণ্ডবিধি

ঈমান এবং এর আরকান

সাজসজ্জা

বিচারকের নিয়মাবলী

আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করা

পানীয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْقَسَامَةِ

অধ্যায় ঃ কাসামাহ[১]

ذِكْرُ الْقَسَامَةِ الَّتِيْ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

যে সকল কাসামাহ জাহিলিয়া যুগে প্রচলিত ছিল

٤٧٠٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَطَنٌ أَبُوْ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ يَزِيْدَ الْمَدَنِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَوَّلُ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ أَسْتَاجَرَ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذِ أَحَدِهِمْ قَالَ فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ فَلَمَّا نَزَلُوْا وَعُقِلَتِ الْإِبِلُ إِلاَّ بَعِيْرًا وَاحِدًا فَقَالَ الَّذِي أَسْتَاجَرَهُ مَاشَانُ هٰذَا الْبَعِيْرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الْإِبِلِ قَالَ لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ قَالَ فَأَيْنَ عِقَالُهُ قَالَ مَرَّبِيْ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ فَاسْتَغَثْنِيْ فَقَالَ أَغِثْنِيْ بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي لاَتَنْفِرَ الْإِبِلُ فَأَعْطَيْتُهُ عِقَالاً فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيْهَا أَجَلُهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ قَالَ مَاأَشْهَدُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُ قَالَ هَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذَا شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَاآلَ قُرَيْشٍ فَإِذَا أَجَابُوْكَ فَنَادِيَا آلَ هَاشِمٍ فَإِذَا أَجَابُوْكَ فَسَلْ عَنْ أَبِيْ طَالِبٍ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِيْ فِي عِقَالٍ وَمَاتَ الْمُسْتَاجِرُ فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي أَسْتَاجَرَهُ أَتَاهُ أَبُوْ طَالِبٍ فَقَالَ مَافَعَلَ صَاحِبُنَا قَالَ مَرِضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ فَنَزَلْتُ فَدَفَنْتُهُ فَقَالَ كَانَ ذَاأَهْلٍ ذَانَ مِنْكَ فَمَكَثَ حِيْنًا إِنَّ الرَّجُلَ الْيَمَانِيَّ الَّذِي كَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ قَالَ يَاآلَ قُرَيْشٍ قَالُوْا هٰذِهِ قُرَيْشٌ قَالَ يَاآلَ بَنِيْ هَاشِمٍ قَالُوْا هٰذِهِ بَنُوْ هَاشِمٍ قَالَ

১. কাউকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলে, তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যে কসম করা হয়, সেই কসমকে শরীয়তে 'কাসামাহ' বলা হয়।

اَيْنَ اَبُوْ طَالِبٍ قَالَ هٰذَا اَبُوْ طَالِبٍ قَالَ اَمَرَنِيْ فُلاَنٌ اَنْ اُبَلِّغَكَ رِسَالَةً اَنْ فُلاَنًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ فَاَتَاهُ اَبُوْ طَالِبٍ فَقَالَ اخْتَرْ مِنَّا اِحْدٰى ثَلاَثٍ اِنْ شِئْتَ اَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ فَاِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا خَطَأً وَاِنْ شِئْتَ يَحْلِفْ خَمْسُوْنَ مِنْ قَوْمِكَ اَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ فَاِنْ اَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ فَاَتٰى قَوْمَهُ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُمْ فَقَالُوْا نَحْلِفُ فَاَتَتْهُ امْرَاَةٌ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ يَا اَبَا طَالِبٍ اُحِبُّ اَنْ تُجِيْزَ ابْنِيْ هٰذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِيْنَ وَلاَ تُصَيِّرْ يَمِيْنَهُ فَفَعَلَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا اَبَا طَالِبٍ اَرَدْتَ خَمْسِيْنَ رَجُلاً اَنْ يَحْلِفُوْا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الْاِبِلِ يُصِيْبُ كُلُّ رَجُلٍ بَعِيْرَانِ فَهٰذَانِ بَعِيْرَانِ فَاقْبَلْهُمَا عَنِّيْ وَلاَ تُصَيِّرْ يَمِيْنِيْ حَيْثُ تُصَيِّرُ الْاَيْمَانُ فَقَبِلَهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَاَرْبَعُوْنَ رَجُلاً حَلَفُوْا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَاحَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَالْاَرْبَعِيْنَ عَيْنٌ تَطْرِفُ ،

৪৭০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম শপথ নেওয়ার প্রথা জাহিলীয়া যুগে এভাবে প্রবর্তিত হয় যে, কুরায়শের এক ব্যক্তি হাশিম গোত্রের এক ব্যক্তিকে অর্থের বিনিময়ে কাজ করার জন্য রেখেছিল। সে তার সাথে তার উটের স্থানে গেল, সেখানে অন্য এক লোকের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, যে বেশী হাশিমের সাথে সম্পর্ক রাখতো। যার পাত্রের রশি ছিঁড়ে গেলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে বললেন ঃ একখানা রশি দ্বারা আমার সাহায্য করুন, যেন আমি আমার পাত্র বাঁধতে পারি। এমন না হয় যে, উট চলার সময় পাত্রে পড়ে যায়। সে ব্যক্তি তাকে একখানা রশি দিয়ে দিল। যখন তারা অবতরণ করলে সকল উট তো বাঁধা হলো কিন্তু একটি উট থেকে গেল, তা বাঁধা গেল না। যে ব্যক্তি তাকে চাকর রেখেছিল, সে জিজ্ঞাসা করলো ঃ এই উটের কী হলো ? একে বাঁধলে না কেন ? চাকর বললো ঃ এর বাঁধার রশি নেই। সে জিজ্ঞাসা করলো ঃ রশি কোথায় গেল ? চাকর বললো ঃ বনী হাশিমের এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তার পাত্র বাঁধার রশি ছিঁড়ে গিয়েছিল, সে আমাকে বললো ঃ একটি রশি দিয়ে আমার সাহায্য করুন, যা দ্বারা আমি আমার মুখ বন্ধ করতে পারি যাতে আমার উট পলাইয়া না যায়। আমি তাকে বাঁধার জন্য রশি দিয়ে দেই। একথা শুনেই মালি চাকরকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। ফলে চাকরটি মারা যায়। ইয়ামনী জনৈক ব্যক্তি সেই সময় তার নিকট দিয়া যাচ্ছিল, সে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আপনি হজ্জে যাবেন ? সে বললো ঃ পূর্বে গিয়েছিলাম এইবার নাও যেতে পারি। সে বললো ঃ আপনি যখনই যাবেন, আমার একটি সংবাদ তখন পৌঁছাইতে পারবেন কি ? লোকটি বললো ঃ হ্যাঁ। সে বললো ঃ আপনি হজ্জ মৌসুমে গেলে সেখানে হে কুরায়শ গোত্রের লোক বলে বলে ডাক দিবেন, তারা জবাব দিলে আবার ডাকবেন, হে হাশিম গোত্রের লোক ! তারা জবাব দিলে আপনি আবূ তালিব সম্পর্কে বলবেন ঃ 'আমাকে অমুক ব্যক্তি একটি রশির কারণে হত্যা করেছে' এই বলে সে মৃত্যুবরণ করলো। মালিক ব্যক্তি মক্কায় আসলে আবূ তালিব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমাদের লোক কোথায় ? সে বললো ঃ তার অসুখ হয়েছিল, আমি তার উত্তমরূপে সেবা করি, কিন্তু সে মারা যায়। আমি অবতরণ করে তাকে দাফন করি। আবূ তালিব বললেন ঃ তুমি উত্তমরূপে রেখে তাকে দাফন করবে এটাই তোমার নিকট আশা করা যায়। কিছু দিন পর ইয়ামন হতে ঐ ব্যক্তি আগমন করলে, যাকে ঐ চাকর ব্যক্তি তার সংবাদ দেওয়ার ওসীয়ত করেছিল সে বললো ঃ কুরায়শরা কে আছ ? তারা বললো ঃ এই যে আমরা। সে বললো, বনী হাশিমের লোক কোথায় ? তারা বললো ঃ এই যে বনু হাশিমের লোক। সে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আবূ তালিব কোথায় ? তারা বললো ঃ এই যে

আবূ তালিব। সে বললো ঃ আমাকে অমুক ব্যক্তি ওসীয়ত করেছিল, আপনাকে এই সংবাদ দেওয়ার জন্য যে, অমুক ব্যক্তি তাকে লাঠির আঘাতে হত্যা করেছে এক রশির জন্য। আবূ তালিব সে ব্যক্তির নিকট গিয়ে বললেন, তুমি আমার গোত্রের লোককে হত্যা করেছ। এখন তিনটি প্রস্তাবের একটা গ্রহণ কর। যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে দিয়তের একশত উট দিয়ে দাও। কেননা, তুমি আমাদের লোককে ভুলবশত হত্যা করেছ। আর যদি তুমি ইচ্ছা কর, তা হলে তোমার গোত্রের পঞ্চাশজন লোক কসম খেয়ে বলবে যে, তুমি তাকে হত্যা করনি, যদি তুমি এর কোন শর্ত গ্রহণ না কর, তবে আমরা তোমাকে ঐ ব্যক্তির পরিবর্তে হত্যা করবো। সে ব্যক্তি তার গোত্রের নিকট গিয়ে একথা বললো। তখন তারা বললো ঃ আমরা শপথ করবো। এরপর বনু হাশিম গোত্রের এক নারী আবূ তালিবের নিকট এসে বললো ঃ হে আবূ তালিব ! আমার ইচ্ছা আপনি পঞ্চাশজন লোকের একজনের পরিবর্তে আমার এই ছেলেকে গ্রহণ করুন। আর তার নিকট হতে শপথ নিবেন না। আবূ তালিব ইহা মঞ্জুর করলেন। এরপর তাদের আর এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ হে আবূ তালিব ! আপনি একশত উটের পরিবর্তে ৫০ লোকের শপথ নিতে চান, তাতে একজনের জন্য দুই উট পড়ে। অতএব এই দুই উট গ্রহণ করে আমাকে শপথ হতে রেহাই দিন। আবূ তালিব এটাও গ্রহণ করলেন। পরে আট চল্লিশজন লোক এসে কসম করলো। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম ! এক বছর শেষ না হতেই ঐ আট চল্লিশজন লোকের সকলেই মারা গেল।

اَلْقَسَامَةِ

শপথ নেয়া

٤٧٠٧. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلٰى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ *

৪৭০৭. আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ ও ইউনুস ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এক আনসারী সাহাবী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাসামাহ্ বা শপথ নেয়াকে ঐরূপই প্রচলিত রাখেন যেরূপ জাহিলীয়া যুগে এর প্রচলন ছিল।

٤٧٠٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُنَاسٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاَقَرَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقَسَامَةَ عَلٰى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ *

৪৭০৮. মুহাম্মদ ইবন হাশিম (র) - - - - সুলায়মান ইবন ইয়াসার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণনা করেন, কাসামত বা শপথ নেয়ার প্রথা জাহিলী যুগেও প্রচলিত ছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একে বহাল রাখেন।

٤٧٠٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقَرَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى مَاكَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى بِهَا بَيْنَ أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيْلٍ أَدَّعَوْهُ عَلَى يَهُوْدِ خَيْبَرَ خَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ *

৪৭০৯. মুহাম্মদ ইবন হাশিম (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত। কাসামত বা শপথ নেয়ার প্রথা জাহিলী যুগেও প্রচলিত ছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একে বহাল রাখেন। তিনি আনসারদের মোকদ্দমায় কাসামাহ-এর আদেশ দেন, যখন তারা খায়বরের ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে একটি হত্যার দাবী উত্থাপন করেছিল।

٤٧١٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَقَرَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْأَنْصَارِيِّ الَّذِيْ وُجِدَ مَقْتُوْلاً فِيْ حَبِّ الْيَهُوْدِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْيَهُوْدُ قَتَلُوْا صَاحِبَنَا *

৪৭১০. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) - - - - ইবন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জাহিলীয়া যুগে কাসামাহ প্রচলিত ছিল, পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একে ঐ আনসারদের মোকদ্দমায় প্রবর্তন করেন, যার লাশ ইয়াহূদীদের কূপে পাওয়া গিয়েছিল, কেননা আনসার দাবী করে যে, ইয়াহূদীরা আমাদের লোককে হত্যা করেছে।

تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ

নিহতের ওয়ারিসদের প্রথমে শপথ করানো

٤٧١١. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِيْ لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِيْ حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمَا فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِيْ فَقِيْرٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَتَى يَهُوْدَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللّٰهِ قَتَلْتُمُوْهُ فَقَالُوْا وَاللّٰهِ مَاقَتَلْنَاهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَخُوْهُ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِيْ كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَبِّرْ كَبِّرْ وَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِمَّا أَنْ يَدُوْا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوْا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ ذٰلِكَ فَكَتَبُوْا إِنَّا وَاللّٰهِ مَاقَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ تَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوْا لاَ قَالَ فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُوْدُ قَالُوْا لَيْسُوْا مُسْلِمِيْنَ

فوداه رسول الله ﷺ من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء *

৪৭১১ আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) - - - - সাহল ইবন আবূ হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ্ ইবন সাহল এবং মুহায়্যিসাহ্ তাঁদের কষ্টের দরুন খায়বরের দিকে রওয়ানা হন পরে মুহায়্যিসার নিকট এক ব্যক্তি এসে বলে ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবন সাহল নিহত হয়েছে। আর তাকে এক অতি অন্ধকার কূপে ফেলে দেয়া হয়েছে। একথা শুনে মুহায়্যিসা ইয়াহূদীদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আল্লাহ্র শপথ! তোমরা তাকে হত্যা করেছ তারা বললো ঃ আল্লাহ্র শপথ! আমরা তাকে হত্যা করিনি। মুহায়্যিসা সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট গিয়ে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন এরপর মুহায়্যিসা এবং তার বড় ভাই হুয়ায়্যিসা যিনি প্রথম গিয়েছিলেন খায়বরে তিনি আগে কথা বলতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ বড়কে আগে কথা বলতে দাও এরপর হুয়ায়্যিসাহ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ইয়াহূদীদের উচিত তোমার ভাইয়ের দিয়াত আদায় করা, অন্যথায় তাদেরকে যুদ্ধের জন্য বলা হবে। তারপর তিনি ইয়াহূদীদেরকে এ ব্যাপারে লিখলে তারা উত্তর দিল আল্লাহ্র শপথ আমরা হত্যা করিনি এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুয়ায়্যিসাহ মুহায়্যিসাহ এবং আব্দুর রহমানকে বললেন ঃ আচ্ছা, এখন তোমরা শপথ করে তোমাদের ভাইয়ের হত্যার প্রমাণ দাও তখন তাঁরা বললেন ঃ না, আমরা শপথ করবো না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এখন ইয়াহূদীরা কসম করে বলবে যে, আমরা হত্যা করিনি তারা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইয়াহূদীরা তো মুসলমান নয়, তারা মিথ্যা কসম করবে তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে তাদেরকে দিয়াত স্বরূপ একশত উট দিয়ে দেন। তাঁরা উট নিয়ে তাদের বাড়ীতে প্রবেশ করেন সাহল (রা) বলেন ঃ এদের একটি লাল উটনী আমাকে পদাঘাত করেছিল।

٤٧١٢ أخبرنا محمد بن سلمة قال نبأنا ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره أن رجالا كبرا من قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهود وقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله ﷺ لمحيصة كبر كبر يريد أسن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله ﷺ إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب بذلك إليهم رسول الله ﷺ في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله ﷺ لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله ﷺ من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء *

৪৭১২ মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - সাহল ইবন আবূ হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবন সাহল এবং মুহায়্যিসা (রা) তাদের অভাবের দরুন খায়বর যান এরপর মুহায়্যিসা এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবন সাহলকে হত্যা করা হয়েছে এবং একটি অন্ধকার কূপে তাঁকে নিক্ষেপ করা হয়েছে একথা শুনে মুহায়্যিসা ইয়াহূদীদের নিকট গিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! তোমরা তাকে হত্যা করেছ তারা বললো ঃ আল্লাহর শপথ ! আমরা তাকে হত্যা করিনি। মুহায়্যিসা সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে সকল ঘটনা তাঁকে অবহিত করেন এরপর মুহায়্যিসা এবং তাঁর বড় ভাই হুওয়ায়্যিসাহ এবং আব্দুর রহমান ইবন সাহল মিলিত হয়ে আসেন মুহায়্যিসা (রা) খায়বরে প্রথম গমন করেন বিধায় তিনি প্রথম কথা বলতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ বড় ভাইয়ের খেয়াল কর পরে হুয়ায়্যিসা সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের ভাইয়ের দিয়াত দিয়ে দেওয়া ইয়াহূদীদের কর্তব্য অন্যথায় তাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হবে এরপর তিনি এ ব্যাপারে ইয়াহূদীদেরকে লিখলে তারা জবাব দেয় যে আল্লাহ্র কসম! আমরা তাকে হত্যা করি নাই এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুয়ায়্যিসা মুহায়্যিসাহ এবং আব্দুর রহমানকে বললেন ঃ এখন তোমরা শপথ করে তোমাদের ভাইয়ের হত্যা প্রমাণিত কর তাঁরা বললেন ঃ আমরা শপথ করতে পারি না (কারণ আমরা চাক্ষুষ দেখিনি) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তা হলে ইয়াহূদীরা তোমাদের বিপক্ষে শপথ করবে। তাঁরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ তারা তো মুসলমান নয় পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের দিয়াত নিজেই আদায় করেন এবং একশত উট তাদের নিকট পাঠিয়ে দেন। যা নিয়ে তাঁরা তাদের ঘরে প্রবেশ করেন সাহল বলেন ঃ এদের একটি লাল উটনী আমাকে পদাঘাত করলো।

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَهْلٍ فِيهِ

এই হাদীসের সাহল হতে বর্ণনাকারীর বর্ণনা পার্থক্য

٤٧١٣ - أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال وحسبت قال وعن رافع بن خديج أنهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة ابن مسعود حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هناك ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه ثم قدم إلى رسول الله ﷺ هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول الله ﷺ كبر الكبر في السن فصمت ويتكلم صاحباه ثم تكلم معهم فذكروا لرسول الله ﷺ مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم تحلفون خمسين يمينا وتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا كيف نحلف ولم نشهد قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار فلما رأى ذلك رسول الله ﷺ أعطاه عقله *

৪৭১৩. কুতায়বা (র) - - - - সাহল ইবন আবূ হাছমা এবং রাফি ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবন সাহল এবং মুহায়্যিসা ইবন মাসউদ একত্রে বের হন। খায়বরে পৌঁছলে কোন এক স্থানে তাঁরা পরস্পর পৃথক হয়ে যান এরপর মুহায়্যিসা (রা) আব্দুল্লাহ্ ইবন সাহলকে দেখলেন যে, তিনি মৃত অবস্থায়

পড়ে আছেন তিনি তাঁকে দাফন করলেন, পরে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হন তিনি নিজে এবং হুওয়ায়্যিসা ইবন মাসউদ এবং আব্দুর রহমান ইবন সাহ্ল। আব্দুর রহমান সকলের মধ্যে বয়সে ছোট ছিলেন তিনি প্রথমে কথা বলতে আরম্ভ করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যারা বয়সে বড় তাদের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখ তখন তিনি চুপ হয়ে যান তখন তাঁর সাথীদের কথা বলতে থাকেন এবং তিনিও তাদের সাথে কথা বলছিলেন তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট ঐ স্থানের কথা বললো ঃ যেখানে আব্দুল্লাহ ইবন সাহল নিহত হন তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা পঞ্চাশ ব্যক্তি কি একথার শপথ করতে পারবে যে, তোমরা তোমাদের সাথীর রক্ত পেয়েছ, অথবা হত্যাকারীকে দেখেছ ? তারা বলেন ঃ যখন আমরা দেখিনি এবং আমরা উপস্থিতও ছিলাম না, তখন আমরা কী করে শপথ করতে পারি তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ইয়াহূদীদের পঞ্চাশ ব্যক্তি শপথ করলে রেহাই পাবে। তারা বললেন ঃ আমরা কাফিরদের কসম কিরূপে বিশ্বাস করবো ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একথা শুনে নিজে দিয়ত বা রক্ত বিনিময় বা রক্তপণ আদায় করে দেন

٤٧١٤ اخبرنا احمد بن عبدة قال نبأ حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حثمة ورافع بن خديج انهما حدثاه ان محيصة بن مسعود وعبد الله ابن سهل ابنا حبشي في حاجة لهما فتفرقا في البحر فقتل عبد الله بن سهل فجاء اخوه عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود عمه الى رسول الله ﷺ فتكلم عبد الرحمن في امر اخيه وهو اصغر منهم فقال رسول الله ﷺ الكبر الكبر فتكلم في امر صاحبيه فقال رسول الله ﷺ وذكر كلمة معناه يقسم خمسون منكم فقالوا يا رسول الله امر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود باقسام خمسين منهم فقالوا يا رسول الله قوم كفار فوداه رسول الله ﷺ من قبله قال سهل فدخلت مربدا لهم فركضتني ناقة من تلك الابل *

৪৭১৪ আহমদ ইবন আব্দা (র) সাহল ইবন আবূ হাছমা এবং রাফি' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ মুহায়্যিসা ইবন মাসউদ এবং আব্দুল্লাহ্ ইবন সাহ্ল তাদের কোন প্রয়োজনে খায়বর গমন করেন এরপর খেজুর গাছের ব্যাপারে তারা পৃথক হয়ে যান। আব্দুল্লাহ ইবন সাহ্ল নিহত হন। এরপর তার ভাই আব্দুর রহমান ইবন সাহল এবং তাঁর দুই চাচাতো ভাই হুওয়ায়্যিসা ও মুহায়্যিসা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে আব্দুর রহমান তাঁর ভাই সম্পর্কে কথা বলা শুরু করেন আর তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে বয়সে ছোট তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেন ঃ যারা বয়সে বড় তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর পরে তার দুইজন তাদের সাথীর ব্যাপারে কথা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যারা বয়সে বড় তাদের সম্মান কর। তখন তিনি চুপ করেন এবং তার সাথীদ্বয় কথা বলতে লাগলেন। আর তিনিও তাদের সাথে কথা বললেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আব্দুল্লাহ ইবন সাহ্লের নিহত হওয়ার স্থানের কথা জানালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের মধ্য হতে পঞ্চাশজন লোক কসম করবে, তখন তাঁরা বললেন ঃ আমরা যা প্রত্যক্ষ করিনি তার উপর আমরা কিরূপ শপথ করবো ? তিনি বলেন ঃ অন্যথায় ইয়াহূদীরা পঞ্চাশজন শপথ করে তোমাদের দাবী হতে রেহাই পেয়ে যাবে তারা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তারা তো কাফির এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে দিয়াত

আদায় করে দেন সাহল (রা) বলেন ঃ আমি উট রাখার স্থানে গেলে যে উট আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল ঐ উটের একটি আমাকে পদাঘাত করেছিল

٤٧١٥ أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد انطلقا إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا لحوائجهما فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة إلى رسول الله ﷺ فذهب عبد الرحمن يتكلم وهو أحدث القوم سنا فقال رسول الله ﷺ كبر الكبر فسكت فتكلما فقال رسول الله ﷺ تحلفون خمسين يمينا منكم فتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم قالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا يا رسول الله كيف نأخذ أيمان قوم كفار فعقله رسول الله ﷺ من عنده

৪৭১৫ আমর ইবন আলী (র) - - - - সাহল ইবন আবূ হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত আব্দুল্লাহ্ ইবন সাহল এবং মুহায়্যিসা ইবন মাসউদ ইবন যায়দ খায়বর যাওয়ার পর নিজেদের কাজে উভয়ে পৃথক হয়ে যান। এরপর মুহায়্যিসা আব্দুল্লাহ ইবন সাহলের নিকট গিয়ে দেখতে পান যে, তিনি নিহত হয়েছেন এবং তার দেহ থেকে রক্ত বের হচ্ছে তিনি তাঁকে দাফন করে মদীনায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন। এসময় তাঁর সাথে হুওয়ায়্যিসা ইবন মাসউদ এবং আব্দুর রহমান ইবন সাহল ছিলেন। আব্দুর রহমান ছিলেন সকলের ছোট তিনিই প্রথম কথা বলতে আরম্ভ করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যে বয়সে বড় তাঁকে সম্মান কর তিনি চুপ হয়ে গেলে অন্য সাথীদ্বয় কথা আরম্ভ করলেন এবং তিনিও তাদের সাথে কথায় শরীক ছিলেন তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ঐ স্থানের কথা বলেন, যেখানে আব্দুল্লাহ্ ইবন সাহল নিহত হন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের পঞ্চাশজন কি শপথ করে বলতে পারবে যে, তোমরা তার নিহত হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলে বা তোমরা তা দেখেছ ? তারা বললেন ঃ আমরা সেখানে ছিলাম না এবং আমরা দেখিনি, তখন আমরা কিভাবে তা করতে পারি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাহলে ইয়াহূদীদের মধ্য হতে পঞ্চাশজন শপথ করবে তারা বললেন ঃ কাফিরদের শপথ আমরা কিরূপে মেনে নিতে পারি ? এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে তাদের দিয়াত আদায় করে দেন

٤٧١٦ أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا في حوائجهما فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى رسول الله ﷺ فذهب عبد الرحمن يتكلم

فعدا رسول الله ﷺ كبر الكبر وهو احدث القوم فسكت فتكلما فقال رسول الله ﷺ
اتحلفون خمسين يمينا منكم وتستحقون قاتلكما او صاحبكم فقالوا يا رسول الله كيف
نحلف ولسنا قوم كفار فعقله رسول الله ﷺ من عنده *

৪৭১৬ ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - সাহল ইবন আবূ হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবন সাহল এবং মুহায়্যিসা ইবন মাসউদ ইবন যায়দ খায়বর গমন করেন সেখানে যাওয়ার পর তারা কাজে পৃথক হয়ে যান এরপর মুহায়্যিসা আব্দুল্লাহ্র নিকট এমন অবস্থায় গমন করেন যে তাঁর শরীর রক্তাক্ত, তিনি মারা গেলে তাঁকে দাফন করে মদীনায় ফিরে আসেন। এরপর আব্দুর রহমান ইবন সাহল এবং হুওয়ায়্যিসা এবং মুহায়্যিসা ইবন মাসউদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে আব্দুর রহমান কথা বলতে শুরু করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যে বয়সে বড়, তাকে সম্মান কর তিনি ছিলেন বয়সে ছোট তিনি চুপ রইলেন এরপর তাঁরা দু'জন নবী ﷺ এর সঙ্গে কথা বললেন তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা পঞ্চাশজন শপথ করে কি একথা বলতে পারবে যে, তোমরা দেখেছ? তারা বললেন ঃ আমরা যখন দেখিনি তখন আমরা কি করে শপথ করবো ? তখন তিনি বললেন ঃ তাহলে ইয়াহুদীদের পঞ্চাশজন কসম করে তোমাদের দাবী মিথ্যা প্রমাণ করবে তারা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কাফিরদের শপথ আমরা কী করে বিশ্বাস করবো ? তখন তিনি নিজে তাদের দিয়াত আদায় করে দেন

٤٧١٧ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول
اخبرني بشير بن يسار عن سهل بن ابي حثمة ان عبد الله بن سهل الانصاري ومحيصة
بن مسعود خرجا الى خيبر فتفرقا في حيهما فقتل عبد الله بن سهل الانصاري فجاء
محيصة وعبد الرحمن اخو المقتول وحويصة بن مسعود حتى اتوا رسول الله ﷺ
فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال له النبي ﷺ كبر الكبر فتكلم محيصة وحويصة
فذكروا شان عبد الله بن سهل فقال رسول الله ﷺ تحلفون خمسين يمينا فتستحقون
قاتلكم فقالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نحضر فقال رسول الله ﷺ فتبرئكم يهود
بخمسين يمينا فقالوا يا رسول الله ﷺ كيف نقبل ايمان قوم كفار فعقله رسول
الله ﷺ قال بشير قال لي سهل بن ابي حثمة لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض
في مربد لنا *

৪৭১৭ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - সাহল ইবন আবূ হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত আব্দুল্লাহ্ ইবন সাহল আনসারী এবং মুহায়্যিসা ইবন মাসউদ খায়বর গমন করেন। পরে তারা উভয়ে তাদের কাজে পৃথক হয়ে যান এবং আব্দুল্লাহ ইবন সাহল আনসারী নিহত হন এরপর মুহায়্যিসা এবং আব্দুর রহমান, নিহত ব্যক্তির ভাই এবং হুওয়ায়্যিসা ইবন মাসউদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হন আব্দুর রহমান কথা বলতে উদ্যত হলে নবী ﷺ তাঁকে বলেন ঃ বয়সে যে বড় তাঁর সম্মান কর তখন মুহায়্যিসা এবং হুওয়ায়্যিসা আব্দুল্লাহ ইবন সাহলের

ঘটনা বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা পঞ্চাশ ব্যক্তি শপথ করে তোমাদের দাবী প্রমাণ কর। তারা বলেন ঃ আমরা যখন দেখিনি এবং উপস্থিতও ছিলাম না, এমতাবস্থায় আমরা কী করে শপথ করতে পারি? তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তবে তো তারা পঞ্চাশজন শপথ করে তোমাদের দাবী নাকচ করে দিবে। তখন তারা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কাফিরদের শপথ আমরা কিভাবে মেনে নিতে পারি ? রাবী বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে দিয়াত আদায় করে দেন সাহল ইবন আবূ হাছমা রা) বলেন ঃ ঐ সকল উটের একটি আমাকে আমাদের উট রাখার স্থানে পদাঘাত করেছিল।

٤٧١٨ اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حثمة قال وجد عبد الله بن سهل قتيلا فجاء اخوه وعماه حويصة ومحيصة وهما عما عبد الله بن سهل الى رسول الله ﷺ فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال رسول الله ﷺ كبر الكبر قالا يا رسول الله ﷺ ان وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من بعض قلب خيبر فقال النبي ﷺ من تتهمون قالوا نتهم اليهود فان اقسمون خمسين يمينا ان اليهود قتلته قالوا وكيف نقسم على ما لم نر قال فتبرئكم اليهود بخمسين يمينا انهم لم يقتلوه قالوا وكيف نرضى بايمان قوم مشركين فوداه رسول الله ﷺ من عنده ارسله مالك بن انس *

৪৭১৮ মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - সাহল ইবন আবূ হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবন সাহলকে মৃতাবস্থায় পাওয়া গেল, তখন তাঁর ভাই এবং দুই চাচা হুওয়ায়্যিসা এবং মুহায়্যিসা, যারা আব্দুল্লাহ (রা)-এরও চাচা ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে আব্দুর রহমান কথা বলতে শুরু করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ বয়সে যে বড় তাকে সম্মান কর। তারা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমরা আব্দুল্লাহ্ ইবন সাহলকে মৃতাবস্থায় পেয়েছি। আর তাকে হত্যা করে ইয়াহূদীদের এক কূপে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কাকে সন্দেহ কর ? তারা বললেন ঃ ইয়াহূদীদের উপরই আমাদের সন্দেহ হয় তিনি বললেন ঃ তোমরা কি কসম করে বলতে পার যে, ইয়াহূদীরা তাকে হত্যা করেছে ? তাঁরা বললেন ঃ আমরা যখন চোখে দেখিনি তখন আমরা কিরূপে কসম করতে পারি ? তিনি বলেন ঃ তা হলে ইয়াহূদীরা পঞ্চাশজন শপথ করে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তখন তারা বললেন ঃ আমরা তাদের শপথ কিরূপে বিশ্বাস করবো ? কেননা তারা তো মুশরিক তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে তাদের দিয়াত আদায় করে দেন।

٤٧١٩ قال الحرث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن بشير بن يسار انه اخبره ان عبد الله بن سهل الانصاري ومحيصة بن مسعود خرجا الى خيبر متفرقين في حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل فقدم محيصة فاتى هو واخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل الى رسول الله ﷺ فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من اخيه فقال رسول الله ﷺ كبر كبر فتكلم حويصة ومحيصة فذكروا

شأن عبد الله بن سهل فقال لهم رسول الله ﷺ تحلفون خمسين يمينا، تستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم قال مالك قال يحيى فزعم بشير أن رسول الله ﷺ وداه من عنده خالفهم سعيد بن عبيد الطائي *

৪৭১৯ হারিছ ইবন মিস্কীন (র) - - - বুশায়র ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ ইবন সাহ্ল আনসারী এবং মুহায়্যিসাহ ইবন মাসউদ খায়বর গমন করার পর নিজ নিজ কাজের জন্য পৃথক হয়ে যান। আবদুল্লাহ ইবন সাহ্ল নিহত হন, মুহায়্যিসা সেখান থেকে ফিরে আসেন। এরপর তিনি এবং তাঁর ভাই হুওয়ায়্যিসা এবং আব্দুর রহমান ইবন সাহ্ল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে আব্দুর রহমান তাঁর ভাই হিসাবে প্রথমে কথা শুরু করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ বয়সে যে বড় তাকে সম্মান কর তখন হুওয়ায়্যিসা এবং মুহায়্যিসা কথা বলতে শুরু করেন তারা আব্দুল্লাহ ইবন সাহ্লের অবস্থা বর্ণনা করলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বলেন ঃ তোমরা পঞ্চাশজন শপথ করে কি তোমাদের লোকের নিহত হওয়ার ঘটনা সাব্যস্ত করতে পারবে? ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া বলেছেন ঃ বুশায়র মনে করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে দিয়াত আদায় করে দেন

٤٧٢٠ أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا سعد بن عبيد الطائي عن بشير ابن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى نبي الله ﷺ فقالوا يا نبي الله ﷺ انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال رسول الله ﷺ الكبر الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتله قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا لا نرضى بأيمان اليهود وكره رسول الله ﷺ أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة خالفهم عمرو بن شعيب *

৪৭২০ আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - বুশায়র ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। সাহ্ল ইবন আবূ হাছমা নামক এক আনসারী তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর গোত্রের কয়েকজন খায়বর গমন করেন সেখানে তাঁরা পৃথক হয়ে যান পরে তাঁরা তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেলেন পেছনে তাঁরা যে স্থানে নিহত ব্যক্তিকে পেলেন, সেখানকার কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কি আমাদের লোককে হত্যা করেছ? তারা বললো ঃ না, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং হত্যাকারীকে আমরা চিনিও না এরপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা খায়বর গিয়েছিলাম, সেখানে আমরা আমাদের এক ব্যক্তিকে নিহত পেয়েছি। তিনি বললেন ঃ বয়সে বড় ব্যক্তির সম্মান কর বয়সে বড় ব্যক্তির সম্মান কর তিনি বললেন ঃ তোমরা কি সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে যে, কে হত্যা করেছে? তাঁরা বললেন ঃ আমাদের কোন সাক্ষী নেই তিনি বললেন ঃ আমরা ইয়াহূদীর শপথ বিশ্বাস করি না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ঐ ব্যক্তির রক্ত বৃথা যাওয়া পছন্দ হলো না, তিনি সাদকার উট থেকে একশত উট দিয়াত স্বরূপ তাদের দিয়ে দেন।

٤٧٢١ اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عبد الله بن الاخنس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان ابن محيصة الاصغر اصبح قتيلا على ابواب خيبر فقال رسول الله ﷺ اقم شاهدين على من قتله ادفعه اليك برمته قال يا رسول الله ومن اين اصيب شاهدين وانما اصبح قتيلا على ابوابهم قال فتحلف خمسين قسامة قال يا رسول الله وكيف احلف على ما لا اعلم ففي رسول الله ﷺ فيستحلف منهم خمسين فابوا فقال يا رسول الله ﷺ كيف يستحلفهم وهم اليهود فقسم رسول الله ﷺ ديته عليهم واعانهم بنصفها *

৪৭২১ মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) আমর ইবন শুআয়ব তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, মুহায়্যিসার ছোট ছেলে খায়বরে নিহত হন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তুমি নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে দুইজন সাক্ষী পেশ কর , আমি তাকে তার রক্তসহ তোমাদের নিকট সোপর্দ করবো তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমি দুইজন সাক্ষী কোথা হতে আনবো ? এতো তাদের দুয়ারে মৃতাবস্থায় পতিত ছিল তিনি বললেন ঃ তোমরা পঞ্চাশজন কি শপথ করতে পারবে ? তিনি বললেন ঃ আমি যা জানি না, তার কসম আমি কি করে করবো ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তা হলে ইয়াহূদীরা পঞ্চাশজন শপথ করে বলুক ? তিনি বললেন ঃ আমরা তাদের শপথে বিশ্বাস করবো তারা তো কাফির ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দিয়াত তাদের মধ্যে ভাগ করে দেন ঃ আর অর্ধেক দিয়াত নিজের পক্ষ হতে দিয়ে তাদের সাহায্য করেন [১]

بَابُ الْقَوَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিসাস

٤٧٢٢ اخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن رسول الله ﷺ قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين المفارق *

৪৭২২ বিশর ইবন খালিদ (র) আব্দুল্লাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন মুসলমানকে হত্যা করা মুসলমানের জন্য হারাম, তিনটি কারণ ব্যতীত ঃ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ যে ব্যক্তি বিবাহের পরও ব্যভিচার করে , এবং ঐ ব্যক্তি যে দীন ইসলাম হতে ফিরে যায় ।

٤٧٢٣ اخبرنا محمد بن العلاء واحمد بن حرب واللفظ لاحمد قالا حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قتل رجل على عهد رسول الله ﷺ فرفع ثقاله

১ ইয়াহূদীরা দিয়াত আদায় করতে অস্বীকার করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং দিয়াত আদায় করে দেন

إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَانْطَلَقَ وَكَانَ مُكْتَفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ *

৪৭২৩ মুহাম্মদ ইবন 'আলা ও আহমদ ইব্‌ন হারব (র) - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে এক ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে, হত্যাকারীকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আনা হয়। তিনি তাকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসের নিকট দিয়ে দেন। তখন হত্যাকারী বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আল্লাহ্‌র কসম' আমি তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করিনি তিনি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসকে বললেন ঃ যদি এই ব্যক্তি সত্যবাদী হয়, অতঃপর তুমি তাকে হত্যা কর, তবে তুমি জাহান্নামী হবে। তখন সেই ব্যক্তি তাকে ছেড়ে দিল। ঐ ব্যক্তি রশিতে বাঁধা ছিল, সে তার রশি টানতে টানতে চলে গেল, সেদিন হতে তাকে রশিওয়ালা ব্যক্তি বলা হতো

٤٧٢٤ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَوْفٍ الأَعْرَابِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جِيءَ بِالْقَاتِلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَاءَ بِهِ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَعْفُو قَالَ لاَ قَالَ تَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ قَالَ أَتَعْفُو قَالَ لاَ قَالَ أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لاَ قَالَ أَتَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ فَعَفَا عَنْهُ فَرَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ *

৪৭২৪ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - ওয়ায়িল হাযরামী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি হত্যা করলে, তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি তাকে ক্ষমা করে দেবে ? সে বললো ঃ না। তিনি বললেন তাকে হত্যা করবে ? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ যাও, তাকে হত্যা কর সে রওয়ানা হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন ঃ যদি তুমি তাকে ক্ষমা কর, তবে সে তোমার গুনাহ্ এবং তোমার বন্ধু গুনাহ্ সমস্ত বহন করবে তখন সে তাকে ক্ষমা করলো এবং তাকে ছেড়ে দিল তখন সে ব্যক্তি তার রশি টানতে টানতে চলে গেল।

ذِكْرُ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ فِيهِ

আলকামা ইব্‌ন ওয়ালের সাথে বর্ণনাকারীদের পার্থক্য

٤٧٢٥ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمْرَةُ أَبُو عَمْرٍو النَّهْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ جِيءَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ

يعفوا قال لا قال اتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به فلما ذهب به فولى من عنده دعاه فقال له اتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به فقال رسول الله ﷺ عسى ذلك أما انك ان عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك فعفا عنه وتركه فلما رأيته يجر بسبته ●

৪৭২৫ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) -- ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, যখন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস এক হত্যাকারীকে রশিতে বেঁধে টেনে আনে তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি তাকে ক্ষমা করে দেবে ? সে বললো ঃ না, এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ দিয়াত নেবে ? সে বললো ঃ না তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি তাকে হত্যা করবে ? সে বললো ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তা হলে তাকে নিয়ে যাও যখন সে তাকে নিয়ে চললো ঃ তখন তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি তাকে ক্ষমা করে দেবে ? সে বললো ঃ না এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ দিয়াত নেবে ? সে বললো ঃ না। আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তাকে হত্যা করবে ? সে বললো ঃ হ্যাঁ, তিনি বললেন ঃ তাকে নিয়ে যাও পরে তিনি বললেন ঃ যদি তুমি তাকে ক্ষমা কর, তবে সে তোমার পাপ এবং নিহত ব্যক্তির পাপ সমস্ত তার ঘাড়ে নিবে। তখন সে তাকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিল। (রাবী বলেন) আমি দেখলাম, সে রশি টানতে টানতে যাচ্ছে।

٤٧٢٦ خبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا جميع بن مطر الحنفي عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي ﷺ بمثله قال يحيى وهو أحسن منه ●

৪৭২৬. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) -- আলকামা ইবন ওয়ায়িল (রা) তার পিতা থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٧٢٧ اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي قال حدثنا جميع بن مطر عن علقمة بن وائل عن أبيه قال كنت قاعدا عند رسول الله ﷺ جاء رجل في عنقه بسبة فقال يا رسول الله ان هذا واخي كان في حب يحفر به فرفع الفعل فضرب به رأس صاحبه فقتله فقال النبي ﷺ اعف عنه فأبى وقال يا نبي الله ان هذا واخي كانا في حب يحفرانها فرفع الفعل فضرب به رأس صاحبه فقتله فقال اعف عنه فأبى ثم قام فقال يا رسول الله ان هذا واخي كان في حب يحفرانها فرفع الفعل أراد قال فضرب رأس صاحبه فقتله فقال اعف عنه فأبى قال اذهب به فقتله كنت مثله فخرج به حتى جاوز فناديناه اما تسمع ما يقول رسول الله ﷺ فرجع فقال ان قتلته كنت مثله قال نعم أعف عنه فخرج يجر بسبته حتى خفي علينا ●

৪৭২৭ আমর ইবন মানসূর (র) - - - ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বসেছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি অন্য একজনকে নিয়ে আসে সে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এই ব্যক্তি এবং আমার ভাই উভয়ে কূয়ায় কাজ করতো, হঠাৎ সে কোদাল উঠিয়ে আমার ভাইকে মারলে সে নিহত হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাকে ক্ষমা করে দাও সে ব্যক্তি অস্বীকার করলো। তিনবার এইরূপ বলার পর তিনি বললেন ঃ যাও, যদি তুমি তাকে হত্যা কর, তবে তুমিও এরূপ হবে। সে তাকে নিয়ে দূরে যাওয়ার পর আমরা চিৎকার করে বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে কি তা শুনছে না সে ফিরে এসে বললো ঃ যদি আমি তাকে হত্যা করি তবে কি আমিও ঐরূপ হবো ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তাকে ক্ষমা কর এরপর সে বের হলো রশি টানতে টানতে এবং আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল

٤٧٢٨ حدثنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد عن سماك ذكر ان علقمة بن وائل حدثه عن ابيه انه كان قاعدا عند رسول الله ﷺ اذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله ان هذا اخي فقال له رسول الله ﷺ ما شأنه قال يا رسول الله لم يعترف اقمت عليه البينة فان لم يكن فقتلته قال كنت اذا وهو يختبطان من شجرة فسبني فاغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقال له رسول الله ﷺ هل لك من مال تؤديه عن نفسك قال يا رسول الله مالي الا ثيابي وكسائي فقال له رسول الله ﷺ ايزيد قومك يشترونك قال اي اهون على قومي من ذا فرمى بالنسعة اي بالرجل فقال دونك صاحبك فلما ولى قال رسول الله ﷺ ان قتله فهو مثله فادركوا الرجل فقالوا وما قلت ان رسول الله ﷺ قال ان قتله فهو مثله فادركوا الرجل فقالوا وما قلت ان رسول الله ﷺ قال ان قتله فهو مثله فرجع الى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله حدثت انك قلت ان قتله فهو مثله وان حدثته الا تأمرني فقال اريد ان يبوء باثمه واثمك فاحسبه قال اثمي قال فمن دان قال دان كذلك ٭

৪৭২৮ ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ- এর নিকট বসা ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি অন্য আর এক ব্যক্তিকে রশিতে বেঁধে টেনে নিয়ে আসে এবং বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই ব্যক্তি আমার ভাইকে হত্যা করেছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি তাকে হত্যা করেছ ? ঐ ব্যক্তি বললো, যদি সে স্বীকার না করে তা হলে আমি সাক্ষী আনবো তখন এই ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি হত্যা করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কিভাবে হত্যা করেছ ? সে বললো, আমি এবং তার ভাই এক গাছের নীচে লাকড়ি একত্রিত করছিলাম। সে আমাকে গালি দিলে আমার রাগ হয় এবং আমি তার মাথায় কুড়াল দিয়ে আঘাত করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার নিকট কি মাল আছে, যা তুমি তোমার প্রাণের বিনিময়ে দিতে পার ? সে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার নিকট তো

কিছুই নেই। হাঁ, কম্বল এবং কুড়াল আছে তিনি বললেন ঃ তুমি কি মনে কর, তোমার লোক তোমাকে দিয়াতের টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নেবে ? সে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার গোত্রের নিকট আমার এত মর্যাদা নেই যে, তারা আমাকে মালের বিনিময়ে ছাড়িয়ে নেবে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রশি ওয়ারিসের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেন ঃ তাকে নিয়ে যাও যখন সে যেতে লাগলো ঃ তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি সে তাকে হত্যা করে তবে সেও তার মত হবে লোক দিয়ে তাকে বললো ঃ তোমার সর্বনাশ হোক, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি সে তাকে হত্যা করে তবে সেও এইরূপ হবে। তখন সে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো ঃ লোক বলছে, আপনি নাকি বলেছেন ঃ আমি তাকে হত্যা করলে আমিও তার মত হবো আমি তো তাকে আপনার আদেশেই নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি কি চাও যে, সে তোমার এবং তোমার এই পাপ নিজের উপর নিয়ে যাক ? সে বললো ঃ কেন চায় না ? তিনি বললেন ঃ তাই হবে ? সে বললো ঃ তবে তাই হোক

٤٧٢٩ اخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا ابى قال حدثنا ابو نوفل عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل حدثه ان اباه حدثه قال انى لقاعد مع رسول الله ﷺ اذ جاء رجل يقود اخر نحوه *

৪৭২৯ যাকারিয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে টেনে আনে শেষ পর্যন্ত অনুরূপ হাদীস।

٤٧٣٠ اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يحيى بن حماد عن ابى عوانة عن سماعيل ابن سالم عن علقمة بن وائل ان اباه حدثهم ان النبى ﷺ اتى برجل قد قتل رجلا فدفعه الى ولى المقتول فقتله فقال النبى ﷺ لجلسائه القاتل والمقتول فى النار قال فسمعه رجل فاخبره فلقى اخاه تركه فى قلادة راسه بحر سبعة حين تركه يذهب فذكر ذلك لحبيب فقال حدثنى سعيد بن اشوع قال وذكر ان النبى ﷺ امر برجل بالعفو *

৪৭৩০ মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - - ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এমন এক ব্যক্তিকে আনা হলো, যে অন্য এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে তিনি হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসের কাছে সোপর্দ করে দিলেন তাকে হত্যা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণকে বললেন ঃ নিহত ব্যক্তি এবং হত্যাকারী উভয়ে জাহান্নামে যাবে। এক ব্যক্তি ওয়ারিসদেরকে এই সংবাদ দিল যখন তাতে এ সংবাদ দেওয়া হলো, তখন সে হত্যাকারীকে ছেড়ে দিল। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি দেখলাম, তাকে ছেড়ে দেয়ার পর সে রশি টানতে টানতে প্রস্থান করল রাবী ইসমাঈল বলেন ঃ আমি হাবীবের নিকট এই হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ আমার নিকট এই হাদীস সাঈদ ইবন আশওয়া বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করার আদেশ দেন

٤٧٣١ حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا صخرة عن عبد الله بن شوذب عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رجلا أتى بقاتل وليه رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ اعف عنه فأبى فقال خذ الدية فأبى قال اذهب فاقتله فأبى أن يأخذ منه فذهب فتحق الرجل فقيل له إن رسول الله ﷺ قال اذهب فاقتله فإنك مثله فذهب فتحق الرجل فقيل له إن رسول الله ﷺ قال اقتله فإنك مثله فعلى سبيله فمر به الرجل وهو يجر بسلسلته *

৪৭৩১ ঈসা ইবন যূনুস (র) - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি তার প্রিয়জনের হত্যাকারীকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট নিয়ে আসলেন। নবী ﷺ এর তাকে বললেন : তাকে ক্ষমা করে দাও। সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন : যাও তাকে হত্যা কর আর তুমিও তার মত হবে। সে প্রত্যাবর্তন করলে এক ব্যক্তি তার সাথে মিলিত হয়ে বললো : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি তুমি তাকে হত্যা কর তবে তুমিও তার ন্যায় হবে একথা শুনে ঐ ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয় তখন সে আমার সামনে দিয়ে রশি টেনে নিয়ে চলে গেল।

٤٧٣٢ حدثنا الحسن بن سفيان النسوي قال حدثني حاتم بن حريث حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال إن هذا قتل أخي فقال إنه لقاتل أخيك فقال اتق الله واعف عنه فإنه أعظم لأجرك وخير لك ولأخيك يوم القيامة قال فأخذ يعفو عنه قال فأخبر النبي ﷺ فسأله فأخبره بما قال له فقال فعفا عنه أما إنه كان خيرا مما هو صانع به يوم القيامة يقول يا رب سل هذا فيم قتلني *

৪৭৩২ হাসান ইবন ইসহাক সারওয়ী (র) - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই ব্যক্তি আমার ভাইকে হত্যা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যাও, তুমিও তাকে হত্যা কর, যেমন সে তোমার ভাইকে হত্যা করেছে এক ব্যক্তি বললো : আল্লাহ্কে ভয় কর এবং ক্ষমা করে দাও, তোমার অনেক সওয়াব হবে, আর কিয়ামতের দিন তোমার এবং তোমার ভাই-এর জন্য উত্তম হবে। একথা শুনে সে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিল পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একথা জানতে পেরে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে যা করেছিল তা বর্ণনা করলো তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাকে মুক্ত করে দাও ইহা তোমার জন্য ঐ ব্যবহার হতে উত্তম হবে, যা সে কিয়ামতের দিন তোমার সাথে করতো। কিয়ামতের দিন সে বলতো : আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমাকে কেন হত্যা করেছিল ?

تأويل قول الله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ذكر الاختلاف على عكرمة في ذلك

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط আয়াতের ব্যাখ্যা

٤٧٣٣ حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثني عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال كان قريظة والنضير وكان النضير شرف من قريظة وكان اذا قتل رجل من النضير قتل به واذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة اداه مائة وسق من تمر فلما بعث النبي ﷺ قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه الينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي ﷺ فاتوه فسألوه فان حكمت فاحكم بينهم بالقسط والقسط النفس بالنفس ثم نزلت فاحكم بينهم بالقسط *

৪৭৩৩ কাসিম ইবন যাকারিয়া ইবন দীনার (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরাইযা ও নযীর ইয়াহূদীদের দুটি গোত্র এদের মধ্যে বনু নযীর গোত্র বনু কুরাইযা গোত্র থেকে মর্যাদাশালী ছিল বনু কুরায়যার কোন ব্যক্তি বনু নযীরের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করা হতো। কিন্তু বনু নযীরের কোন ব্যক্তি বনু কুরায়যার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে, রক্তপণ স্বরূপ সে একশত ওসক খেজুর আদায় করতো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নবুয়তের পর বনু নযীরের এক ব্যক্তি কুরায়যার এক ব্যক্তিকে হত্যা করে তখন বনু কুরায়যার লোকেরা বলে ঃ হত্যাকারীকে আমাদের হাওলা কর, আমরা তাকে হত্যা করবো বনু নযীরের লোকেরা বললো ঃ তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে নবী ﷺ রয়েছেন তারা তাঁর নিকট আসলে, তখন আয়াত নাযিল হলো, "যদি আপনি কাফিরদের মধ্যে মীমাংসা করেন, তবে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করবেন," আর ইনসাফ হলো প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ নেয়া হবে এরপর নাযিল হলো ঃ "তারা কি অজ্ঞতার যুগের রেওয়াজ পছন্দ করছে?"

٤٧٣٤ اخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابي عن ابن اسحق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ان الآيات التي في المائدة ابي قبيلة عز وجل فاحكم بينهم او اعرض عنهم الى المقسطين ثم نزلت في بني النضير وبني قريظة وذلك ان قتلى النضير كان لهم شرف يودون الديه كاملة وان قتلى قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا في ذلك الى رسول الله ﷺ فانزل الله عز وجل ذلك عنهم فحكمهم رسول الله ﷺ فانزل الله عز وجل ذلك فيهم فحكمهم رسول الله ﷺ على الحق في ذلك فحكم بالديه سواء *

৪৭৩৪ উবায়দুল্লাহ্ ইবন সা'দ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সূরা মায়িদার فاحكم بينهم এবং اعرض عنهم এই আয়াত দুইটি বনু নযীর এবং বনু কুরায়যার রক্তপণের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল যেহেতু বনী নযীর গোত্র ছিল মর্যাদাশালী, কাজেই তাদের কোন ব্যক্তি নিহত হলে তারা পূর্ণ রক্তপণ আদায়

করতো আর যদি কুরায়যার কোন ব্যক্তি নিহত হতো তবে তারা অর্ধ রক্তপণ পেত এরপর তারা এব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট মীমাংসা প্রার্থী হয় এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত তাদের ব্যাপারে নাযিল করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে সঠিক মীমাংসা করে দেন এবং দিয়াত সমান করে দেন

بَابُ الْقَوَدُ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْمَمَالِيكِ فِي النَّفْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযাদ ও দাসের মধ্যে কিসাস

٤٧٣٥ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلَّا مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ *

৪৭৩৫ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) কায়স ইবন উবাদা (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি এবং আশতার (র) আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে, জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি এমন কিছু আপনাকে বলেছেন ঃ যা সাধারণভাবে কাউকে বলেন নি ? তিনি বললেন ঃ না, আমার এই কাগজে যা লিখিত আছে, তা ব্যতীত আর কিছুই তিনি বলেন নি একথা বলে তিনি তাঁর তলোয়ারের খাপ হতে লিখিত এক টুকরা কাগজ বের করেন তাতে লেখা ছিল ঃ মুসলমানের রক্ত সমমর্যাদা সম্পন্ন, আর তারা অমুসলমানদের ব্যাপারে একটি হাতের মত মুসলমানদের একজন সাধারণ লোকও যদি কোন অমুসলমানকে আশ্রয় দেয় তবে মনে করতে হবে তাকে সকল মুসলমানই আশ্রয় দিয়েছে জেনে রাখ কোন মুসলমান কোন কাফিরের পরিবর্তে মারা যাবে, আর কোন যিম্মি, যিম্মি থাকাবস্থায় তাকে হত্যা করা যাবে না। যে ব্যক্তি ধর্মে কোন প্রকার বিদ'আত প্রতিষ্ঠা করবে, এর পাপ তার উপর বর্তাবে। যদি কোন ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ্, ফিরিশতা এবং সকল লোকের অভিসম্পাত

٤٧٣٦ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ *

৪৭৩৬ আবূ বকর আলী (র) - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানদের রক্ত সমমর্যাদা সম্পন্ন, অমুসলমানদের ব্যাপারে তারা একটি হাতের ন্যায়, সাধারণ একজন মুসলমানের আশ্রয় দান সকলের পক্ষ হতে মনে করা হবে জেনে রাখ, কোন মুসলমানকে কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না, আর যিম্মি, যিম্মি থাকাবস্থায় তাকে হত্যা করবে না।

اَلْقَوَدُ مِنَ السَّيِّدِ لِلْمَوْلٰى

দাসের জন্য মনিবের থেকে কিসাস

٤٧٣٧ أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ هُوَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ *

৪৭৩৭ মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করলে আমরা তাকে হত্যা করবো। আর যদি কোন ব্যক্তি তার দাসের নাক কান কেটে দেয়, আমরা তার নাক কান কেটে দেব যদি কোন ব্যক্তি তার দাসকে খাসি করে দেয়, তবে আমরা তাকে খাসি করে দেব

٤٧٣٨ أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ *

৪৭৩৮ নসর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করলে আমরা তাকে হত্যা করবো আর যদি দাসের নাক কান কাটে আমরা তার নাক কান কেটে দেব।

٤٧٣٩ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ *

৪৭৩৯ কুতায়বা (র) সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ তার দাসকে হত্যা করলে, আমরা তাকে হত্যা করবো আর কেউ তার দাসের নাক কান কাটলে, আমরা তার নাক কান কেটে দেব।

قَتْلُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ

নারীকে নারীর পরিবর্তে হত্যা করা

٤٧٤٠ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْنِ لِي فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينِهَا فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا *

৪৭৪০ মুসুক ইবন সায়ীদ (র) - উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মীমাংসা কী ছিল, তা জানার জন্য তাঁর বাসনা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলে হামল ইবন মালিক দাঁড়িয়ে বলেন ঃ আমি দুই নারীর বাসস্থানের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান ছিলাম। এমন সময় একজন নারী অন্যজনকে তার তাঁবুর ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করলো এবং তার পেটের বাচ্চাকেও হত্যা করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাচ্চার বদলে এক দাস অথবা দাসী দেওয়ার আদেশ করেন এবং নারীর পরিবর্তে ঐ নারীকে হত্যা করার আদেশ দেন।

اَلْقَوَدُ مِنَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ

নারীর পরিবর্তে নরকে হত্যা করা

٤٧٤١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ يَهُوْدِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلٰى اَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِهَا ●

৪৭৪১ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইয়াহূদী একটি বালিকাকে তার রূপার অলঙ্কারের জন্য হত্যা করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ বালিকার কিসাস স্বরূপ ইয়াহূদীকে হত্যার আদেশ দেন।

٤٧٤٢ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ يَهُوْدِيًّا اَخَذَ اَوْضَاحًا مِنْ جَارِيَةٍ ثُمَّ رَضَخَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَاَدْرَكُوْهَا وَبِهَا رَمَقٌ فَاَجْلَسُوْهَا يَسْتَنْطِقُوْنَهَا بِهَا اَنَاسٌ فَقَالَ هٰذَا هُوَ هٰذَا فَقَالَتْ نَعَمْ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُضَخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ●

৪৭৪২ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ ইবন মুবারক (র) - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহূদী এক নারীর রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কার কেড়ে নিল এবং পরে তাকে দুইটি পাথরের মাঝে রেখে তার মাথা চূর্ণ করলো। লোকজন এসে দেখলো, তার নিঃশ্বাস তখনও অবশিষ্ট রয়েছে। লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো ঃ তোমাকে কি ঐ ব্যক্তি মেরেছে ? ঐ ব্যক্তি মেরেছে ? অবশেষে ঐ ইয়াহূদীর নাম আসতেই সে বললো ঃ হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুটি পাথরের মধ্যে রেখে তার মাথা চূর্ণ করতে আদেশ দেন।

٤٧٤٣ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا اَوْضَاحٌ فَاَخَذَهَا يَهُوْدِيٌّ فَرَضَخَ رَأْسَهَا وَاَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنْ حُلِيٍّ فَاَدْرَكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ فَاُتِيَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَكِ فُلَانٌ قَالَتْ بِرَأْسِهَا لَا ثُمَّ قَالَ فُلَانٌ قَالَ حَتّٰى سَمّٰى لِيَهُوْدِيٍّ فَاَتَتْ بِرَأْسِهَا نَعَمْ فَاُخِذَ فَاعْتَرَفَ فَاَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُضَخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ●

৪৭৪৩ আলী ইবন হুজর (র) - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক বালিকা রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় বের হলে এক ইয়াহূদী তাকে ধরে তার মাথা দু'টি পাথরের মাঝে রেখে

আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে এবং তার শরীরের অলঙ্কার ছিনিয়ে নেয়। লোকজন এসে তাকে এমন অবস্থায় পায় যে, তখনও তার নিঃশ্বাস অবশিষ্ট আছে। তারা তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে গেলে তিনি বললেন ঃ তোমাকে কে আঘাত করেছে ? অমুক ব্যক্তি ? সে বললো ঃ না, আল্লাহ্র কসম। তিনি বললেন ঃ অমুক ব্যক্তি ? শেষ পর্যন্ত তিনি আঘাতকারী ইয়াহূদীর নাম নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, সে তার মাথার ইশারায় বললো ঃ হ্যাঁ। ঐ লোকটি ধৃত হলে তা সে স্বীকার করলো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ করলে দুই প্রস্তরের মধ্যে রেখে তার মাথা চূর্ণ করা হয়।

سُقُوطُ الْقَوَدِ مِنَ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ

মুসলমান হতে কাফিরের কিসাস রহিত হওয়া

٤٧٤٤ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لاَ يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ رَجُلٌ مُحْصَنٌ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ *

৪৭৪৪ আহমাদ ইবন হাফস ইবন আব্দুল্লাহ্ (র) . . . উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশা (রা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ তিন অবস্থার যে কোন একটি ব্যতীত কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়। প্রথমতঃ বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যদি সে ব্যভিচার করে, তখন তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে, দ্বিতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি যে কোন মুসলমানকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে, তৃতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি যে ইসলাম হতে বের হয়ে যায়, এবং পরে আল্লাহ্ তা'আলা এবং আল্লাহ্র রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, এরপর তাকে হত্যা করা হবে, বা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা দেশান্তর করা হবে।

٤٧٤٥ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ سَأَلْتُ عَلِيًّا فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ فَقَالَ لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ فِيهَا الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الأَسِيرِ وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ *

৪৭৪৫ মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) . . . আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা আমরা আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনার নিকট কি কুরআন ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন অন্য বাণী রয়েছে ? তিনি বললেন ঃ না, আল্লাহ্ তা'আলার শপথ! যিনি বীজ বিদীর্ণ করে অঙ্কুর বের করে থাকেন, এবং জীবন দান করেন। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে তাঁর কিতাবের জ্ঞান দান করেন অথবা যা সহীফায় রয়েছে। আমি

জিজ্ঞাসা করলাম : ঐ সহীফায় রয়েছে তিনি বললেন : তাতে রয়েছে দিয়তের আহকাম, দাসমুক্ত করার বর্ণনা এবং আরো রয়েছে,কোন মুসলমানকে কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না .

٤٧٤٦ اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة عن ابي حسان قال قال علي ما عهد الي رسول الله ﷺ شيئا دون الناس الا في صحيفة في قراب سيفي فلم يزل بها حتى خرج لصحيفة فاذا فيها المؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده *

৪৭৪৬ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আবূ হাস্সান (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এমন কিছু বলেন নি যা তিনি অন্যান্য লোকের নিকট বলেন নি, তবে আমার তলোয়ারের খাপে যে এক কিতাব রয়েছে তা ব্যতীত জনগণ তার পিছু ছাড়লেন না, পরে তিনি সেই কিতাব বের করলেন দেখা গেল তাতে লিখিত রয়েছে যে, মুসলমানদের রক্ত সমমর্যাদা সম্পন্ন একজন সাধারণ মুসলমানও কাউকে আশ্রয় দিতে পারে, মুসলিমগণ অমুসলিমদের ব্যাপারে এক হাতের ন্যায়, আর কোন মুসলমানকে কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না, আর নিজের ওয়াদার উপর স্থির কোন যিম্মিকে হত্যা করা যাবে না

٤٧٤٧ اخبرنا محمد بن حفص قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن ابي حسان الاعرج عن الاشتر انه قال لعلي ان الناس قد تفشغ بهم ما يسمعون فمن كان رسول الله ﷺ عهد اليه عهدا فحدثه به فذكر ما عهد الي رسول الله ﷺ عهدا لم يعهده الى الناس غير ان في قراب سيفي صحيفة فاذا فيها المؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم ادناهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده مختصر *

৪৭৪৭ আহমদ ইবন হাফস (র) - - - মালিক আশতার (রা) হতে বর্ণিত তিনি আলী (রা)-কে বললেন : মানুষের মধ্যে একথা প্রসিদ্ধ রয়েছে এবং যা তারা শুনেছে, তা হলো যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে খাস কিছু বলে থাকেন, তা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন তখন আলী (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এমন কিছু বলেন নি, যা অন্যান্য লোককে তিনি বলেন নি। তবে আমার তলোয়ারের খাপে যা রয়েছে তা ব্যতীত। এরপর দেখা গেল, তাতে রয়েছে : মুসলমানদের রক্ত সমমর্যাদা সম্পন্ন, একজন সাধারণ মুসলমান একজন কাফিরকে আশ্রয় দিতে পারে, আর কোন মুসলমানকে কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না, আর না ঐ যিম্মিকে হত্যা করা যাবে, যে তার ওয়াদার উপর স্থির রয়েছে

تَعْظِيمُ قَتْلِ الْمُعَاهِدِ

যিম্মিকে হত্যা করা গুরুতর পাপ

٤٧٤٨ أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عيينة قال حدثني أبي قال قال أبو بكرة قال رسول الله ﷺ من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة *

৪৭৪৮ ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) আবূ বাকরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যিম্মিকে কোন কারণ ব্যতীত অথবা অসময়ে হত্যা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য বেহেশত হারাম করে দেবেন

٤٧٤٩ أخبرني الحسين بن حريث قال حدثنا السمعيل عن يونس عن الحكم بن الأعرج عن الأشعث بن شرمة عن أبي بكرة قال قال رسول الله ﷺ من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها *

৪৭৪৯ হুসায়ন ইব্‌ন হুর'যছ (র) - - আবূ বাকারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যিম্মিকে হত্যা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য বেহেশত হারাম করে দেবেন, এমনকি বেহেশতের সুগন্ধও।

٤٧٥٠ أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن القاسم بن مخيمرة عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريحها وتوجد من مسيرة سبعين عاما *

৪৭৫০ মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - কাসিম ইব্‌ন মুখায়মারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জনৈক সাহাবী থেকে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যিম্মিকে হত্যা করবে, সে বেহেশতের সুগন্ধও পাবে না অথচ তার সুগন্ধ সত্তর বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে

٤٧٥١ أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم بحيم قال حدثنا هرون قال حدثنا الحسن وهو بن عمرو عن مجاهد عن حبارة بن أمية عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما *

৪৭৫১ আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দুহায়ম (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যিম্মিকে হত্যা করবে, সে বেহেশতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে

سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس

দাসদের মধ্যে যখম ও অঙ্গহানির জন্য কিসাস নেই

٤٧٥٢ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا *

৪৭৫২ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত যে গরীব লোকদের একটি গোলাম ছিল, সে ধনীদের এক দাসের কান কেটে ফেলে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলে তিনি তার জন্য কিছুই সাব্যস্ত করেন নি

الْقِصَاصُ فِي السِّنِّ

দাঁতের কিসাস

٤٧٥٣ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْقِصَاصِ فِي السِّنِّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ *

৪৭৫৩ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - -আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁতের ব্যাপারে কিসাসের আদেশ দেন তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধান হলো দাঁতের বদলে দাঁতের কিসাস

٤٧٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ *

৪৭৫৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করবে, আমরা তাকে হত্যা করবো , আর যে ব্যক্তি তার দাসের অঙ্গ কাটবে, আমরা তার অঙ্গ কাটবো

٤٧٥٥ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ وَلَفْظُ ابْنِ بَشَّارٍ *

৪৭৫৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার দাসকে খাসি করবে, আমরা তাকে খাসি করে দেব এবং যে ব্যক্তি তার দাসের কোন অঙ্গ কাটবে, আমরা তার অঙ্গ কাটবেন।

٤٧٥٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا

ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ جَارِيَةٍ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقِصَاصُ الْقِصَاصُ فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرُّبَيِّعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ قَالَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ *

৪৭৫৬ আহমদ ইবন সুলায়মান (র) আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রুবী এর বোন- উম্মে হারিছা এক ব্যক্তিকে যখম করে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এ মোকদ্দমা দায়ের করা হয় তিনি বলেন ঃ কিসাস নেয়া হবে তখন উম্মে রুবী' বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তার থেকে কী বদলা নেয়া হবে ? আল্লাহ্র কসম' তার থেকে কখনও বদলা নেয়া যাবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ্' হে উম্মে রুবী কিসাস নেয়া তো আল্লাহ্র কিতাবের বিধান সে বললো ঃ আল্লাহ্র শপথ তার নিকট হতে কখনও কিসাস নেয়া যাবে না, এরূপ বলতে থাকলো, এমনকি তারা দিয়াত কবুল করে নিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কিছু বান্দা এখনও রয়েছে যে, যদি সে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে কোন শপথ করে বসে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার শপথ সত্যে পরিণত করে দেন।

الْقِصَاصُ مِنَ الثَّنِيَّةِ

দাঁতের কিসাস সম্পর্কে

٤٧٥٧ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ ذَكَرَ أَنَسٌ أَنَّ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَقَضَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلَانَةَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلَانَةَ قَالَ وَكَانُوا قَدْ رَضُوا وَسَأَلُوا هَذِهِ تَعْفُو وَالْأَرْشَ فَمَنْ حَلَفَ أَخُوهَا وَهُوَ عَمُّ أَنَسٍ وَهُوَ الشَّهِيدُ يَوْمَ أُحُدٍ رَضِيَ الْقَوْمُ بِأَنْ تَعْفُوَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ *

৪৭৫৭ হুমায়দ ইবন মাস'আদা ও ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আনাস (রা) বলেছেন ঃ তার ফুফু এক বালিকার দাঁত ভেঙেছিল , তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিসাসের আদেশ দেন তার ভাই আনাস ইবন নযর জিজ্ঞাসা করলো ঃ অমুকের দাঁত কি ভাঙ্গা হবে ? যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ করে বলছি ঃ কখনও তার দাঁত ভাঙ্গা যাবে না , তারা এর পূর্বেই ঐ বালিকার ওয়ারিসদেরকে বলে রেখেছিল যে, তাকে ক্ষমা করে দাও, অথবা দিয়াত নাও যখন তার ভাই আনাস ইবন নযরের চাচা যিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন শপথ করলেন, তখন তার ওয়ারিসরা তাকে ক্ষমা করার জন্য রাজি হয়েছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কোন কোন বান্দা এমন রয়েছে, যদি সে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে শপথ করে বসে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার শপথ সত্যে পরিণত করে দেন

٤٧٥٨ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد عن انس قال كسرت الربيع ثنية جارية فطلبوا اليهم العفو فابوا فعرض عليهم الارش فابوا فاتوا النبي ﷺ فامر بالقصاص قال انس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فاصبح الناس يتبعون الرضا فقال ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره *

৪৭৫৮ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রুবাঈ এক বালিকার দাঁত ভেঙ্গে ফেলে, এবং তার ওয়ারিসদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো কিন্তু ঐ বালিকার ওয়ারিসরা ক্ষমা করতে সম্মত হলো না, পরে দিয়ত দেওয়ার প্রস্তাব করলেও তারা সম্মত হলো না পরে তারা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি কিসাসের আদেশ দেন তখন আনাস ইবন নযর বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! রুবাঈ-এর কি দাঁত ভেঙে দেয়া হবে ? না যিনি আপনাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ ! কখনও তার দাঁত ভাঙ্গা যাবে না তিনি বললেন ঃ হে আনাস ! আল্লাহ্র কিতাবের মীমাংসা তো কিসাস পরে ঐ লোকেরা সম্মত হয়ে গেল এবং ক্ষমা করে দিল। তখন নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কোন কোন বান্দা এমন রয়েছে, যদি সে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে কোন শপথ করে, তবে তিনি তা সত্যে পরিণত করে দেন।

اَلْقَوَدُ مِنَ الْعِضَةِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

দাঁতে কাটার কিসাস

٤٧٥٩ اخبرنا احمد بن عثمان بن الجوزاء قال انبانا فرقد بن يونس عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه عن عمران بن حصين ان رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيتاه او ثنيته فاستعدى عليه رسول الله ﷺ فقال له رسول الله ﷺ ما امرني بامرني ان امره ان يدع يده في فمك يقضمها كما يقضم الفحل ان شئت فادفع اليه يدك حتى يقضمها ثم انتزعها ان شئت *

৪৭৫৯ আহমদ ইবন উছমান আবূ জাওযা' (র) ... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাতে দাঁত দিয়ে কামড় দেয়, সে তার হাত টেনে নেওয়ার ফলে তার একটি দাঁত অথবা তিনি বলেন, কয়েকটি দাঁত পড়ে যায়। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট ফরিয়াদ জানালো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি আমাকে কী আদেশ দিতে বল তুমি এই বল যে, আমি তাকে আদেশ করি এবং সে তার হাত তোমার মুখে দিয়ে দিক, আর তুমি তা চিবিয়ে দাও, যেমন জন্তু চিবিয়ে থাকে। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তোমার হাত তাকে চিবাতে দাও। এরপর যদি ইচ্ছা হয় বের করে নাও

٤٧٦ حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة

عَنْ زُرَارَةَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ أُخْرَ عَلَى ذِرَاعِهِ فَأَخْتَلَسَهَا فَانْتَزَعَ سِنَّهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ *

৪৭৬০ আমর ইবন আলী (র) - - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নিজের দাঁত দ্বারা অন্য ব্যক্তির বাহুর উপর কামড় দিল। সে হাত টেনে নিলে ঐ ব্যক্তির দাঁত পড়ে যায় পরে এই মোকদ্দমা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে পেশ করা হলে তিনি দিয়ত বাতিল করে দেয়ার আদেশ দেন, এবং বলেন ঃ তুমি জন্তুর ন্যায় নিজের ভাইয়ের মাংস চিবাতে চাও।

٤٧٦١ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى رَجُلاً فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لاَ دِيَةَ لَهُ *

৪৭৬১. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইয়ালা এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলো এবং তাদের একজন অন্যজনের হাতে দাঁত দিয়ে কামড় দিল সে অন্যের মুখ হতে নিজের হাত টেনে নিতেই অন্যজনের দাঁত পড়ে গেল পরে উভয়ে ঝগড়া করতে করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা একে অন্যকে দাঁত দিয়ে কামড় দিয়েছ, আবার দিয়াতও চাইবে, তার জন্য কোন দিয়াত নেই

٤٧٦٢ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ يَعْلَى قَالَ فِي الَّذِي عَضَّ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَدِيَةَ لَكَ *

৪৭৬২ সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, ইয়ালা এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করে একজন অন্যজনের হাতে দাঁত দিয়ে কামড় দেয়, সে ব্যক্তি তার হাত টেনে নিলে অন্য ব্যক্তি দাঁত পড়ে যায়, পরে তারা ঝগড়া করতে করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা একে অন্যকে জানোয়ারের ন্যায় কামড়াবে আর পরে দিয়াত চাইবে ? তোমার জন্য কোন দিয়াত নেই।

٤٧٦٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ فَأَبْطَلَهُ *

৪৭৬৩. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন মুবারক (র) - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি

অন্য এক ব্যক্তির বাহু কামড়ে ধরে, ফলে তার দাঁত পড়ে যায় সে নবী ﷺ -এর নিকট গিয়ে তা বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ তুমি কি তোমার ভাইয়ের বাহু জানোয়ারের ন্যায় দাঁতে কাটতে চাচ্ছ এবং দিয়াতও চাচ্ছ সে কোন দিয়াত পাবে না।

بَابُ الرَّجُلُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিজের প্রাণ রক্ষা করা

٤٧٦٤ حدثنا مالك بن الحسن قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن منية انه قاتل رجلا فعض احدهما صاحبه فنزع يده من فيه فقلع ثنيته فرفع ذلك الى النبي ﷺ فقال يعض احدكم اخاه كما يعض البكر فبطلها *

৪৭৬৪. মালিক ইবন খলীল (র) - - ইয়ালা ইবন মুনইয়া (রা) থেকে বর্ণিত সে অন্য এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলে তাদের একজন অন্যজন দাঁত দিয়ে কামড়ায়। ঐ ব্যক্তি অন্যের মুখ হতে হাত টেনে নিলে তার দাঁত পড়ে যায়। পরে এই মোকদ্দমা নবী ﷺ -এর নিকট পেশ করা হলে তিনি বললেন ঃ তোমাদের একজন নিজের ভাইয়ের দাঁত দিয়ে কামড়াবে, যেমন যুবক উট দাঁত দিয়ে কাটে তিনি তাকে দিয়াত দেয়ার আদেশ করেন নি।

٤٧٦٥ حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد بن عقيل قال حدثنا جدي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن منية ان رجلا من بني تميم قاتل رجلا فعض يده فنزعها فالقى ثنيته فخصما الى رسول الله ﷺ فقال يعض احدكم اخاه كما يعض البكر فاهدرها اي ابطلها *

৪৭৬৫ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - ইয়ালা ইবন মুনইয়া (রা) থেকে বর্ণিত বনী তমীমের এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করে তার হাতে কামড় দেয় ঐ ব্যক্তি হাত টেনে নিলে তার দাঁত পড়ে যায় তারা এই ঝগড়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট নিয়ে গেলে তিনি বললেন ঃ তোমাদের একজন তার ভাইকে উটের ন্যায় দাঁত দিয়ে কামড়িয়েছে। অতঃ তিনি তাকে দিয়াত দিতে বলেন নি

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

আতা (র) এর হাদীস ও এই হাদীসের রাবীদের মতবিরোধ

٤٧٦٦ حدثنا عمر بن بكر قال انبانا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد عن عطاء بن ابي رباح عن صفوان بن عبد الله عن عمه يعلى انه منية فلما خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتل رجلا من المسلمين فعض

الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَحَذَبَهُ مِنْهُ فَصَرَعَ ثَنِيَّتَهُ فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ يَلْتَمِسُ الْقَوَدَ فَقَالَ يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعَضِّ الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ لَا عَقْلَ لَهُ فَأَبْطَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৪৭৬৬ ইমরান ইবন বাক্কার (র) - - - সালামা এবং ইয়ালা ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে তাবুকের যুদ্ধে বের হলাম আমাদের সাথে এক ব্যক্তি ছিল, সে এক মুসলমান ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলে, সে তার হাতে দাঁত দিয়ে কামড় দিল। ঐ ব্যক্তি তার মুখ হতে হাত টেনে নিলে তার দাঁত পড়ে যায়। তখন ঐ ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে দিয়াতের জন্য আবেদন করলো। তিনি বললেন ঃ তোমাদের এক ব্যক্তি বের হয়ে জানোয়ারের ন্যায় নিজের ভাইকে দাঁত দিয়ে কামড়ায়, পরে সে দিয়াতের জন্য আগমন করে। সে দিয়াত পাবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিয়াত বাতিল বলে ঘোষণা করেন

٤٧٦٧ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَهَا *

৪৭৬৭ আব্দুল জব্বার ইবন 'আলা (র) - - - ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাতে কামড় দিলে, তাতে তার দাঁত পড়ে যায়। পরে সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি দাঁতের দিয়াত দিতে বলেন নি

٤٧٦٨ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ هُوَ ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى وَأَنَّهُ أَجَّرَ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَدَعُهَا فَتَضَعُهَا كَضَعِّ الْفَحْلِ *

৪৭৬৮ আব্দুল জব্বার (র) ইয়ালা (রা) হতে বর্ণিত যে তিনি এক ব্যক্তিকে চাকর রাখেন, সে অন্য ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করে তার হাতে কামড় দেয় ফলে তার দাঁত পড়ে যায় ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট নালিশ করলে, তিনি বললেন ঃ ঐ ব্যক্তি তার হাত দেবে যাতে সে পশুর ন্যায় চিবিয়ে দেবে।

٤٧٦٩ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا فَقَاتَلَ أَحَدُ رَجُلًا فَعَضَّ الْآخَرُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَهْدَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ *

৪৭৬৯ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

এর সাথে তাবুক যুদ্ধে গমন করি সেখানে আমি একজন লোককে চাকর হিসাবে রাখি সেখানে আমার চাকর অন্য এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলে, সে তাকে দাঁত দিয়ে কামড়ায়। এতে তার দাঁত পড়ে যায় সে ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে সকল ঘটনা বর্ণনা করলে, তিনি একে দিয়াতের অযোগ্য সাব্যস্ত করেন।

٤٧٧٠ حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال انبانا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن امية قال غزوت مع رسول الله ﷺ جيش العسرة وكان لي اجير فقاتل انسانا فعض احدهما اصبع صاحبه فانتزع اصبعه من فيه فسقطت فاهدر ثنيته وقال اتدع يده في فيك تقضمها *

৪৭৭০ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) - ইয়ালা ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর সাথে তাবুক যুদ্ধে শরীক হই আমার ধারণা মতে তা ছিল সবচেয়ে উত্তম নেক কাজ। আমার এক চাকর ছিল, সে একজন লোকের সাথে ঝগড়া করে একে অন্যের আঙ্গুলে দাঁত দিয়ে কামড় দেয় সে ব্যক্তি আঙ্গুল টেনে বের করলে তার দাঁত পড়ে যায় সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে নালিশ করলে, তিনি তার দাঁতকে দিয়াতের অযোগ্য সাব্যস্ত করেন এবং বলেন ঃ সে কি তোমার মুখে দাঁত রেখে দেবে, আর তুমি তা চিবিয়ে ফেলবে?

٤٧٧١ اخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن ابيه بمثل الذي قبله صدرت ثنيته ان النبي ﷺ قال لا دية له *

৪৭৭১. সুওয়াইদ ইবন নাসর (র) - - - - ইয়ালা (রা) হতে বর্ণিত ঃ তিনি তদ্রূপ বলেন, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে তবে এতে রয়েছে ঃ নবী ﷺ বললেন ঃ তোমার জন্য কোন দিয়াত নেই

٤٧٧٢ حدثنا اسحق بن ابراهيم قال انبانا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن بديل بن ميسرة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية ان اجيرا ليعلى بن منية عض اخر ذراعه فانتزعها من فيه فوقع ثنيا الى النبي ﷺ وقد سقطت ثنيته فابطلها رسول الله ﷺ وقال ادعها في فيك تقضمها كقضم الفحل *

৪৭৭২ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - সাফওয়ান ইবন ইয়ালা ইবন মুনইয়া (রা) থেকে বর্ণিত ইয়ালা ইবন মুনইয়ার চাকর এক ব্যক্তির হাতে দাঁত দ্বারা কামড় দিলে, ঐ ব্যক্তি নিজের হাত টেনে নিল তার মুখ হতে এই ঘটনা নবী ﷺ এর নিকট পেশ করা হলো কেননা, যে কামড় দিয়েছিল তার দাঁত পড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একে দিয়াতের অযোগ্য সাব্যস্ত করে বলেন ঃ সে কি তার হাত তোমার মুখে রেখে দিবে, আর তুমি তা পশুর মত চিবাইতে থাকবে?

٤٧٧٣ اخبرني ابو بكر بن اسحق قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا عمار عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن الحكم عن محمد بن مسلم عن صفوان بن يعلى بن امية عن ابيه قال كنت مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فاستأجر اجيرا فقاتل رجلا فعض الرجل يده فانتزع يده فاندر ثنيته فرفع ذلك الى رسول الله ﷺ فقال يعمد احدكم فيعض اخاه كما يعض الفحل فاهدر ثنيته *

৪৭৭৩ আবূ বকর ইবন ইসহাক (র) - - - সাফওয়ান ইবন ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে তাবুকের যুদ্ধে শরীক ছিলেন তিনি সেখানে একজন লোককে চাকর হিসাবে রাখেন, সে এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলে ঐ ব্যক্তি তার হাতে দাঁত দিয়ে কামড় দেয় যখন সে ব্যথা অনুভব করে, তখন হাত টেনে বের করলে তার দাঁত পড়ে যায় এ ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি বলেন ঃ তোমাদের একজন নিজের ভাইকে দাঁত দিয়ে জন্তুর মত দংশন করবে এরপর তিনি তার দাঁত দিয়াতের অযোগ্য সাব্যস্ত করেন।

اَلْقَوَدُ فِي الطَّعْنَةِ

খোঁচা দেওয়ার কিসাস

٤٧٧٤ اخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحرث عن بكير بن عبد الله عن عبيدة بن مسافع عن ابي سعيد الخدري قال بينما رسول الله ﷺ يقسم شيئا قبل رجل فاكب عليه فطعنه رسول الله ﷺ بقرحوة كان معه فجرح الرجل فقال رسول الله ﷺ تعال فاستقد قال بل قد عفوت يا رسول الله *

৪৭৭৪ ওহাব ইবন বায়ান (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু বণ্টন করছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি সামনের দিক হতে এসে তার উপর ঝুঁকে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে তাঁর হাতের কাঠি দ্বারা খোঁচা দেন এতে ঐ ব্যক্তি ক্ষত হয়ে যায় তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এসো, প্রতিশোধ নাও। সে ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।

٤٧٧٥ اخبرنا احمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا وهب بن جرير انبانا ابي قال سمعت يحيى يحدث عن بكير بن عبد الله عن عبيدة بن مسافع عن ابي سعيد الخدري قال بينما رسول الله ﷺ يقسم شيئا اذ اكب عليه رجل فطعنه رسول الله ﷺ بقرحوة كان معه فجرح الرجل فقال له رسول الله ﷺ تعال فاستقد قال بل عفوت يا رسول الله *

৪৭৭৫ আহমদ ইবন সাঈদ রিবাতী (র) - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ এক সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু বণ্টন করছিলেন , তখন এক ব্যক্তি সামনের দিক থেকে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হস্তস্থিত কাঠি দ্বারা তাকে খোঁচা দিলে সে ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে উঠে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ এসো, প্রতিশোধ গ্রহণ কর , সে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।

اَلْقَوَدُ مِنَ اللَّطْمَةِ

চড়ের কিসাস

٤٧٧٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَامِرٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ فِي نَسَبٍ كَانَ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ فَجَاءَ قَوْمُهُ فَقَالُوا نَلْطِمُهُ كَمَا لَطَمَهُ فَلَبِسُوا السِّلَاحَ فَسَمِعَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ أَهْلِ الْأَرْضِ تَعْلَمُونَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالُوا أَنْتَ فَقَالَ إِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ لَا تَسُبُّوا مَوْتَانَا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا فَجَاءَ الْقَوْمُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِكَ اسْتَغْفِرْ لَنَا *

৪৭৭৬. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাঁর জাহিলী যুগের কোন বাপ দাদাকে গালি দিলে আব্বাস তাকে চড় মারেন , তখন সে ব্যক্তির লোকজন এসে বলতে লাগলো ঃ এই ব্যক্তিও তাঁকে চড় মারবে, যেমন তিনি তাকে চড় মেরেছেন। তখন তার হাতিয়ার মজুদ হলো এখবর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট পৌঁছলে তিনি মিম্বরে আরোহণ করে বললেন ঃ হে লোক সকল ! তোমরা কি জান বিশ্ববাসীর মধ্যে কে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক সম্মানিত ? তারা বললো ঃ আপনি এরপর বললেন ; আমি আব্বাসের হতে এবং আব্বাসও আমা হতে। তোমরা আমাদের মৃতদেরকে মন্দ বলো না। এতে আমাদের জীবিতদের দুঃখ হয় তখন একদল লোক আসলো তারা একথা শুনে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা আপনার অসন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন

اَلْقَوَدُ مِنَ الْجَبْذَةِ

টানা-হেঁচড়া করার কিসাস

٤٧٧٧ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا نَقْعُدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَدَاقَ فَمَا فَقَامَ يَوْمًا وَقُمْنَا مَعَهُ حَتَّى لَمَّا بَلَغَ وَسَطَ الْمَسْجِدِ أَدْرَكَهُ مُحَمَّدٌ بِرِدَائِهِ مِنْ وَرَائِهِ وَكَانَ رِدَاؤُهُ خَشِنًا فَجَرَّ رَقَبَتَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَحْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرَيَّ هَذَيْنِ فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ مِنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ لَا أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي مِمَّا جَبَذْتَ بِرَقَبَتِي فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ لَا وَاللَّهِ لَا أُقِيدُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ ثَلَاثَ

مرات كل ذلك يقول لا والله لا أتيدك فلما سمعت قول الأعرابي انطلقنا إليه
سراعا فانصرف نبينا رسول الله ﷺ فقال حرمت على من سمع كلامي أن لا يبرح مقامه
حتى يرى أنه فقال رسول الله ﷺ لرجل من القوم يا فلان احمل له على بعير شعيرا وعلى
بعير تمرا ثم قال رسول الله ﷺ انصرفوا *

৪৭৭৭ মুহাম্মদ ইবন আলী (র) - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে মসজিদে উপবিষ্ট থাকতাম তিনি যখন দাঁড়াতেন আমরাও দাঁড়াতাম। একদিন তিনি দাঁড়ালে আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম যখন তিনি মসজিদের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন এক ব্যক্তি এসে তাঁর চাদর ধরে তাঁর পিছন দিকে টানলো তাঁর চাদরখানা ছিল মোটা এতে তাঁর ঘাড় লাল হয়ে গেল সেই ব্যক্তি বললো ঃ হে মুহাম্মদ। আমার এই উষ্ট্রদ্বয়কে খাদ্য দ্রব্য দ্বারা বোঝাই করে দিন কেননা, আপনি তো আপনার মাল হতে বা আপনার পিতার মাল হতে দিচ্ছেন না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ না, আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমি তোমাকে কখনও দেব না, যতক্ষণ না তুমি আমার ঘাড় টানা-হেঁচড়া করার বদলা না দাও তখন ঐ গ্রাম্য লোকটি বললো ঃ আল্লাহ্র শপথ! আমি কখনও তোমাকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেব না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ তিনবার বললেন ঃ আর ঐ গ্রাম্য লোকটিও বলতে থাকলো যে, আল্লাহ্র কসম! আমি এর বদলা নিতে দেব না। আমি যখন লোকটির কথা শোনলাম, তখন আমরা দৌড়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন ঃ যে আমার কথা শুনেছে, তাকে আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, কেউ যেন ততক্ষণ নিজ স্থান হতে না নড়ে, যতক্ষণ না আমি আদেশ দেই এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের একজনকে বলেন ঃ হে অমুক! তুমি তার এক উটকে যব এবং অন্য উটকে খেজুর দ্বারা বোঝাই করে দাও। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা চলে যাও।

اَلْقِصَاصُ مِنَ السَّلَاطِيْنِ

বাদশাহদের নিকট হতে কিসাস

٤٧٧٨ أخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حدثنا أبو مسعود
سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس أن عمر قد رأيت رسول الله ﷺ
يقص من نفسه *

৪৭৭৮ মুআম্মাল ইবন হিশাম (র) আবূ ফিরাস (রা) থেকে বর্ণিত উমর (রা) বলেছেন ঃ আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের পক্ষ হতেও প্রতিশোধ আদায় করতেন।

اَلسُّلْطَانُ يُصَابُ عَلَى يَدِهِ

বাদশাহর কাজে বাধা প্রদান

٤٧٧٩ أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن

عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ ابْنَ جُهْمٍ بْنِ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ ابْنُ جُهْمٍ فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا فَأَبَوْا لَا فَهُمْ أُولَئِكَ مُهَاجِرُونَ فَهَمُّوا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكُفُّوا فَكَفُّوا ثُمَّ دَعَاهُمْ قَالَ رَضِيتُمْ فَأَبَوْا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ فَأَبَوْا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ أَرَضِيتُمْ فَقَالُوا نَعَمْ *

৪৭৭৯ মুহাম্মদ ইবন রাফে (র) - - - - আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবূ জাহ্ম ইবন হুযায়ফাকে সাদ্‌কা আদায় করার জন্য পাঠান। এক ব্যক্তি সাদ্‌কা দেয়ার ব্যাপারে তাঁর সাথে ঝগড়া করলে, আবূ জাহ্ম তাকে প্রহার করেন। তখন সে তাঁর লোক নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিসাস দিন। তিনি বললেন : আচ্ছা, তোমরা এত পরিমাণ নাও। তারা তাতে সন্তুষ্ট হলো না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আচ্ছা এত পরিমাণ নাও। তারা তাতে রাযী হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি লোকের সামনে খুতবা দানের সময় তোমাদের রাযী হওয়ার কথা উল্লেখ করবো। তারা বললো : ঠিক আছে। পরে নবী ﷺ খুতবা দিতে গিয়ে বললেন : এই সকল লোক আমার নিকট কিসাস নিতে এসেছিল। আমি তাদের সামনে এত, এত মাল পেশ করায়, তারা রাযী হয়ে গেছে। তখন তারা বললো : না, আমরা রাযী হইনি। তখন মুহাজির লোকেরা তাদের প্রহার করতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে থামতে বললো। তারা থেমে যায়। এরপর তিনি তাদেরকে ডেকে বলেন : তোমরা কি রাযী হও নি? তখন তারা বললো : হ্যাঁ, আমরা রাযী হলাম। তিনি বললেন : আমি লোকের মধ্যে খুতবা দেয়ার সময় তাদেরকে কি তোমাদের সন্তুষ্টির কথা জানিয়ে দেব। তারা বললো : হ্যাঁ। এরপর তিনি ভাষণ দানকালে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা রাযী হলে তো? তারা বললো : হ্যাঁ।

اَلْقَوَدُ بِغَيْرِ حَدِيْدَةٍ

তলোয়ার ব্যতীত কিসাস নেয়া

٤٧٨ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ أَوْضَاحُ مِثْلِهَا بِحَجَرٍ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ قَتَلَكِ فُلَانٌ فَأَشَارَتْ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ تَحْكِيهَا أَنْ لَا فَقَالَ أَقَتَلَكِ فُلَانٌ فَأَشَارَتْ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ تَحْكِيهَا أَنْ لَا قَالَ أَفُلَانٌ فَأَشَارَتْ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ تَحْكِيهَا أَنْ نَعَمْ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَهَا بِحَجَرٍ *

৪৭৮০ ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইয়াহূদী এক বালিকাকে রৌপ্য

নির্মিত অলংকার পরিহিত অবস্থায় দেখে প্রস্তরাঘাতে তাকে হত্যা করে পরে লোকেরা ঐ বালিকাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসে, আর তখনও তার প্রাণ অবশিষ্ট ছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমাকে কি অমুক ব্যক্তি হত্যা করেছে ? সে মাথার ইঙ্গিতে জানায়, না পরে তিনি ঐ ইয়াহূদীর নাম নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমাকে কি ঐ ব্যক্তি মেরেছে ? তখন সে মাথায় ইঙ্গিতে বলে ঃ হ্যাঁ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ ইয়াহূদীকে ডেকে পাঠান, এবং তার মাথাকে দুটি পাথরের মধ্যে রেখে প্রস্তর আঘাতে তাকে হত্যা করেন।

٤٧٨١ اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو خالد عن اسماعيل عن قيس بن رسول الله ﷺ بعث سرية الى قوم من خثعم فاستعصموا بالسجود فقتلوا فقضى رسول الله ﷺ بنصف العقل وقال بريء من كل مسلم مع مشرك ثم قال رسول الله ﷺ الا لا ترائى ناراهما *

৪৭৮১ মুহাম্মদ ইবন আলা (র) - - কায়স (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাছ'আম গোত্রের দিকে একটি ছোট সেনাদল পাঠালেন তারা তাদেরকে সিজদাবনত দেখতে পেল যা তারা প্রাণ রক্ষার জন্য করেছিল। কিন্তু তারা হত্যা করলো তিনি ঐ সকল কাফিরকে অর্ধ দিয়াত দিতে আদেশ করলেন এবং বললেন ঃ যে মুসলিম মুশরিকদের সাথে থাকে, আমি ঐ সকল মুসলমানের পক্ষ হতে জওয়াবদিহী করি না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ দেখ, মুসলমান মুশরিকদের সাথে বসবাস করতে পারে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা কি কাফির-মুশরিকদের অগ্নিরূপ দেখ না ?

تَاوِيْلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ

আয়াতের ব্যাখ্যা فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ

٤٧٨٢ اخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال كان في بني اسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فانزل الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى الى قوله فمن عفي من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان فالعفو ان يقبل الدية في العمد فاتباع بالمعروف يتبع هذا بالمعروف واداء اليه باحسان ويؤدي هذا باحسان ذلك من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم انما هو القصاص ليس الدية *

৪৭৮২ হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিসাসের বিধান ছিল, কিন্তু দিয়াতের বিধান ছিল না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ অর্থ ঃ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثَى بِالْاُنْثَى اِلَى

قَوْلِهِ فَمَنْ عُفِيَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ তোমাদের উপর কিসাস ফরয করা হলো ঐ সমস্ত লোকের ব্যাপারে যারা নিহত হয় আযাদের বদলে আযাদ এবং দাসের পরিবর্তে দাস, নারীর পরিবর্তে নারী, ক্ষমাকারী রীতি-নীতি অনুযায়ী চলবে। আর যাকে ক্ষমা করা হয়, সে যেন উত্তমরূপে দিয়াত আদায় করে। ক্ষমা করার অর্থ এই যে, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত গ্রহণ করবে, আর ক্ষমাকারীগণ আইনমত চলবে। আর হত্যাকারী উত্তমরূপে দিয়াত আদায় করবে এটা তোমাদের রবের পক্ষ হতে, সহজপন্থা এবং রহমত। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর কিসাস ছিল, দিয়াত ছিল না।

٤٧٨٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ قَالَ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ فَجَعَلَهَا عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ تَخْفِيفًا إِلَى قَوْلِهِ أَلِيمٌ *

৪৭৮৩ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইব্‌রাহীম (র) - - - মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমাদের নিহত ব্যক্তিদের পরিবর্তে কিসাস ফরয করা হলো, আযাদের পরিবর্তে আযাদ এবং দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিসাসের বিধান ছিল, দিয়াত ছিল না, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর দিয়াতের বিধান দিয়েছেন একে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলের পরিপ্রেক্ষিতে সহজতর করে দিয়েছেন

الْأَمْرُ بِالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ

কিসাস ক্ষমা করার আদেশ

٤٧٨٤ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ بَكْرٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ *

৪৭৮৪ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট কিসাসের মোকদ্দমা পেশ করা হলে, তিনি তাতে ক্ষমা করার আদেশ দিয়েছেন।

٤٧٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ أَسْوَدُ وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ الْمُزَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي شَيْءٍ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ *

৪৭৮৫ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কিসাসের মোকদ্দমা পেশা হলে তিনি তাতে ক্ষমা করার আদেশ দিতেন

هَلْ يُؤْخَذُ مَنْ قَتَلَ الْعَمْدَ الدِّيَةَ إِذَا عَفَا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقَوَدِ

কিসাস ক্ষমা করা হলে

٤٧٨٦ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفَادَى وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ *

৪৭৮৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন আশআছ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি নিহত হয়, তখন তার ওয়ারিসের জন্য কিসাস ও ফিদইয়ার মধ্যে মধ্যে ইখতিয়ার থাকবে।

٤٧٨٧ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ *

৪৭৮৭. আব্বাস ইব্‌ন ওলীদ ইব্‌ন মাযীদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তির কোন লোক নিহত হয়, তখন সে দুইটির যে কোন একটি বেছে নিতে পারে, হয় কিসাস, না হয় দিয়াত।

٤٧٨٨ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَائِذٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ *

৪৭৮৮ ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যার কোন লোক নিহত হয়, সে কিসাস অথবা দিয়াত—এ থেকে যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে

عَفْوُ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ

নারীকেও ক্ষমা করা

٤٧٨٩ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ح وَأَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلُ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً *

৪৭৮৯ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসের উচিত ক্ষমা করা, যে ওয়ারিস নিকটাত্মীয় হয়। এরপর যে তার আত্মীয় হয় যদিও সে নারী হয়

مَنْ قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ

প্রস্তর অথবা কোড়ার আঘাতে নিহত ব্যক্তি

٤٧٩ اخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا سعيد بن سليمان قال نبأنا سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ من قتل في عمية أو رمية تكون بينهم بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يده فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ٭

৪৭৯০ হিলাল ইবন 'আলা ইবন হিলাল (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন দাঙ্গা হাঙ্গামায় নিহত হয়, অথবা সে পাথর কিংবা কোড়া অথবা লাঠির আঘাতে নিহত হয়, তবে এতে দিয়াত দিতে হবে আর যদি ইচ্ছাকৃত হত্যা হয় তবে তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে। আর যদি কেউ এর মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তবে তার উপর আল্লাহ্র ফিরিশতাদের এবং সকল লোকের অভিসম্পাত। তার ফরয বা নফল কিছুই কবূল হবে না।

٤٧٩١ اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس يرفعه قال من قتل في عمية أو رمية بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرفا ولا عدلا ٭

৪৭৯১ মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন দাঙ্গা হাঙ্গামায় নিহত হয় অথবা যদি পাথর কিংবা কোড়ার আঘাতে বা লাঠির আঘাতে নিহত হয়, যা তাদের মাঝে চলছিল তবে তাতে দিয়াত দিতে হবে আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা বা নিহত হয়, তবে কিসাস ওয়াজিব হবে আর যে ব্যক্তি কিসাসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তার উপর আল্লাহ্, ফিরিশতাগণ এবং সকল লোকের অভিসম্পাত তার ফরয বা নফল কোন ইবাদতই হবে না

كم دية شبه العمد وذكر الاختلاف على ايوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه

ইচ্ছাকৃত হত্যার ন্যায় হত্যার দিয়াত

٤٧٩٢ اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن

أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ الْخَطَأَ شِبْهَ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا *

৪৭৯২ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত এর ন্যায় ভুলবশত কোড়া, লাঠি ইত্যাদিতে নিহত হয়, তবে এর দিয়াত একশত উট এর চল্লিশটি গর্ভবতী হতে হবে।

٤٧٩٣ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ مُرْسَلٌ *

৪৭৯৩ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম (র) - - - - কাসিম ইবন রবীআ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন ভাষণ দিতে গিয়ে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ذِكْرُ الاِخْتِلاَفِ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَّاءِ

খালিদ হায্যা এর উপর বর্ণনাকারীদের পার্থক্য

٤٧٩٤ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا *

৪৭৯৪ ইয়াহ্ইয়া ইবন হাবীব (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শিব্হে আমাদ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার ন্যায় হত্যায়, বেত্রাঘাত বা লাঠি ইত্যাদির আঘাতে নিহত হয় তবে তার দিয়াত একশত উট, এর চল্লিশটি গর্ভবতী হতে হবে।

٤٧٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً إِلَى بَازِلٍ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ *

৪৭৯৫ মুহাম্মদ ইবন কামিল (র) - - - - উকবা ইবন আওস (র) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজন সাহাবী তাঁকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ ভাষণে বলেন ঃ শুনে রাখ, যে ব্যক্তি বেত্রাঘাত কিংবা লাঠি অথবা পাথরের আঘাতে ভুলক্রমে নিহত হয়, তার দিয়াত একশত উট, যার চল্লিশটি হবে ছয় বছর হতে নয় বছর বয়সের বোঝা বহনের উপযুক্ত

٤٧٩٦ اخبرنا محمد بن بشار عن بن ابي عدي عن خالد عن القاسم عن عقبة بن اوس ان رسول الله ﷺ قال الا ان قتيل الخطاء قتيل السوط والعصا فيه مائة من الابل مغلظة اربعون منها في بطونها اولادها *

৪৭৯৬ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - উকবা ইবন আওস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শুনে রাখো ! ভুলক্রমে নিহত ব্যক্তি বেত্রাঘাত, লাঠি ইত্যাদি দ্বারা নিহত ব্যক্তির দিয়াত একশত উট, যার চল্লিশটি এমন, যেগুলোর পেটে বাচ্চা থাকবে।

٤٧٩٧ اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن اوس عن رجل من اصحاب النبي ﷺ ان رسول الله ﷺ لما دخل مكة يوم الفتح قال الا وان كل قتيل خطاء العمد وشبه العمد قتيل السوط والعصا منها اربعون في بطونها اولادها *

৪৭৯৭. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - ইয়াকূব ইব্ন আওস (র) নবী ﷺ এর সাহাবীদের একজন থেকে বর্ণনা করেন যে নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি বলেন ঃ শুনে রাখো, যে ব্যক্তি বেত্রাঘাত, কাঠ অথবা পাথর ইত্যাদির দ্বারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিহত হয়, তার দিয়াত একশত উট ; এগুলোর চল্লিশটি এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে

٤٧٩٨ اخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن اوس ان رجلا من اصحاب النبي ﷺ حدثه ان رسول الله ﷺ لما قدم مكة عام الفتح قال الا وان قتيل الخطاء العمد قتيل السوط والعصا منها اربعون في بطونها اولادها *

৪৭৯৮ মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) ইয়াকূব ইবন আওস (র) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর একজন সাহাবী তাঁকে বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি বলেন ঃ শুনে রাখো, বেত্রাঘাত বা লাঠির আঘাতে নিহত ব্যক্তির দিয়াত একশত উট, এর চল্লিশটি এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে

٤٧٩٩ اخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن اوس ان رجلا من اصحاب النبي ﷺ حدثه ان النبي ﷺ لما مكة عام الفتح قال الا وان قتيل الخطاء العمد قتيل السوط والعصا منها اربعون في بطونها اولادها *

৪৭৯৯ মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - ইয়াকূব ইবন আওস (র) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর

একজন সাহাবী তাঁকে বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তিনি বলেন ঃ শুনে রাখো বেত্রাঘাত বা লাঠির আঘাতে নিহত ব্যক্তির দিয়াত একশত উট, এর চল্লিশটি এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে

٤٨٠٠ أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ سَمِعَهُ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهِ الْعَمْدِ فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ۔

৪৮০০ মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) ---- ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা শরীফের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ তা'আলার হামদ-ছানা বর্ণনা করে বলেন ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্যই, যিনি স্বীয় অঙ্গীকার সত্য করে দেখিয়েছেন এবং স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রু সৈন্য কে পরাস্ত করেছেন তোমরা শুনে রাখ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভুলের দরুন নিহত হয়, বেত্রাঘাত অথবা কাষ্ঠাঘাতে একে শিবহে আমাদ বলে, এতে একশত উটের দিয়াত রয়েছে এদের চল্লিশ উট এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে

٤٨٠١ أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِ يَعْنِي بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ۔

৪৮০১ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) ---- কাসিম ইবন রবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ শুনে রাখো, বেত্রাঘাত বা লাঠির আঘাতে নিহত ব্যক্তির দিয়াত একশত উট, এর চল্লিশটি এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে

٤٨٠٢ أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى رُبْعَ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ فَكَانَتْ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَائَتَيْ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ

مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَتِهِ يُقْسَمُ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ مِنْهُ فَضَلَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ عَفْوَ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلَا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَأَنْ قَتَلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا *

৪৮০২. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আমর ইবন শুআয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভুলক্রমে নিহত হয় তার দিয়াত একশত উটনী যাদের ত্রিশটি এক বছর বয়সের হতে হবে, আর ত্রিশটি উট দুই বছর বয়সের হতে হবে, আর ত্রিশটি চার বছর বয়সের হতে হবে আর দশটি উট হবে দুই বছর বয়সের নর বাচ্চা। বর্ণনাকারী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দাম গ্রাম্য লোকদের মূল্যের অনুরূপ নির্ধারণ করতেন– চারশত দীনার অথবা ঐ মূল্যের রৌপ্য। আর তিনি উটের মূল্য নির্ধারণ করতেন যখন উটের মূল্য বৃদ্ধি পেত, তখন এর মূল্যও বৃদ্ধি পেত, আর যখন সস্তা হতো, তখন এর দামও কম হতো, সময়ানুপাতে তাই হতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সময়ে ঐ সকল উটের মূল্য চারশত দীনার হতে আটশত পর্যন্ত পৌঁছতো অথবা অনুরূপ মূল্যের রৌপ্য বর্ণনাকারী বলেন ঃ গাভী দেওয়ার আদেশ দিতেন। আর ছাগলের মালিকদের দুই হাজার ছাগল আর তিনি আদেশ করেছেন যে, দিয়াতের মাল নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে ফরায়েয অনুযায়ী বন্টন করা হবে যা যাবীল ফুরুযকে দেওয়ার পর উদ্বৃত্ত থাকবে তা পাবে আসাবাগণ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নারীদের পক্ষ হতেও দিয়াত দেওয়ার আদেশ করেছেন যে, আর তার আসাবাগণ নারীর দিয়াত পাবে না হ্যাঁ, যদি যবীল ফুরুযকে দেওয়ার পর কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তা পাবে আর এরাই তার হত্যাকারী হতে কিসাস আদায় করবে

ذِكْرُ أَسْنَانِ دِيَةِ الْخَطَإِ

লক্ষ্যভ্রষ্ট হত্যার দিয়াত

٤٨٠٣ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ عَنْ خَسْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الْخَطَإِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ ابْنَ مَخَاضٍ ذُكُورًا وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ جَذَعَةً *

৪৮০৩ আলী ইবন সা'য়ীদ ইবন মাসরূক (র) - - - - খাশফ ইবন মালিক (রা) বলেন, আমি মাসউদকে বলতে শুনেছি যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লক্ষ্যভ্রষ্ট হত্যার দিয়াত ধার্য করেছেন বিশটি বিনতে মাখায[১] এবং বিশটি ইবন মাখায[২] এবং বিশটি বিনতে লবুন[৩] এবং বিশটি জাযআ[৪] এবং বিশটি হিক্কাহ্[৫]।

---

১ এক বছর বয়সের বিশটি মাদী উট।
২ এক বছর বয়সের বিশটি নর উট
৩ দু'বছর বয়সের বিশটি মাদী উট।
৪ পাঁচ বছর বয়সের বিশটি মাদী উট
৫ চার বছর বয়সের বিশটি মাদী উট।

ذِكْرُ الدِّيَةِ مِنَ الْوَرِقِ

রৌপ্য দ্বারা দিয়াত দেয়া

٤٨٠٤ اخبرنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا عمرو بن دينار ح واخبرنا ابو داود قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله ﷺ فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر الفا وذكر قوله الا ان اعتدهم الله ورسوله من فضله في اخذهم الدية واللفظ لابي داود *

৪৮০৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র), - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সময়ে এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে তিনি তার দিয়াত নির্ধারিত করেন বার হাজার দিরহাম। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল তাদেরকে স্বীয় দান দ্বারা দিয়াত গ্রহণের মাধ্যমে ধনবান করলেন

٤٨٠٥ اخبرنا محمد بن ميمون قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة سمعته مرة يقول عن ابن عباس ان النبي ﷺ قضى باثني عشر الفا يعني في الدية *

৪৮০৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন মায়মূন (র), - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিয়াতে বার হাজার দিরহাম ধার্য করেছেন।

عَقْلُ الْمَرْأَةِ

নারীর দিয়াত

٤٨٠٦ اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا صفوة عن اسمعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها *

৪৮০৬ ঈসা ইব্‌ন য়ূনুস (র) - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নারীর দিয়াত নরের দিয়াতের ন্যায় ; এমনকি এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত

كَمْ دِيَةُ الْكَافِرِ

কাফিরের দিয়াত

٤٨٠٧ اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى وذكر كلمة معناها عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى *

৪৮০৭ আমর ইবন আলী (র) - - আমর ইবন শু'আয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদী থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যিম্মি কাফিরের দিয়াত মুসলমানদের দিয়াতের অর্ধেক আর তা'রা হলো ইয়াহুদী এবং নাসারা

٤٨٠٨ حَدَّثَنَا حَمْدُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ *

৪৮০৮ আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) - - আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাফিরের দিয়াত মুসলমানদের দিয়াতের অর্ধেক নির্ধারণ করেন

دِيَةُ الْمُكَاتَبِ

মুকাতাব দাসের দিয়াত

٤٨٠٩ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ دِيَةَ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى *

৪৮০৯ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ করেছেন : মুকাতাব যদি নিহত হয়, তা হলে সে যতটুকু কিতাবের মূল্য আদায় করেছে, তার দিয়াত মুসলমানদের সামনে দিতে হবে

٤٨١٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَدِّيَ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ *

৪৮১০ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুকাতাব দাসের দিয়াত এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে, তাকে এত পরিমাণ দিয়াত দেয়া হবে, যে পরিমাণ সে কিতাবের বদলে আদায় করেছে তার দিয়াত আযাদের সমপরিমাণ দেয়া হবে।

٤٨١١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ *

৪৮১১ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম (র) - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুকাতাব দাসের দিয়াতে এই মীমাংসা দিয়েছেন যে, তাকে যতটুকু দিয়াত দেওয়া হবে, যতটুকু সে

কিতাবের পরিবর্তে আদায় করেছে, আযাদের সমপরিমাণ আর অবশিষ্টের মধ্যে দাসের ন্যায় দিয়াত আদায় হবে।

٤٨١٢ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ النَّقَّاشِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ *

৪৮১২ মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন নাককাশ (র) - - ইবন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ মুকাতাব অতটুকু আযাদ হবে, যতটুকু সে আদায় করেছে। তার উপর অতটুকু হদ জারি করা হবে, যতটুকু সে আযাদ হয়েছে

٤٨١٣ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَعَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ أَنْ يُؤَدَّى مَا أَدَّى مِنْهُ الْحُرُّ وَمَا أَدَّى مِنْهُ الْمَمْلُوكُ *

৪৮১৩ কাসিম ইবন যাকারিয়া (র) - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সময় এক মুকাতাব দাস নিহত হলে তিনি আদেশ দেন যে সে যতটুকু আযাদ হয়েছে ততটুকুর দিয়াত আযাদের মত দেওয়া হবে আর যতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে, ততটুকুর দিয়াত দাসের ন্যায় আদায় করা হবে

بَابُ دِيَةِ جَنِينِ الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভস্থ সন্তানের দিয়াত সম্পর্কে

٤٨١٤ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً حَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَلَدِهَا خَمْسِينَ شَاةً وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْحَذْفِ أَرْسَلَهُ أَبُو نُعَيْمٍ *

৪৮১৪ ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম ও ইবরাহীম ইবন য়ূনুস (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত এক নারী অন্য নারীকে প্রস্তরাঘাত করলে তার গর্ভপাত হয়ে যায় এই মোকদ্দমা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি তার সন্তানের দিয়াত পঞ্চাশটি ছাগল নির্ধারণ করেন আর তিনি সে দিন হতে পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেন

٤٨١٥ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ

حدثني عبد الله بن بريدة أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت المحذوفة فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فجعل عقل ولدها خمسمائة من الغنم ونهى يومئذ عن الحذف قال أبو عبد الرحمن هذا وهم وينبغي أن يكون أربعمائة من الغنم وقد روى النهي عن الحذف عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل *

৪৮১৫ আহমদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) - - আব্দুল্লাহ্ ইবন বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত এক নারী অন্য এক নারীর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করলে এতে তার গর্ভস্থ বাচ্চা পড়ে যায়, এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পেশ করা হলে তিনি তার সন্তানের দিয়্যাত পাঁচ শত ছাগল নির্ধারণ করেন এবং সে দিন হতে তিনি পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করে দেন। এটা বর্ণনাকারীর সন্দেহ, প্রকৃত ছাগলের সংখ্যা একশত হবে।

٤٨١٦ أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال ثنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يحذف فقال لا تحذف فإن النبي ﷺ كان ينهى عن الحذف وأكره الحذف شك كهمس *

৪৮১৬ আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - আব্দুল্লাহ্ ইবন মুগাফফাল (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে পাথর মারতে দেখে তাকে বলেন ঃ পাথর নিক্ষেপ করো না, কেননা নবী ﷺ পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন

٤٨١٧ أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاوس أن عمر استشار الناس في الجنين فقال حمل بن مالك قضى رسول الله ﷺ في الجنين غرة قال طاوس الفرس غرة *

৪৮১৭ কুতায়বা (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত উমর (রা) গর্ভস্থ বাচ্চার ব্যাপারে পরামর্শ করলেন, তখন হাম্মল ইবন মালিক (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এতে দাস অথবা দাসী দিতে আদেশ করেছেন। তাউস (র) বললেন ঃ ঘোড়া ও দাসী

٤٨١٨ أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها *

৪৮১৮. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লেহইয়ান গোত্রের এক মহিলার উদরস্থ বাচ্চার ব্যাপারে আদেশ করেন, যে বাচ্চা মৃত অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল এর বিনিময়ে এক দাস বা এক দাসী দেওয়া হবে তিনি যে মহিলাকে তা দিতে আদেশ করেন মারা গেলে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ করেন যে, তার মীরাস তার পুত্রদের এবং স্বামীকে দেওয়া হবে এবং তার দিয়াত আদায় করবে তার আত্মীয় আসাবাগণ

٤٨١٩ اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة وسعيد بن المسيب عن ابي هريرة انه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر وذكر كلمة معناها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله ﷺ فقضى رسول الله ﷺ ان ديه جنينها غرة عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله ﷺ انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع *

৪৮১৯ আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, হুযায়ল গোত্রের দুই নারী ঝগড়া করলে তাদের একজন অন্যজনের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে সে মারা যায় এবং তার পেটের বাচ্চাও মারা যায়। ঐ লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ফরিয়াদ করলে তিনি বলেন ঃ বাচ্চার দিয়াত এক দাস বা দাসী, আর ঐ মহিলার দিয়াত তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়স্বজন থেকে আদায় করে দেন। আর সেই দিয়াত পায় ঐ নারীর ছেলে, যে নারী নিহত হয়েছিল। একথা শুনে হামল ইবন মালিক ইবন নাবিগা হুযালী (র) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ঐ ব্যক্তির দিয়াত কেন দিব, যে না খেয়েছে, না কোন পান করেছে, না কথা বলেছে? এই খুন তো বৃথা যাবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এই ব্যক্তি গণকদের ভাই যে ছন্দযুক্ত কথা বলে।

٤٨٢٠ اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرة عبد او وليدة *

৪৮২০ আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে হুযায়ল গোত্রের দুই নারীর একজন অন্যজনকে পাথর মারে। এতে তার গর্ভস্থিত সন্তান পড়ে যায়, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্য একটি দাস অথবা দাসী দেওয়ার আদেশ জারী করেন।

٤٨٢١ قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله ﷺ قضى في الجنين يقتل في بطن امه بغرة عبد او وليدة فقال الذي قضي عليه كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا استهل ولا نطق فمثل ذلك يطل فقال رسول الله ﷺ انما هذا من الكهان *

৪৮২১. হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে বাচ্চাকে তার মাতৃগর্ভে হত্যা করা হয়, তার দিয়াত এক দাস বা এক দাসী দেওয়ার আদেশ জারী করেন তিনি যার বিরুদ্ধে এ আদেশ দেন, সে বললো, আমি কিরূপে দিয়াত দেব, অথচ সে খায় নি, পান করে নি কথা বলে নি- ইত্যাদি, এই হত্যা বৃথা যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এই ব্যক্তি তো গণকদের অন্তর্গত

٤٨٢٢ اخبرنا عيسى بن محمد بن علي قال حدثنا حلف وهو ابن تميم قال حدثنا زائدة عن منصور عن ابراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي حبلى فأبى فيه النبي ﷺ فقضى رسول الله ﷺ على عصبة القاتلة بالدية وفي الجنين غرة فقال عصبته اتدي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل فقال النبي ﷺ اسجع كسجع الاعراب *

৪৮২২ আলী ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বলেন এক নারী তাঁর সতীনকে তাঁবুর কাঠ দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলে, আর সে নারী ছিল গর্ভবতী এই মোকদ্দমা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট পেশ করা হলে, তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়-স্বজনের থেকে দিয়াত আদায়ের ফয়সালা দেন আর বাচ্চার বদলে এক দাস অথবা দাসী দেওয়ার আদেশ দেন সেই আত্মীয়-স্বজনেরা বললো ঃ আমরা এই বাচ্চার দিয়াত কেন দিব, যে এখনও খায় নি, পান করে নি, না চিৎকার করেছে, না কান্নাকাটি করেছে ? এরকম খুন তো বৃথা যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এতো গ্রাম্য লোকদের ন্যায় ছন্দপূর্ণ কথা বলছে।

صِفَةُ شِبْهِ الْعَمَدِ وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْجَنِينِ وَشِبْهُ الْعَمَدِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضِيلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ

গর্ভস্থ বাচ্চার দিয়াত কে দিবে?

٤٨٢٣ اخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضرتها بعمود الفسطاط وهي حبلى فقتلتها فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة اغرم دية من لا اكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله ﷺ اسجع كسجع الاعراب فجعل عليهم الدية *

৪৮২৩ মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) - - - - মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক রমণী তার সতীনকে তাঁবুর কাঠ দ্বারা হত্যা করলো, সে ছিল গর্ভাবস্থায় এবং সে মারা গেল এ মামলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়কে দিয়াত দিতে আদেশ করেন ঃ আর বাচ্চার বদলে এক দাস আর দাসী দেওয়ার আদেশ দেন তখন তার আত্মীয়রা বললো ঃ আমরা এই বাচ্চার বদলা কী করে দিব, যে না খেয়েছে, না পান করেছে, না ক্রন্দন করেছে ? এরকম খুনতো বাতিল বলে গণ্য হবে তখন

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এতো গ্রাম্য লোকদের ন্যায় ছন্দপূর্ণ কথা বলছে তিনি তাদের উপর দিয়াত সাব্যস্ত করে দেন

٤٨٢٤ اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة ان صبيين ضربت احداهما الاخرى بعمود فسطاط فقتلتها فقضى رسول الله ﷺ بالدية على عصبة القاتلة وقضى لما في بطنها بغرة فقال الاعرابي تغرمني من لا اكل ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل فقال سجع كسجع الجاهلية وقضى بما في بطنها بغرة ٭

৪৮২৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বলেন, দুই সতীনের একজন অন্যজনকে তাঁবুর লাঠি দ্বারা হত্যা করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর দিয়াত দেওয়ার আদেশ জারি করেন আর তার গর্ভস্থ শিশুর বদলে একটি দাস বা দাসী দিতে বলেন আত্মীয়গণ বললো ঃ আমরা এ বাচ্চার দিয়াত কেন দেব যে খাদ্য না খেয়েছে, না পান করেছে, না কান্নাকাটি করেছে, না চিল্লাইয়াছে ? সে তো তার নিজের রক্ত হারিয়েছে ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এতো জাহিলী যুগের লোকদের ন্যায় ছন্দপূর্ণ কথা তিনি গর্ভস্থ সন্তানের জন্য একজন দাস বা দাসী দেয়ার ফয়সালা দেন

٤٨٢٥ اخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثني يحيى بن زائدة عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة من بني لحيان ضرتها بعمود الفسطاط فقتلتها وكان بالمقتولة حمل فقضى رسول الله ﷺ على عصبة القاتلة بالدية وفيما في بطنها بغرة ٭

৪৮২৫ আলী ইবন সা'য়ীদ ইবন মাসরূক (র) - - - - মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বলেন বনী লেহইয়ানের এক নারী তার সতীনকে তাঁবুর লাঠি দ্বারা আঘাত করলে সে মারা যায় আর সে ছিল গর্ভবতী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট অভিযোগ পেশ হলে তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়দেরকে দিয়াত আদায়ের ফয়সালা দেন এবং শিশুর বদলে এক দাস অথবা দাসী দেয়ার আদেশ দেন

٤٨٢٦ اخبرنا سويد بن نصر قال انبانا عبد الله عن شعبة عن منصور عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة ان امرأتين كانت تحت رجل من هذيل فرمت احداهما الاخرى بعمود فسطاط فاختصمت الى النبي ﷺ فقالوا كيف ندي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا اكل فقال النبي ﷺ اسجع كسجع الاعراب فقضى بالغرة على عاقلة المرأة ٭

৪৮২৬ সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বলেন, হুযায়ল গোত্রের এক ব্যক্তির বিবাহে

দুই নারী ছিল, তাদের একজন অন্যজনকে তাঁবুর কাষ্ঠ দ্বারা আঘাত করলে, তার উদরস্থ বাচ্চা পড়ে যায়। তারা উভয়ে নবী ﷺ -এর নিকট মোকদ্দমা পেশ করে। আত্মীয়রা বলে ঃ আমরা ঐ সন্তানের দিয়াত কিরূপে আদায় করবো; যে খায়নি পান করেনি, কাঁদেনি, চীৎকার করে নি। নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি তো গ্রাম্য লোকদের ন্যায় ছন্দযুক্ত বাক্য বলছো। তিনি ঐ নারীর হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর দিয়াতের ফয়সালা করেন।

٤٨٢٧ اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ابراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة ان رجلا من هذيل كان له امرأتان فرمت احداهما الاخرى بعمود الفسطاط فاسقطت فقيل ارايت من لا اكل ولا شرب ولا صاح فاستهل فقال استحق كسجع الاعراب فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرة عبد او امة وجعلت على عاقلة المرأة الرجل الغشى *

৪৮২৭ মাহমূদ ইবন গায়লান (র) - - - - মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বলেন, হুযায়ল গোত্রের এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী ছিল, একজন অপর নারীর উপর একটি তাঁবুর কাষ্ঠ নিক্ষেপ করলে তার বাচ্চা গর্ভ হতে পড়ে যায়। তখন বলা হয় ঃ আমরা ঐ বাচ্চার পরিবর্তে কী দিয়াত দিব, যে খায়নি, পান করে নি, আর না কাঁদতে গিয়ে চিৎকার করেছে ? তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ব্যাপারে এক দাস বা দাসী দেওয়ার ফয়সালা দেন। আর তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর দিয়াতের ফয়সালা দেন।

٤٨٢٨ اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا مصعب قال حدثنا داود عن الاعمش عن ابراهيم قال ضربت امرأة ضرتها بحجر وهي حبلى فقتلتها فجعل رسول الله ﷺ ما في بطنها غرة وجعل عقلها على عصبتها فقالوا نغرم من لا شرب ولا اكل ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال استحق كسجع الاعراب هو ما اقول لكم *

৪৮২৮ মুহাম্মদ ইবন রাফে' (র) ইবরাহীম (র) বলেন, এক নারী তার সতীনকে তার গর্ভাবস্থায় প্রস্তরাঘাত করে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার গর্ভস্থ সন্তানের জন্য দিয়াতের ফয়সালা দেন, আর তার দিয়াত হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর সাব্যস্ত করেন। তখন তারা বললো ঃ যে বাচ্চা পান করেনি খায়নি এবং ক্রন্দনও করেনি। আমরা এমন বাচ্চার দিয়াত কী করে দিব ? এরূপ বাচ্চার হত্যা তো বৃথা যাবে। তিনি বললেন ঃ এতো বেদুইন লোকদের ন্যায় ছন্দযুক্ত কথা বলছে। আমি তোমাদেরকে যা বলছি, এটাই সঠিক।

٤٨٢٩ اخبرنا محمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عمرو عن اسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت امرأتان لرجل من هذيل كان بينهما ضرب فرمت احداهما الاخرى بحجر فاسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية فقال عصبتها انها قد استهلت يا رسول الله غلاما قد نبت شعره فقال ابو القاسم ﷺ كدت ان تقاتلوا ولا شرب ولا اكل فمثله يطل فى ابنى ﷺ

اسجعُ كسجعِ الجاهليةِ وكهانتِهِ انَّ فى الصبىِّ غرةً قال ابنُ عباسٍ كانتْ احداهما مسيكةً والاخرى أمُّ عفيفٍ *

৪৮২৯ আহমদ ইবন উসমান ইবন হাকীম (র) ইবন আব্বাস (রা) বলেন, দুই প্রতিবেশী, নারীর মধ্যে ঝগড়া হয় তখন তাদের একজন অপরজনকে প্রস্তরাঘাত করলে সে মারা যায় ; এবং তার গর্ভের বাচ্চাও পড়ে যায়, যার মাথার চুল উঠেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হত্যাকারিণীর আত্মীয়ের উপর দিয়াত সাব্যস্ত করেন তখন তার চাচা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! বাচ্চা পড়ে গেছে যার মাথায় চুল উঠেছে হত্যাকারিণীর পিতা বললো ঃ এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্র শপথ ঐ বাচ্চা চিৎকার দেয়নি, খায়নি, পান করেনি এরূপ বাচ্চাকে তো বাতিল সাব্যস্ত করা হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ গণকদের ন্যায়, গ্রাম্য লোকদের ন্যায় ছন্দ কথা বলছে। নিশ্চয় বাচ্চার পরিবর্তে এক দাস বা দাসী দিতে হবে ইবন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তাদের একজনের নাম ছিল মুলায়কা, আর অপরজনের নাম ছিল উম্মু গাত্তীফা এদের থেকে এত দূরে অবস্থান করবে, যেন একে অন্যের আগুন দেখতে না পায়

٤٨٣٠ اخبرنا العباسُ بنُ عبدِ العظيمِ قال حدثنا الضحاكُ بنُ مخرمةَ قال اخبرنى ابو الزبيرِ انهُ سمعَ جابرًا يقولُ كتبَ رسولُ اللهِ ﷺ على كلِّ بطنٍ عقولَهُ ولا يحلُّ لمولًى ان يتولّى مسلمًا بغيرِ اذنِهِ *

৪৮৩০ আব্বাস ইবন আব্দুল আযীয (র) - - - জাবির (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক গোত্রের উপর দিয়াত ফরয করেছেন। আর কোন আযাদকৃত দাসের জন্য জায়েয নেই আযাদকৃত মনিবের অনুমতি ব্যতীত অন্য কাউকে মাওলা বা মনিব স্থির করা।

٤٨٣١ اخبرنى عمرُو بنُ عثمانَ ومحمدُ بنُ مصفّى قالا حدثنا الوليدُ عن ابنِ جريجٍ عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن ابيهِ عن جدِّهِ عن قال رسولُ اللهِ ﷺ من تطبّب ولم يعلمْ منهُ طبٌّ قبلَ ذلك فهو ضامنٌ *

৪৮৩১ আমর ইবন উছমান এবং মুহাম্মদ ইবন মুসাফফা (র) - - - - আমর ইবন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লোকের চিকিৎসা করে, অথচ সে চিকিৎসা বিদ্যা জানে না সে ব্যক্তি যিম্মাদার হবে

٤٨٣٢ اخبرنى محمودُ بنُ خالدٍ قال حدثنا الوليدُ عن ابنِ جريجٍ عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن ابيهِ عن جدِّهِ مثلَهُ سواءً *

৪৮৩২ মাহমূদ ইবন খালিদ (র) - - - আমর ইবন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

هل يؤخذُ احدٌ بجريرةِ غيرِهِ

একজনের অপরাধে অন্যজনকে গ্রেপ্তার করা

٤٨٣٣ اخبرني هرون بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن يثيع عن ابي رمثة قال اتيت النبي ﷺ مع ابي فقال من هذا معك قال ابني اشهد به قال اما انك لا تجني عليه ولا يجني عليك *

৪৮৩৩ হারূন ইবন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতার সাথে নবী ﷺ -এর নিকট আসলে, তিনি বললেন ঃ তোমার সাথে এ কে ? তিনি বললেন ঃ আমার পুত্র আপনি এর ব্যাপারে সাক্ষী থাকুন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমার অপরাধের জন্য সে দায়ী হবে না, আর না তুমি তার অপরাধের জন্য দায়ী হবে।

٤٨٣٤ اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن اشعث عن الاسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال كان رسول الله ﷺ يخطب في ناس من الانصار فقالوا يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية فقال النبي ﷺ وهنف بصوته الا لا تجني نفس على الاخرى *

৪৮৩৪ মাহমূদ ইবন গায়লান (র) - - - - ছালাবা ইবন যাহ্দাম য়ারবুঈ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসার গোত্রের কিছু লোককে সম্বোধন করে বক্তৃতা দেন তখন তারা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরা ছালাবা ইবন য়ারবু এর সন্তান এরা জাহিলীর যুগে অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল তখন নবী ﷺ উচ্চস্বরে বলেন ঃ শুনে রাখ, একজনের অপরাধ অন্যজনের উপর বর্তায় না, আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - ছালাবা ইবন যাহ্দাম (র) বলেন, ছালাবা গোত্রের লোকেরা নবী (সা)-এর নিকট যান, যখন তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরা বনু ছালাবা গোত্রের লোক এরা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, যিনি নবী ﷺ -এর সাহাবী ছিলেন তখন নবী ﷺ বললেন ঃ কেউ কারোর অপরাধে অপরাধী হবে না।

٤٨٣٥ اخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن اشعث بن ابي الشعثاء عن الاسود بن سليمان قال حدثني معوية بن هشام عن سفيان عن اشعث بن ابي الشعثاء عن الاسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال انتهى قوم من بني ثعلبة الى النبي ﷺ وهو يخطب فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا رجلا من اصحاب النبي ﷺ فقال النبي ﷺ لا تجني نفس على اخرى *

৪৮৩৫ মাহমূদ ইবন গায়লান (র) - - - - ছালাবা ইবন যাহ্দাম য়ারবু গোত্রের এক ব্যক্তির বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা ছালাবা গোত্রের লোকেরা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয় তখন এক ব্যক্তি বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরা বনু ছালাবা ইবন য়ারবু-এর লোক, তারা নবী (সা)-এর সাহাবীদের একজনকে হত্যা করেছে। একথা শুনে নবী (সা) বললেন ঃ কেউ কারোর অপরাধে অপরাধী হবে না।

٤٨٣٦ اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبة عن اشعث بن ابي

لِثَعْلَبَةَ فَإِنِّي سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلَانًا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى *

৪৮৩৬. মাহমূদ ইবনু গায়লান (র) - - ছালাবা ইবন য়ারবু গোত্রের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা ছালাবা গোত্রের লোকেরা নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়। তখন এক ব্যক্তি বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরা বনু ছালাবা ইবন য়ারবু-এর লোক, তারা নবী ﷺ -এর সাহাবীদের একজনকে হত্যা করেছে। একথা শুনে নবী (সা) বললেন ঃ কেউ কারোর অপরাধে অপরাধী হবে না।

٤٨٣٧ أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ أَصَابُوا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ قَتَلُوا فُلَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى قَالَ شُعْبَةُ أَيْ لَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجَرِيرَةِ أَحَدٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৪৮৩৭ আবূ দাউদ (র) - আসওয়াদ ইবন হিলাল (রা) থেকে বর্ণিত তিনি নবী (সা)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তিনি ছালাবা ইবন য়ারবু গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে তাদের কিছু লোক নবী ﷺ এর একজন সাথীকে হত্যা করে এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হয়েছে

٤٨٣٨ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ قَدْ أَصَابُوا فُلَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْنِي لَا يَجْنِي نَفْسٌ عَلَى نَفْسٍ *

৪৮৩৮ কুতায়বা (র) - - বনী ছালাবা ইবন য়ারবু এর এক ব্যক্তি বলেন আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হই, যখন তিনি কথা বলছিলেন তখন এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরা ছালাবা ইবন য়ারবু গোত্রের লোক, যারা অমুককে হত্যা করেছে তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ কোন লোক অন্যের অপরাধে অপরাধী হবে না

٤٨٣٩ أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي يَرْبُوعٍ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَامَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو فُلَانٍ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى *

৪৮৩৯ হান্নাদ ইবন সারী (র) - - আশআস (র) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ছালাবা ইবন য়াববু গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলেছেন ঃ আমরা তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে গেলাম যখন তিনি লোকদের সাথে কথা বলছিলেন তখন কিছু লোক দাঁড়িয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরা অমুক গোত্রের লোক যারা অমুককে হত্যা করেছে এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হয়েছে

٤٨٤٠ حدثنا يوسف بن عيسى قال انبانا الفضل بن موسى قال نبانا يزيد وهو ابن زياد بن ابي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي ان رجلا قال يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة البدن فنبؤ فلانا في الجاهلية فحدب بشارت فرفع يديه حتى انا لنناصر ابطيه وهو يقول لا يجني ام على ولدها مرتين *

৪৮৪০ যুসুফ ইবন ঈসা (র) - - তারিক মুহারিবী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এরা ছালাবা গোত্রের লোক, যারা জাহিলী যুগে অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল আপনি আমাদের বদলা নিয়ে দিন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করেন, এমনকি আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করি এসময় তিনি বলেন ঃ মায়ের অপরাধে পুত্র অপরাধী হবে না, তিনি এটি দু'বার বলেন

اَلْعَيْنُ الْعَوْرَاءُ السَّادَّةُ لِمَكَانِهَا اِذَا طُمِسَتْ

দৃষ্টি শক্তিহীন চক্ষু

٤٨٤١ اخبرنا احمد بن ابراهيم بن محمد قال نبانا ابن عائذ قال حدثنا الهيثم بن حميد قال اخبرني العلاء وهو ابن الحرث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله ﷺ قضى في العين العوراء السادة مكانها اذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء اذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء اذا نزعت بثلث ديتها *

৪৮৪১ আহমদ ইবন ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ (র) - - - আমর ইবন শু'আয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দৃষ্টিহীন চক্ষু যা নিজ স্থানে রয়েছে, এর ব্যাপারে মীমাংসা দেন যে, যদি তা উপড়ে ফেলা হয়, তবে এর জন্য এক তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে। আর যে হাত অবশ হয়ে গেছে, তা কেটে ফেললে হাতের এক তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে যে দাঁত কালো হয়ে গেছে, তা উপড়ে ফেললো, তার জন্য এক তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে

عَقْلُ الْاَسْنَانِ

দাঁতের দিয়াত

٤٨٤٢ اخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا عباد عن حسين عن ابيه عن جده ان قال رسول الله ﷺ في الاسنان خمس من الابل *

৪৮৪২. মুহাম্মদ ইবন মুআবিয়া (র) - - আমর ইবন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক দাঁতের পরিবর্তে পাঁচ উট দিয়াত দিতে হবে।

٤٨٤٢ اخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ الاسنان سواء خمس خمسا *

৪৮৪৩ হুসায়ন ইবন মানসূর (র) - - - - আমর ইবন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক দাঁত সমান, প্রত্যেক দাঁতের জন্য পাঁচ পাঁচ উট দিয়াত দিতে হবে।

بَابُ عَقْلِ الاصابع

অনুচ্ছেদ ঃ আঙ্গুলের দিয়াত

٤٨٤٤ اخبرنا ابو الاشعث قال حدثنا خالد عن سعيد عن قتادة عن مسروق بن اوس عن ابي موسى عن النبي ﷺ قال في الاصابع عشر عشر *

৪৮৪৪ আবুল আশ'আছ (র) - - - - আবূ মূসা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য দশ দশটি উট দিয়াত দিতে হবে।

٤٨٤٥ اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن علي بن الحكم عن مسروق بن اوس عن ابي موسى الاشعري ان النبي ﷺ قال الاصابع سواء عشرا *

৪৮৪৫ আমর ইবন আলী (র) - - - - আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য দশ উট দিয়াতের বেলায় সমান

٤٨٤٦ اخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا حفص وهو بن عبد الرحمن السلمي عن سعيد عن غالب القطان عن حميد بن هلال عن مسروق بن اوس عن ابي موسى قال قضى رسول الله ﷺ ان الاصابع سواء عشرا عشرا من الابل *

৪৮৪৬ হুসায়ন ইবন মানসূর (র) - - - - আবূ মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফয়সালা যে, প্রত্যেক আঙ্গুল সমান, প্রত্যেকটির জন্য দশ উট।

٤٨٤٧ اخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه لما وجد الكتاب الذي عند ال عمرو بن حزم الذي ذكروا ان رسول الله ﷺ كتب لهم وحدوا فيه وفيما هنالك من الاصابع عشرا عشرا *

৪৮৪৭ হুসায়ন ইবন মানসূর (র) - - সাঈদ ইবন মুসাইয়্যেব (রা) বলেন, তিনি লিখিত কাগজ পান, যা আমর ইবন হাযম-এর সন্তানদের নিকট ছিল তারা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের জন্য লিখেছেন এবং তাতে লেখা ছিল ঃ আঙ্গুলের পরিবর্তে দশ উট দিয়াত

٤٨٤٨ حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام *

৪৮৪৮ আমর ইবন আলী (র) - - ইবন আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ বৃদ্ধ আঙ্গুল এবং কনিষ্ঠ আঙ্গুল উভয়ই সমান।

٤٨٤٩ أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس هذه وهذه سواء الإبهام والخنصر *

৪৮৪৯ নসর ইবন আলী (র) - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এটা এবং ওটা সমান - বৃদ্ধাঙ্গুল এবং কনিষ্ঠ।

٤٨٥٠ حدثنا عمرو ابن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال الأصابع عشر عشر *

৪৮৫০ আমর ইবন আলী (র) - - ইবন আব্বাস বলেন ঃ আঙ্গুলের জন্য দশ-দশ উট দিয়াত দিতে হবে

٤٨٥١ أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحرث قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو قال لما فتح رسول الله ﷺ مكة عدل في خطبته وفي الأصابع عشر عشر *

৪৮৫১ ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কা জয় করেন তখন তিনি তাঁর ভাষণে বলেন ঃ আঙ্গুলের জন্য দশ-দশটি উট দিয়াত দিতে হবে।

٤٨٥٢ أخبرني عبد الله بن الهيثم قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا حسين المعلم وابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة الأصابع سواء *

৪৮৫২ আব্দুল্লাহ ইবন হায়ছাম (র) - - আমর ইবন শু'আয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাঁর ভাষণে বলেন, যখন তিনি কা'বার দিকে পিঠ হেলান দিয়েছিলেন ঃ আঙ্গুলসমূহ সমান

اَلْمَوَاضِحُ

যে যখম হাড় পর্যন্ত পৌঁছে

٤٨٥٣ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ *

৪৮৫৩ ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কা জয় করেন, তিনি তাঁর ভাষণে বলেন : যে যখমে হাড় বেরিয়ে যায় তাতে পাঁচ পাঁচটি উট দিয়াত দিতে হবে।

ذِكْرُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ وَاخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لَهُ

দিয়াত বিষয়ে আমর ইব্‌ন হাযমের হাদীস এবং এতে বর্ণনাকারীদের পার্থক্য

٤٨٥٤ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهُ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِي الْإِلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ *

৪৮৫৪ আমর ইব্‌ন মানসূর (র) ... আমর ইব্‌ন হাযাম (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়ামানবাসীদেরকে এক চিঠি লেখেন, যাতে ফরয, সুন্নত এবং দিয়াত সম্বন্ধে লিখছিল আর তিনি তা আমর ইব্‌ন হাযামের মাধ্যমে পাঠান তা ইয়ামানবাসীদেরকে পড়ে শুনানো হয় : তাতে

লেখা ছিল ঃ এটা মুহাম্মদ নবী ﷺ -এর পক্ষ হতে শুরাহবিল ইবন আবদে কুলাল, নুআয়েম ইবন আবদে কুলাল এবং হারিছ ইবন আবদে কুলালকে যাবা যীকু আয়ন, মুআফির এবং হামদানের অধিপতি, তাতে লেখা ছিল যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, আর সাক্ষ্য প্রমাণে তা প্রমাণিত হবে তবে বদলা নেয়া হবে তবে যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস ক্ষমা করে দেয়, তবে ক্ষমা হবে, তোমাদের জানা দরকার যে, প্রাণের বিনিময় হলো একশত উট আর যদি সম্পূর্ণ নাক কাটা যায়, তবুও একশত উট। এইভাবে জিহবা ঠোঁট পুরুষাঙ্গ পেট এবং হাড়েরও পূর্ণ দিয়াত রয়েছে আর চক্ষুদ্বয়ের পূর্ণ দিয়াত রয়েছে। এক পায়ের অর্ধ দিয়াত কিন্তু পদদ্বয়ের পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে এভাবে মস্তিষ্কে পৌঁছেছে এমন যখমের জন্য অর্ধ দিয়াত যে যখম পেট পর্যন্ত পৌঁছে, তাতে এক তৃতীয়াংশ দিয়াত, যে যখমে হাড় ভেঙে যায়, তাতে পনের উট আর হাত পায়ের আঙ্গুলে দশ উট, আর এক দাঁতে পাঁচ উট যে যখমে হাড় নড়ে যায় তাতে পাঁচ উট। আর পুরুষকে নারীর পরিবর্তে হত্যা করা হবে, এবং যাদের নিকট স্বর্ণ রয়েছে তাদের উপর এক হাজার দীনার মুহাম্মদ ইবন বাক্কার ইবন বিলাল (র) এতে মতভেদ করেন

٤٨٥٥ اخبرنا ابن الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران العبسي قال حدثنا محمد بن بكر بن بلال قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان بن ارقم قال حدثني الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله ﷺ كتب الى اهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئ على اهل اليمن هذه نسخته فذكر مثله الا انه قال وفي العينين الواحدة نصف الدية وفي اليد الواحدة نصف الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية قال ابو عبد الرحمن وهذا اشبه بالصواب وبالله اعلم وسليمان ابن ارقم متروك الحديث وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلا *

৪৮৫৫ হায়ছাম ইবন মারওয়ান (র) আবূ বকর ইবন মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন হাযম (র), তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়ামানবাসীদের নিকট একখানা পত্র লিখেন, যাতে ফরয সুন্নত এবং দিয়াতের কথা ছিল তিনি আমর ইবন হাযম এর মাধ্যমে তা পাঠান ইয়ামানবাসীদের নিকট তাঁর এই পত্র পড়ে শুনানো হয়। তাতে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ আছে তবে তাতে এতটুকু অতিরিক্ত রয়েছে যে, তিনি বলেছেন ঃ এক চক্ষুতে অর্ধ দিয়াত, এক হাতে অর্ধ দিয়াত এক পায়ে অর্ধ দিয়াত রাবী আবূ আব্দুর রহমান বলেন ঃ ইহা সহীহ হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহ্ অধিক অবহিত

٤٨٥٦ اخبرنا محمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال قرأت كتاب رسول الله ﷺ الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران وكان الكتاب عند ابي بكر بن حزم فكتب رسول الله ﷺ هذا بيان من الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وكتب الأسنان وكتب الأسنان مثل ان الله سريع الحساب ثم كتب هذا كتاب الجراح في النفس مائة من الابل وفي الانف اذا اوعب جدعه مائة من الابل وفي اللسان مائة من الابل وفي الشفتين مائة من الابل وفي البيضتين مائة من الابل وفي الذكر مائة من الابل وفي الصلب مائة من الابل وفي العينين مائة من الابل وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي اليد الواحدة نصف الدية وفي الموضحة خمس من الابل وفي السن خمس من الابل وفي الموضحة خمس من الابل وفي السن خمس من الابل وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر

৪৮৫৬ আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) - - ইবন শিহাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর ঐ পত্রখানা পাঠ করেছি, যা তিনি আমার ইব্ন হাযমের জন্য লিখেছিলেন, যখন তিনি তাকে নাজরানে প্রেরণ করেছিলেন ঐ পত্র আবূ বকর ইব্ন হাযমের নিকট রয়েছে সে বলেছিল তাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লিখেছিলেন ঃ ইহা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বর্ণনা ঃ হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর এর পরবর্তী কয়েক আয়াত ইনাল্লাহা সরীউল হিসাব অর্থাৎ আল্লাহ জলদি হিসাব নেবেন পর্যন্ত এরপর তিনি লিখেন ঃ প্রাণের উপর আঘাত হানলে একশত উট ... . . ইত্যাদি

٤٨٥٧ اخبرنا احمد بن عبد الواحد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد وهو ابن عبد العزيز عن الزهري قال جاءني ابو بكر ابن حزم بكتاب في رقعة من ادم عن رسول الله ﷺ هذا بيان من الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فيما منها ثم قال في النفس مائة من الابل وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة فريضة وفي الاصابع عشر عشر وفي الاسنان خمس خمس وفي الموضحة خمس *

৪৮৫৭ আহমদ ইবন আব্দুল ওয়াহিদ (র) - - - - যুহরী (র) বলেন, আবূ বকর ইব্ন হাযাম (র) আমার নিকট একটি পত্র নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে যা চামড়া খণ্ডে লিখিত ছিল ঃ "ইহা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে বর্ণনা ঃ হে ঈমানদারগণ ! তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এরপর তিনি কয়েকটি আয়াত পাঠ করলেন তারপর তিনি বলেন ঃ প্রাণের বিনিময়ে একশত উট আর চক্ষুতে পঞ্চাশ উট হাতের বদলে পঞ্চাশ উট, পা-এর পরিবর্তে পঞ্চাশ উট। আর যে যখম হাঁড়ের মগজ পর্যন্ত পৌঁছে, তাতে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত , আর যে যখম পেটের ভিতর পৌঁছে, তাতে এক তৃতীয়াংশ, আর যে যখমে হাঁড় স্থানচ্যুত হয়, তাতে পনর উট, আর আঙ্গুলে দশ দশটি উট, আর দাঁতে পাঁচ উট। আর যে যখমে হাঁড় দেখা দেয়, তাতে পাঁচ উট

٤٨٥٨ عن الحرث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم في العقول ان في النفس مائة من الابل وفي الانف اذا اوعى جدعا مائة من الابل وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة مثلها وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل اصبع مما هنالك عشر من الابل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس *

৪৮৫৮ হারিছ ইবন মিসকীন (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইবন হাযম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ যে পত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমর ইবন হাযমের জন্য লিখেন কিসাসের

সম্বন্ধে তাতে ছিল ঃ প্রাণের পরিবর্তে এক শত উট আর পূর্ণ নাকের জন্য একশত উট আর যে যখম মগজ পর্যন্ত পৌঁছে, তা যে এক তৃতীয়াংশ এবং যে যখম পেট পর্যন্ত পৌঁছে তাতেও তদ্রূপ আর হাতের জন্য পঞ্চাশ উট, আর চোখের জন্য পঞ্চাশ, আর পায়ের জন্য পঞ্চাশ। আর প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য দশ উট আর দাঁতের জন্য পাঁচ উট এবং যে যখমে হাঁড় প্রকাশ পায়, তাতে পাঁচ উট।

٤٨٥٩ اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا سعد قال حدثنا يحيى عن اسحق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك ان اعرابيا اتى باب رسول الله ﷺ فاطلع منه جحاء بحديدة او عود يفلي بها رأسه فلما ان بصر النبي ﷺ قال له لو اعلم انك تنظرني لطعنت به في عينك انما جعل الاذن من اجل البصر *

৪৮৫৯ আমর ইবন মানসূর (র) - আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, এক গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দরজায় এসে ছিদ্রে চক্ষু লাগিয়ে দেখতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা দেখতে পেয়ে একখণ্ড কাষ্ঠ অথবা লোহা নিয়ে তার চোখ ফুঁড়ে দিতে ইচ্ছা করলেন। সে তা দেখে নিজের চোখ সরিয়ে নেয়। এ রূপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যদি তুমি সেখানে চোখ রাখতে তবে আমি তা ফুঁড়ে দিতাম।

٤٨٦٠ اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي اخبره ان رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله ﷺ ومع رسول الله ﷺ مدرى يحك به رأسه فلما رآه رسول الله ﷺ قال لو علمت انك تنظرني لطعنت به في عينك انما جعل الاذن من اجل البصر *

৪৮৬০ কুতায়বা (র) - - সাহ্ল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর ঘরের ছিদ্রপথে দেখছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর একখণ্ড কাষ্ঠ ছিল, যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা চুলকাতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাকে দেখলেন, তখন বললেন ঃ যদি আমি জানতে পারতাম যে তুমি আমাকে দেখছো, তবে আমি তোমার চোখে এই কাষ্ঠ ঢুকিয়ে দিতাম। দেখার সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে এইজন্য যেন এভাবে উঁকি মেরে দেখতে না হয়।

بَابُ مَنْ اقْتَصَّ وَأَخَذَ حَقَّهُ دُونَ السُّلْطَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিজে প্রতিশোধ গ্রহণ করা

٤٨٦١ اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة عن النبي ﷺ قال من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص *

৪৮৬১ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো ঘরে তার বিনা অনুমতিতে উঁকি মারে, আর ঘরের মালিক তার চোখ ফুঁড়ে দেয়, তবে যে উঁকি দিয়ে দেখে, সে দিয়াত এবং বদলা কিছুই পাবে না।

٤٨٦٢ حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح وقال مرة أخرى جناح *

৪৮৬২ মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি অনুমতি ব্যতীত তোমার দিকে উঁকি মারে তবে যদি তুমি পাথর নিক্ষেপ করে ঐ ব্যক্তির চোখ ফুটা কর, তবে তাতে তোমার কোন পাপ হবে না

٤٨٦٣ أخبرنا محمد بن مصعب قال حدثنا محمد بن نشاب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه كان يصلي فأراد أن يمر بين يديه فدرأه فلم يرجع فصرعه فخرج يشكي حتى أتى مروان فأخبره فقال مروان لأبي سعيد لم صرعت ابن أخيك فما أصرنك إنما صرعت شيطانا سمعت رسول الله ﷺ يقول إذا كان أحدكم في صلاة فأراد إنسان يمر بين يديه فليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان *

৪৮৬৩ মুহাম্মদ ইবন মুসআব (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদা তিনি নামায পড়ছিলেন, এমন সময় মারওয়ানের পুত্র তাঁর সম্মুখে দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি নিষেধ করা সত্ত্বেও সে মানলো না তখন আবূ সাঈদ (রা) তাকে মারলেন সে কাঁদতে কাঁদতে মারওয়ানের নিকট গেল মারওয়ান আবূ সাঈদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনি আপনার ভাইয়ের ছেলেকে কেন মারলেন ? আবূ সাঈদ (রা) বললেন ঃ আমি তাকে মারিনি বরং শয়তানকে মেরেছি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যদি তোমাদের কারো নামায পড়ার সময় তোমাদের সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে চায়, তবে যতটুকু সম্ভব তাকে বাধা দেবে যদি সে না মানে, তবে তার সাথে যুদ্ধ করবে; কেননা সে শয়তান।

ماجاء في كتاب القصاص من المجتبى مما ليس في السنن تاويل قول الله عز وجل وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ خَالِدًا فِيهَا

আল্লাহ্‌র বাণী وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ خَالِدًا فِيهَا এর ব্যাখ্যা

٤٨٦٤ حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فسألته ثم نسختها شيء وعن هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال نزلت في أهل الشرك *

৪৮৬৪ আবূ আব্দুর রহমান (র) সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) বলেন আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) আমাকে আদেশ করলেন, আমি যেন সাঈদ ইবন জুবায়র (রা)-এর নিকট এ দু'টি وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا আয়াতের তফসীর জিজ্ঞাসা করি আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ এই আয়াত রহিত হয়নি আমি দ্বিতীয় যে আয়াত সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, তা ছিল ঃ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ الخ আয়াত তিনি বললেন ঃ এই আয়াত মুশরিকদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে

٤٨٦٥ حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن الحارث قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فرحلت إلى ابن عباس فسألته فقال نزلت في آخر ما نزلت ولم ينسخها شيء *

৪৮৬৫ আযহার ইবন জামীল (র) সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) বলেন ঃ কুফাবাসীরা وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا আয়াতে মতবিরোধ করলে তা রহিত হওয়ার ব্যাপারে আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ এই আয়াতটি তো শেষে নাযিল হয়েছে, একে কোন আয়াতই রহিত করেনি

٤٨٦٦ حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة قال لا وقرأ عليه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم *

৪৮৬৬ আমর ইবন আলী (র) - - - - সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তার তাওবা কবূল হবে কি ? তিনি বললেন ঃ ফুরকানের وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ الخ এ আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করলে তিনি বললেন ঃ এই আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছে।

٤٨٦٧ أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد أن ابن عباس سئل عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فقال ابن عباس وأنى له التوبة سمعت نبيكم ﷺ يقول يجيء متعلقا بالقاتل يشخب وداجه دما يقول من هذا قتلني ثم قال والله لقد أنزلها وما نسخها *

৪৮৬৭ কুতায়বা (র) - - - সালিম ইবন আবুল জা'দ (রা) বলেন, কেউ ইবন আব্বাস (রা) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো ঃ যদি কেউ কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, পরে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে, সোজা পথে আসে, তবে কি তার তাওবা কবূল হবে ? ইবন আব্বাস (রা) বললেন ঃ তার তাওবা

কীরূপে কবূল হবে ? আমি তোমাদের নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীকে ধরে আনবে তখনও তার ধমনী হতে রক্তধারা প্রবাহিত হতে থাকবে সে বলবে ঃ হে আল্লাহ্ একে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমাকে কেন হত্যা করেছিল ? ইবন আব্বাস বলেন ঃ এই আদেশ আল্লাহ্ নাযিল করেছেন, তিনি তা রহিত করেন নি।

٤٨٦٨ اخبرنا اسحق بن ابراهيم قال انبانا اسرائيل بن شمعيل قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي بكر قال سمعت انسا يقول قال رسول الله ﷺ ح و اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي بكر عن انس عن النبي ﷺ قال الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور *

৪৮৬৮ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহগুলো হলো আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং মিথ্যা বলা।

٤٨٦٩ اخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال انبانا ابن شميل قال حدثنا شعبة قال انبانا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس *

৪৮৬৯. 'আবদা ইবন আব্দুর রহীম (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন ঃ কবীরা গুনাহ্ হলো আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, মাতা পিতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা, এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।

٤٨٧٠ اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا اسحق الازرق عن فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن *

৪৮৭০ আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন সাল্লাম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন বান্দা ঈমানদার অবস্থায় ব্যভিচার করে না, আর যখন সে মদ্য পান করে, তখন ঈমানদার অবস্থায় মদ্য পান করে না, মুমিন অবস্থায় চুরি করে না, আর মুমিন অবস্থায় কাউকে হত্যা করে না

ফুরকানের الخ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ এ আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করলে তিনি বললেন ঃ এই আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছে এতো মদীনায় নাযিল হয়েছে مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا الخ আয়াত রহিত করেছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ

অধ্যায় ঃ চোরের হাত কাটা

تَعْظِيمُ السَّرِقَةِ

চুরি কঠিন পাপ

٤٨٧١ حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثني الليث عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن *

৪৮৭১ রবী' ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে তখন ঈমান তার সাথে থাকে না, যখন চোর চুরি করে, তখনও ঈমান তার সাথে থাকে না যখন কোন মদ্যপায়ী মদ পান করে তখন ঈমান তার সাথে থাকে না, আর যখন কোন ডাকাত লোক চক্ষুর সামনে ডাকাতি করে, তখনও তার সাথে ঈমান থাকে না।

٤٨٧٢ أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ح وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ وقال محمد في حديثه قال قال رسول الله ﷺ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ثم يتوب مفروضة بعد *

৪৮৭২ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন ঃ যখন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে, তখন তার সাথে ঈমান থাকে না, আর যখন চোর চুরি করে তখন তার সাথে ঈমান থাকে না, আর যখন কোন মদ্যপায়ী মদ পান করে তখন তার সাথে ঈমান থাকে না আর যখন কোন ডাকাত ডাকাতি করে, তখন তার সাথে ঈমান থাকে না এরপরও তওবা করলে তা কবুল হবে

٤٨٧٣ اخبرنا محمد بن يحيى المروزي ابو علي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن ابي حمزة عن يزيد وهو ابن زياد عن ابي صالح عن ابي هريرة قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن وذكر رابعة فنسيتها قال فعل ذلك خلع ربقة الاسلام من عنقه فان تاب تاب الله عليه *

৪৮৭৩ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া মারওয়াযী আবূ আলী (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন সে ঈমানদার থাকে না আর যখন সে চুরি করে, তখনও তার সাথে ঈমান থাকে না যখন সে মদ পান করে তখনও সে মু'মিন থাকে না। বর্ণনাকারী বলেন তিনি চতুর্থ একটি কথা বলেন, যা আমি ভুলে গিয়েছি। যখন সে এসব গুনাহে লিপ্ত হয় তখন সে তার ঘাড় হতে ইসলামের বন্ধন বের করে ফেলে যদি তওবা করে, তবে আল্লাহ্ তার তওবা কবূল করেন

٤٨٧٤ اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش ح وانبأنا احمد بن حرب عن ابي معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده *

৪৮৭৪ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ মুবারক মুখাররমী (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ চোরের উপর আল্লাহর লা'নত। সে একটি ডিম চুরি করে, যার বিনিময়ে তার হাত কাটা যায় এবং একটি রশি[১] চুরি করে, আর তার হাত কাটা হয়

بَابُ امْتِحَانِ السَّارِقِ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ চুরি স্বীকার করানোর জন্য চোরকে মারা বা বন্দী করা

٤٨٧٥ اخبرنا اسحق بن ابراهيم قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني صفوان بن عمرو قال حدثني ازهر بن عبد الله الحراني عن النعمان بن بشير انه رفع اليه نفر من الكلاعيين ان حاكة سرقوا متاعا فحبسهم ثلاثا ثم خلى سبيلهم فاتوه فقالوا خلى سبيل هؤلاء بلا ضرب ولا صرب فقال ائتوني بما شئتم ان شئتم ضربتهم فان خرج الله متاعكم فذاك والا خذت من ظهوركم مثله فقالوا هذا حكمك فما هذا حكم الله عز وجل ورسوله ﷺ *

---

১ এক দীনারের এক-চতুর্থাংশের কম পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কাটা হয় না, ডিম রূপার হলে রশি নৌকা বাঁধার মূল্যবান রশি হলে অনুরূপ পরিমাণ মালের চুরিতে হাত কাটার বিধান রয়েছে।

৪৮৭৫ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - নু'মান ইবন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত কয়েকজন কালায়ী গোত্রের লোক তার নিকট এসে বললো ঃ কতিপয় তাঁতী আমাদের মালপত্র চুরি করেছে তিনি কয়েকদিন তাদেরকে বন্দি করে রেখে ছেড়ে দেন কালায়ী লোকেরা তাঁর নিকট এসে বললো ঃ আপনি ঐ সকল লোককে কোন প্রকার শাস্তি বা পরীক্ষা না করে ছেড়ে দিলেন ? নু'মান (রা) বললেন ঃ তোমরা কী বলো, আমি কি তাদের মারব ? কিন্তু যদি তোমাদের মাল তাদের নিকট পাওয়া যায় তবে তো ভাল আর তা না হলে, আমি ঐরূপ তোমাদের পিঠে আঘাত করবো তারা বললো ঃ এটা কি আপনার আদেশ ? তিনি বললেন ঃ এটা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ -এর হুকুম।

٤٨٧٦ اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا ابو اسامة قال اخبرني بن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده ان رسول الله ﷺ حبس ناسا في تهمة *

৪৮৭৬ আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন সাল্লাম (র) - - - বহয ইবন হাকীম (রা) পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অভিযোগের ভিত্তিতে কোন কোন লোককে বন্দী করেন

٤٨٧٧ اخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده ان رسول الله ﷺ حبس رجلا في تهمة ثم خلى سبيله *

৪৮৭৭ আলী ইবন সাঈদ ইবন মাসরূক (র) - - - - বহয ইবন হাকীম (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে অভিযোগের ভিত্তিতে বন্দী করে পরে তাকে ছেড়ে দেন।

تَلْقِيْنُ السَّارِقِ

চোরকে ভাল কথা শিক্ষা দান

٤٨٧٨ اخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن اسحق بن عبد الله بن ابي طلحة عن ابي المنذر مولى ابي ذر عن ابي امية المخزومي ان رسول الله ﷺ اتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله ﷺ ما اخالك سرقت قال بلى فزاد الثانية فقطعوه ثم جيئوا به فقطعوه ثم جيئوا به فقال له قل استغفر الله واتوب اليه فقال استغفر الله واتوب اليه قال اللهم تب عليه *

৪৮৭৮ সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আবূ উমায়রা মাখযূমী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এমন এক চোরকে উপস্থিত করা হয় যে তাঁর অপরাধ স্বীকার করে, কিন্তু তার নিকট কোন মাল পাওয়া যায়নি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তো মনে করি না যে, তুমি চুরি করেছ। সে বললো ঃ আমি চুরি

করেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এই ব্যক্তিকে নিয়ে যাও এবং তার হাত কেটে দাও, পরে আমার নিকট নিয়ে এসো লোকেরা তাকে নিয়ে গিয়ে হাত কেটে দিল এবং আবার নিয়ে আসলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি বল, আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তওবা করছি সে ব্যক্তি বললো ঃ আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তওবা করছি তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করলেন ঃ আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন।

اَلرَّجُلُ يَتَجَاوَزُ لِلسَّارِقِ عَنْ سَرِقَتِهِ بَعْدَ اَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْاِمَامُ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِيْ حَدِيْثِ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ فِيْهِ

বিচারকের নিকট আনার পর ক্ষমা করলে

٤٨٧٩ اخبرنا هلال بن العلاء قال حدثني ابي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن امية ان رجلا سرق بردة له فرفعه الى النبي ﷺ فامر بقطعه فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه فقال يا وهب فلا كنت قبل ان تأتيني به فقطعه رسول الله ﷺ *

৪৮৭৯ হিলাল ইবন 'আলা (র) সাফওয়ান ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর চাদর চুরি করলে তিনি চোরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট নিয়ে আসলেন। তিনি তাঁর হাত কাটার আদেশ দেন। তখন সাফওয়ান বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে আবূ ওয়াহাব! আমার নিকট আনার পূর্বে তুমি কেন তাকে ক্ষমা করলে না? পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত কেটে দেন।

٤٨٨٠ اخبرني عبد الله بن احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن عمرو بن دينار عن صفوان بن امية ان رجلا سرق بردة فرفعه الى النبي ﷺ فامر بقطعه فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه قال فلولا كان هذا قبل ان تأتيني به يا ابا وهب فقطعه رسول الله ﷺ *

৪৮৮০ আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - সাফওয়ান ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর চাদর চুরি করলে তিনি চোরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত কাটার আদেশ দিলে সাফওয়ান বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে আবূ ওয়াহাব! তুমি এখানে আনার পূর্বে কেন তাকে ক্ষমা করলে না? তিনি সেই লোকের হাত কাটার আদেশ দেন

٤٨٨١ اخبرنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن الاوزاعي قال حدثني عطاء بن رباح ان رجلا سرق ثوبا فاتي به رسول الله ﷺ فامر بقطعه فقال رجل يا رسول الله هو له قال فهلا قبل ان *

৪৮৮১ মুহাম্মদ ইবন হাতিম ইবন মু'আযম (র) আতা ইবন আবূ রাবাহ্ (র) থেকে বর্ণিত . তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি কাপড় চুরি করে তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট আনা হলে তিনি তার হাত কাটার আদেশ দেন। তখন ঐ ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তাকে তা দান করলাম তিনি বললেন ঃ এইখানে আসার আগে তোমরা কেন দিয়ে দিলে না ?

مَا يَكُوْنُ حِرْزًا وَمَا لاَ يَكُوْنُ

রক্ষিত ও অরক্ষিত মাল সম্পর্কে

٤٨٨٢ - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى ثُمَّ وَضَعَ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِهِ فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَنَامَ فَأَتَاهُ نَائِمٌ فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَهُ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ هَذَا سَرَقَ رِدَائِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ سَرَقْتَ رِدَاءَ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوا يَدَهُ قَالَ صَفْوَانُ مَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ تَقْطَعَ يَدُهُ فِي رِدَائِي فَقَالَ لَهُ فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ هَذَا حَدِيثُهُ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ *

৪৮৮২ হিলাল ইবন 'আলা (র) - - - - সাফওয়ান ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি কা'বা শরীফ তওয়াফ করলেন এবং নামায পড়ে তিনি তাঁর চাদর ভাঁজ করে মাথার নীচে রেখে শুয়ে পড়লেন চোর এসে চাদর টান দিলে তিনি চোরকে ধরে ফেললেন এবং তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলেন এবং বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এই ব্যক্তি আমার চাদর চুরি করেছে তিনি চোরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি চাদর চুরি করেছ ? সে বললো ঃ হ্যাঁ, তিনি বললেন ঃ একে নিয়ে যাও এবং তার হাত কেটে দাও তখন সাফওয়ান বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার এই নিয়ত ছিল না যে মাত্র একটি চাদরের জন্য তার হাত কাটা যাবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমার নিকট বিচার আনার পূর্বে যদি তুমি ক্ষমা করতে তবে হতো এখন আর হবে না

٤٨٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ يَعْنِي ابْنُ الْعَلَاءِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ صَفْوَانُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ وَرِدَاؤُهُ تَحْتَهُ فَسُرِقَ فَقَامَ وَقَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ فَأَدْرَكَهُ فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ قَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ تُقْطَعَ فِيهِ وَجَدْتُ فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَشْعَثُ ضَعِيفٌ *

৪৮৮৩ মুহাম্মদ ইবন হিশাম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ সাফওয়ান তাঁর চাদর মাথার নীচে রেখে নিদ্রা গেলেন এক ব্যক্তি তা চুরি করলো, সাফওয়ান, উঠে দেখেন চোর তা নিয়ে উধাও হচ্ছে তিনি দৌড় দিয়ে চোরকে ধরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলেন, তিনি তার হাত কাটার আদেশ দান করলে সাফওয়ান বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার চাদর এমন নয় যে, এর বিনিময়ে একজনের হাত কাটা যেতে পারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ একথা আগে কেন মনে করনি ?

٤٨٨٤ حدثني محمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عمرو عن سماك عن محمد بن أحمد بن صفوان عن صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثون درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به النبي ﷺ فأمر به ليقطع فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها قال فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به *

৪৮৮৪ আহমাদ ইবন উছমান ইব্‌ন হাকীম (র) সাফওয়ান ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি মসজিদে নিদ্রিত ছিলাম একটি চাদরের উপরে। যার মূল্য ত্রিশ দিরহাম হবে। এক ব্যক্তি এসে তা উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং পরে সে ধরা পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত কাটার আদেশ করলে আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্। ত্রিশ দিরহামের পরিবর্তে আপনি তার হাত কাটার আদেশ দিলেন? আমি চাদর তার নিকট বিক্রি করছি আর এই মূল্য তার নিকট বাকি রাখলো। তিনি বললেন ঃ আমার নিকট আনার পূর্বে তুমি কেন এরূপ করলে না?

٤٨٨٥ أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا سعد بن موسى قال حدثني بكر حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن صفوان بن أمية أنه سرقت خميصة من تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي ﷺ فأخذ اللص فجاء به إلى النبي ﷺ فأمر بقطعه فقال صفوان أتقطعه قال فهلا قبل أن تأتيني به تركته *

৪৮৮৫ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুর রহীম (র) - সাফওয়ান ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর একখানা চাদর মাথার নীচ হতে চুরি হয়ে গেল, তিনি মসজিদে নববীতে নিদ্রিত ছিলেন, চোর ধৃত হলে, তিনি তাকে নিয়ে নবী ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হলেন তিনি আদেশ করলেন যে, তার হাত কাটা হবে তখন সাফওয়ান বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আপনি তার হাত কাটবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তবে তুমি এর পূর্বে তাকে ছেড়ে দিলে না কেন?

٤٨٨٦ أخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال تعافوا الحدود فما بلغني من حد فقد وجب *

৪৮৮৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন হাশিম (র) আমর ইবন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন অপরাধীকে আমার নিকট আনার পূর্বে ক্ষমা করে দেবে। যখন আমার নিকট কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তখন শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়

٤٨٨٧ قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال سمعت ابن جريج

حدثنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب *

৪৮৮৭ হাবিছ ইবন মিসকীন (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন অপরাধের বিচার বিচারকের নিকট আসার পূর্বে ক্ষমা করে দেবে কেননা কোন বিচার আমার নিকট আসলে এর শাস্তি অবধারিত হয়

٤٨٨٨ أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي ﷺ بقطع يدها *

৪৮৮৮ মাহমূদ ইবন গায়লান (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত মাখযুম গোত্রের এক নারী লোকদের থেকে ধারে মালপত্র নিত, পরে সে অস্বীকার করতো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত কাটার আদেশ দেন

٤٨٨٩ أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على ألسنة جاراتها وتجحده فأمر رسول الله ﷺ بقطع يدها *

৪৮৮৯ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : মাখযুম গোত্রের এক মহিলা তার পড়শী মহিলাদের থেকে জিনিসপত্র চেয়ে আনতো এ পরে অস্বীকার করতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত কাটার জন্য আদেশ দেন।

٤٨٩ أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثني الحسن بن حماد قال حدثنا عمرو بن هاشم الجنبي عن أبي مالك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة كانت تستعير الحلي بأسماء ثم تمسكه فقال رسول الله ﷺ كيف هذه المرأة بين الله ورسوله وبرئ ما أخذ على القوم ثم قال رسول الله ﷺ قم يا بلال فخذ بيدها فقطعها *

৪৮৯০ উছমান ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত এক নারী লোকদের থেকে অলঙ্কার ধার করতো এবং নিজের কাছে রেখে দিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এই নারীর উচিত আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর নিকট তওবা করা। এরপর তিনি বললেন : হে বিলাল ! ওঠো এবং এই মহিলার হাত ধরে কেটে ফেল

٤٨٩١ أخبرني محمد بن الحلبي عن شعيب بن إسحق عن عبيد الله عن نافع أن امرأة

كانت تستعير الحلي في زمان رسول الله ﷺ فاستعارت من ذلك حليا فجحدته ثم امسكته فقال رسول الله ﷺ لتتب هذه المرأة وتؤدي ما عندها مرارا فلم تفعل فامر بها فقطعت *

৪৮৯১ মুহাম্মদ ইবন খলীল (র) ... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় এক নারী অলঙ্কার ধারে এনে তা রেখে দিত, একবার তার অলঙ্কার রাখার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এই মহিলা তওবা করবে এবং তার নিকট যা আছে তা তাকে ফেরৎ দিতে হবে। তিনি কয়েকবার এরূপ বললেন ঃ কিন্তু সেই মহিলা তা মান্য না করায় তিনি তার হাত কাটার আদেশ দেন।

٤٨٩٢ اخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر ان امرأة من بني مخزوم سرقت متاعا فاتي بها النبي ﷺ فامر بقطعه ثم شفعت فقال النبي ﷺ لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فقطعت يدها *

৪৮৯২ মুহাম্মদ ইবন মা'দান ইবন ঈসা (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, মাখযুম গোত্রের এক নারী চুরি করার পর সে উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট আশ্রয় নিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও এরূপ করতো, তা হলে তার হাত কাটার আদেশ দিতাম। পরে তার হাত কাটা হয়।

٤٨٩٣ اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن سعيد بن يزيد عن سعيد بن المسيب ان امرأة من بني مخزوم استعارت حليا على لسان نساء فجحدتها فامر بها النبي ﷺ فقطعت *

৪৮৯৩ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) ... সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত, মাখযুম গোত্রের এক নারী লোকের মারফত ধারে অলঙ্কার এনে নিজের কাছে রেখে দিল এবং অস্বীকার করলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত কাটার আদেশ দেন।

٤٨٩٤ اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن اوفى عن عاصم بن سعد بن المسيب حدثه نحوه *

৪৮৯৪ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) ... সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (র) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ

মাখযুমী নারীর হাদীসে যুহরী (র) হতে বর্ণনাকারীদের মধ্যে বর্ণনা পার্থক্য

٤٨٩٥ اخبرنا اسحق بن ابراهيم قال انبا سفيان قال كانت مخزومية تستعير متاعا وتجحده فرفعت الى رسول الله ﷺ وكلم فيها فقال لو كانت فاطمة لقطعت يدها

قِيْلَ لِسُفْيَانَ مِنْ ذِكْرِهِ قَالَ أَيُّوْبُ بْنُ مُوْسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى *

৪৮৯৫. ইসহাক ইবন ইব্‌রাহীম (র) - - - সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ মাখযুম গোত্রের এক নারী লোকদের নিকট হতে নানা ধরনের জিনিষ এনে পরে তা অস্বীকার করতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে এ তিনি বললেন ঃ যদি ফাতিমা (রা)-ও হতো তা হলে তার হাত কাটা যেত।

٤٨٩٦ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَرَقَتْ فَاُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوْا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ اُسَامَةُ فَكَلَّمُوْا اُسَامَةَ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا اُسَامَةُ اِنَّمَا هَلَكَ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ حِيْنَ كَانُوْا اِذَا اَصَابَ الشَّرِيْفُ فِيْهِمُ اَخَذُوْهُ تَرَكُوْهُ وَلَمْ يُقِيْمُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا اَصَابَ الْوَضِيْعُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا *

৪৮৯৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, এক নারী চুরি করলে লোক তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসলো। লোকেরা বললো ঃ এরজন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উসামা ইবন যায়দ ব্যতীত কে সুপারিশ করতে পারবে ? তারা এই ব্যাপারে উসামা (রা) কে বললো। উসামা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আরয করলে তিনি বললেন ঃ হে উসামা ! বনী ইসরাঈল এই জন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে যদি কোন আমীর লোক কোন অপরাধ করতো তারা তাকে ছেড়ে দিত শাস্তি দিত না। আর যখন কোন গরীব লোক কোন অপরাধ করতো, তখন তারা তাকে শাস্তি দিত, যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও এই অপরাধ করতো, তবুও আমি তার হাত কাটার আদেশ দিতাম।

٤٨٩٧ اَخْبَرَنَا رَزْقُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَارِقٍ مَتَاعُهُ فَقَالُوْا مَا كُنَّا نُرِيْدُ اَنْ يَبْلُغَ مِثْلَ هٰذَا قَالَ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُهَا *

৪৮৯৭ রিযকুল্লাহ্ ইবন মূসা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এক চোরকে আনা হলে তিনি তার হাত কাটান লোক আরয করলো ঃ আপনি এতটা করবেন, তা আমরা আশা করিনি। তিনি বললেন ঃ যদি ফাতিমাও হতো, তবুও আমি তার হাত কাটাতাম

٤٨٩٨ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَرَقَتْ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُهُ فِيْهَا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلاَّ حِبُّهُ اُسَامَةُ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ يَا اُسَامَةُ اَنَّ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ هَلَكُوْا بِمِثْلِ هٰذَا كَانَ اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الدَّنِيُّ قَطَعُوْهُ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا *

৪৮৯৮. আলী ইবন সাঈদ ইবন মাসরূক (র) - - - - আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সময়ে এক নারী চুরি করলো লোক বললো ঃ আমরা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কথা বলতে পারবো না তাঁর প্রিয় ব্যক্তি উসামা ব্যতীত আর কেউ-ই এই ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলতে পারবে না উসামা (রা) তাঁর সাথে কথা বললে তিনি বললেন ঃ হে উসামা ! বনী ইসরাঈল এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের কোন সম্মানী ব্যক্তি অপরাধ করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর কোন গরীব লোক অপরাধ করলে তারা তাকে সাজা করতো। যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও হতো আমি তার হাত কাটতাম

٤٨٩٩ اخبرنا عمرو بن بكر قال حدثنا بشر ابن شعيب قال اخبرني ابي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت استعارت امرأة على ألسنة أناس يعرفون وهي لا تعرف حليا فباعته وحدث ثمنه فأتي بها رسول الله ﷺ فسعى فيها بنو أسامة بن زيد فكلم رسول الله ﷺ فيها فتلون وجه رسول الله ﷺ وهو يكلمه ثم قال له رسول الله ﷺ اتشفع في حد من حدود الله فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله ثم قام رسول الله ﷺ عشيته فاثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم قطع يد المرأة *

৪৮৯৯ ইমরান ইবন বাক্কার (র) - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ এক নারী এমন লোকের দ্বারা অলংকার ধার করতো, যাদেরকে তারা চিনতো, কিন্তু ঐ নারীকে তারা চিনতো না, এরপর সে তা বিক্রি করে টাকা রেখে দিত। পরে ঐ নারীকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট আনা হলো। তার আত্মীয়গণ উসামা ইবন যায়দকে সুপারিশ করতে বললেন উসামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আরয করলে তাঁর চেহারার বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল, অথচ উসামা (রা) আরয করতেই থাকলেন, এরপর তিনি বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তির বিরুদ্ধে সুপারিশ করছো ? উসামা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন সেই সন্ধ্যায়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্র হামদ এমনভাবে আদায় করলেন, যেরূপ তাঁর হক আছে। এরপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের পূর্বেকার লোক এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন ধনী লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত; আর যখন গরীব লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে শাস্তি দিও, মহান ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন। যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করতো তবে আমি তার হাত কাটার আদেশ দিতাম, পরে ঐ মহিলার হাত কাটা হয়

٤٩ اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله ﷺ قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ﷺ فتكلمه أسامة فقال رسول الله ﷺ

يشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال انما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق منهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها *

৪৯০০ কুতায়বা (র) - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কুরায়শরা জনৈক মাখযুমী নারীর ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়ে যে চুরি করেছিল। তারা বললো ঃ এর ব্যাপারে কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে কথা বলবে ? তারা আরো বললো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রিয় উসামা ইবন যায়দ ব্যতীত আর কে এ ব্যাপারে সাহস করবে ? এরপর উসামা (রা) তাঁর সঙ্গে কথা বললে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত হদের ব্যাপারে সুপারিশ করছো ? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতে গিয়ে বললেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী যারা ধ্বংস হয়েছে তাদের মধ্যে যখন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত পক্ষান্তরে তাদের কোন দুর্বল লোক যখন চুরি করতো তখন তারা তার উপর হদ কার্যকর করত আল্লাহ্র শপথ যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করতো তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।

٤٩٠١ اخبرنا ابو بكر بن اسحق قال حدثنا ابو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن محمد ابن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن اسماعيل بن امية عن محمد بن مسلم عن عروة عن عائشة قالت سرقت امرأة من قريش من بني مخزوم فأتي بها النبي ﷺ فقالوا من يكلمه فيها قالوا اسامة بن زيد فأتاه فكلمه فزبره وقال ان بني اسرائيل كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق الوضيع قطعوه والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها *

৪৯০১ আবূ বকর ইবন ইসহাক (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত কুরায়শদের মাখযুম গোত্রের এক নারী চুরি করলে তাকে নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত করা হলো। তারা বলে ঃ এ ব্যাপারে তাঁর নিকট কে কথা বলবে ? তারা বললো ঃ তাঁর নিকট এ সাহস কে করবে ? তারা বললো ঃ উসামা (রা) উসামা তাঁর নিকট এসে কথা বললে, তিনি তাকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ বনী ইসরাঈল যখন তাদের মধ্যে কোন ভদ্র লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত, আর যখন কোন গরীব লোক চুরি করতো তখন তারা তার হাত কেটে দিত মুহাম্মদ এর প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর শপথ। যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করতো আমি তার হাতও কাটার নির্দেশ দিতাম।

٤٩٠٢ اخبرني محمد بن جبلة قال حدثنا محمد بن موسى بن اعين قال حدثنا ابي عن اسحق بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها قالوا من يجترئ عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله ﷺ فكلمه اسامة فقال رسول الله ﷺ انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم

الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ».

৪৯০২ মুহাম্মদ ইবন জাবালা (র) - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত মাখযুমী নারীর ব্যাপারে কুরায়শরা ব্যথিত হলো কেননা, সে তাদের বংশের ছিল। তারা বললো ঃ এই মামলায় নবী ﷺ-এর নিকট কে কথা বলবে ? লোক বললো ঃ এই দুঃসাহস কে করতে পারে, উসামা ব্যতীত, যিনি তাঁর প্রিয় উসামা তাঁর নিকট কথা বললে তিনি বললেন ঃ তোমাদের পূর্বের লোকেরা ধ্বংস হয়েছে এ জন্য যে, যখন তাদের কোন ধনী লোক চুরি করতো, তারা তাকে ছেড়ে দিত . আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করতো তখন তারা তার উপর হদ জারী করতো, আল্লাহ্‌র কসম! ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও যদি চুরি করতো, তা হলে আমি তার হাতও কাটার নির্দেশ দিতাম

٤٩٠٣ قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فِيمَا كَلَّمَهُ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ إِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ».

৪৯০৩ হারিছ ইবন মিসকীন (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যুগে মক্কা বিজয়ের সময় এক নারী চুরি করলো লোক তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট নিয়ে আসলো। উসামা (রা) তার ব্যাপারে নবী ﷺ এর সাথে কথা বললেন, এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর চেহারা বিবর্ণ হলো তিনি বললেন ঃ হে উসামা! তুমি আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করছো ? উসামা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সন্ধ্যা হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র হামদ বর্ণনার পর বললেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোক এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন ধনী লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত আর কোন গরীব লোক চুরি করলে, তারা তাকে শাস্তি দিত। তিনি বললেন ঃ ঐ মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ চুরি করতো, তবে আমি তার হাত কাটার নির্দেশ দিতাম।

٤٩٠٤ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ مُرْسَلٌ فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

فقال أتكلمني في حد من حدود الله قال أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله ﷺ خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر رسول الله ﷺ بيد تلك المرأة فقطعت فحسن توبتها بعد ذلك قالت عائشة رضي الله عنها وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله ﷺ *

৪৯০৪ সুওয়ায়দ (র) উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে মক্কা বিজয়ের সময় এক নারী চুরি করলো তার গোত্রের লোকেরা ভীত হয়ে উসামা ইবন যায়দ এর নিকট সুপারিশ প্রার্থী হলো উরওয়া (রা) বলেন ঃ উসামা (রা) এ ব্যাপারে নবী ﷺ সঙ্গে কথা বললে, তাঁর চেহারা বিবর্ণ হলো তিনি বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্র বিধানের ব্যাপারে আমার নিকট সুপারিশ করতে চাও ? উসামা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন সন্ধ্যা হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র হামদ বর্ণনা করে বললেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোক এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে যখন তাদের কোন ধনী লোক চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত আর যখন কোন গরীব লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে শাস্তি দিত আল্লাহ্র কসম! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করতো, আমি তার হাত কেটে দিতাম। এরপর তাঁর আদেশে ঐ নারীর হাত কাটা হলো পরে ঐ নারী উত্তমরূপে তাওবা করলো। আয়েশা (রা) বলেন ঃ ঐ নারী পরে আমার নিকট আসতো এবং আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তার প্রয়োজনের কথা পৌঁছাতাম।

اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ إِقَامَةِ الْحَدِّ

হদ বা শাস্তি বিধানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

٤٩٠٥ أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عيسى بن يزيد قال حدثني جرير بن يزيد أنه سمع أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله ﷺ حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا *

৪৯০৫ সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পৃথিবীতে একটি হদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া পৃথিবীবাসীদের জন্য ত্রিশ দিন বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া হতে উত্তম

٤٩٠٦ أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا يونس بن عبيد عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة قال قال أبو هريرة إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة *

৪৯০৬ আমর ইবন যুরারা (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ কোন স্থানে হদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া ঐ এলাকাবাসীর উপর চল্লিশ দিন বৃষ্টি হওয়া অপেক্ষা উত্তম

اَلْقَدْرُ الَّذِيْ اِذَا سَرَقَهُ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ

কত মূল্যের মাল চুরিতে হাত কাটা যাবে

٤٩٠٧ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ كَذَا قَالَ *

৪৯০৭ আব্দুল হামীদ ইবন মুহাম্মদ (র) - আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ঢাল যার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম, চুরি করায় চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেন।

٤٩٠٨ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَنْظَلَةُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الصَّوَابُ *

৪৯০৮ যুনুস ইবন আব্দুল আ'লা (র) - আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন দিরহাম মূল্যের ঢাল চুরি করায় চোরের হাত কেটে দেন।

٤٩٠٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَطَعَ فِيْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ *

৪৯০৯ কুতায়বা (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঢাল চুরির জন্য হাত কেটে দেন যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

٤٩١٠ اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ *

৪৯১০ য়ূসুফ ইবন সাঈদ (র) - - আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক চোরের হাত কেটে দেন যে, সুফফাতুন নিসা নামক স্থান হতে একটি ঢাল চুরি করেছিল, যার মূল্য তিন দিরহাম ছিল

٤٩١١ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَيُّوْبَ وَاِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ وَمُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِيْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ *

৪৯১১ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ঢাল চুরিতে হাত কেটে দেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

٤٩١٢ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قَالَ اَبُوْعَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ *

৪৯১২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাব্বাহ (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ঢাল চুরির জন্য হাত কাটার নির্দেশ দেন।

٤٩١٣ اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَطَعَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي سَرَقٍ قِيْمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ هٰذَا الصَّوَابُ عَنْ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنًّا عَلٰى عَهْدِ اَبِيْ بَكْرٍ فَقُوِّمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَقُطِعَ *

৪৯১৩. আহ্‌মদ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, আবূ বকর (রা) একটি ঢাল চুরি করার জন্য হাত কেটে দেন, যার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম

٤٩١٤ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنًّا عَلٰى عَهْدِ اَبِيْ بَكْرٍ فَقُوِّمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَقُطِعَ *

৪৯১৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আনাসকে বলতে শুনেছি ঃ আবূ বকর (রা)-এর সময় এক লোক একটি ঢাল চুরি করে, যার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম। এ কারণে তার হাত কাটা হয়েছিল

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ

যুহরীর হতে বর্ণনাকারীদের মতপার্থক্য

٤٩١٥ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ *

৪৯১৫ কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক দীনারের ¼ (চার ভাগের এক ভাগ) ভাগের জন্য চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেন

٤٩١٦ اَنْبَاَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُوْرٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ اِلَّا فِيْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثَلٰثَةِ دَنَانِيْرَ اَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯১৬. হারূন ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একটি ঢালের মূল্য এক দীনারের তিনভাগের একভাগ, অর্থ দীনার বা এর অধিক না হলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩١٧ اخبرنا محمد بن حاتم قال انبانا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال قالت عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ تقطع يد السارق في ربع دينار *

৪৯১৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। দীনারের চার ভাগের এক ভাগের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে

٤٩١٨ اخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ان رسول الله ﷺ قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا *

৪৯১৮ হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দীনারের এক চতুর্থাংশ বা ততোধিকের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে

٤٩١٩ اخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي ﷺ تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا *

৪৯১৯. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ দীনারের চতুর্থাংশ বা ততোধিকের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে

٤٩٢٠ اخبرنا اسحق بن ابراهيم قال انبانا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن رسول الله ﷺ قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا *

৪৯২০ ইসহাক ইব্‌রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ দীনারের চতুর্থাংশ বা তদূর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٢١ اخبرنا سويد بن نصر قال انبانا عبد الله عن معمر عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قالت تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا *

৪৯২১ সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তদূর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে

٤٩٢٢ اخبرنا اسحق بن ابراهيم وقتيبة بن سعيد عن سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ قال قتيبة كان النبي ﷺ يقطع في ربع دينار فصاعدا *

৪৯২২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত ঃ দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٢٣ اَخْبَرَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُضَيْبٍ قَالَ اَنْبَاَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৩ ইয়াযীদ ইবন মুহাম্মদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٢٤ اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الصَّوَابُ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى *

৪৯২৪ সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আমরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٢٥ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৫ মুহাম্মদ ইবন আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে

٤٩٢٦ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ وَعَبْدِ رَبِّهِ وَرُزَيْقٍ صَاحِبِ اَيْلَةَ اَنَّهُمْ سَمِعُوْا عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৬ কুতায়বা (র) - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে

٤٩٢٧ اَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا طَالَ عَلَيَّ وَلاَ نَسِيْتُ الْقَطْعَ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৭ হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ অনেক দিন অতিবাহিত হয়নি আর আমি ভুলে যাইনি যে, দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্যই চোরের হাত কাটা যাবে।

ذِكْرُ اِخْتِلَافِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

এই হাদীসে 'আমরা (র) থেকে বর্ণনাকারী আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ও আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (র)-এর বর্ণনা পার্থক্য

٤٩٢٨ اخبرنا ابو صالح محمد بن رشدين قال حدثنا ابن ابي حازم عن يزيد بن عبد الله عن ابي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة انها سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يقطع السارق الا في ربع دينار فصاعدا *

৪৯২৮. আবূ সালিহ মুহাম্মদ ইব্‌ন যানবুর (র) - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ চোরের হাত কাটা হবে না দীনারের চতুর্থাংশ বা ততোধিক ব্যতীত।

٤٩٢٩ اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عبد الرحمن بن سلمان عن ابي بكر بن محمد بن حزم عن عمرة عن عائشة عن رسول الله ﷺ مثل الاول *

৪৯২৯ আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্ (র) আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে প্রথম হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হয়েছে

٤٩٣٠ قال الحرث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن محمد بن ابي بكر عن عمرة قالت قالت عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا *

৪৯৩০ হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ চোরের হাত কাটা যাবে দীনারের চতুর্থাংশ বা ততোধিকের জন্য

٤٩٣١ اخبرني ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابيه عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ تقطع يد السارق في ثمن المجن وثمن المجن ربع دينار *

৪৯৩১ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ চোরের হাত কাটা যাবে ঢালের মূল্যে, আর ঢালের মূল্য হলো দীনারের চতুর্থাংশ।

٤٩٣٢ اخبرني يحيى بن دريس قال حدثنا ابو اسماعيل قال حدثنا حسين عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا *

৪৯৩২. ইয়াহইয়া ইবন দুরুস্ত (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চোরের হাত কাটতেন

٤٩٣٢ اخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن ثم ذكر كلمة معناها عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ لا تقطع اليد إلا في ربع دينار *

৪৯৩৩. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দীনারের চতুর্থাংশ ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না

٤٩٣٤ أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر أبو عبي قال حدثنا مبارك بن سعيد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة أن امرأة أخبرته عن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله ﷺ قال تقطع اليد في الجحن *

৪৯৩৪ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল তাবারানী (র) - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঢালের চুরির জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٣٥ حدثنا عبيد الله بن سعيد بن أبي هشام بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن أبي عن ابن إسحق عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه عن سليمان بن يسار حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أنها سمعت عائشة تقول قال رسول الله ﷺ لا تقطع يد السارق فيما دون المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار *

৪৯৩৫ উবায়দুল্লাহ্ ইবন সা'দ ইবন ইবরাহীম (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঢালের মূল্যের কমে চোরের হাত কাটতেন না। জিজ্ঞাসা করা হলো ঢালের মূল্য কত ? তিনি বললেন ঃ দীনারের চতুর্থাংশ।

٤٩٣٦ خبرني أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا *

৪৯৩৬. আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ দীনারের চতুর্থাংশ বা ততোধিক ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٣٧ اخبرني هرون بن عبد الله قال حدثنا قدامة بن محمد قال انبانا مخرمة عن ابيه قال سمعت عثمان بن ابي الوليد يقول سمعت عثمان بن عبد الوليد مولى الاخنسيين يقول سمعت عروة بن الزبير يقول كانت عائشة تحدث عن نبي الله ﷺ يقول لاتقطع اليد الا في المجن او ثمنه *

৪৯৩৭. হারূন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ ঢালের জন্য অথবা এর মূল্যের কমে হাত কাটা যাবে না।

٤٩٣٨ انبانا ابو بكر بن اسحق قال حدثني قدامة بن محمد قال اخبرني مخرمة بن بكير عن ابيه قال سمعت عثمان بن ابي الوليد يقول سمعت عروة بن الزبير يقول كانت عائشة تحدث عن نبي الله ﷺ انه قال لاتقطع اليد الا في المجن او ثمنه وزعم ان عروة قال المجن اربعة دراهم قال وسمعت سليمان بن يسار يزعم انه سمع عمرة تقول سمعت عائشة تحدث انها سمعت رسول الله ﷺ يقول لاتقطع اليد الا في ربع دينار فما فوقه *

৪৯৩৮ আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত ; আয়েশা (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঢাল অথবা এর মূল্যের কোন দ্রব্য চুরি করা ব্যতীত হাত কাটা যাবে না। উরওয়া (রা) বলেন ঃ ঢাল চার দিরহামের হয়ে থাকে। তিনি বলেন আমি সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসারকে বলতে শুনেছি, তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ দীনারের চতুর্থাংশ বা তদূর্ধের জন্য ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٣٩ اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله ابن ابي بكر عن سليمان بن يسار قال لاتقطع الخمس الا في الخمس قال همام فلقيت عبد الله ابن ابي بكر فحدثني عن سليمان بن يسار قال لاتقطع الخمس الا في الخمس *

৪৯৩৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ পাঁচ দিরহামের জন্য চোরের হাতের পাঁচ আঙ্গুল কাটা যাবে

٤٩٤٠ اخبرنا سويد بن نصر قال انبانا عبد الله عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت لم تقطع يد سارق في ادنى من حجفة او ترس وكل واحد منهما ذو ثمن *

৪৯৪০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ঢালের মত মূল্যবান দ্রব্যের চুরিতেই চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٤١ اخبرنا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قال حدثنا عبدُ الرَّحْمٰنِ عنْ سُفْيانَ عَنْ عِيسَى عن الشَّعْبِيِّ عَنْ عبْدِ اللّٰهِ انَّ النَّبِيَّ ﷺ قطعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَراهم *

৪৯৪১. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ দিরহাম মূল্যের জন্য চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেন

٤٩٤٢ واخبرنا محمودُ بْنُ غيلانَ قالَ حدثنا مُعاويةُ قال حدثنا سُفْيانُ عنْ منصُورٍ عَنْ مُجاهدٍ عَنْ عطاءٍ عنْ ايمن قال لمْ يقطعِ النَّبِيُّ ﷺ السَّارِقَ الاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وثَمَنُ الْمِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ *

৪৯৪২ মাহমূদ ইবন গায়লান (র) - - - - আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঢালের সমপরিমাণ মূল্যের জন্য চোরের হাত কাটতেন, আর সে সময় ঢালের মূল্য ছিল এক দীনার

٤٩٤٣ خبرنا مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قال حدثنا عبدُ الرَّحْمٰنِ قال حدثنا سُفْيانُ عنْ منصُورٍ عنْ مُجاهدٍ عنْ ايمن قال لمْ تكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ على عهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ الاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وقِيمَتُهُ يومئذٍ دينارٌ *

৪৯৪৩ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সময়ে ঢালের মূল্যের কমে হাত কাটা হয়নি আর তখন ঢালের মূল্য ছিল এক দীনার।

٤٩٤٤ اخبرنا ابُو الازهرِ النَّيْسابُورِيُّ قالَ حدثنا مُحمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قال حدثنا سُفْيانُ عَنْ منصُورٍ عنِ الْحكمِ عنْ مُجاهدٍ عنْ ايمن قال لمْ تُقْطعِ الْيدُ فِي زمنِ رسُولِ اللّٰهِ ﷺ الاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، قِيمَةُ الْمِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ *

৪৯৪৪ আবুল আযহার নিশাপুরী (র) - - - - আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে ঢালের মূল্যের কমে হাত কাটা হয়নি। আর সে সময় ঢালের মূল্য ছিল এক দীনার।

٤٩٤٥ حدثنا مُحمَّدُ بْنُ بشَّارٍ قال حدثنا عبدُ اللّٰهِ بْنُ داوُدَ عنْ عليِّ بْنِ صالحٍ عنْ منصُورٍ عنِ الْحكمِ عنْ مُجاهدٍ وعطاءٍ عنْ ايمن قال لمْ تُقْطعِ الْيدُ فِي عهْدِ رسُولِ اللّٰهِ ﷺ الاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وثَمَنُهُ يومئذٍ دينارٌ *

৪৯৪৫ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে ঢালের মূল্যের কমে হাত কাটা হয়নি আর তখন ঢালের মূল্য ছিল এক দীনার

٤٩٤٦ خبرنا هرُونُ بْنُ عبدِ اللّٰهِ قال حدثنا الاسْوَدُ بْنُ عامرٍ قال ثنا الْحسنُ بْنُ حيٍّ

عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال يقطع السارق في ثمن المجن وكان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ دينارا أو عشرة دراهم *

৪৯৪৬. হারূন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সময়ে ঢালের মূল্যের জন্য চোরের হাত কাটা হতো, যা ছিল এক দীনার বা দশ দিরহাম

٤٩٤٧ أخبرنا علي ابن حجر قال أنبأنا شريك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن بن أم أيمن يرفعه قال لا يقطع اليد إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار *

৪৯৪৭ আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - আয়মন ইব্‌ন উম্মে আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঢালের মূল্য ব্যতীত হাত কাটা যাবে না। আর তখন এর মূল্য ছিল এক দীনার।

٤٩٤٨ أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن *

৪৯৪৮ কুতায়বা (র) - - - -আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ ঢালের মূল্যের কমে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٤٩ أخبرنا عبيد الله ابن سعد بن إبراهيم بن شعيب بن عطاء بن أبي رباح حدثه عن عبد الله بن عباس كان يقول ثمنه يومئذ عشرة دراهم *

৪৯৪৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সময়ে ঢালের দাম হতো দশ দিরহাম

٤٩٥٠ أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن إسحق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس مثله كان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ يقوم عشرة دراهم *

৪৯৫০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলতেন ঃ সে সময় ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম।

٤٩٥١ أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن إسحق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس مثله كان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ يقوم عشرة دراهم *

৪৯৫১ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মূসা বলখী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম।

٤٩٥٢ اخبرني محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني ابن اسحق عن أيوب بن موسى عن عطاء مرسل *

৪৯৫২ মুহাম্মদ ইব্‌ন ওহব (র) - - - - আতা (র) থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত

٤٩٥٣ اخبرني حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن العرزمي وهو عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء قال ادنى ما تقطع فيه ثمن المجن قال وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم قال ابو عبد الرحمن وايمن الذي تقدم ذكرت لحديثه ما احسب ان له صحبة وقد روى عنه حديث اخر يدل على ما قلناه *

৪৯৫৩ হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কমপক্ষে যাতে হাত কাটা যাবে, তা হলো ঢালের মূল্য। আর তখন এর মূল্য ছিল দশ দিরহাম।

٤٩٥٤ حدثنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا حبان بن الحرث قال حدثنا عبد الملك ح وانبانا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال انبانا اسحق هو الازرق قال حدثنا به عبد الملك عن عطاء عن ميمون مولى ابن الزبير وقال خالد في حديثه مولى الزبير عن تبيع عن كعب قال من توضا فاحسن الوضوء ثم صلى وقال عبد الرحمن فصلى العشاء الاخرة ثم صلى بعدها اربع ركعات فاتم وقال سوار يتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقرئ وقال سوار يقرا فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر *

৪৯৫৪ সওওয়ার ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) ও আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ইব্‌ন যুবায়র (রা) এর আযাদকৃত দাস আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তুবাই সূত্রে কা'ব (রা) হতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে সালাত আদায় করে, রাবী আব্দুর রহমান বলেন, এশার সালাত আদায় করে এবং পরে চারি রাকআত সালাত আদায় করে পূর্ণরূপে রাবী সওওয়ার (র) বলেন ঃ রুকু সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করে আর যা পড়ে তা বুঝে পড়ে, তবে তা শবে কদরের ইবাদতের ন্যায় হবে।

٤٩٥٥ اخبرنا عبد حميد محمد قال عبد الرحمن فصلى العشاء الاخرة ثم صلى بعدها اربع ركعات فاتم وقال سوار يتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقرئ وقال سوار يقرا فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر *

৪৯৫৫ আব্দুল হামীদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে এশার সালাতের জামাআতে শরীক হয় এবং এরপর অনুরূপ চার রাকআত সালাত আদায় করে এতে কুরআন পড়ে এবং রুকু সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করে তবে তা তার জন্য শবে কদরের সওয়াবের মত হবে

٤٩٥٦ اخبرنا خلاد بن اسلم عن عبد الله بن ادريس عن محمد بن اسحق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم *

৪৯৫৬ খাল্লাদ ইব্‌ন আসলাম (র) - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম

اَلثَّمَرُ الْمُعَلَّقُ يُسْرَقُ

ফল গাছে থাকতে চুরি হওয়া

٤٩٥٧ اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الله بن الاخنس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سئل رسول الله ﷺ فيكم تقطع اليد قال لا تقطع اليد في ثمر معلق فاذا صرمه الجرين فقطعت في ثمن المجن ولا تقطع في حريسة الجبل فاذا آوى المراح فقطعت في ثمن المجن *

৪৯৫৭ কুতায়বা (র) - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো কী পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কাটা যাবে? তিনি বললেন ঃ যে ফল গাছে ঝুলছে, ঐ ফল চুরি হলে হাত কাটা যাবে না, কিন্তু যখন তা গাছ থেকে নামিয়ে একত্রে রাখা হয়, আর সেখান হতে চুরি হয় এ পরিমাণ ফল যার মূল্য ঢালের মূল্যের সমান হয়, তখন এর বিনিময়ে হাত কাটা যাবে। এভাবে যে জন্তু পাহাড়ের চারণভূমিতে চরে, তাতে হাত কাটা যাবে না। কিন্তু যখন তা থাকার স্থানে আসে, তখন চুরি করলে এবং তার মূল্য ঢালের মূল্যের সমপরিমাণ হলে, চোরের হাত কাটা যাবে।

اَلثَّمَرُ يُسْرَقُ بَعْدَ اَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ

স্তূপে ফল রাখার পর চুরি হলে

٤٩٥٨ اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله ﷺ انه سئل عن الثمر المعلق فقال ما اصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق شيئا منه بعد ان يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة *

৪৯৫৮ কুতায়বা (র) - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, গাছে ঝুলান ফল চুরির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি প্রয়োজনের তাগিদে ফল নেয়, কিন্তু লুকিয়ে কাপড়ে বেঁধে না নেয়, তবে তার কোন শাস্তি হবে না। যদি কেউ এরূপ ফল নিয়ে বের হয়, তবে তার দ্বিগুণ জরিমানা হবে, এবং তার আলাদা শাস্তি হবে। গাছ হতে ফল নামিয়ে রাখার পর যদি কেউ চুরি করে আর এর

মূল্য ঢালের মূল্যের পরিমাণ হয়, তবে তার হাত কাটা যাবে যদি কোন ব্যক্তি ঢালের মূল্যের চেয়ে কম মূল্যের বস্তু চুরি করে তবে তার দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে, আর শাস্তি পৃথক হবে

٤٩٥٩ قال الحرث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو ان رجلا من مزينة اتى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل فقال هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع الا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال قال يا رسول الله ﷺ كيف ترى في الثمر المعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع الا فيما آواه الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال *

৪৮৫৯ হারিছ ইবন মিসকীন (র) আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! পাহাড়ে চরে বেড়ায় এমন জন্তুর ব্যাপারে আপনি কী আদেশ করেন ? তিনি বললেন ঃ যদি কেউ এরূপ জন্তু চুরি করে তবে সে যেন তা ফেরৎ দেয় এবং এরূপ অন্য একটি জন্তুও দিবে, আর শাস্তি পৃথক হবে, তার হাত কাটা যাবে না ঐ ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! গাছে ঝুলান ফল সম্বন্ধে আপনি কী বলেন ? তিনি বলেন ঃ চোর ঐ ফল এবং আরও ঐ পরিমাণ ফল আদায় করবে এবং শাস্তি পৃথক হবে, তবে তার হাত কাটা যাবে না ; ফল গাছ থেকে নামিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে আর তা থেকে এত ফল চুরি হয়েছে, যার মূল্য ঢালের মূল্যের সমপরিমাণ হয়, তবে তা চুরি করলে হাত কাটা যাবে আর যদি ঐ পরিমাণের চাইতে কম হয় , তবে দ্বিগুণ জরিমানা দিবে, আর শাস্তিস্বরূপ বেত্রাঘাত খাবে।

بَابُ مَالاَ قَطْعَ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না

٤٩٦٠ اخبرنا محمد بن خالد بن خي قال حدثنا ابي قال حدثنا سلمة يعني بن عبد الملك العوصي عن الحسن وهو ابن صالح عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن ابي بكر عن رافع ابن خديج قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لاقطع في ثمر ولا كثر *

৪৯৬০. মুহাম্মদ ইবন খালিদ ইবন খণী (র) রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না

٤٩٦١ اخبرنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا يحيى بن

سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬১ আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না

٤٩٦٢ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬২ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব ইবন আরাবী (র) - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٦٣ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَقَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬৩ আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٦٤ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَقَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬৪ আব্দুল হামীদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٦٥ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَقَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইবন ইব্‌রাহীম (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না

٤٩٦٦ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ

سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَقَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬৬ আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ফল এবং খেজুর গাছের তৈলাক্ত রস জাতীয় পদার্থ চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٦٧ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ *

৪৯৬৭ কুতায়বা (র) রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ ফল এবং খেজুর গাছের চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٦٨ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مَيْمُونٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ قَالَ نُوحٌ عَبْدُ الْعَزِيزِ رَخَّصَ هٰذَا حِصْنُ بْنُ مَيْمُونٍ لاَ غَيْرُهُ *

৪৯৬৮ মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মায়মূন (র) - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٦٩ خَبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لاَقَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬৯. হুসায়ন ইবন মানসূর (র) - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।

٤٩٧٠ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ حَدَّثَهُ عَنْ عَمِّهِ لَهُ اَنَّ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৭০ আমর ইবন আলী (র) - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না

٤٩٧١ اخبرنا عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الصمدِ بنِ علىٍّ عن محمدٍ عن سفيانَ عن ابى الزبيرِ عن جابرٍ عن رسولِ اللهِ ﷺ قال ليس على خائنٍ ولا منتهبٍ ولا مختلسٍ قطعٌ لم يسمعه سفيانُ من ابى الزبيرِ *

৪৯৭১ আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুস সামাদ ইব্‌ন আলী (র) - - জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমানতে খিয়ানতকারী, প্রকাশ্যে লুণ্ঠনকারী এবং ছোঁ মেরে পলায়নকারী ব্যক্তির হাত কাটা যাবে না।

٤٩٧٢ اخبرنا محمودُ بنُ غيلانَ قال حدثنا ابو داودَ الحفرىُّ عن سفيانَ عن ابنِ جريجٍ عن ابى الزبيرِ عن جابرٍ قال قال رسولُ اللهِ ﷺ ليس على خائنٍ ولا منتهبٍ ولا مختلسٍ قطعٌ ولم يسمعه انصٌ من جريجٍ من ابى الزبيرِ *

৪৯৭২. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমানতে খিয়ানতকারী লুণ্ঠনকারী এবং ছোঁ মেরে পলায়নকারী ব্যক্তির হাত কাটা যাবে না।

٤٩٧٣ حدثنى ابراهيمُ بنُ الحسنِ عن حجاجٍ قال قال ابنُ جريجٍ قال ابو الزبيرِ عن جابرٍ عن رسولِ اللهِ ﷺ ليس على المختلسِ قطعٌ *

৪৯৭৩ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাসান (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমানতে খিয়ানতকারীর হাত কাটা যাবে না

٤٩٧٤ حدثنى ابراهيمُ بنُ الحسنِ عن حجاجٍ قال قال ابنُ جريجٍ قال ابو الزبيرِ قال جابرٌ ليس على الخائنِ قطعٌ قال ابو عبد الرحمٰنِ وقد روى هذا الحديثَ عن ابنِ جريجٍ عيسى بنُ يونسَ والفضلُ بنُ موسى وابنُ وهبٍ ومحمدُ بنُ ربيعةَ ومحمدُ بنُ بكرٍ وسمعه ابنُ سعيدٍ بصرىٌّ ثقةٌ من ابنِ ابى صفوانَ وكان خيرَ اهلِ زمانه فلم يقلْ احدٌ منهم حدثنى ابو الزبيرِ ولا احسبُه سمعه من ابى الزبيرِ واللهُ تعالى اعلمُ *

৪৯৭৪ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমানতে খিয়ানতকারীর হাত কাটা যাবে না। প্রকাশ্যে মাল লুণ্ঠন করা এবং ছোঁ মেরে মাল নিয়ে পলায়নকারী ব্যক্তির হাত কাটা যাবে না।

٤٩٧٥ اخبرنا حامدُ بنُ يحيى الدمشقىُّ قال حدثنا يزيدُ يعنى ابنَ خالدِ بنِ يزيدَ ابنِ عبدِ اللهِ بنِ موهبٍ قال حدثنا شبابةُ عن المغيرةِ بنِ مسلمٍ عن ابى الزبيرِ عن جابرٍ قال قال رسولُ اللهِ ﷺ ليس على مختلسٍ ولا منتهبٍ ولا خائنٍ قطعٌ *

৪৯৭৫ খালিদ ইবন রওহ দামেশকী (র) - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমানতে খিয়ানতকারী, প্রকাশ্যে মাল লুণ্ঠন করা এবং ছোঁ মেরে মাল নিয়ে পলায়নকারী ব্যক্তির হাত কাটা যাবে না

٤٩٧٦ اخبرنا حامد بن روح بدمشق قال حدثنا يزيد يعني ابن خالد بن يزيد ابن عبد الله بن موهب قال حدثنا شبابة عن المغيرة بن مسلم عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله ﷺ ليس على مختلس ولا منتهب ولا خائن قطع *

৪৯৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খিয়ানতকারী ব্যক্তির হাত কাটা যাবে না ইমাম নাসায়ী (র) বলেন, আশআছ ইবনে সাওয়ার দুর্বল রাবী।

بَابُ قَطْعُ الرَّجُلِ مِنَ السَّارِقِ بَعْدَ الْيَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ চোরের হাত কাটার পর পা কাটা

٤٩٧٧ اخبرنا سليمان بن سلم المصاحفي البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد قال حدثنا يونس عن الحارث بن حاطب ان رسول الله ﷺ اتي بلص فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انه سرق قال اقطعوا يده فقطعت ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد ابي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق الخامسة فقال ابو بكر رضي الله عنه كان رسول الله ﷺ اعلم بهذا حين امر اقتلوه ثم دفعه الى فتية من قريش ليقتلوه فيهم عبد الله بن الزبير وكان يحسن الامرة فقال مروني عليكم فامروه عليهم فكان اذا ضرب ضربوه حتى قتلوه *

৪৯৭৭. সুলায়মান ইব্ন সালম মাসহিফী বলখী (র) - - - হারিছ ইব্ন হাতিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এক চোরকে আনা হলে তিনি বললেন ঃ তাকে হত্যা কর লোকজন বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেতো চুরি করেছে তিনি আবার বললেন ঃ তাকে হত্যা কর লোকজন বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে চুরি করেছে। তিনি বললেন ঃ তবে তার হাত কেটে ফেল, পরে এই লোকটি আবার চুরি করলে তার পা কাটা হলো এরপর আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে সে আবার চুরি করলে তার সমস্ত হাত পা কাটা হলে পরে সে পঞ্চমবার চুরি করলে আবূ বকর (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার অবস্থা অবগত ছিলেন বলেই তিনি বলেছিলেন, তাকে হত্যা কর। এরপর হযরত আবূ বকর (রা) তাকে কুরাইশদের যুবকদের হাতে দিয়েছেন, যেন তারা তাকে হত্যা করে ফেলে তাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র তিনি নেতৃত্ব পছন্দ করতেন তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে তোমাদের দলপতি নিযুক্ত কর তারা তাঁকে দলপতি নিযুক্ত করলেন। যখন তিনি মারা শুরু করলেন, তখন তারা ঐ ব্যক্তিকে মারতে মারতে মেরেই ফেললো।

بَابُ قَطْعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مِنَ السَّارِقِ

অনুচ্ছেদ ঃ চোরের পদদ্বয় ও হস্তদ্বয় কেটে ফেলা

٤٩٧٨ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطَعُوهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطَعُوهُ فَقُطِعَ فَأُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطَعُوهُ فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ قَالَ اقْتُلُوهُ قَالَ جَابِرٌ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى مَرْبَدِ النَّعَمِ وَحَمَلْنَاهُ فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ كَشَرَ بِسِنِّهِ وَرِجْلَيْهِ فَانْصَدَعَتِ الْإِبِلُ ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ أَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ ثُمَّ رَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ قَالَ نُوحٌ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَقَدْ حَدَّثَ مُنْكَرٌ وَمُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَاللّٰهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ».

৪৯৭৮ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এক চোরকে আনা হলে তিনি বললেন ঃ তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সেতো চুরি করেছে, তিনি বললেন ঃ তবে তার হাত কেটে ফেল। তখন তার হাত কাটা হলো পরে আবার তাকে চুরির কারণে ধৃত আনা হলে তিনি বললেন ঃ তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো চুরি করেছে তিনি বললেন ঃ তবে তার পা কেটে ফেল তখন তা কাটা হলে তৃতীয়বারও তাকে আনা হলো বললেন ঃ তাকে হত্যা কর লোকজন বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ ব্যক্তি তো চুরি করেছে তিনি বললেন ঃ তবে তার বাম হাত কেটে ফেল তাকে চতুর্থবারও আনা হলে তিনি বললেন ঃ তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! লোকটি তো চুরি করেছে। তিনি বললেন ঃ তবে তার (ডান) পা কেটে ফেল. এরপর তাকে পঞ্চমবারও আনা হলে তিনি বললেন ঃ এবার তাকে হত্যা কর জাবির (রা) বলেন ঃ আমরা ঐ চোরকে মরবদ নামক স্থানের দিকে নিয়ে গেলাম তাকে উঠাতে গেলে সে চিত হয়ে গেল। এরপর সে তার হাত পা কাটা অবস্থায় দৌড়াতে শুরু করলো। উট তার দৌড় দেখে ভয় পেল তাকে আবার উঠানো হলো কিন্তু সে পুনরায় ঐরূপ করলো আবার তাকে উঠানো হলো তৃতীয়বার পরে আমরা তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করি এবং তাকে এক কূপে নিক্ষেপ করি এরপর উপর হতে পাথর নিক্ষেপ করা হয়

اَلْقَطْعُ فِي السَّفَرِ

সফরে হাত কাটা

٤٩٧٩ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي

حَيْوَةُ ابْنُ شُرَيْحٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ أَبِي أَرْطَاةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لاَتُقْطَعُ الأَيْدِي فِي السَّفَرِ *

৪৯৭৯ আমর ইবন উছমান (র) - - - - বুসর ইবন আবূ আরতাত (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ সফরে হাত কাটা যাবে না।

٤٩٨٠ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ *

৪৯৮০ হাসান ইবন মুদরিক (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ক্রীতদাস যদি চুরি করে, তবে তাকে বিক্রি করে ফেলবে বিশ দিরহামের বিনিময়ে হলেও

حَدُّ الْبُلُوغِ وَذِكْرُ السِّنِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ أُقِيمَ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ

বালেগ হওয়ার বয়স

٤٩٨١ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ كُنْتُ فِي سَبْيِ قُرَيْظَةَ وَكَانَ يُنْظَرُ فَمَنْ خَرَجَ شَعْرُهُ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ شَعْرُهُ اسْتُحْيِيَ وَلَمْ يُقْتَلْ *

৪৯৮১. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি বনূ কুরায়যার বন্দীদের মধ্যে ছিলাম তারা পর্যবেক্ষণ করতো, যার (নাভির নীচের) চুল গজাত তাকে হত্যা করতো, আর যার গজায় নি তাকে ছেড়ে দিত, হত্যা করতো না।

تَعْلِيقُ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ

চোরের হাত ঘাড়ে ঝুলানো

٤٩٨٢ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ قَالَ سُنَّةٌ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَ سَارِقٍ وَعَلَّقَ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ *

৪৯৮২. সুওয়ায়দ ইবন নসর (র) ইবন মুহায়রীয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফুযালা ইবন উবায়দকে জিজ্ঞাসা করলাম চোরের হাত তার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দেয়া সম্পর্কে তিনি বললেন , এটা সুন্নত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক চোরের হাত কেটে তার ঘাড়ে লটকে দিয়েছিলেন।

٤٩٨٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ

مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ قُلْتُ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَرَأَيْتَ تَعْلِيقَ الْيَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ مِنَ السُّنَّةِ هُوَ قَالَ نَعَمْ أُتِيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ وَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِحْتَجَّ بِنُ رُفَيْعَةَ صَحِيفٌ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ *

৪৯৮৩ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - আব্দুর রহমান ইবন মুহায়রীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফুযালা ইবন উবায়দকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ চোরের হাত কেটে তা ঝুলিয়ে দেয়া কি সুন্নত ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এক চোরকে আনা হলে, তিনি তার হাত কেটে তার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।

٤٩٨٤ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰذَا مُرْسَلٌ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ *

৪৯৮৪ আমর ইবন মানসূর (র) - - - -আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রা) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ চোরের উপর তার শাস্তি কার্যকর করা হলে চোরাই মালের জন্য তাকে জরিমানা দিতে হবে না

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَابُ الْاِيْمَانِ وَشَرَائِعِهِ

অধ্যায় ঃ ঈমান এবং এর আরকান

ذِكْرُ فَضْلِ الْاَعْمَالِ

উত্তম আমলের বর্ণনা

٤٩٨٥ حدثنا ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب من لفظه قال انبانا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله ﷺ سئل اي الاعمال افضل قال الايمان بالله ورسوله ٭

৪৯৮৫ আবূ আব্দুর রহমান আহমদ ইবন শুআয়ব (র) - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হলো ঃ কোন্ আমল উত্তম ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের উপর ঈমান আনা।

٤٩٨٦ اخبرنا هرون بن عبد الله قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثنا عثمان بن ابي سليمان عن علي الازدي عن عبيد الله بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي ان النبي ﷺ سئل اي الاعمال افضل فقال ايمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة ٭

৪৯৮৬ হারূন ইবন আবদুল্লাহ্ (র) - - আব্দুল্লাহ্ ইবন হাবশী খাছআমী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হলো ঃ কোন আমল উত্তম ? তিনি বললেন ঃ এমন ঈমান যাতে সন্দেহ না থাকে, এবং এমন জিহাদ যাতে খিয়ানত না থাকে আর এমন হজ্জ যা মকবূল হয়

طَعْمُ الْاِيْمَانِ

ঈমানের মিষ্টতা

٤٩٨٧ اخبرنا اسحق بن ابراهيم قال انبانا جرير عن منصور عن طلق بن حبيب عن

أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ وَطَعْمَهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ فِي اللَّهِ وَأَنْ يُبْغِضَ فِي اللَّهِ وَأَنْ تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ فَيَقَعَ فِيهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا *

৪৯৮৭. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যার মধ্যে তিনটি গুণ রয়েছে সে ঈমানের স্বাদ ও মিষ্টতা পেয়েছে। (১) যার নিকট আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল অধিক প্রিয়, অন্য সব কিছুর চাইতে (২) সে নেক লোকদের সাথে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা রাখে এবং আল্লাহ্‌র জন্য শত্রুতা পোষণ করে, (৩) আর যদি বৃহৎ আগুন প্রজ্জলিত করা হয়, তবে তাতে প্রবেশ করা তার নিকট অধিক পছন্দনীয় হয় আল্লাহ্‌র সাথে কারো শরীক করার চাইতে।

حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ

ঈমানের স্বাদ

٤٩٨٨ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ أَحَبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ أَنْ يَقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ *

৪৯৮৮ সুওয়ায়দ ইব্‌ন নসর (র)- - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন ঃ যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে ১ যদি সে কাউকে ভালবাসে, তবে সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তাকে ভালবাসবে। ২. আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল তার কাছে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসার পাত্র হবে, অন্য সব কিছুর চাইতে, আল্লাহ্ তাকে কুফর হতে পরিত্রাণ করার পর পুনঃ কুফরীতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া তার নিকট পছন্দনীয়।

حَلَاوَةِ الْإِسْلَامِ

ইসলামের স্বাদ

٤٩٨٩ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ *

৪৯৮৯ আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে সে ইসলামের স্বাদ প্রাপ্ত হবে ১ আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল তার নিকট অন্য সমস্ত কিছু হতে প্রিয় হবে, ২ সে কাউকে ভালবাসলে তাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসবে, ৩ আর সে কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে ঐরূপই ঘৃণা করবে, যেরূপ সে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে ঘৃণা করে।

بَابُ نَعْتُ الْإِسْلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামের সংজ্ঞা

٤٩٩٠ حدثنا إسحق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال انبانا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر ان عبد الله بن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله ﷺ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا حتى جلس الى رسول الله ﷺ فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال اخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر كله خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسئول عنها باعلم من السائل قال فاخبرني عن امارتها قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال عمر فلبثت ثلاثا ثم قال لي رسول الله ﷺ يا عمر هل تدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل عليه السلام اتاكم ليعلمكم امر دينكم *

৪৯৯০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আগমন করলেন, যার কাপড় অত্যধিক সাদা ছিল এবং চুল অধিক কাল ছিল, বুঝা যাচ্ছিল না যে, তিনি সফর হতে এসেছেন, আর আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনতে পারিনি তিনি তাঁর হাঁটু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর হাঁটুর সাথে লাগিয়ে বসলেন তাঁর হস্তদ্বয় তাঁর উভয় উরুর উপর রাখলেন এবং বললেন ঃ হে মুহাম্মদ ! আমাকে বলুন ঃ ইসলাম কি ? তিনি বললেন ঃ একথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল, সালাত আদায় করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের রোযা রাখা, পথ খরচের শক্তি থাকলে হজ্জ করা, সে লোকটি বললো ঃ

আপনি সত্যই বলেছেন ঃ আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম যে, তিনি প্রশ্ন করলেন এবং বললেন ঃ আপনি সত্য বলেছেন। এরপর তিনি বললেন ঃ ঈমান কী, আমাকে বলুন ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তা, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলগণে এবং কিয়ামত দিবসের বিশ্বাস, ভালমন্দের নির্ধারণে বিশ্বাস করা তখন তিনি বললেন ঃ আপনি সত্য বলেছেন এরপর সে ব্যক্তি বললেন ঃ ইহসান কি ? তিনি বললেন ঃ এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো, যদি তুমি তাঁকে না দেখতে পাও, তবে তিনি তোমাকে দেখছেন পরে সে ব্যক্তি বললেন ঃ কিয়ামত কখন হবে ? তিনি বললেন ঃ যার নিকট প্রশ্ন করা হচ্ছে তিনি প্রশ্নকারী হতে অধিক জ্ঞাত নয়। সে ব্যক্তি বললেন ঃ কিয়ামতের চিহ্নসমূহ বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ দাসী তার মুনিবকে প্রসব করবে, নগ্ন পদ এবং উলঙ্গ লোক, গরীব, বকরীর রাখালরা বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করবে উমর (রা) বলেন, আমি তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ হে উমর ! তুমি কি অবগত আছ, এই প্রশ্নকারী, এ ব্যক্তি কে ? আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলই সমধিক অবগত তিনি বললেন ঃ তিনি ছিলেন জিব্‌রাঈল (আ), তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দিতে আগমন করেন

صِفَةُ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ

ঈমান ও ইসলামের বৈশিষ্ট্য

٤٩٩١ اخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي
ذَرٍّ قَالَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَيْ أَصْحَابِهِ فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ فَلَا يَدْرِي أَيُّهُمْ
هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ
فَبَنَيْنَا لَهُ دَكَّانًا مِنْ طِينٍ كَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ وَإِنَّا لَجُلُوسٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَجْلِسِهِ إِذْ
أَقْبَلَ رَجُلٌ أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا كَأَنَّ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسٌ حَتَّى سَلَّمَ
فِي طَرَفِ الْبِسَاطِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ ادْنُهْ يَا مُحَمَّدُ قَالَ
ادْنُهْ فَمَا زَالَ يَقُولُ ادْنُهْ مِرَارًا وَيَقُولُ لَهُ ادْنُ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ
وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ قَالَ نَعَمْ قَالَ
صَدَقْتَ فَلَمَّا سَمِعْتُ قَوْلَ الرَّجُلِ صَدَقْتَ أَنْكَرْنَاهُ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَا الْإِيمَانُ قَالَ
الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ
كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَتَى السَّاعَةُ قَالَ
مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ شَيْئًا ثُمَّ أَعَادَ فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا ثُمَّ أَعَادَ فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا وَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ

مـ المسئول عنها باعلم من السائل ولكن لها علامات تعرف بها اذا رأيت الرعاء البهم
يتطاولون في البنيان ، ورأيت الحفاة العراة ملوك الارض ورأيت المرأة تلد ربها خمس
لا يعلمها الا الله ان الله عنده علم الساعة الى قوله ان الله عليم خبير ثم قال لا والذي بعث
محمدا بالحق هذا ، وشرا ما كنت باعلم به من رجل منكم وانا لاعرفن علته السلام
نزل في صورة دحية الكلبي ،

৪৯৯১ মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র - আবূ হুরায়রা এবং আবূ যর (রা থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বসতেন, নবাগত লোক এসে তাকে চিনতে পারতো যতক্ষণ না জিজ্ঞাসা করতো আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তাঁর জন্য একটি বসার স্থান নির্মাণের জন্য অনুমতি চাইলাম। যাতে নবাগত লোক তাঁকে সহজে চিনতে পারে, আমরা তাঁর জন্য মাটির একটি উঁচু স্থান তৈরী করলাম তিনি তার উপর উপবেশন করতেন। একদা আমরা বসেছিলাম, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক নবাগত ব্যক্তির আগমন হলো যার মুখমণ্ডল সকলের চেয়ে সুন্দর ছিল এবং যার শরীরের সুগন্ধি ছিল সকলের চেয়ে উত্তম এবং তাঁর বস্ত্রে একটু ময়লাও ছিল না সে ব্যক্তি বিছানার কিনারা হতে সালাম করে বললেন : হে মুহাম্মদ আপনাকে সালাম। তিনি তাঁর সালামের উত্তর দিলে তিনি বললেন : আমি কি নিকটে আসবো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ এভাবে কয়েকবার বললেন, তিনিও কয়েকবার উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, নিকটে আসুন এমনকি তিনি নিকটে এসে নিজ হাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাঁটুর উপর হাত রাখলেন এবং বললেন : হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে বলুন তিনি বললেন : ইসলাম হলো তুমি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে কা'বা শরীফের হজ্জ করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে তিনি বললেন : আমি যদি এটা করি, তবে কি আমি মুসলমান হয়ে যাব ? তিনি বললেন, হ্যাঁ সে ব্যক্তি বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। ঐ ব্যক্তির 'আপনি সত্য বলেছেন' কথা শুনে আমাদের বিস্ময় জাগল এরপর বললেন : ইয়া মুহাম্মদ আমাকে বলুন, ঈমান কি ? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের, নবীগণের এবং কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং কদরে বিশ্বাস করা। তিনি বললেন : আমি যদি এরূপ করি, তবে কি আমি মু'মিন হয়ে যাব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হ্যাঁ। তখন সে ব্যক্তি বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন এরপর তিনি বললেন : হে মুহাম্মদ আমাকে বলুন, ইহসান কি ? তিনি বললেন : তুমি এমনভাবে ইবাদত করবে, যেন তুমি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখছো। কেননা যদিও তুমি তাঁকে দেখছো না, তিনি তো তোমাকে দেখছেন তিনি বললেন : আপনি সত্যই বলেছেন তিনি আবার বললেন : ইয়া মুহাম্মদ! কিয়ামত কবে হবে ? তিনি কিছু বললেন না বরং মাথা নিচু করলেন পরে মাথা উঠিয়ে বললেন : তুমি যার নিকট জিজ্ঞাসা করছো, তিনি প্রশ্নকারী হতে অধিক জ্ঞাত নন। কিন্তু এর অনেক আলামত রয়েছে তুমি তা জানতে পার। যখন তুমি দেখবে পশুপালের রাখালরা সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করবে, আর তুমি দেখবে, নগ্ন পদ ও নগ্ন দেহ লোকেরা ভূখণ্ডের বাদশাহ হবে, আরো তুমি দেখবে যে, দাসী তার মালিককে প্রসব করবে তখন মনে করবে যে, কিয়ামত নিকটবর্তী পাঁচটি বস্তু আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ অবগত নয় এরপর তিনি إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ হতে عَلِيمٌ خَبِيرٌ পর্যন্ত পাঠ করলেন। এরপর তিনি বললেন : ঐ সত্তার কসম! যিনি মুহাম্মদকে সত্য সহকারে হাদী ও বশীর হিসাবে প্রেরণ করেছেন, আমি তাঁকে তোমাদের চাইতে অধিক জানি না তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আ) যিনি দিহ্‌ইয়া কালবীর রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন

تَأْوِيْلُ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا-এর ব্যাখ্যা

٤٩٩٢ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ ثَوْرٍ قَالَ مَعْمَرٌ وَاَخْبَرَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطٰى نَاسًا وَلَمْ يُعْطِ رَجُلاً مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطَيْتَ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَلَمْ تُعْطِ فُلاَنًا شَيْئًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْ مُسْلِمٌ حَتّٰى اَعَادَهَا سَعْدٌ ثَلاَثًا وَالنَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَوْ مُسْلِمٌ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّىْ لَاُعْطِىْ رِجَالاً وَاَدَعُ مَنْ هُوَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْهُمْ لاَ اُعْطِيْهِ شَيْئًا مَخَافَةَ اَنْ يُكَبَّوْا فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ *

৪৯৯২ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন লোককে কিছু দান করলেন, আর কোন কোন লোককে দান করলেন না, সা'দ (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি অমুক, অমুককে দান করলেন, কিন্তু অমুককে দান করলেন করলেন না, অথচ সে মুসলমান রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সে কি মুসলিম ? সা'দ (রা) তিনবার তা বললেন আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনবারই প্রশ্ন করলেন ঃ সে কি মুসলমান ? পরে তিনি বললেন ঃ আমি কোন কোন লোককে দান করি আর কাউকে দান করি না, অথচ আমার নিকট অধিক প্রিয় এই ভয়ে যে, তাকে দোযখে উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে

٤٩٩٣ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ اَبِىْ مُطِيْعٍ عَنْ سَعْدٍ مَعْمَرًا عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَسَمَ قَسْمًا فَاَعْطٰى نَاسًا وَمَنَعَ جَرِيْرًا فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطَيْتَ فُلاَنًا وَمَنَعْتَ فُلاَنًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ اَوْ مُسْلِمٌ وَهُوَ مُسْلِمٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا *

৪৯৯৩ আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু মাল বণ্টন করলেন। তিনি কোন লোককে মাল দান করলেন, আর কাউকেও দান করলেন না আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি অমুক অমুককে দান করলেন অমুককে দান করলেন না, অথচ সেও মু'মিন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ মু'মিন বলো না, বরং বলো, মুসলমান, এরপর রাবী ইব্‌ন শিহাব (র) এই আয়াত قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا তিলাওয়াত করলেন।

٤٩٩٤ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ سُحَيْمٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يُنَادِىَ اَيُّمَ الْمُشْرِكُوْنَ اِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ مُؤْمِنٌ وَهِىَ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ *

৪৯৯৪. কুতায়বা (র) - - বিশ্র ইব্ন সুহায়ম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে আইয়্যামে তাশরীকে এই কথা ঘোষণা করতে বললেন যে, জান্নাতে শুধু মু'মিনই প্রবেশ করবে

صِفَةُ الْمُؤْمِنِ

মু'মিনের পরিচয়

٤٩٩٥ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ●

৪৯৯৫ কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার হাত ও রসনা হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর মু'মিন ঐ ব্যক্তি যার থেকে অন্য লোক নিজের জান ও মালকে নিরাপদ মনে করে।

صِفَةُ الْمُسْلِمِ

মুসলিমের পরিচয়

٤٩٩٦ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ●

৪৯৯৬ আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ কে বলতে শুনেছি ঃ মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যার হাত ও রসনা হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে আর মুহাজির ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দূরে থাকে

٤٩٩٧ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ ●

৪৯৯৭ হাফস ইব্ন উমর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে আর আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের যবাহকৃত পশু খায়, সে মুসলমান।

حُسْنُ إِسْلَامِ الْمَرْءِ

মানুষের উত্তম ইসলাম

٤٩٩٨ اخبرني احمد بن المعلى بن يزيد قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد
قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال
رسول الله ﷺ اذا اسلم العبد فحسن اسلامه كتب الله له كل حسنة كان ازلفها ومحت
عنه كل سيئة كان ازلفها ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشرة امثالها الى سبعمائة
ضعف والسيئة بمثلها الا ان يتجاوز الله عز وجل عنها *

৪৯৯৮ আহমদ ইবন মুআল্লা (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে মুসলমান হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার ঐ সকল নেকী লিখে নেন, যা সে করেছিল আর তার কৃত পাপ মুছে ফেলেন এরপর তার হিসাব এইভাবে লিখিত হয় যে, তার প্রত্যেক নেকীর পরিবর্তে দশ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত সওয়াব লেখা হয়। আর প্রত্যেক পাপ শুধু অতটুকুই লেখা হয়, যা সে করে কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছা করলে ঐ পাপ লেখা হয় না

اَيُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ

কোন্ ইসলাম উত্তম ?

٤٩٩٩ اخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي عن ابيه قال حدثنا ابو بردة وهو بريد
بن عبد الله بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى قال قلت يا رسول الله اي الاسلام
افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده *

৪৯৯৯ সায়ীদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন ইসলাম উত্তম ? তিনি বললেন ঃ যার রসনা হতে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে

اَيُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ

কোন্ ইসলাম ভাল ?

٥٠٠٠ اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله
بن عمرو ان رجلا سال رسول الله ﷺ اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرا السلام
على من عرفت ومن لم تعرف *

৫০০০ কুতায়বা (র) আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলো ঃ কোন্ ইসলাম ভাল ? তিনি বললেন ঃ খাদ্য দান করা, পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম করা।

عَلَى كَمْ بُنِيَ الْإِسْلَامُ

ইসলামের বুনিয়াদ কয়টি ?

١ ٥ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ حِزَامِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ أَلَا تَغْزُو فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ *

৫০০১ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁকে বললো ঃ আপনি কি যুদ্ধ করেন না ? তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ ইসলাম পাঁচটি বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত, এই কথার সাক্ষ্য দান করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, সালাত আদায় করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের রোযা রাখা এবং হজ্জ করা।

اَلْبَيْعَةُ عَلَى الْإِسْلَامِ

ইসলামের উপর বায়আত গ্রহণ করা

٢ ٥ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْآيَةَ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ *

৫০০২ কুতায়বা (র) উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ছিলাম তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কি আমার নিকট একথার উপর বায়আত করছো যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না ব্যভিচার করবে না। পরে তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অঙ্গীকার ভুলে না যায়, আল্লাহ্র নিকট তার প্রতিদান রয়েছে। আর যদি কেউ তা করে ফেলে আর আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে তা ঢেকে রাখেন, তবে আখিরাতে তা আল্লাহ্র ইচ্ছা উপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন।

عَلَى مَا يُقَاتِلُ النَّاسَ

যার উপর লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে

٣ ٥ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَهْرَامَ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا

انْ لا اله الاّ اللّٰهُ وانّ مُحمّدًا رسُوْلُ اللّٰه ﷺ فاذا شهدُوْا انْ لاَ اله الاّ اللّٰهُ وانّ مُحمّدًا رسُوْلُ اللّٰه ﷺ واستقبلُوْا قبلتنا واكلُوْا ذبائحنا وصلّوْا صلاتنا فقدْ حرّمتْ علينا دماؤُهُمْ واموالُهُمْ الاّ بحقّهِ لهُمْ ما للمُسْلمِيْنَ وعليْهِمْ ما علىْهِمْ *

৫০০৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে লোকের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল। যদি তারা এই সাক্ষ্য দেয় এবং আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে আমাদের যবাহ্‌কৃত পশু খায়, আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, তখন তাদের জান মাল আমাদের উপর হারাম করা হয়েছে, তবে এর হক ব্যতীত অন্যান্য মুসলমানের যে হক রয়েছে তাদের জন্যও তা রয়েছে। আর তাদের উপর সে শাস্তি রয়েছে, ওদের উপরও সেই শাস্তি

ذِكْرُ شُعَبِ الاِيْمَانِ

ঈমানের শাখা-প্রশাখার বর্ণনা

٥٠٠٤ اخبرنا مُحمّدُ بْنُ عبْد اللّٰه بْنِ المُبارك قالَ حدّثنا ابُوْ عامرٍ قال حدّثنا سُلَيْمانُ وهو ابْنُ بلالٍ عنْ عبْد اللّٰه بْنِ دِيْنارٍ عنْ ابِيْ صالحٍ عنْ ابِيْ هُرَيْرة عن النّبيّ ﷺ قال الاِيْمانُ بضْعٌ وسبْعُوْنَ شُعْبةً والحياءُ شُعْبةٌ منَ الاِيْمانِ *

৫০০৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ঈমানের শাখা সত্তর হতেও অধিক, লজ্জা শরমও ঈমানের একটি অংশ।

٥٠٠٥ اخبرنا احْمدُ بْنُ سُلَيْمانَ قالَ حدّثنا ابُوْ داوُدَ عنْ سُفْيانَ قالَ وحدّثنا ابُوْ نُعَيْمٍ قال حدّثنا سُفْيانُ عنْ سُهَيْلٍ عنْ عبْد اللّٰه بْنِ دِيْنارٍ عنْ ابِيْ صالحٍ عنْ ابِيْ هُرَيْرة قالَ قالَ رسُوْلُ اللّٰه ﷺ الاِيْمانُ بضْعٌ وسبْعُوْنَ شُعْبةً افْضلُها لا اله الاّ اللّٰهُ وادْناها اماطةُ الاذى عنِ الطّرِيْقِ والحياءُ شُعْبةٌ منَ الاِيْمانِ *

৫০০৫ আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সত্তরের উপরেও ঈমানের শাখা রয়েছে এর সর্বোত্তমটি হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা, আর এর সর্বনিম্নটি হলো রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা, আর লজ্জাও ঈমানের অংশ।

٥٠٠٦ حدّثنا يحْيى بْنُ حبيْب بْنِ عرَبيٍّ قالَ حدّثنا خالدٌ يعْنى ابْنَ الحارثِ عنِ ابْنِ عجْلانَ عنْ عبْد اللّٰه بْنِ دِيْنارٍ عنْ ابِيْ صالحٍ عنْ ابِيْ هُرَيْرة عنِ النّبيّ ﷺ قالَ الحياءُ شُعْبةٌ منَ الاِيْمانِ *

৫০০৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : লজ্জা ঈমানের অংশ বিশেষ।

تَفَاضُلُ أَهْلِ الْإِيمَانِ

ঈমানদারদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ

٧ ٥ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيٰنُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَمَّارٌ تَمَّارَ إِلَى مُشَاشِهِ *

৫০০৭ ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - নবী করীম ﷺ -এর এক সাহাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আম্মারের অস্থিমজ্জা ঈমানে পরিপূর্ণ।

٨ ٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ سُفْيٰنُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ *

৫০০৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যখন তোমাদের কেউ কোন অপকর্ম দেখতে পায়, তখন সে যেন তা নিজ হাতে প্রতিহত করে যদি ততটুকু শক্তি তার না থাকে, তবে সে যেন মুখে তা দূর করতে তৎপর হয়, যদি এই শক্তিও তার না থাকে, তবে সে যেন উক্ত মন্দ কাজকে মনে মনে ঘৃণা করে। আর এ হলো ঈমানের নিম্নতম পর্যায়

٩ ٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَغَيَّرَهُ بِيَدِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَغَيَّرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِلِسَانِهِ فَغَيَّرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ *

৫০০৯ আব্দুল হামিদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন মন্দ কাজ দেখতে পায় তবে সে যেন তা নিজ হাতে প্রতিহত করে যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে যেন মুখে এর বিরোধিতা করে, তবে সে নিস্তার বা অব্যাহতি পেতে পারে যদি সে মুখে এর বিরোধিতা করার ক্ষমতা না রাখে, তবে সে যেন মনে মনে এর বিরুদ্ধাচরণ করে, এতে হয়তো সে নিস্তার পাবে, আর এ হলো দুর্বলতর ঈমান

زِيَادَةُ الْإِيْمَانِ

ঈমানের বৃদ্ধি পাওয়া

٥٠١٠ اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ ما مجادلة احدكم في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين ربهم في اخوانهم الذين ادخلوا النار قال يقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون معنا فادخلتهم النار قال فيقول اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم قال فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم فمنهم من اخذته النار الى نصف ساقيه ومنهم من اخذته الى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا قد اخرجنا من امرت قال ويقول اخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الايمان ثم قال من كان في قلبه وزن نصف دينار حتى يقول من كان في قلبه وزن ذرة قال ابو سعيد فمن لم يصدق فليقرأ هذه الآية ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الى عظيما *

৫০১০ মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে' (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের পার্থিব কোন ঝগড়া এত অধিক হবে না, যা মু'মিন তার দোযখী ভাইদের জন্য আল্লাহ্‌র তা'আলার সাথে করবে তিনি বলেন, তারা বলবে ঃ ইয়া আল্লাহ্ আমাদের ভাইগণ আমাদের সাথে সালাত আদায় করতো, আমাদের সাথে রোযা রাখতো এবং আমাদের সাথে হজ্জ করতো, আর আপনি তাদেরকে দোযখে দাখিল করেছেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তোমরা গিয়ে যাকে চিনতে পার তাকে বের করে নাও তিনি বললেন ঃ তারা এসে তাদেরকে চিনতে পারবে তাদের চেহারা দেখে তাদের মধ্যে এমন লোক হবে, যাকে আগুন তার পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত ধরেছে, কাউকে হাঁটু পর্যন্ত, তারা তাদেরকে বের করবে এবং বলবে ঃ হে আমাদের রব ! আপনি যাদেরকে বের করার আদেশ দিয়েছেন, আমরা তাদেরকে বের করেছি আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তাদেরকেও বের কর যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান রয়েছে। এরপর বলবেন ঃ ঐ সকল লোকদেরকেও বের কর যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমান ঈমান রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বলবেন ঃ এমন লোকদেরকেও বের কর যাদের অন্তরে জাররা পরিমাণ ঈমান রয়েছে আবূ সাঈদ (রা) বলেন ঃ যার বিশ্বাস না হয়, সে এই আয়াত ঃ ان الله لا يغفر ان يشرك به হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করতে পারে

١١ ٥ اخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني ابو امامة بن سهل انه سمع ابا سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ بينا انا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قال قالوا فما اولت ذلك يا رسول الله ﷺ قال الدين *

৫০১১. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি নিদ্রিত অবস্থায় দেখলাম, কোন কোন লোককে আমার নিকট উপস্থিত করা হচ্ছে এবং তারা সকলেই জামা পরিহিত। কারো জামা বুক পর্যন্ত, আর কারো তা অপেক্ষা নীচে এরপর আমার নিকট উমর ইবন খাত্তাবকে আনা হলে দেখলাম, তাঁর গায়ের জামা, তিনি মাটিতে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তারা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর রহস্য কী? তিনি বললেন ঃ দীন

١٢ ٥ اخبرنا ابو داود قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود الى عمر بن الخطاب فقال يا امير المؤمنين ءاية في كتابكم تقرءونه لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال اي اية قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فقال عمر اني لاعلم اين نزلت وايوم نزلت نزلت على رسول الله ﷺ في عرفات في يوم جمعة *

৫০১২. আবূ দাউদ (র) - - - তারিক ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদী এক ব্যক্তি উমর ইবন খাত্তাবের নিকট এসে বললো ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কুরআনে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, যদি ঐ আয়াতটি ইয়াহূদীদের উপর নাযিল হতো, তবে আমরা ঐ দিনকে ঈদের দিন হিসাবে ধার্য করতাম। তিনি বললেন ঃ তা কোন আয়াত? সে বললো ঃ তা হলো اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا উমর (রা) বললেন ঃ যে স্থানে যে সময় ঐ আয়াত নাযিল হয়েছে, তা আমার জানা আছে ঐ আয়াত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উপর আরাফাতে শুক্রবারে নাযিল হয়

عَلاَمَةُ الاِيْمَانِ

ঈমানের চিহ্ন

١٣ ٥ اخبرنا محمد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة انه سمع انسا يقول قال رسول الله ﷺ لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين *

৫০১৩ হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউই পূর্ণ মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না আমি তার সন্তান সন্ততি, মাতা পিতা এবং সকল লোক হতে তার নিকট অধিক প্রিয় হই।

١٤ ٥ اخبرنا الحسين بن حريث قال انبانا اسماعيل عن عبد الغفار ح وانبانا عمرو

بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَأَهْلِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ *

৫০১৪ হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র) ও ইমরান ইবন মূসা (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পরিবার পরিজন এবং মাল সম্পদ এবং সকল লোক হতে অধিক প্রিয় না হই।

٥٠١٥ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ *

৫০১৫. ইমরান ইবন বাক্কার (র) - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ ঈমানদার হবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার সন্তান ও পিতা হতে অধিক প্রিয় হই

٥٠١٦ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَأَنْبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ فِي حَدِيثِهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ *

৫০১৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না সে স্বীয় ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

٥٠١٧ أَخْبَرَنَا مُوسَى ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حُسَيْنٍ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ *

৫০১৭ মূসা ইবন আব্দুর রহমান (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ যার হাতে তাঁর কসম। তোমাদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না সে নিজের ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ না করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে থাকে

٥٠١٨ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ﷺ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ *

৫০১৮ যুসুফ ইব্‌ন ঈসা (র) - - যির (রা) থেকে বর্ণিত, আলী (রা) বলেছেন ঃ আমার নিকট উম্মী নবী ﷺ অঙ্গীকার হচ্ছে, যে মু'মিন লোকই তোমাকে ভালবাসবে, আর মুনাফিক ব্যতীত তোমার সাথে কেউ শত্রুতা পোষণ করবে না।

١٩ ٥ اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني ابن الحرث عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبير عن انس عن النبي ﷺ قال حب الانصار اية الايمان وبغض الانصار اية النفاق *

৫০১৯. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আনসারের সাথে ভালবাসা ঈমানের চিহ্ন আর আনসারের সাথে শত্রুতা নিফাকের চিহ্ন।

عَلاَمَةُ الْمُنَافِقِ

মুনাফিকের চিহ্ন

٢٠ ٥ اخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال اربعة من كن فيه كان منافقا او كانت فيه خصلة من الاربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر *

৫০২০ বিশর ইব্‌ন খালিদ (র) - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি অভ্যাস থাকবে সে মুনাফিক। আর যদি ঐ চারটি অভ্যাসের একটি অভ্যাস থাকে, তবে তার মধ্যে একটি নিফাকের অভ্যাস হলো। যতক্ষণ না তা পরিত্যাগ করে ঃ সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, কোন ওয়াদা করলে তা পূর্ণ করে না, যখন কোন অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে এবং কারো সাথে ঝগড়া করার সময় গালি দেয়।

٢١ ٥ حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابو سهيل نافع بن مالك بن ابي عامر عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله ﷺ قال اية النفاق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان *

৫০২১ আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি ঃ সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা পূর্ণ করে না এবং তার নিকট আমানতও রাখা হলে তার খিয়ানত করে।

٢٢ ٥ اخبرنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي قال عهد الي رسول الله ﷺ ان لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق *

ব্যতীত কি আরও আমার উপর ফরয আছে ? তিনি বললেন ঃ না, তবে নফল রোযা এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে যাকাতের কথা বললেন, সে বললো ঃ এটা ব্যতীত আরও কি আমার উপর ফরয আছে ? তিনি বললেন ঃ না, তবে তুমি নফল সাদকা করতে পার। তারপর ঐ ব্যক্তি প্রত্যাবর্তনকালে বলতে লাগলো ঃ আমি এর চাইতে আর কিছু বেশিও করবো না এবং এর চাইতে কমও করবো না, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি এই ব্যক্তি সত্য বলে থাকে, তবে সে কৃতকার্য হয়ে গেল

اَلْجِهَادِ

জিহাদ

٢٩ ٥ اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن عطاء بن ميناء سمع ابا هريرة يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا الايمان بي والجهاد في سبيلي ان اتوفاه ان ارجعه الى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من اجر او غنيمة ٭

৫০২৯ কুতায়বা (র) - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হয় আর আল্লাহ্ বলেন ঃ তাকে আমার উপর ঈমান এবং আমার রাস্তায় জিহাদ করা ব্যতীত আর কিছুই বের করেনি। আল্লাহ্ তাআলা তাকে বেহেশতে দাখিল করানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হোক অথবা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করুক, যেভাবেই মৃত্যু হোক না কেন অথবা তাকে ঐ ঘরে প্রত্যাবর্তন করান, যে ঘর হতে সে বের হয়েছিল, সওয়াব এবং যুদ্ধলব্ধ মালসহ

٣٠ ٥ اخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا الجهاد في سبيلي وايمان بي وتصديق برسلي فهو ضامن ان ادخله الجنة او ارجعه الى مسكنه الذي خرج منه نال ما نال من اجر او غنيمة ٭

৫০৩০ মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে বেহেশতে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যে ব্যক্তি তাঁর রাস্তায় বের হয় আল্লাহ্ বলেন ঃ তাকে আমার রাস্তায় জিহাদ, আমার উপর ঈমান এবং আমার রাসূলের উপর বিশ্বাস বের করে অথবা তাকে ঐ ঘরে প্রত্যাবর্তন করানো হয়, যে ঘর হতে সে বের হয়েছিল. সে যে সওয়াব ও গনীমতপ্রাপ্ত হয়, তা সহ

اَدَاءُ الْخُمُسِ

খুমুস আদায় করা

٣١ ٥ اخبرنا قتيبة قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن ابي جمرة عن ابن عباس قال قدم

وفد عبد القيس على رسول الله ﷺ فقالوا ان هذا الحي من ربيعة وبيننا وبينك
الا في شهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو اليه من وراءنا فقال آمركم بأربع
وأنهاكم عن أربع الايمان بالله ثم فسر لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ﷺ
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمسا من المغنم وأنهاكم عن الدباء والحنتم
والمقير والمزفت *

৫০৩১ কুতায়বা (র) ... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আব্দুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো আমরা রবীআ গোত্রের লোক আর আমরা মাহে হারাম ব্যতীত আপনার নিকট উপস্থিত হতে পারি না। অতএব আমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যা আমরা আপনার নিকট হতে শিখে যেতে পারি এবং আমাদের অন্যান্য লোককে এর প্রতি আহবান করতে পারি তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে চারটি বস্তুর প্রতি আদেশ করছি এবং চারটি বস্তু হতে নিষেধ করছি যে চার বস্তুর আদেশ করছি, তা হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এরপর তিনি তাদের জন্য এর ব্যাখ্যা দিলেন যে "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল" এই সাক্ষ্য দেওয়া সালাত কায়েম করা যাকাত আদায় করা, তোমরা যে গনীমতের মাল পাও, তার পঞ্চমাংশ আমার নিকট আদায় করা আর আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি : দুব্বা, (কদুর খোল দ্বারা প্রস্তুত পাত্র), হান্তম (মাটির সবুজ পাত্র বিশেষ), নকীর (কাঠের পাত্র বিশেষ) এবং মুযাফফাত (তৈলাক্ত পাত্র বিশেষ) নামক পাত্র হতে

شُهُودُ الْجَنَائِزِ

জানাযায় উপস্থিত হওয়া

٣٢ ٥ حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحق يعني ابن يوسف عن الأزرق عن عوف عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وصلى عليه ثم انتظر حتى يوضع في قبره كان له قيراط من أجرهما مثل أحد ومن صلى عليه ثم رجع كان له قيراط *

৫০৩২ আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের নিয়তে কোন মুসলমানের জানাযায় গমন করে এবং তার জানাযার সালাত আদায় করে, এরপর তাকে কবরে রাখা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, সে দুই কীরাত সওয়াব প্রাপ্ত হবে এক কীরাত হলো উহুদ পাহাড়ের সমান আর যে ব্যক্তি সালাত আদায় করেই চলে আসে, সে এক কীরাত পাবে

اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ

লজ্জা ঈমানের অঙ্গ

٣٣ ٥ حدثنا هرون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك ح والحرث بن مسكين

قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ *

৫০৩৩ হারূন ইবন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ তাকে ছাড়, লজ্জা ঈমানের অংশ

اَلدِّيْنُ يُسْرٌ

দীন সহজ

٥٠٣٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذَا الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ *

৫০৩৪ আবূ বকর ইবন নাফি' (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দীন পালন অতি সহজ, কিন্তু যে ব্যক্তি একে কর্তন করবে, তা তার উপরই বর্তাবে অতএব তোমরা সোজা পথে চল, একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাক সুসংবাদ দাও, সহজ পন্থা অবলম্বন কর, সকাল সন্ধ্যা এবং কিছু রাত পর্যন্ত ইবাদতে থেকে সাহায্য প্রার্থনা কর।

أَحَبُّ الدِّيْنِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পছন্দনীয় দীন

٥٠٣٥ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فُلَانَةُ لَا تَنَامُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبَّ الدِّيْنِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ *

৫০৩৫ শুআয়ব ইবন য়ূসুফ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিকট আসলেন, তখন তাঁর নিকট একজন মহিলা ছিল তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এই মহিলা কে ? তিনি বললেন ঃ অমুক মহিলা। এই মহিলা সারারাত সালাত আদায় করে, শয়ন করে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এরূপ করো না, অতটুকু ইবাদত করবে, যতটুকু তোমার শক্তিতে কুলায় আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ তা'আলা (সওয়াব দিতে) অসমর্থ হন না তোমরা কাজ করতে করতে অসমর্থ হয়ে পড়। আল্লাহ্‌র নিকট ঐ আমল সর্বোত্তম, যা সদা সর্বদা করা হয়

اَلْفِرَارُ بِالدِّيْنِ مِنَ الْفِتَنِ

ফিতনা থেকে দীন রক্ষার্থে পলায়ন করা

٥٠٣٦ حَدَّثَنَا هُرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَالْحَرْثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ»

৫০৩৬ হারূন ইবন আব্দুল্লাহ (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বেশী দিন দূরে নয়, যখন বকরী হবে মানুষের উত্তম মাল, যা সে পাহাড়ের উপর পানির নিকট নিয়ে যায়, আর নিজের দীনকে ফিতনা হতে রক্ষা করবে

مَثَلُ الْمُنَافِقِ

মুনাফিকের উদাহরণ

٥٠٣٧ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيْرُ إِلَى هٰذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هٰذِهِ مَرَّةً لاَتَدْرِيْ أَيَّهُمَا تَتْبَعُ ٭

৫০৩৭ কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মুনাফিকের উদাহরণ ঐ বকরীর ন্যায়, যে দুই বকরীর পালের মধ্যস্থলে রয়েছে কখনও এই পালের দিকে আসে, কখনও ঐ পালের দিকে যায়, সে বুঝতে পারে না, সে কোন দলের সাথে থাকবে

مَثَلُ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ مُؤْمِنٍ وَمُنَافِقٍ

কুরআন তিলাওয়াতকারী মু'মিন ও মুনাফিক

٥٠٣٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا مُوْسَى الأَشْعَرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيْحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَرِيْحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ لاَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاَرِيْحَ لَهَا ٭

৫০৩৮ আমর ইবন আলী (র) - - - - আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে মু'মিন কুরআন তিলাওয়াত করে তার উদাহরণ যেন কমলালেবু, এর স্বাদ ও ঘ্রাণ উভয়ই উত্তম, আর যে মু'মিন কুরআন পড়ে না, তার উদাহরণ যেন খুরমা, এবং স্বাদ উত্তম, কিন্তু এর কোন ঘ্রাণ নেই। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে, সে যেন রায়হানা ফুল, এর ঘ্রাণ তো উত্তম, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না সে যেন হানযালা নামক ফল, এর স্বাদও তিক্ত, ঘ্রাণ নেই

عَلَامَةُ الْمُؤْمِنِ

মু'মিনের চিহ্ন

٥٠٣٩ اخبرنا سويد بن نصر قال انبانا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن انس بن مالك
ان النبي ﷺ قال لايؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه *

৫০৩৯ সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে

٥٠٤٠ قال القاضي يعني ابن الكسار سمعت عبد الصمد البخاري يقول حفص بن عمر
الذي يروي عن عبد الرحمن بن مهدي لا اعرفه الا ان يكون سقط ابو روح من حفص بن عمر و
الرباليّ المشهور بالرواية عن الانصاريين وهو ثقة ذكره في هذا الخبر في حديث
منصور بن سعد في باب صفة المسلم سمعته يقول لا اعلم روى حديث انس بن مالك
المرفوع امرت ان اقاتل الناس بزيادة قوله واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبائحنا وصلوا
صلاتنا عن حميد الطويل الا عبد الله بن المبارك ويحيى ابن ابو البصري وهو في هذا
الخبر في باب ما يقاتل الناس *

৫০৪০ সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الزِّيْنَةُ

অধ্যায় ঃ সাজসজ্জা

مِنَ السُّنَنِ الْفِطْرَةُ

স্বাভাবিক (ফিৎরাতী) সুন্নতসমূহ

٥٠٤١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ قَالَ نَبَّاَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ *

৫০৪১ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দশটি কাজ স্বভাবগত নিয়মাধীন ঃ গোঁফ কাটা, নখ কাটা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করা, দাড়ি লম্বা করা, মিস্ওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভির নীচের পশম কামানো, পেশাবের পর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা এবং শৌচ কর্ম করা। মুসআব ইবন শায়বা (রা) বলেন ঃ আমি দশম কথাটি ভুলে গেছি, সম্ভবত তা হলো কুল্লি করা।

٥٠٤٢ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ طَلْقًا يَذْكُرُ عَشْرَةً مِنَ الْفِطْرَةِ السِّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَاَنَا شَكَكْتُ فِي الْمَضْمَضَةِ *

৫০৪২ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - তালক (র) থেকে বর্ণিত, দশটি কাজ জন্মগত নিয়মাধীন ঃ মিস্ওয়াক করা, গোঁফ কাটা, নখ কাটা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করা, নাভির নীচের চুল কাটা, নাকে পানি দেওয়া, রাবী বলেন, আমার সন্দেহ হয় যে, তিনি কুল্লি করার কথাও বলে থাকবেন।

٥٠٤٣ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ قَالَ عَشْرَةٌ مِنَ السُّنَّةِ السِّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَالْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَتَوْفِيْرُ اللِّحْيَةِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ

وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَعَشْرٌ لَا أَدْرِي قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ أَشُكُّ بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ وَمُصْعَبٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ *

৫০৪৩ কুতায়বা (র) - - - - তালক ইব্‌ন হাবীব (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ দশটি কাজ সুন্নত ঃ মিসওয়াক করা মোচ কাটা, কুল্লি করা, নাকে পানি দেওয়া দাড়ি লম্বা করা, নখ কাটা, বগলের চুল উপড়ে ফেলা, খাৎনা করা, নাভির নীচের চুল কামানো, মলদ্বার ধৌত করা।

٥٤٤ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الظُّفْرِ وَتَقْصِيرُ الشَّارِبِ وَقَعَهُ مَالِكٌ *

৫০৪৪ হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্গত ঃ খাৎনা করা, নাভির নীচের চুল কাটা, বগলের নীচের চুল উপড়ে ফেলা, নখ কাটা, মোচ কাটা

٥٤٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْخِتَانُ *

৫০৪৫ কুতায়বা (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ পাঁচটি কাজ ফিত্‌রাতের অন্তর্ভুক্তঃ নখ কাটা, মোচ কাটা, বগলের চুল উঠিয়ে ফেলা, নাভির নীচের চুল কামানো, খাৎনা করা।

إِحْفَاءُ الشَّارِبِ

মোচ কাটা

٥٤٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى *

৫০৪৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা মোচ কেটে ফেলবে এবং দাড়ি লম্বা করবে।

٥٤٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْفُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ *

৫০৪৭ আমর ইব্‌ন আলী (র) ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা মোচ ছোট করবে এবং দাড়ি লম্বা করবে।

٤٨ ٥ اخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ يُوْسُفَ بْنَ صُهَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَمْ يَاْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا *

৫০৪৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি গোঁফ কাটে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়

اَلرُّخْصَةُ فِيْ حَلْقِ الرَّأْسِ

মাথা মুড়ানোর অনুমতি

٤٩ ٥ اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ نَبَّاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى صَبِيًّا حَلَقَ بَعْضَ رَأْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضَ فَنَهٰى عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ اَحْلِقُوْهُ كُلَّهُ اَوِ اتْرُكُوْهُ كُلَّهُ *

৫০৪৯ ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - ইব্‌ন উমর (রা) হতে বর্ণিত নবী ﷺ একটি ছেলেকে দেখলেন যে তার মাথার কিছু অংশ মুণ্ডিত আর কিছু অংশ অমুণ্ডিত। তিনি এইরূপ করতে নিষেধ করে বললেন ঃ তোমরা হয়তো পূর্ণ মাথা মুড়াবে অথবা পূর্ণ মাথায় চুল রাখবে।

اَلنَّهْيُ عَنْ حَلْقِ الْمَرْاَةِ رَأْسَهَا

নারীর মাথার চুল মুণ্ডন করা নিষেধ

٥٠ ٥ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْحَرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيٍّ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَحْلِقَ الْمَرْاَةُ رَأْسَهَا *

৫০৫০ মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা হারাশী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নারীদের মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন।

اَلنَّهْيُ عَنِ الْقَزَعِ

মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করে কিছু অংশে চুল রেখে দেয়া

٥١ ٥ اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِي الرِّجَالِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَهَانِي اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْقَزَعِ *

৫০৫১ ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা আমাকে মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করে কিছু অংশে চুল রাখতে নিষেধ করেছেন

٥٠٥٢ حدثنا احمد بن سليمان قال حدثنا نوح عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله ﷺ عن القزع قيل لنافع ما القزع قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض

৫০৫২. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করে কিছু অংশে চুল রাখতে নিষেধ করেছেন

الأخذ من الشارب

চুল কাটা

٥٠٥٣ اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان عن قيس ومعاوية بن هشام قالا حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال اتيت النبي ﷺ وبي شعر فقال ذباب فصنعت به بغيتي فاخذت من شعري ثم اتيته فقال لي لم اعنك وهذا احسن *

৫০৫৩. মাহমূদ ইবন গায়লান (র) - - - - ওয়ায়িল ইবন হুজর (রা) বলেন, আমি আমার মাথা ভরা চুল নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট আসলে তিনি বললেন ঃ এতো অশুভ লক্ষণ। আমি মনে করলাম, তিনি আমাকে বলছেন। আমি চুল কেটে আবার তাঁর নিকট গেলে তিনি বললেন ঃ আমি তো তোমাকে চুল কেটে ফেলতে বলিনি তবে চুল কেটে ছেঁটে রাখা উত্তম

٥٠٥٤ اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت قتادة يحدث عن انس قال كان شعر النبي ﷺ شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالسبط بين اذنيه وعاتقه *

৫০৫৪. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চুল ছিল মধ্যম রকমের, অত্যধিক সোজাও ছিল না, আর অধিক ফোঁকড়াও ছিল না

٥٠٥٥ حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن داود الاودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي ﷺ كما صحبه ابو هريرة اربع سنين قال نهى رسول الله ﷺ ان يمتشط احدنا كل يوم *

৫০৫৫ কুতায়বা (র) - - হুমায়দ ইবন আব্দুর রহমান হিমইয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এমন এক ব্যক্তির সাথে, আমার সাক্ষাৎ হলো, যিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর মত চার বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সংসর্গ লাভ করেছিলেন তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে রোজ চিরুনী করতে নিষেধ করেন।

اَلتَّرَجُّلُ غِبًّا

একদিন পরপর চিরুনী করা

٥٠٥٦ ٥ حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله ﷺ عن الترجل إلا غبا *

৫০৫৬ আলী ইবন হুজর (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইবন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন পর একদিন ব্যতীত চিরুনী করতে নিষেধ করেছেন

٥٠٥٧ ٥ أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن أن النبي ﷺ نهى عن الترجل إلا غبا *

৫০৫৭ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - হাসান (বা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন পর একদিন ব্যতীত চিরুনী করতে নিষেধ করেছেন

٥٠٥٨ ٥ أخبرنا قتيبة قال حدثنا بشر عن يونس عن الحسن ومحمد قالا الترجل إلا غبا *

৫০৫৮ কুতায়বা (র) - - - - হাসান এবং মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত যে তারা বলেন ঃ এক দিন পর এক দিন চিরুনী করতে হবে

٥٠٥٩ ٥ حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحرث عن كهمس عن عبد الله بن شقيق قال كان رجل من أصحاب النبي ﷺ عاملا بمصر فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو شعث الرأس مشعثان قال مالي أراك مشعثا وأنت أمير قال كان نبي الله ﷺ ينهانا عن الإرفاه قلت وما الإرفاه قال الترجل كل يوم *

৫০৫৯ ইসমাঈল ইবন মাসঊদ (র) আব্দুল্লাহ্ ইবন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী ﷺ এর এক সাহাবী মিসরের শাসক ছিলেন তাঁর এক সঙ্গী তাঁর নিকট এসে দেখলো যে, তাঁর চুল এলোমেলো রয়েছে তিনি বললেন ঃ আপনার চুল এলোমেলো কেন ? অথচ আপনি একজন শাসক। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে 'ইরফা' করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'ইরফা' কী ? তিনি বললেন ঃ প্রতিদিন চিরুনী করা [১]

---

১ আরবী শিরোনামে – الاحد من الشعر "রয়েছে যার অর্থ মোচ কাটা কিন্তু কিতাবের অন্য সংস্করণে لاحد من الشعر "চুল কাটা" রয়েছে শিরোনামের অধীনে পরিবেশিত হাদীসসমূহ চুল কাটার কথারই উল্লেখ রয়েছে, মোচ কাটার কথা নয়, তাই শিরোনামের অনুবাদ করা হয়েছে "চুল কাটা"

اَلتَّيَامُنُ فِي التَّرَجُّلِ

ডান দিক হতে চিরুনী করা

٥٠٦٠ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ اَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ يَأْخُذُ بِيَمِيْنِهِ وَيُعْطِيْ بِيَمِيْنِهِ وَيُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي جَمِيْعِ اُمُوْرِهِ ـ

৫০৬০. মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ডান দিক হতে আরম্ভ করাকে পছন্দ করতেন তিনি ডান হাতে গ্রহণ করতেন, ডান হাতে দান করতেন প্রত্যেক অবস্থায় তিনি ডান দিক হতে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

اِتِّخَاذُ الشَّعْرِ

মাথায় লম্বা চুল রাখা

٥٠٦١ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجُمَّتُهُ تَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ ـ

৫০৬১ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ (র) - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অধিক সুন্দর এবং সুপুরুষ আর কাউকে দেখিনি, বিশেষত যখন তিনি লাল কাপড় পরিধান করতেন, আর তাঁর মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত পড়তো

٥٠٦٢ اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ ـ

৫০৬২ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথার চুল কানের অর্ধেক পর্যন্ত পড়তো।

٥٠٦٣ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ قَالَ مَا رَاَيْتُ رَجُلًا اَحْسَنَ فِيْ حُلَّةٍ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَرَاَيْتُ لَهُ لِمَّةً تَضْرِبُ قَرِيْبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ ـ

৫০৬৩ আব্দুল হামিদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি কোন লোককে এমন সুন্দর ও সুপুরুষ দেখিনি, যেরূপ দেখেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর চুল কাঁধের নিকটবর্তী থাকতো

الذُّؤَابَةُ

চুলের গুচ্ছ

٥٠٦٤ اخبرنا الحسن بن اسمٰعيل بن سليمان قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الاعمش عن ابي اسحٰق عن هبيرة بن يريم قال قال عبد الله بن مسعود على قراءة من تأمرونني اقرأ لقد قرأت على رسول الله ﷺ بضعا وسبعين سورة وان زيدا لصاحب ذؤابتين يلعب مع الصبيان *

৫০৬৪ হাসান ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - - হুবায়রাহ্ ইব্‌ন য়ারিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ তোমরা আমাকে কার মত করে কুরআন পড়তে বল, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সত্তর -এরও অধিক সূরা পাঠ করেছি। আর যায়দ (রা)-এর মাথায় দু'টি চুলের গুচ্ছ ছিল আর তিনি ছেলেদের সাথে খেলা করতেন।

٥٠٦٥ اخبرني ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا ابو شهاب قال حدثنا الاعمش عن ابي وائل قال خطبنا ابن مسعود فقال كيف تأمرونني قرأ على قراءة زيد بن ثابت بعد ما قرأت من في رسول الله ﷺ بضعا وسبعين سورة وان زيدا مع الغلمان له ذؤابتان *

৫০৬৫ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - আবূ ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন মাসউদ (রা) আমাদেরকে খুৎবা দিলেন, তিনি বললেন ঃ তোমরা কি আমাকে যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) এর মত কুরআন পড়তে বল? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুখ থেকে শুনে সত্তরেরও অধিক সূরা পাঠ করেছি, অথচ যায়দ (রা) তখন ছেলেদের সাথে চলাফেরা করতো এবং তার মাথায় ছিল দু'টি চুলের গুচ্ছ

٥٠٦٦ اخبرنا ابراهيم بن المستمر العرقي قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا عسال بن الاغر بن حصين النهشلي قال حدثني عمي زياد بن الحصين عن ابيه قال لما قدم على النبي ﷺ بالمدينة فقال له رسول الله ﷺ ادن مني فدنا منه فوضع يده على ذؤابته ثم اجرى يده وسمى عليه ودعا له *

৫০৬৬ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুস্তামির উরুকী (র) হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট মদীনায় আগমন করলেন, তখন তিনি বললেন ঃ তুমি আমার নিকটবর্তী হও। তিনি তার নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর মাথার চুল গুচ্ছে হাত রেখে হাত বুলাতে বুলাতে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে দুআ করলেন।

تَطْوِيلُ الْجُمَّةِ

চুল লম্বা করা

٥٠٦٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَبِي حُمَّةٌ قَالَ ذُبَابٌ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي فَانْصَرَفْتُ فَحَذَفْتُ مِنْ شَعْرِي فَقَالَ أَنِّي لَمْ أَعْنِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ *

৫০৬৭ আহমদ ইবন হারব (র) ওয়ায়িল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন আমার মাথায় ছিল লম্বা চুল। তিনি বললেন ঃ কুলক্ষণ। আমি মনে করলাম, তিনি আমাকে বলছেন আমি গিয়ে চুল ছোট করছিলাম তিনি বললেন ঃ আমি তো তোমাকে বলিনি, যা হোক, তুমি ভালই করেছ।

عَقْدُ اللِّحْيَةِ

দাড়িতে গিঁট লাগানো

٥٠٦٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَذَكَرَ آخَرَ مَعَهُ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ أَنَّ شُيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رُوَيْفَعَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ *

৫০৬৮ মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - রুয়ায়ফে ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, হে রুয়ায়ফে, হয়তো তুমি আমার পর দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকবে, তুমি লোকদেরকে বলে দিবে ঃ যে ব্যক্তি দাড়িতে গিঁট দিবে, বা ঘোড়ার গলায় কালাদা লাগাবে বা পশুর গোবর বা হাঁড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবে, মুহাম্মদ ﷺ তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেন না।

أَنْهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ

সাদা চুল উঠানো নিষেধ

٥٠٦٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ *

৫০৬৯ কুতায়বা (র) - - - - আমর ইবন শু'আয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদা চুল উঠাতে নিষেধ করেছেন।

الْإِذْنُ بِالْخِضَابِ

খিযাব লাগানোর অনুমতি

٥٠٧٠ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ

بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ح وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُ فَخَالِفُوهُمْ *

৫০৭০ উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সা'আদ (র) - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারা খিযাব লাগায় না, অতএব তোমরা তাদের বিরোধীতা করবে।

٥٠٧١ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ *

৫০৭১ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٠٧٢ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَرِيثٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُ فَخَالِفُوا عَلَيْهِمْ فَاصْبُغُوا *

৫০৭২ হুমায়দ ইবন হুরায়হ (র) - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারা খিযাব লাগায় না, তোমরা তাদের বিরোধীতা করবে

٥٠٧٣ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُ فَخَالِفُوهُمْ *

৫০৭৩ আলী ইবন খাশ্‌রাম (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারা খিযাব লাগায় না, তোমরা তাদের বিরোধীতায় খিযাব লাগাবে

٥٠٧٤ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ *

৫০৭৪ উছমান ইবন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বার্ধক্যকে পরিবর্তন কর, আর ইয়াহূদের অনুকরণ করো না

٥٠٧٥ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ

بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ *

৫০৭৫ হুমায়দ ইব্‌ন মাখলাদ (র) যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা বার্ধক্যকে পরিবর্তন কর, এবং ইয়াহূদের অনুকরণ করো না।

اَلنَّهْيُ عَنِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

কালো খিযাব লাগানো নিষেধ

٥٠٧٦ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ آخِرَ الزَّمَانِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ *

৫০৭৬ আব্দুর রহমান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ হালাবী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শেষ যমানায় এমন কতক লোক হবে, যারা কালো খিযাব লাগাবে কবুতরের বুকের মত, তারা বেহেশ্‌তের গন্ধও পাবে না।

٥٠٧٧ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ *

৫০৭৭ য়ূনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন আবূ কুহাফাকে আনা হলে তাঁর মাথা সাদা ঘাসের ফুল এবং সাদাবর্ণের ফলের মত ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এই রংকে অন্য রং দ্বারা পরিবর্তিত করে দাও, কিন্তু কালো রং হতে পরহেয করবে।

اَلْخِضَابُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ

মেহেদী ও কাতম দ্বারা খিযাব লাগানো

٥٠٧٨ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ أَبِي عَنْ عَيْلَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَفْضَلِ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ *

৫০৭৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম (র) আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যে সকল বস্তু দ্বারা বার্ধক্যকে পরিবর্তন করে থাক, এর মধ্যে উত্তম হলো মেহেদী এবং কাতম [১]

১. এক প্রকার ঘাস।

٥٠٧٩. اخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْاَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحْسَنَ مَاغَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ *

৫০৭৯ ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যে সকল বস্তু দ্বারা বার্ধক্যকে পরিবর্তন করে থাক এর মধ্যে মেহেদী এবং কাতম হলো সর্বাধিক সুন্দর

٥٠٨٠ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْاَجْلَحِ فَلَقِيْتُ الْاَجْلَحَ فَحَدَّثَنِىْ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ اَحْسَنِ مَاغَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءَ وَالْكَتَمَ *

৫০৮০ মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যা দিয়ে বার্ধক্যকে পরিবর্তন করে থাক, এর মধ্যে উত্তম হলো মেহেদী এবং কাতম

٥٠٨١ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الْاَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحْسَنَ مَاغَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ خَالَفَهُ الْحُرَيْرِىُّ وَكَهْمَسٌ *

৫০৮১ কুতায়বা (র) - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যত কিছু দ্বারা বার্ধক্য পরিবর্তন করে থাক, তন্মধ্যে উত্তম হলো মেহেদী এবং কাতম

٥٠٨٢ اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُرَيْرِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحْسَنَ مَاغَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ *

৫০৮২. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) আব্দুল্লাহ্ ইবন বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যে সকল বস্তু দ্বারা বার্ধক্য পরিবর্তন করে থাক, তন্মধ্যে মেহেদী এবং কাতম হলো সর্বোত্তম।

٥٠٨٣ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ اَنَّهُ سَمِعَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحْسَنَ مَاغَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ *

৫০৮৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আলা (র) ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা থেকে বর্ণিত, তাঁর নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যা দ্বারা তোমরা বার্ধক্যের চিহ্ন পরিবর্তন করে থাক, তন্মধ্যে মেহেদী এবং কাতম উত্তম।

٥٠٨٤ أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبان بن تغلب عن أبي رمثة قال أتيت أنا وأبي النبي ﷺ ورأيته قد لطخ لحيته بالحناء *

৫০৮৪ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - আবূ রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি এবং আমার পিতা নবী ﷺ এর নিকট এমন সময় আসলাম যখন তিনি তাঁর দাড়িতে মেহেদী লাগাচ্ছিলেন।

٥٠٨٥ أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبان بن تغلب عن أبي رمثة قال أتيت أنا وأبي النبي ﷺ ورأيته قد لطخ لحيته بالصفرة *

৫০৮৫ আমর ইবন আলী (র) - - - - আবূ রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট আগমন করে তাঁর দাড়ি হলুদ রং এ রঞ্জিত দেখলাম

اَلْخِضَابُ بِالصُّفْرَةِ

হলুদ রং এর খিযাব

٥٠٨٦ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا الدراوردي عن زيد بن أسلم قال رأيت ابن عمر يصفر لحيته بالخلوق فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تصفر لحيتك بالخلوق قال إني رأيت رسول الله ﷺ يصفر بها لحيته ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته قال نوح عن الدراوردي وهدبه وإلى ما صبغ من ثيابه من حديث قتيبة *

৫০৮৬ ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে দেখলাম তিনি তাঁর দাড়ি খালুক[১] নামক সুগন্ধি যুক্ত দ্রব্য দ্বারা রঞ্জিত করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : হে আবূ 'আব্দুর রহমান ! আপনি আপনার দাড়ি খালুক দ্বারা রঞ্জিত করছেন ? তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দ্বারা তাঁর দাড়ি রঞ্জিত করতে দেখেছি তাঁর নিকট এর চাইতে অধিক কোন রং পছন্দনীয় ছিল না। তিনি এর দ্বারা তাঁর সকল কাপড় রং করতেন, এমনকি তাঁর পাগড়ীও.

٥٠٨٧ أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أنه سأله هل خضب رسول الله ﷺ قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيء في صدغيه *

৫০৮৭ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - আনাস (রা) হতে বর্ণিত, কাতাদা (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন :

---

১ যাফরান ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত একটি খোশবু দ্রব্য, এতে লাল ও হলুদ বর্ণের প্রাধান্য থাকে.

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি খিযাব লাগিয়েছিলেন ? তিনি বললেন ঃ না, তাঁর খিযাব-এর প্রয়োজনই হয়নি। তাঁর তো চুলের শুভ্রতা কিছু ছিল কানের নিকট

٥٠٨٨ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى يَعْنِي بْنَ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَخْضِبُ إِنَّمَا كَانَ الشَّمَطُ عِنْدَ الْعَنْفَقَةِ يَسِيرًا وَفِي الصُّدْغَيْنِ يَسِيرًا وَفِي الرَّأْسِ يَسِيرًا *

৫০৮৮ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খিযাব লাগাতেন না। তাঁর চুলের শুভ্রতা কিছু ছিল কানের নিকট আর মাথায় ছিল অল্প।

٥٠٨٩ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِصَالٍ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوقَ وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الْإِزَارِ وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَعَاقِدَ التَّمَائِمِ وَعَزْلَ الْمَاءِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ وَإِتْيَانَ الصَّبِيِّ قَبْلَ مَحْرَمِهِ *

৫০৮৯ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ দশটি কাজ অপছন্দ করতেন ঃ ১ খালুক ব্যবহার করা ২ বার্ধক্য পরিবর্তন করা ৩ লুঙ্গি টেনে হেঁচড়ে চলা, ৪ সোনার আংটি পরিধান করা ৫ দাবা খেলা ৬ বেগানা পুরুষের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করা ৭, মুআওয়াযাত[১] ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ঝাড় ফুঁক করা ৮ তাবিজ ঝুলানো ৯ অপাত্রে বীর্যপাত করা এবং ১০ স্তন্যদানকারিণী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা।

اَلْخِضَابُ لِلنِّسَاءِ

নারীদের জন্য খিযাব

٥٠٩٠ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ بِكِتَابٍ فَقَبَضَ يَدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَأْخُذْهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَدْرِ أَيَدُ امْرَأَةٍ هِيَ وَرِجْلٌ فَأَدْنَتْ يَدَ امْرَأَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ *

৫০৯০ আমর ইবন মানসূর (র) আয়েশা (রা) বর্ণিত, এক নারী কোন লিখিত কাগজ দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দিকে হাত প্রসারিত করলে, তিনি তাঁর হাত সংকুচিত করলেন। ঐ নারী বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আপনার দিকে লিখিত কাগজ বাড়িয়ে দিলাম আর আপনি তা গ্রহণ করলেন না ! তিনি

১. সূরা ফালাক, সূরা নাস।

বললেন ঃ এটা কি পুরুষের হাত, না নারীর হাত, তা আমি বুঝতে পারিনি। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি নারী হতে তা হলে তোমার হাতের নখসমূহ মেহেদীর দ্বারা রং করতে।

كَرَاهِيَةُ رِيحُ الْحِنَّاءِ

মেহেদীর গন্ধ অপছন্দ

٥٠٩١ - اخبرني ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك قال سمعت كريمة قالت سمعت عائشة سألتها امرأة عن الخضاب بالحناء فقالت لا بأس به ولكن اكره هذا لان حبي ﷺ كان يكره ريحه يعني النبي ﷺ *

৫০৯১ ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াকূব (র) - - - - আয়েশা (রা)-এর নিকট এক নারী মেহেদী রং সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ এতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আমি তা অপছন্দ করি। কেননা, আমার মাহবুব ﷺ এর গন্ধ অপছন্দ করতেন

اَلنَّتْفُ

পাশচুল উৎপাটন করা

٥٠٩٢ - اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابي وابو الاسود نصر بن عبد الجبار قالا حدثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن الحصين انهشم بن شعي وقال ابو الاسود شعي انه سمعه يقول خرجت انا وصاحب لي يسمى ابا عامر رجل من المعافر لنصلي بايلياء وكان قاصهم رجلا من الازد يقال له ابو رتحافة من الصحابة قال ابو الحصين فسبقني صاحبي الى المسجد ثم ادركته فجلست الى جنبه فقال هل ادركت قصص ابي رتحافة فقلت لا فقال سمعته يقول نهى رسول الله ﷺ عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار وان يجعل الرجل اسفل ثيابه حريرا مثل الاعاجم او يجعل على منكبيه حريرا امثال الاعاجم وعن النهبى وعن ركوب النمور ولبس الخواتيم الا لذي سلطان *

৫০৯২ আব্দুর রহমান ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবূল হুসায়ন ইব্ন হায়ছাম ইব্ন তআয়ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং ইয়ামানের মাআফির নামক স্থানের বাসিন্দা আবূ আমির নামক আমার এক বন্ধু বায়তুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হলাম। সেইখানে উপদেশ দাতা বা বক্তা ছিলেন সাহাবী

আবূ রায়হানা আযদ গোত্রের এক ব্যক্তি। আবূ হুসায়ন বলেন, আমার সফরসঙ্গী আমার আগে মসজিদে গমন করলেন, আমি পরে গিয়ে তাঁকে পেলাম এবং তাঁর পাশেই বসলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি আবূ রায়হানার কিস্সা শুনতে পেয়েছ ? আমি বললাম ঃ না তিনি বললেন ঃ আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দশটি জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন ঃ ওয়াশর[১], ওয়াশম[২], নাতফ[৩] চাদর বা আবরণ ব্যতীত এক ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির সাথে একই বিছানায় শয়ন করা, অনুরূপ কোন মহিলার অন্য মহিলার সঙ্গে চাদর বা আবরণ ব্যতীত শয়ন করা, অনারবদের মত কোন ব্যক্তির পোষাকের রেশমী কাপড় ব্যবহার করা অথবা কাঁধে রেশম ব্যবহার করা, দৌড়ে বাজী ধরা, চিতা বাঘের চামড়া ব্যবহার করা, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো আংটি ব্যবহার করা।

وَصْلُ الشَّعْرِ بِالْخِرَقِ

চুলে জোড়া লাগানো

٥٠٩٣ اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا حماد عن هشام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب ان معاوية قال ان رسول الله ﷺ نهى عن الزور *

৫০৯৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুলে জোড়া লাগাতে নিষেধ করেছেন।

٥٠٩٤ اخبرنا ندبة بن عمرو بن السرح قال انبانا ابن وهب قال حدثنا مخرمة بن بكير عن ابيه عن سعيد المقبري قال رايت معاوية بن ابي سفيان على المنبر ومعه في يده كبة من كبب النساء شعر فقال ما بال المتنطعين يصنعون مثل هذا اني سمعت رسول الله ﷺ يقول ايما امراة زادت في راسها شعرا ليس منه فانه زور تريد به *

৫০৯৪ নাদ ইব্‌ন আমর (র) - - সাঈদ আলমাকবুরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানকে মিম্বরের উপর দেখেছি, তখন তাঁর হাতে নারীদের চুলের এক গুচ্ছ ছিল। তিনি বললেন ঃ মুসলমান নারীদের উপর আফসোস ! তারা এমন কাজ করে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী নিজের মাথায় চুল বাড়ায়, যা তার মাথার নয়, সে মিথ্যাকে বৃদ্ধি করে।

اَلْوَاصِلَةُ

চুলে জোড়া দানকারিণী

٥٠٩٥ اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا نوح النضر قال حدثنا شعبة عن

১ বৃদ্ধা মহিলারা যুবতী সাজবার জন্য দাঁতকে চেঁচে পাতলা ও মসৃণ করা। একে ওয়াশর বলা হয়।

২ সূঁচ দিয়ে শরীরে দাগ বা চিহ্ন করে একে কাল বা সবুজ বর্ণ দ্বারা চিত্রিত করাকে ওয়াশম বলা হয়

৩ নাতফ দাড়ি, মাথা হাতে মাথা চুল উঠিয়ে ফেলা অথবা বিপদের সময় শরীরের যে কোন অংশের চুল উঠিয়ে ফেলা

هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَمْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ *

৫০৯৫. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (র) আসমা বিনত আবূ বকর (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুলে জোড়া লাগাতে এবং জোড়া দানকারিণী নারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন

اَلْمُسْتَوْصِلَةِ

যে চুলে জোড়া দেওয়ায়

٥٠٩٦ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ أَرْسَلَهُ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ *

৫০৯৬ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুলে জোড়া দানকারিণী এবং যার চুলে জোড়া দান করা হয় এবং শরীরে দাগ দানকারিণী এবং যার শরীরে দাগ দেয়া হয়, সকলের উপর অভিসম্পাত করেছেন।

٥٠٩٧ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ *

৫০৯৭ আব্বাস ইবন আব্দুল আজিম (র) নাফে' (র) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুলে জোড়া দানকারিণী এবং যার জন্য জোড়া দেওয়া হয় এবং শরীরে দাগ দানকারী এবং যার শরীরে দাগ দেওয়া হয়, সকলের প্রতি লা'নত করেছেন

٥٠٩٨ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ *

৫০৯৮ মুহাম্মদ ইবন ওহাব (র)- - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা চুলে জোড়া দানকারিণী এবং যার চুলে জোড়া দেওয়া হয় সকলকে লা'নত করেছেন

٥٠٩٩ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ رَغْرَاءُ أَفَأَصِلُ أَنَّ أَصِلَ فِي شَعْرِي فَقَالَ لَا قَالَتْ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ لَا بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

৫০৯৯ আমর ইবন মানসূর (র, - মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। এক নারী আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো ঃ আমার মাথায় চুল খুব স্বল্প আমি কি আমার মাথার চুলে জোড়া দিতে পারি ? তিনি বললেন ঃ না। ঐ নারী বললো ঃ আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শুনেছেন ? না এটা আল্লাহ্র কিতাবে রয়েছে? আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকটও শুনেছি এবং আল্লাহ্র কিতাবেও আমি এরূপ পেয়েছি।

اَلْمُتَنَمِّصَاتُ

দাঁতে ফাঁক করা

٥١٠٠ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوْتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ *

৫১০০ আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ (র) - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাতে দাগ দানকারী এবং যে দাগায় চুল উপড়ায় এমন নারীকে এবং দাঁতে ফাঁক করে এমন নারী, যে আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে, তাকে লা'নত করেছেন।

٥١٠١ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

৫১০১ আহমদ ইবন হারব (র)- - ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেছেন ঃ দাঁতে ফাঁককারীকে লা'নত করেছেন, হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

٥١٠٢ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوَشْمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ *

৫১০২ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শরীরে দাগ লাগাতে এবং দাগ দেওয়া চুলে নিজে জোড়া লাগাতে বা কারো দ্বারা লাগাতে এবং চুল নিজে উপড়াতে বা কারো দ্বারা উপড়াতে নিষেধ করেছেন।

اَلْمُوْتَشِمَاتُ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ وَالشَّعْبِيِّ فِيْ هٰذَا

যে চুলে জোড়া লাগায়

٥١٠٣ اخبرنا اسمٰعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن الاعمش قال سمعت عبد الله بن مرة يحدث عن الحرث عن عبد الله قال اكل الربا وموكله وكاتبه اذا علموا به والواشمة والموتشمة للحسن والآوي الصدقة والمرتد اعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد ﷺ يوم القيامة *

৫১০৩. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ সুদখোর, সুদ দাতা, সুদের লেখক যে তা জানে এবং চুলে যে জোড়া লাগায়, যার জন্য জোড়া লাগানো হয়, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য, সাদকা দিতে অস্বীকারকারী, যে হিজরতের পর মুরতাদ হয়ে মরুতে বসবাস করে, এরা সকলেই কিয়ামতের দিন মুহাম্মদ ﷺ -এর মুখে অভিশাপপ্রাপ্ত।

٥١٠٤ اخبرني زياد بن ايوب قال حدثنا هشيم قال انبانا حصين ومغيرة وابن عون عن الشعبي عن الحرث عن علي ان رسول الله ﷺ لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وبائعه والصدقة وكان ينهى عن النوح رواه ابن عون وعطاء بن السائب *

৫১০৪ যিয়াদ ইবন আয়্যুব (র) - আলী (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুদখোর, সুদ দাতা, এর লেখক সাদকা দানে অস্বীকারীর উপর অভিসম্পাত করেছেন। আর তিনি মৃত ব্যক্তির উপর উচ্চ শব্দে ক্রন্দন করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٠٥ اخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن الحرث قال لعن رسول الله ﷺ اكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والموتشمة قال الا من داء فقال نعم والحال والمحلل له وبائع الصدقة وكان ينهى عن النوح ولم يقل لعن *

৫১০৫. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লা'নত করেছেন সুদখোর সুদ দাতা, সুদের সাক্ষী, সুদের লেখক এবং যে শরীরে দাগ দেয়, যাকে দাগ দেওয়া হয়, রোগের জন্য ব্যতীত ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আর যে অন্যের জন্য তার স্ত্রীকে হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে, যার জন্য এটা করা হয়, এবং সাদকা দানে অস্বীকারকারীর উপর লা'নত করেছেন, আর তিনি মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু তিনি লা'নত করেন নি।

٥١٠٦ حدثنا قتيبة قال حدثنا حلف يعني ابن خليفة عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن علي قال لعن رسول الله ﷺ اكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والموتشمة ونهى عن النوح ولم يقل لعن صاحبه *

৫১০৬. কুতায়বা (র) - - - শা'বী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুদখোর, সুদ দাতা, এর সাক্ষী, এর লিখক

এবং যে শরীরে দাগ দেয়, যাকে দাগ দেওয়া হয় সকলের উপর লা'নত করেছেন আর তিনি মৃতের উপর বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু লা'নত করেন নি।

٥١٠٧ أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال نا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي عمر بامرأة تشم فقال أنشدكم بالله هل سمع أحد منكم من رسول الله ﷺ قال أبو هريرة فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعته قال فما سمعته قلت سمعته يقول لا تشمن ولا تستوشمن *

৫১০৭ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উমর (রা)-এর নিকট এক মহিলাকে আনা হলো, যে শরীরে দাগ লাগাতো। তখন তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি ঃ তোমরা কি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছ ? তখন আবূ হুরায়রা (রা) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি শুনেছি তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কি শুনেছ ? আমি বললাম ঃ তিনি বলেছেন ঃ তোমরা নিজেরাও এরূপ দাগ লাগাবে না এবং অন্যের দ্বারাও দাগ দেয়াবে না।

اَلْمُتَفَلِّجَاتِ

দাঁতে ফাঁক সৃষ্টিকারিণী

٥١٠٨ أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن عبد الملك بن عمير عن الغريف بن الهيثم عن قبيصة بن جابر عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله ﷺ يلعن المتنمصات والمتفلجات والموتشمات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل *

৫১০৮ আবূ আলী মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে লা'নত করতে - যে সকল মহিলা চুল উপড়িয়ে ফেলে এবং দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে এবং যারা শরীরে দাগ লাগায়, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে বদলিয়ে দেয় তাদের উপর করেছেন

٥١٠٩ أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن الغريف بن الهيثم عن قبيصة بن جابر عن عبد الله قال سمعت رسول الله ﷺ يلعن المتنمصات والمتفلجات والموتشمات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل *

৫১০৯ মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে লা'নত করতে শুনেছি, ঐ সকল মহিলার উপর যারা চুল উপড়ে ফেলে, দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে এবং শরীরে দাগ লাগায় তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি পরিবর্তন করে

٥١١٠ اخبرنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال نبأنا الحسين بن واقد قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن الغريان بن الهيثم عن عبيد بن جابر عن عبد الله قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لعن الله المتنمصات والمتوشمات والمتفلجات للاتي يغيرن خلق الله عز وجل *

৫১১০ ইবরাহীম ইবন ইয়া'কুব (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি আল্লাহ্ লা'নত করেন ঐ সকল মহিলার উপর যারা চুল উপড়ে ফেলে, দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে এবং শরীরে দাগ লাগায়, এভাবে যারা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে।

تَحْرِيمُ الْوَشْرِ

দাঁত ঘষে চিকন করা অবৈধ হওয়া

٥١١١ أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن حنوة بن شريح قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن أبي الحصين الحميري أنه كان هو وصاحب له يتوماران أبا ريحانة يتعلمان منه خيرا قال فحضر صاحبي يوما فأخبرني صاحبي أنه سمع أبا ريحانة يقول إن رسول الله ﷺ حرم الوشر والوشم والنتف *

৫১১১ মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) আবুল হুসায়ন হিমইয়ারী (র) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর এক সাথী আবূ রায়হানার সাথে থাকতেন, তার নিকট হতে ভাল কথা শিক্ষা করার জন্য আবুল হুসায়ন (র) একদিন বলেন ঃ আমার সাথী একদিন আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো ঃ সে আবূ রায়হানাকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁত ঘষে চিকন করা, শরীরে দাগ লাগানো এবং চুল উপড়ে ফেলাকে হারাম করেছেন

٥١١٢ أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحصين الحميري عن أبي ريحانة قال بلغنا أن رسول الله ﷺ نهى عن الوشر والوشم *

৫১১২ আহমদ ইবন আমর (র) - - - - আবূ রায়হানা (র) থেকে বর্ণিত যে, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁত চিকন করা এবং শরীরে দাগ লাগানো নিষেধ করেছেন।

٥١١٣ حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحصين الحضرمي عن أبي ريحانة قال بلغنا أن رسول الله ﷺ نهى عن الوشر والوشم *

৫১১৩ কুতায়বা (র) - - - - আবূ রায়হানা (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁত চিকন করা এবং শরীরে দাগ লাগানো নিষেধ করেছেন

اَلْكُحْلُ

সুরমা লাগানো

٥١١٤ اخبرنا قُتَيْبَةُ قال حدثنا داودُ وهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قال اِنَّ مِنْ خَيْرِ اَكْحَالِكُمُ الْاِثْمِدَ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ لَيْسَ بِالْحَافِظِ *

৫১১৪ কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের উত্তম সুরমা হলো ইছ্‌মিদ নামক সুরমা কেননা তা দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং চুল উৎপন্ন করে।

اَلدُّهْنُ

তেল লাগানো

٥١١٥ اخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قال حدثنا اَبُوْ دَاوُدَ قال حدثنا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قال سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قال كَانَ بِهِ اِذَا دَهَنَ رَاْسَهُ لَمْ تُرَ مِنْهُ وَاِذَا لَمْ يَدْهُنْ رُئِيَ مِنْهُ *

৫১১৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) সিমাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চুল সাদা হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তেল লাগাতেন তখন শুভ্রতা পরিলক্ষিত হতো না, আর যখন তেল লাগাতেন না, তখন তা দৃষ্টিগোচর হতো।

اَلزَّعْفَرَانِ

যা'ফরান

٥١١٦ اخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ قال حدثنا الْفِرْيَابِيُّ قال حدثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالزَّعْفَرَانِ فَقِيْلَ لَهُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْبُغُ *

৫১১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন উমর (রা) নিজের কাপড় যা'ফরান দ্বারা রঙ করতেন। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ রঙ করতেন

اَلْعَنْبَرُ

আম্বর

٥١١٧ حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا بكر المزني قال حدثنا عبد الله بن عطاء الهاشمي عن محمد بن علي قال سألت عائشة كان رسول الله ﷺ يتطيب قالت نعم بذكره بطيب المسك والعنبر *

৫১১৭ আবূ উবায়দা ইব্‌ন আবূ সফর (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি সুগন্ধি লাগাতেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ তিনি পুরুষদের উপযোগী মিসক এবং আম্বর ব্যবহার করতেন।

اَلْفَصْلُ بَيْنَ طِيْبِ الرِّجَالِ وَطِيْبِ النِّسَاءِ

নর ও নারীর সুগন্ধির মধ্যে পার্থক্য

٥١١٨ حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود يعني الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه *

৫১১৮ আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পুরুষদের সুগন্ধি হলো যার সুগন্ধি থাকবে কিন্তু রঙ থাকবে না, আর নারীদের সুগন্ধি হলো যার রঙ থাকবে, কিন্তু গন্ধ থাকবে না।

٥١١٩ أخبرنا محمد بن علي ابن ميمون الرقي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه *

৫১১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পুরুষদের সুগন্ধি হলো যার গন্ধ থাকবে, কিন্তু রঙ থাকবে না আর মহিলাদের সুগন্ধি হলো যার রং থাকবে, কিন্তু গন্ধ থাকবে না।

أَطْيَبُ الطِّيْبِ

উত্তম সুগন্ধি

٥١٢٠ أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا شعبة عن حميد ابن جعفر عن

اِنْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ امْرَاَةً مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اتَّخَذَتْ حِقْنًا مِنْ ذَهَبٍ وَحَشَتْهُ مِسْكًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ اَطْيَبُ طِيْبٍ *

৫১২০. আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ (র) - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বনী ইসরাঈল গোত্রের এক মহিলা একটি সোনার আংটি বানাবে এবং তাতে কস্তুরী ভরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ ইহা উত্তম সুগন্ধি।

اَلزَّعْفَرُ وَالْخَلُوْقُ

যা'ফরান ও খলুক

٥١٢١ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ صَبِيْحٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ حَدِيْثِ رَجُلٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِهِ وَدَعٍ مِنْ خَلُوْقٍ فَقَالَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ اِذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ اِذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ اِذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ *

৫১২১ মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট আসলো, আর তখন তার কাপড় খালুক মিশ্রিত ছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ যাও, তা ধুয়ে ফেল, সে তা ধুয়ে আসলো তিনি আবার বললেন ঃ যাও, ধুয়ে ফেল; পুনরায় সে আসলে, তিনি বললেন ঃ যাও ধুয়ে ফেল, আর লাগাবে না।

٥١٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَمْرٍو وَقَالَ عَلَى اَثَرِهِ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ اَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ امْرَاَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ غَسِّلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ *

৫১২২. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - ইয়ালা ইবন মুররা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে বের হন, যখন তার গায়ে খালুক লাগানো ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার কি স্ত্রী আছে? আমি বললাম ঃ না, তিনি বললেন ঃ যাও, তা ধুয়ে ফেল, আর কখনও লাগাবে না

٥١٢٣ اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَصَرَ رَجُلًا مُتَخَلِّقًا قَالَ اِذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ غَسِّلْهُ وَلَا تَعُدْ *

৫১২৩ মাহমূদ ইবন গায়লান (র) - ইয়ালা ইবন মুররা (রা) থেকে বর্ণিত যে একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যার কাপড়ে খালুকের চিহ্ন ছিল ঃ তিনি তাকে বললেন ঃ যাও, ধুয়ে ফেল, আবার ধুয়ে ফেল, আর কখনো লাগাবে না

٥١٢٤ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ

عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ يَعْلَى نَحْوَهُ خَالَفَهُ سُفْيَانُ رَوَاهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْلَى *

৫১২৪ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - ইয়ালা (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত

٥١٢٥ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنِ مُشَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ أَبْصَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِي رَدْعٌ مِنْ خَلُوقٍ قَالَ مَا يَعْلَى لَكَ امْرَأَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ قَالَ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ *

৫১২৫ মুহাম্মদ ইবন বাযার (র) - - - - ইয়ালা ইবন মুররা ছাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এমন অবস্থায় দেখলেন, যখন আমার গায়ে খালুকের চিহ্ন ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে ইয়ালা ! তোমার কি স্ত্রী আছে ? আমি বললাম ঃ না, তিনি বললেন ঃ ইহা ধুয়ে ফেল আর লাগাবে না, আবার ধুয়ে ফেল, আর লাগাবে না, আবার ধুয়ে ফেল, পুনরায় লাগাবে না তিনি বলেন ঃ আমি তা ধুয়ে ফেললাম, আর তা লাগাই নি আবার ধুয়ে ফেলি, আর লাগাই নি আবার ধুয়ে ফেলি আর লাগাই নি

٥١٢٦ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّنْعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُوسَى يَعْنِي مُحَمَّدَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْلَى قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِي مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ أَيْ يَعْلَى هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ قَالَ فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ *

৫১২৬. ইসমাঈল ইবন ইয়াকূব সাব্বী (র) - - - - ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম ; তখন আমার গায়ে ছিল খালুক। তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ হে ইয়ালা ! তোমার স্ত্রী আছে কি ? আমি বললাম ঃ না, তিনি বললেন ঃ যাও ইহা ধুয়ে ফেল, ইহা ধুয়ে ফেল, আবার ধুয়ে ফেল, আবার ধুয়ে ফেল, আর লাগাবে না। ইয়ালা (রা) বলেন ঃ আমি ফিরে গিয়ে তা ধুয়ে ফেললাম ঃ আবার ধুয়ে ফেললাম, আবার ধুইলাম, এরপর আর তা লাগাই নি

مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الطِّيبِ

নারীদের জন্য কোন্ সুগন্ধি ব্যবহার করা অনুচিত

٥١٢٧ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عُمَارَةَ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ *

৫১২৭ ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে এই উদ্দেশ্যে লোকের মধ্যে গমন করে যে তারা যেন তার সুগন্ধির ঘ্রাণ পায়, সে ব্যভিচারিণী

اِغْتِسَالُ الْمَرْأَةِ مِنَ الطِّيْبِ

মহিলাদের সুগন্ধি ধুয়ে ফেলা

٥١٢٨ اخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْعَبَّاسِ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ وَلَمْ اَسْمَعْ مِنْ صَفْوَانَ غَيْرَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ ثِقَةٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَتِ الْمَرْاَةُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الطِّيْبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مُخْتَصَرٌ *

৫১২৮ মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম (র) - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন কোন নারী মসজিদে যাওয়ার জন্য বের হয়, তখন যদি তার গায়ে সুগন্ধি লাগানো থাকে, তবে সে এমনভাবে তা ধুয়ে ফেলবে যেন সে জানাবাতের গোসল করছে।

اَلنَّهْيُ لِلْمَرْاَةِ اَنْ تَشْهَدَ الصَّلاَةَ اِذَا اَصَابَتْ مِنَ الْبُخُوْرِ

নারীর সুগন্ধি মাখাবস্থায় জামাআতে আসা নিষেধ

٥١٢٩ خبرنا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عِيْسَى الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَاَةٍ اَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لاَ اَعْلَمُ اَحَدًا تَابَعَ يَزِيْدَ بْنَ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَقَدْ خَالَفَهُ يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ رَوَاهُ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ *

৫১২৯ মুহাম্মদ ইবন হিশাম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে নারী সুগন্ধি লাগায়, সে যেন আমাদের সাথে এশার জামাআতে উপস্থিত না হয়

٥١٣٠ اَخْبَرَنِيْ هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَهِدَتْ اِحْدَاكُنَّ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فَلاَ تَمَسَّ طِيْبًا *

৫১৩০ হিলাল ইবন আ'লা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্র স্ত্রী যায়নব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে মহিলা এশার জামাআতে আসতে চায়, সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে

٥١٣١ حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله ﷺ إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا قال أبو عبد الرحمن حديث يحيى وجرير أوثق بالصواب من حديث وهب بن جابر والله تعالى أعلم *

৫১৩১ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদের স্ত্রী যায়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে মহিলা এশার জামাআতে আসতে চায়, সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে

٥١٣٢ حدثنا أحمد بن سعيد بن يعقوب الحمصي قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا بلغني عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية أن النبي ﷺ قال أيتكن خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا *

৫১৩২ আহমদ ইবন সায়ীদ (র) - যায়নব ছাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে মহিলা মসজিদে আসতে চায়, সে যেন সুগন্ধির নিকটে না যায়

٥١٣٣ حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عبد الله القرشي عن بكير بن الأشج عن زينب الثقفية امرأة عبد الله أن رسول الله ﷺ أمرها أن لا تمس الطيب إذا خرجت إلى العشاء الآخرة *

৫১৩৩ আমর ইবন আলী (র) - - - আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদের স্ত্রী যায়নব ছাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে আদেশ দেন যে, যখন সে এশার সালাতের জন্য বের হয়, তখন যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।

٥١٣٤ حدثنا أبو بكر بن علي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال أنبأنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكير عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية أن رسول الله ﷺ قال إذا خرجت المرأة إلى العشاء الآخرة فلا تمس طيبا *

৫১৩৪ আবূ বকর ইবন আলী (র) - - - - যায়নব ছাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন নারী এশার নামাযের জন্য বের হয়, তখন সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে

٥١٣٥ حدثني يوسف بن سعيد قال بلغني عن حجاج عن ابن جريج أخبرني زياد بن سعد عن ابن شهاب عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية قالت قال رسول الله ﷺ إذا شهدت إحداكن الصلاة فلا تمس طيبا قال أبو عبد الرحمن وهذا غير محفوظ من حديث الزهري *

৫১৩৫ যুসুফ ইবন সায়ীদ (র) - যায়নব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন এশার নামাযে আসে, তখন সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে

اَلْبَخُوْرُ

ধোঁয়ার সুগন্ধি

٥١٣٦ اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَبُوْ طَاهِرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا اسْتَجْمَرَ بِالْاَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ وَيَكَافُوْرٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْاَلُوَّةِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৫১৩৬ আহমদ ইবন উমর (র) - - - নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) যখন সুগন্ধি লাগাতেন তখন তিনি ধোঁয়া নিতেন এবং এর সাথে আর কোন সুগন্ধি মিশ্রিত করতেন না। আর তিনি কোন কোন সময় উলুওয়ার সাথে কর্পূর মিশ্রিত করতেন এবং বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।

اَلْكَرَاهِيَةُ لِلنِّسَاءِ فِيْ اِظْهَارِ الْحُلِيِّ وَالذَّهَبِ

মহিলাদের অলঙ্কার এবং স্বর্ণ পরিধান করে প্রকাশ করা নিষেধ

٥١٣٧ اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ بُكَيْرًا هُوَ الْمَعْفِرِيُّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُخْبِرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْنَعُ اَهْلَهُ الْحُلِيَّ وَالْحَرِيْرَ وَيَقُوْلُ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ حُلِيَّ الْجَنَّةِ وَحَرِيْرَهَا فَلَا تَلْبَسُوْهُ فِي الدُّنْيَا *

৫১৩৭ ওহাব ইব্ন বয়ান (র) - - - উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরের মহিলাদেরকে অলঙ্কার এবং রেশম পরিধান করতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন ঃ যদি তোমরা বেহেশ্তের অলঙ্কার এবং রেশম পছন্দ কর, তবে পৃথিবীতে তা পরিধান করো না।

٥١٣٨ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ ح وَاَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ امْرَاَتِهِ عَنْ اُخْتِ حُذَيْفَةَ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ مَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحْلَيْنَ مَا مِنْكُنَّ مِنْ امْرَاَةٍ تَحْلَى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ اِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ *

৫১৩৮ আলী ইব্ন হুজর (র) - - - হুযায়ফা (রা)-এর বোন থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে খুৎবা দেয়ার সময় বললেন ঃ হে নারী সমাজ ! তোমরা কি রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কার বানাতে পার না ? দেখ, তোমাদের মধ্যে যে নারী সোনার অলংকার পরিধান করে (পর পুরুষকে) দেখায়, তার শাস্তি হবে

٥١٣٩ اخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوْرًا يُحَدِّثُ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ امْرَاَتِهِ عَنْ اُخْتِ حُذَيْفَةَ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ اَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مُتَحَلًّى اَمَا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَاَةٌ تَتَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ اِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ ٭

৫১৩৯ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) ..... হুযায়ফা (রা) এর বোন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে খুৎবা দেয়ার সময় বললেন ঃ হে নারী সমাজ ! তোমরা কি রৌপ্য দ্বারা অলংকার বানাতে পার না ? দেখ, তোমাদের যে নারী স্বর্ণের অলংকার বানিয়ে তা (পর পুরুষকে) দেখায়, এজন্য তাকে শাস্তি দেয়া হবে

٥١٤٠ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ عَمْرٍو اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيْدَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ تَحَلَّتْ يَعْنِيْ قِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِيْ عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ وَاَيُّمَا امْرَاَةٍ جُعِلَ فِيْ اُذُنِهَا خُرْصٌ مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ اُذُنِهَا مِثْلَهُ خُرْصًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ٭

৫১৪০ উবায়দুল্লাহ্ ইবন সায়ীদ (র) ..... আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে নারী সোনার হার ব্যবহার করে, তার গলায় কিয়ামতের দিন ঐরূপ আগুনের হার পরিয়ে দেয়া হবে। আর যে নারী এভাবে কানে সোনার রিং পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা তাকে ঐরূপ আগুনের রিং পরাবেন

٥١٤١ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدٌ عَنْ اَبِيْ سَلَّامٍ عَنْ اَبِيْ سَمَّاءٍ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَتْ بِنْتٌ لِاَبِيْ هُبَيْرَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِيْ يَدِهَا فَتَخٌ فَقَالَ كَذَا فِيْ كِتَابِ اَبِيْ بِخَوَاتِيْمَ ضِخَامٍ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْرِبُ يَدَهَا فَدَخَلَتْ عَلٰى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَشْكُوْ اِلَيْهَا الَّذِيْ صَنَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِيْ عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ وَقَالَتْ هٰذِهِ اَهْدَاهَا لِيَ اَبُوْ حَسَنٍ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالسِّلْسِلَةُ فِيْ يَدِهَا فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ اَيَغُرُّكِ اَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ اِبْنَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِيْ يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ فَارْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ اِلَى السُّوْقِ فَبَاعَتْهَا وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا عُلَامًا وَقَالَ مَرَّةً عَبْدًا وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَاَعْتَقَتْهُ فَحَدَّثَتْ بِذٰلِكَ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَجّٰى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ ٭

৫১৪১ উবায়দুল্লাহ্ ইবন সায়ীদ (র) - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুক্ত ক্রীতদাস ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে হুবায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন তখন তার হাতে ছিল মোটা চওড়া আংটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাতে আঘাত করতে আরম্ভ করলেন। এরপর তিনি হযরত ফাতিমা যাহ্‌রার নিকট উপস্থিত হলেন, এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সাথে যে ব্যবহার করেন, তার উল্লেখ করলেন। তা শুনে হযরত ফাতিমা (রা) তার গলা থেকে স্বর্ণের হার খুলে বললেন ঃ আবুল হাসান (আলী) ইহা আমাকে হাদিয়া দিয়েছেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসলেন। তখন ফাতিমা (রা)-এর হার ছিল তাঁর হাতে তিনি বললেন ঃ ফাতিমা! তুমি কি পছন্দ কর যে, লোক বলাবলি করবে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কন্যা, তাঁর হাতে আগুনের হার রয়েছে এ কথা বলে তিনি আর কিছু না বলে বের হয়ে গেলেন ফাতিমা (রা) তখনই হারখানা খুলে বাজারে পাঠিয়ে তা বিক্রি করালেন এবং তা দ্বারা একজন ক্রীতদাসকে ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন। এ খবর শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্‌র শোকর, যিনি ফাতিমাকে দোযখ হতে রক্ষা করলেন।

٥١٤٢ اخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلام عن ابي اسماء عن ثوبان قال جاءت بنت هبيرة الى رسول الله ﷺ وفي يدها فتخ من ذهب اي خواتيم ضخام نحوه *

৫১৪২. সুলায়মান ইবন সালম বলখী (র) - সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত তিনি হুবায়রার কন্যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তাঁর হাতে ছিল মোটামোটা আংটি বাকী অংশ পূর্ববৎ

٥١٤٣ اخبرنا اسحق بن شاهين الواسطي قال ثنا خالد عن مطرف ح و ثنا احمد بن حرب قال حدثنا اسباط عن مطرف عن ابي الجهم عن ابي زيد عن ابي هريرة قال كنت قاعدا عند النبي ﷺ فاتته امرأة فقالت يا رسول الله ﷺ سوارين من ذهب قال سوارين من نار قالت يا رسول الله طوقين من ذهب قال طوقين من نار قالت قرطين من ذهب قال قرطين من نار قال وكان عليهما سواران من ذهب فرمت بهما قالت يا رسول الله ﷺ ان المرأة اذا لم تتزين لزوجها صنعت عنده قال ما يمنع احداكن ان تصنع قرطين من فضة ثم تصفره بزعفران او بعبير اللفظ لابن حرب *

৫১৪৩. ইসহাক ইবন শাহীন ওয়াসিতী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম এমন সময় এক মহিলা তাঁর নিকট এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার নিকট দুইটি সোনার কাঁকন রয়েছে। তিনি বললেন ঃ দুইটি আগুনের কাঁকন সেই মহিলা বললো ঃ একটি সোনার হার রয়েছে। তিনি বললেন ঃ আগুনের একটি হার? সেই মহিলা বললো ঃ সোনার দুইটি বালা রয়েছে তিনি বললেন ঃ আগুনের দুইটি বালা বর্ণনাকারী বলেন ঃ ঐ মহিলার নিকট দুইটি কাঁকন ছিল সে তা খুলে দূরে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ যদি মহিলারা নিজেদের স্বামীর সামনে নিজেকে সাজিয়ে না রাখে, তবে তাঁরা তাদের নিকট বোঝা হয়ে পড়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের মহিলারা কি রূপার বালা বানাতে পারে না? যাকে পরে আবার অথবা যা'ফরান দ্বারা হলুদ বর্ণের করে নেয়।

٥١٤٤ حدثني ربيع بن سليمان قال حدثنا إسحق بن بكر قال حدثني أبي عن عمرو بن الحرث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله ﷺ رأى عليها مسكتين ذهب فقال رسول الله ﷺ ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق ثم صفرتهما بزعفران كانتا حسنتين قال أبو عبد الرحمن هذا عندي محفوظ والله أعلم *

৫১৪৪ রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে সোনার খাড়ু পায়ে পরা অবস্থায় দেখে বললেন ঃ আমি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম জিনিসের খবর দেব না ? তুমি ইহা খুলে ফেল এবং রূপার খাড়ু বানিয়ে নাও এবং এনে যা'ফরান দ্বারা রং করে নাও, তা হলে এই দু'টি ঐ দু'টি অপেক্ষা উত্তম হবে, আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

تَحْرِيمُ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ

পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম

٥١٤٥ حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن ابن رزين أنه سمع علي بن أبي طالب يقول إن النبي ﷺ أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال هذين حرام على ذكور أمتي *

৫১৪৫ কুতায়বা (র) - - - - আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু রেশমী কাপড় ডান হাতে নিলেন এবং কিছু স্বর্ণ বাম হাতে নিলেন, এরপর বললেন ঃ এই দুইটি আমার পুরুষ উম্মতদের জন্য হারাম

٥١٤٦ حدثنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له ابن صالح عن رزين أنه سمع علي بن أبي طالب يقول إن رسول الله ﷺ أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي *

৫১৪৬ ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাতে কিছু রেশমী কাপড় এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে বললেন ঃ আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এই দু'টি বস্তু হারাম

٥١٤٧ أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن ليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له فلح عن ابن

ابي حبيب عن ابن ابي الصعبة عن رجل من همدان يقال له فتح عن ابن زرير انه سمع عليا يقول ان نبي الله ﷺ اخذ حريرا فجعله في يمينه واخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال ان هذين حرام على ذكور امتي قال ابو عبد الرحمن وحدثنا ابن المبارك اوفى بالصواب الا قوله فتح فان ما افتح اشبه والله تعالى اعلم *

৫১৪৭ মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কিছু রেশমী কাপড় তাঁর ডান হাতে নিলেন এবং কিছু স্বর্ণ তাঁর বাম হাতে নিয়ে বললেন : আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এই দু'টি বস্তু হারাম

٥١٤٨ اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هرون قال انبانا محمد بن اسحق عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الرحمن بن ابي الصعبة عن ابي الفتح الهمداني عن عبد الله بن زرير الغافقي قال سمعت عليا يقول اخذ رسول الله ﷺ ذهبا بيمينه وحريرا بشماله فقال هذا حرام على ذكور امتي *

৫১৪৮ আমর ইবন আলী (র) - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাতে স্বর্ণ এবং বাম হাতে রেশম নিয়ে বললেন : এ দু'টি আমার পুরুষ উম্মতদের জন্য হারাম।

٥١٤٩ اخبرنا علي بن الحسين بن ابراهيم قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن ايوب عن نافع عن سعيد بن ابي هند عن ابي موسى ان رسول الله ﷺ قال احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها *

৫১৪৯ আলী ইবন হুসায়ন (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : স্বর্ণ এবং রেশম আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে।

٥١٥ اخبرنا الحسن بن قزعة عن سفيان بن حبيب عن خالد عن ابي قلابة عن معاوية ان رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير والذهب الا مقطعا حالقة عند الوهاب رواه عن خالد عن ميمون عن ابي قلابة *

৫১৫০ হাসান ইবন কায়া'আ (র) - - - - মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেশমী কাপড় এবং সোনা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে টুকরা করা ব্যতীত

٥١٥١ اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن ميمون عن ابي قلابة عن معاوية ان رسول الله ﷺ نهى عن لبس الذهب الا مقطعا وعن ركوب المياثر *

৫১৫১. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ টুকরা টুকরা হওয়া ব্যতীত সোনা ব্যবহার করতে এবং লাল গদীর উপর বসতে নিষেধ করেছেন

٥١٥٢ اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن ابي
سنخ انه سمع معاوية وعنده جمع من اصحاب محمد ﷺ هل تعلمون ان نبي الله ﷺ
نهى عن لبس الذهب الا مقطعا قالوا اللهم نعم *

৫১৫২ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - আবূ শায়খ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি মুআবিয়া (রা)-কে সাহাবায়ে কিরাম পরিবেষ্টিত অবস্থায় বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা কি জান যে, নবী ﷺ টুকরা টুকরা করা ব্যতীত সোনা পরতে নিষেধ করেছেন ? তাঁরা বললেন ঃ হে আল্লাহ্ ! হ্যাঁ

٥١٥٣ حدثنا محمد بن حرب قال انبانا اسباط عن مغيرة عن مطر عن ابي شيخ قال
بينما نحن مع معاوية في بعض حجاته اذ جمع رهطا من اصحاب محمد ﷺ فقال لهم
اتعلمون ان رسول الله ﷺ نهى عن لبس الذهب الا مقطعا قالوا اللهم نعم خالفه
يحيى بن ابي كثير على اختلاف بين اصحابه عليه *

৫১৫৩. আহমদ ইবন হারব (র) - - আবূ শায়খ (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা)-এর এক হজ্জের সময় আমরা তাঁর সাথে ছিলাম তিনি একদল সাহাবীকে একত্রিত করলেন এবং তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনা অতি ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড ব্যতীত পরতে নিষেধ করেছেন ? তারা বললেন ঃ ইন্না আল্লাহ্ ! হ্যাঁ

٥١٥٤ اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثني علي بن المبارك
عن يحيى حدثني ابو شيخ الهنائي عن ابي حسان ان معاوية عام حج جمع نفرا من
اصحاب رسول الله ﷺ عن لبس الذهب قالوا نعم قال وانا اشهد خالفه حرب بن شداد
رواه عن يحيى عن ابي شيخ عن اخيه حسان *

৫১৫৪. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - আবূ হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত, যে বছর মুআবিয়া (রা) হজ্জ করেন, তিনি নবী ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবীকে কা'বা শরীফে একত্রিত করেন, এবং তাঁদেরকে বললেন ঃ আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি সোনা পরতে নিষেধ করেছেন ? তারা বললেন ঃ হ্যাঁ ! তিনি বললেন ঃ আমিও একথার সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٥١٥٥ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا حرب بن شداد قال
حدثني يحيى قال حدثني ابو شيخ عن اخيه حسان ان معاوية عام حج جمع نفرا
من اصحاب رسول الله ﷺ في الكعبة فقال لهم انشدكم بالله هل نهى رسول الله ﷺ

عن لُنُوس الذهب قالوا نعم قال وانا اشهد حانعة الاوزاعي عن اختلاف اصحابه عليه فيه *

৫১৫৫ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র, - - - হিশাম (র) থেকে বর্ণিত, যে বছর মুআবিয়া (রা) হজ্জ করেন। তিনি নবী ﷺ -এর কয়েকজন সাহাবীকে কা'বা শরীফে একত্রিত করেন এবং তাঁদের বলেন ঃ আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি সোনা পরতে নিষেধ করেছেন ? তাঁরা বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আমিও একথার সাক্ষ্য দিচ্ছি

٥١٥٦ اخبرني شعيب بن شعيب بن اسحق قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعبة عن الاوزاعي عن حديث يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو شيخ قال حدثني حمان قال حج معوية فدعا نفرا من الانصار في الكعبة فقال انشدكم بالله الم تسمعوا رسول الله ﷺ ينهى عن الذهب قالوا نعم قال وانا اشهد *

৫১৫৬. শুআয়ব ইবন শুআয়ব (র) - - - - হিশাম (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) একবার হজ্জে গমন করলেন, তিনি আনসারদের একদলকে কা'বায় একত্রিত করে বললেন ঃ আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্র শপথ দিয়ে বলছি ঃ আপনারা কি শুনেন নি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনা, সোনার তৈরী জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা বললেন ঃ হ্যাঁ তিনি বললেন ঃ আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٥١٥٧ اخبرنا نصير بن الفرج قال حدثنا عمارة بن بشر عن الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو اسحق قال حدثني حمان قال حج معوية فدعا نفرا من الانصار في الكعبة فقال انشدكم بالله الم تسمعوا رسول الله ﷺ نهى عن الذهب قالوا اللهم نعم قال وانا اشهد *

৫১৫৭ নুসায়র ইবন ফারহ (র) - - - হিশাম (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) হজ্জে গমন করে আনসারদের একদলকে কা'বায় একত্রিত করে বললেন ঃ আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি আপনারা কি শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন তাঁরা বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٥١٥٨ اخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد عن عقبة عن الاوزاعي حدثني يحيى قال حدثني ابو اسحق قال حدثني ابن حمان قال حج معاوية فدعا نفرا من الانصار في الكعبة فقال الم تسمعوا رسول الله ﷺ نهى عن الذهب قالوا نعم قال وانا اشهد *

৫১৫৮ আব্বাস ইবন ওলীদ (র, - - - ইবন হিশাম (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) হজ্জ করতে গিয়ে আনসারদের একদলকে কা'বার ভেতর ডেকে বললেন ঃ আপনারা কি শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٥١٥٩ حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني حسان قال حج معاوية فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال أنشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله ﷺ ينهى عن الذهب قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد قال ثم عند الرحمن عمارة حفظ من يحيى وحديثه أولى بالصواب *

৫১৫৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - হিস্সান (র) বলেন, মুআবিয়া (রা) হজ্জ করতে গিয়ে আনসারদের একদলকে কা'বার ভেতর ডেকে বললেন ঃ আপনারা কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে স্বর্ণ হতে নিষেধ করতে শুনেছেন ? তাঁরা বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٥١٦٠ حدثنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شميل قال حدثنا شهر بن حوشب قال حدثنا أبو شيخ الهنائي قال سمعت معاوية وحوله ناس من المهاجرين والأنصار فقال لهم تعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير فقالوا اللهم نعم قال ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا فأنتم تعلمون حالقة علي بن عراب رواه عن شهر عن أبي شيخ عن ابن عمر *

৫১৬০ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - আবুল শায়খ হুনায়ী (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া (রা) কে তাঁর চারদিকে আনসার ও মুহাজির পরিবেষ্টিত অবস্থায় তাঁদেরকে বলতে শুনেছি ঃ আপনারা কি জানেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেশমী কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন ? তাঁরা বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আর তিনি সোনা পরতেও নিষেধ করেছেন, তবে টুকরা টুকরা সোনা ব্যতীত ? তাঁরা বললেন ঃ হ্যাঁ

٥١٦١ أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا علي بن عراب قال حدثنا شهر بن حوشب قال أنبأنا أبو شيخ قال سمعت ابن عمر قال نهى رسول الله ﷺ عن لبس الذهب إلا مقطعا قال أبو عبد الرحمن حديث النضر أشبه بالصواب والله تعالى أعلم *

৫১৬১ যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যূব (র) - - - আবুল শায়খ (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমরকে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বর্ণ পরতে নিষেধ করেছেন, তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা ব্যতীত।

مَنْ أُصِيبَ أَنْفُهُ هَلْ يَتَّخِذُ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ

যার নাকন হয়েছে, সে সোনার নাক বানাতে পারে কি?

٥١٦٢ أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حسن قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا عبد

الرَّحْمٰنِ ابْنُ طَرَفَةَ عَنْ جَدِّهِ عَرْفَجَةَ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ *

৫১৬২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র) আরফাজাহ্ ইব্‌ন আসআদ (রা) থেকে বর্ণিত, জাহিলী যুগে কুলাব যুদ্ধের দিন তাঁর নাকে আঘাত লেগে নষ্ট হয়ে যায়। তিনি রূপার একটি নাক বানিয়ে নেন, কিন্তু তা দুর্গন্ধময় হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে সোনার নাক বানাতে আদেশ দেন।

٥١٦٣ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ الْأَشْهَبِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ طَرَفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ كُرَيْبٍ قَالَ وَكَانَ جَدَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى جَدَّهُ قَالَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَهُ مِنْ ذَهَبٍ *

৫১৬৩ কুতায়বা (র) - - - আবফাজাহ্ ইব্‌ন আসআদ (রা) থেকে বর্ণিত জাহিলী যুগে কুলাব যুদ্ধে তাঁর নাকে আঘাত লেগে নষ্ট হয়ে যায়, তখন তিনি রূপার নাক বানিয়ে নেন কিন্তু তা তাঁর নিকট দুর্গন্ধময় হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে সোনার নাক বানিয়ে নিতে বলেন।

اَلرُّخْصَةُ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ

পুরুষদের সোনার আংটির অনুমতি

٥١٦٤ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِصُهَيْبٍ مَا أَرَى عَلَيْكَ خَاتَمَ الذَّهَبِ قَالَ قَدْ رَآهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ فَلَمْ يَعِبْهُ قَالَ مَنْ هُوَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ *

৫১৬৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) সুহায়ব (রা)-কে স্বর্ণের আংটি পরতে দেখে বললেন : কী ব্যাপার, আমি যে সোনার আংটি পরতে দেখছি ? তিনি বললেন : আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি তো তা দেখেছেন কিন্তু তিনি কিছু বলেন নি। উমর (রা) বললেন : তিনি কে ? সুহায়ব (রা) বললেন : তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ [১]

خَاتَمُ الذَّهَبِ

সোনার আংটি

٥١٦٥ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ بِشْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ

---

১ সম্ভবত এ সময় সোনার আংটি ব্যবহার করা সকলের জন্য বৈধ ছিল পরবর্তীতে তা মানসূখ বা বাতিল হয়েছে। (সম্পাদক)

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خاتم الذهب فصنعه رسول الله ﷺ فاتخذ الناس خواتيم الذهب فقال رسول الله ﷺ إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم *

৫১৬৫ আলী ইবন হুজ্‌র (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি সোনার আংটি বানিয়ে পরলেন, পরে লোকেরাও সোনার আংটি বানালো তখন তিনি বললেন : আমি এই আংটিটি পরতাম। এরপর তিনি ঐ আংটি ফেলে দিয়ে বললেন : আমি আর তা কখনও পরবো না তখন লোক সকল তাদের সোনার আংটি ফেলে দিল।

٥١٦٦ أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن هبيرة بن يريم قال قال علي نهاني النبي ﷺ عن خاتم الذهب وعن القسي وعن المياثر والحمر وعن الجعة *

৫১৬৬ কুতায়বা (র) - - হুবায়রা ইবন বারীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সোনার আংটি ও রেশমী কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন এবং লাল গদীতে বসতে, আর যব এবং গমের নাবীজ বা শরবত পান করতে নিষেধ করেছেন

٥١٦٧ أخبرني محمد بن آدم عن عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحق عن هبيرة عن علي قال نهى رسول الله ﷺ عن خاتم الذهب وعن القسي وعن المياثر الحمر *

৫১৬৭ মুহাম্মদ ইবন আদম (র) আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সোনার আংটি পরতে, রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে এবং লাল গদীতে বসতে নিষেধ করেছেন

٥١٦٨ أخبرنا محمد بن عبد الله ابن المبارك قال حدثنا يحيى وهو ابن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحق عن هبيرة سمعه من علي يقول نهى رسول الله ﷺ عن حلقة الذهب وعن الميثرة الحمراء وعن الثياب القسية وعن الجعة شراب يصنع من الشعير والحنطة وذكر من شدته حالفه عمار بن رزيق رواه عن أبي إسحق عن صعصعة عن علي *

৫১৬৮ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনার আংটি পরতে, লাল গদীতে বসতে, রেশমী কাপড় পরতে এবং যব ও গমের নাবীজ (গম ও যব ভেজা পানি) পান করতে নিষেধ করেছেন

٥١٦٩ أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحق عن صعصعة بن صوحان عن علي قال نهى رسول الله ﷺ عن حلقة الذهب والقسي والميثرة والجعة قال أبو عبد الرحمن الذي قبله أشبه بالصواب *

৫১৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সোনার আংটি, রেশমী কাপড় পরতে এবং লাল গদীতে বসতে, আর যব ও গমে প্রস্তুত নাবীজ পান করতে নিষেধ করেছেন

٥١٧٠ حدثنا اسحق بن ابرهيم قال انبانا عبيد الله بن موسى قال انبانا اسرائيل عن سماعيل بن سميع عن مالك بن عمير عن صعصعة بن صوحان قال قلت لعلي انهما عما نهاك عنه رسول الله ﷺ قال نهاني عن الدباء والحنتم وحلقة الذهب ولبس الحرير والقسي والميثرة الحمراء *

৫১৭০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - সা'সা'আ ইবন সূহান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা) কে বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে যা নিষেধ করেছেন, আপনি তা আমাদেরকে বলুন তিনি বললেন ঃ তিনি আমাকে দুব্বা, হান্তাম এবং সোনার আংটি, রেশমী কাপড় এবং লাল গদী ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٧١ اخبرنا عبد الرحمن بن ابرهيم دحيم قال حدثنا مروان هو ابن معاوية قال حدثني اسماعيل هو ابن سميع الحنفي عن مالك بن عمير قال جاء صعصعة بن صوحان الى علي فقال انهما عما نهاك عنه رسول الله ﷺ قال نهاني رسول الله ﷺ عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ونهاني عن حلقة الذهب ولبس الحرير والقسي والميثرة الحمراء *

৫১৭১ আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - মালিক ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সা'সা'আ ইবন সূহান (র) আলী (রা)-এর নিকট এসে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে যে সকল বস্তু হতে নিষেধ করেছেন, আপনি আমাদের সে সকল বস্তু হতে নিষেধ করুন তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, দুব্বা,হান্তাম এবং নকীর নামক মদ্যপাত্র হতে, যব এবং গমের নাবীজ হতে এবং তিনি নিষেধ করেছেন সোনার আংটি, রেশমী কাপড় এবং লাল গদী ব্যবহার করতে।

٥١٧٢ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن اسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير قال قال صعصعة بن صوحان لعلي يا امير المؤمنين انهك عما نهاك عنه رسول الله ﷺ قال نهانا رسول الله ﷺ عن الدباء والحنتم والجعة وعن حلق الذهب ولبس الحرير وعن الميثرة الحمراء قال ابو عبد الرحمن حديث مروان وعبد الواحد اولى بالصواب من حديث ابن ابيل *

৫১৭২ কুতায়বা ইব্‌ন সায়ীদ (র) - - - - মালিক ইব্‌ন উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'সা'আ ইব্‌ন সূহান (র) আলী (রা)-কে বললেন ঃ হে আমিরুল মু'মিনীন। আপনি আমাদেরকে ঐ সকল বস্তু হতে নিষেধ

করুন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে যা হতে নিষেধ করেছেন তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন দুব্বা, হান্তাম নামক মদ্যপাত্র ব্যবহার করতে এবং যব এবং গমের নাবীজ পান করতে, সোনার আংটি, রেশমী কাপড় এবং লাল গদী ব্যবহার করতে

٥١٧٣ اخبرنا نوح داود قال حدثنا ابو علي الحنفي و عثمان بن عمر قال ابو علي حدثنا وقال عثمان ابنا داود بن قيس عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن ابن عباس عن علي قال نهاني حبي ﷺ عن ثلاث لا اقول نهى الناس نهاني عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن المعصفر المفدمة ولا اقرأ ساجدا ولا راكعا تابعه الضحاك بن عثمان *

৫১৭৩ আবূ দাউদ (র) -- আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমার প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, তিনটি বস্তু হতে আমি এ বলি না যে, তিনি অন্যান্য লোকদেরকেও নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন ঃ সোনার আংটি, রেশমী কাপড় এবং লাল কুসুম রঙের পোশাক ব্যবহার করতে। আর রুকু এবং সিজ্দা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন

٥١٧٤ اخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن ابي فديك عن الضحاك عن ابراهيم بن حنين عن ابيه عن عبد الله بن عباس عن علي قال نهاني رسول الله ﷺ ولا اقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم والمعصفر وعن القراءة راكعا *

৫১৭৪ হাসান ইবন দাউদ মুনকাদিরী (র) আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, আমি বলি না যে, তিনি তোমাদেরকেও নিষেধ করেছেন সোনার আংটি বানাতে, রেশমী কাপড় পরতে, লাল কুসুম রংয়ের কাপড় করতে এবং রুকূতে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন

٥١٧٥ اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم الرقي قال حدثنا ابو الاسود قال حدثنا نافع بن يزيد عن يونس عن ابن شهاب عن ابراهيم ان ابنه حدثه انه سمع عليا يقول نهاني رسول الله ﷺ عن القراءة وانا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر *

৫১৭৫ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন রুকূ অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে সোনার আংটি ও কুসুম রংয়ের কাপড় পরতে

٥١٧٦ اخبرنا الحسن بن فرعه قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عمر وعن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه قال سمعت عليا يقول نهاني رسول الله ﷺ ولا اقول نهاكم عن خاتم الذهب وعن القسي والمعصفر وان لا اقرأ وانا راكع *

৫১৭৬. হাসান ইব্‌ন কায়াআ (র) - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন আমি বলি না যে, তোমাদেরকেও নিষেধ করেছেন তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন ঃ রুকূ অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে এবং সোনা ও কুসুম রংয়ের কাপড় ব্যবহার করতে

٥١٧٧ أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَلِيدُ بْنُ رَبِيعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنِ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ *

৫১৭৭ হারূন ইবন মুহাম্মদ (র, - আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন সোনার আংটি তৈরী করতে, কুসুম রংয়ের কাপড় পরতে, রেশমী কাপড় পরতে, রুকূতে কুরআন পড়তে

٥١٧٨ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ حُبْشٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ *

৫১৭৮ আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আলী (রা, থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে রেশমী কাপড়, কুসুম রংয়ের কাপড় পরতে এবং সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন

٥١٧٩ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ حُبْشٍ مَوْلَى عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَوَقَفَهُ أَيُّوبُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الْمَوْلَى *

৫১৭৯. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে চার বস্তু থেকে সোনার আংটি ব্যবহার করতে, রেশমী কাপড় পরতে, রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে এবং কুসুম রংয়ের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন

٥١٨ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ مَوْلَى لِلْعَبَّاسِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ *

৫১৮০. হুসায়ন ইবন মানসূর (র) আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কুসুম রংয়ের কাপড়, রেশমী কাপড় পরতে এবং সোনার আংটি ব্যবহার করতে আর রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন

اَلْاِخْتِلَافُ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ فِيْهِ

ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আবূ কাছীর বর্ণিত হাদীসে মতপার্থক্য

٥١٨١ اَخْبَرَنِيْ هُرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ سَعِيْدٍ الْمَكِّيُّ اَنَّ نَافِعًا اَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ حُنَيْنٍ اَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَاَنْ اَقْرَأَ وَاَنَا رَاكِعٌ خَالَفَهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ *

৫১৮১ হারূন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) ... আলী (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কুসুম রংয়ের কাপড়, সোনার আংটি, রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে এবং রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٥١٨٢ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ بَعْضِ مَوَالِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُعَصْفَرِ وَالشُّرْبِ بِالْقَسِّيَّةِ وَعَنْ اَنْ يَقْرَأَ وَهُوَ رَاكِعٌ *

৫১৮২. কুতায়বা (র) ... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুসুম রংয়ের লাল কাপড়, রেশমী কাপড় পরতে এবং রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٥١٨٣ اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

৫১৮৩ মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) ... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন এভাবে হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

حَدِيْثُ عُبَيْدَةَ

উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত হাদীস

٥١٨٤ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِيْ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْحَرِيْرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَاَنْ اَقْرَأَ رَاكِعًا خَالَفَهُ هِشَامٌ وَلَمْ يَرْفَعْهُ *

৫১৮৪ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সায়ীদ (র) ... আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে রেশমী কাপড়, সোনার আংটি ব্যবহার করতে এবং রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন

٥١٨٥ اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَاَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى عَنْ مَيَاثِرِ الْاَرْجُوَانِ وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ *

৫১৮৫ আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লাল গদী রেশমী কাপড় পরিধান করতে এবং সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٨٦ حدثنا قتيبة قال اخبرنا حماد عن ايوب عن محمد عن عبيدة قال نهى عن مياثر الارجوان وخواتيم الذهب *

৫১৮৬. কুতায়বা (র) - উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লাল গদী, সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَالْاِخْتِلَافُ عَلَى قَتَادَةَ

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে কাতাদা (র)-এর মতপার্থক্য

٥١٨٧ حدثنا احمد بن حفص قال حدثني ابي قال حدثنا ابراهيم عن الحجاج هو ابن الحجاج عن قتادة عن عبد الملك بن عبيد عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة نهاني رسول الله ﷺ عن تختم الذهب *

৫১৮৭ আহমদ ইবন হাফস (র) - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সোনার আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

٥١٨٨ أخبرنا يوسف بن حماد المعني البصري قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح قال حدثني حفص الليثي قال اشهد على عمران انه حدثني قال نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير وعن التختم بالذهب وعن الشرب في الخاتم *

৫১৮৮ যুসুফ ইবন হাম্মাদ মা'আনী (র) - - - - ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেশমী কাপড় পরতে, সোনার আংটি ব্যবহার করতে, হাস্তাম পাত্র হতে পান করতে নিষেধ করেছেন

٥١٨٩ أخبرني أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة ان ابا الخير حدثه ان ابا سعيد الخدري حدثه ان رجلا قدم من نجران الى رسول الله ﷺ وعليه خاتم من ذهب فاعرض عنه رسول الله ﷺ وقال ايت خاتما في يدك جمرة من نار *

৫১৮৯ আহমদ ইবন আমর (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে নাজরানের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট আসলো, তার হাতে ছিল সোনার আংটি তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন : তুমি আমার নিকট এসেছ, অথচ তোমার হাতে রয়েছে আগুনের অঙ্গার।

٥١٩٠ حدثنا احمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا اسرائيل عن منصور عن سالم عن رجل حدثه عن البراء بن عازب ان رجلا كان جالسا عند النبي ﷺ خاتم من

ذهب وفي يد رسول الله ﷺ مخصرة أو خزيزة فضرب بها النبي ﷺ إصبعه فقال
ارجع مالي يا رسول الله قال الا تطرح هذا الذي في اصبعك فاخذه ارجع فرمى به فراه
النبي ﷺ بعد ثلث فقال ما فعل الخاتم قال رميت به قال ما هذا امرتك ان
تبيعه فتستعين بثمنه وهذا حديث منكر *

৫১৯০ আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি সোনার আংটি হাতে পরে বসে ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর হাতে ছিল একটি ছড়ি তিনি ঐ ছড়ি দিয়ে তার আঙ্গুলে আঘাত করলেন। তখন ঐ ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি অপরাধ করেছি? তিনি বললেন ঃ শোন, তোমার আঙ্গুল হতে ইহা খুলে ফেল। ঐ ব্যক্তি তা খুলে ফেলে দিল পরে তিনি তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার আংটি কোথায়? লোকটি বললো ঃ আমি তা ফেলে দিয়েছি তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে তা ফেলে দিতে বলিনি আমি বলেছিলাম, তুমি তা বিক্রি করে নিজের কাজে লাগাও

٥١٩١ اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد
عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي ثعلبة الخشني ان النبي ﷺ ابصر في يده خاتما
من ذهب فجعل يقرعه بقضيب معه فلما غفل النبي ﷺ القاه قال ما اراك الا قد اوجعناك واعرضناك. خالفه يونس رواه عن الزهري عن ابي ادريس مرسلا *

৫১৯১ আমর ইবন মানসূর (র) আবূ ছালাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার তার হাতে সোনার আংটি দেখিলেন তখন তিনি তাঁর লাঠি দ্বারা তাতে আঘাত করতে লাগলেন যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্য মনস্ক হলেন, তখন তিনি তা ফেলে দিলেন এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তখন তিনি তা ফেলে দিলেন এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তোমাকে কষ্ট দিলাম এবং তোমার ক্ষতি করলাম

٥١٩٢ اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن
شهاب قال اخبرني ابو ادريس الخولاني ان رجلا ممن نزل بالنبي ﷺ لبس خاتما من
ذهب نحوه قال ابو عبد الرحمن وحديث يونس اولى بالصواب من حديث النعمان *

৫১৯২ আহমদ ইবন আমর (র) - আবূ ইদরিস খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের একজন সোনার আংটি পরলেন- অনুরূপ বর্ণিত।

٥١٩٣ اخبرنا احمد بن ابراهيم بن محمد القرشي الدمشقي ابو عبد الملك قراءة قال
حدثنا ابن عائذ قال حدثني يحيى بن حمزة عن الاوزاعي عن الزهري عن ابي ادريس
الخولاني ان رسول الله ﷺ رأى على رجل خاتما من ذهب نحوه *

৫১৯৩ আহমদ ইবন ইবরাহীম (র) - - - আবূ ইদরিস খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখলেন। অনুরূপ বর্ণিত

٥١٩٤ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمَ ذَهَبٍ فَضَرَبَ أُصْبُعَهُ بِقَضِيبٍ كَانَ مَعَهُ حَتَّى رَمَى بِهِ *

৫১৯৪ আবূ বকর ইবন আলী (র) আবূ ইদরিস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখে তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে তার আঙ্গুলে আঘাত করলে সে তা খুলে ফেলে দেয়

٥١٩٥ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَرْكَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُرْسَلٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْمُرْسَلُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ *

৫১৯৫ আবূ বকর আহমদ ইবন আলী মারওয়াযী (র) - - - ইবন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এই হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

مِقْدَارُ مَا يُجْعَلُ فِي الْخَاتَمِ مِنَ الْفِضَّةِ

আংটিতে রূপার পরিমাণ

٥٢٩٦ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ أَبُو طَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ فَقَالَ مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ فَطَرَحَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ قَالَ مِنْ وَرِقٍ وَلاَ تُتِمَّهُ مِثْقَالاً *

৫২৯৬. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এমন এক ব্যক্তি আসলো, যার হাতে ছিল একটি লোহার আংটি। তিনি বললেন ঃ তোমার হাতে দোযখীদের পোষাক দেখছি কেন ? তখন সে ব্যক্তি তা খুলে ফেলে দিল। দ্বিতীয়বার যখন সে আসলো, তখন তার হাতে ছিল পিতলের আংটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তোমার নিকট হতে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি তখন সে তা ফেলে দিল এবং বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ইহা কোন্ বস্তু দিয়ে তৈরী করবো ? তিনি বললেন ঃ রূপার আংটি তৈরী কর, আর তা যেন সাড়ে চারি মাশা হতে কম হয়

صِفَةُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ .

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আংটির বিবরণ

٥١٩٧ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ *

৫২৯৭. আব্বাস ইবন আব্দুল আজীম আনবারী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরী করান যার নগীনা ছিল হাবশীর তৈরী আর তাতে 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্' নক্শা করা ছিল।

٥١٩٨ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمُ فِضَّةٍ يَتَخَتَّمُ بِهِ فِي يَمِينِهِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ *

৫২৯৮ আবূ বকর ইবন আলী (র) - - - - আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আংটি ছিল রৌপ্য নির্মিত। তিনি তা ডান হাতে পরতেন, এর নগীনা ছিল হাবশার তৈরী তিনি তার নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখতেন

٥٢٩٩ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ الْحِمْصِيُّ وَكَانَ أَبُوهُ خَالِدٌ عَلَى قَضَاءِ حِمْصَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيُّ عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ ابْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ *

৫২৯৯. মুহাম্মদ ইবন খালিদ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আংটি ছিল রৌপ্য নির্মিত এবং এর নগীনাও ছিল রৌপ্য নির্মিত।

٥٢ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ مِنْهُ *

৫২০০ আবূ বকর ইবন আলী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর আংটি ছিল রৌপ্য নির্মিত এবং এর নগীনাও ছিল রৌপ্যের

٥٢٠١ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ فَصُّهُ مِنْهُ *

৫২০১ আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এর আংটি ছিল রূপার এবং নগীনাও ছিল রূপার।

٥٢٠٢ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّوْمِ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْرَؤُنَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُوْمًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৫২০২. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোমের বাদশাহ্‌র নিকট পত্র লিখতে মনস্থ করলেন, লোকেরা তাঁর নিকট বললেন : রোমের লোকেরা সিল মোহর ব্যতীত কোন পত্র পাঠ করে না। এরপর তিনি রূপার একটি আংটি বানিয়ে নেন যেন আমি এখনও তার হস্তস্থিত শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি। যাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' অঙ্কিত ছিল।

٥٢٠٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُوْ الْجَوْزَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ حَتَّى مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِنَا كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ *

৫২০৩ আহমদ ইব্‌ন উছমান আবূ জাওযা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এশার সালাতে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত দেরী করলেন, পরে তিনি বের হয়ে আমাদের সাথে সালাত আদায় করলেন আমি যেন এখনও তাঁর হস্তস্থিত রৌপ্য নির্মিত আংটির শুভ্রতা অবলোকন করছি

مَوْضِعِ الْخَاتَمِ مِنَ الْيَدِ. ذِكْرُ حَدِيْثِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ

কোন্ হাতে আংটি পরবে?

٥٢٠٤ أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ شَرِيْكٍ هُوَ ابْنُ أَبِيْ نَمِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَرِيْتُ وَأَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِيْنِهِ *

৫২০৪ রবী ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

٥٢٠٥ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ بِيَمِيْنِهِ *

৫২০৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার বাহ্‌রানী (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন

لُبْسِ خَاتَمِ حَدِيْدٍ مَلْوِيٍّ عَلَيْهِ بِفِضَّةٍ

লোহার আংটিতে রূপার গিলটি

٥٢٠٦ أخبرنا عمرو بن علي عن موسى بن عتاب بن سهل بن حماد ح وأنبأنا أبو داود عن حدثنا أبو مكين قال حدثنا أيس بن الحرث بن المغيقيب عن جده معيقيب أنه قال كان خاتم النبي ﷺ خاتما ملويا عليه فضة قال وربما كان في يدي فكان معيقيب على خاتم رسول الله ﷺ *

৫২০৬. আমর ইবন আলী (র) - - মু'আয়কীব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর আংটি ছিল লোহার যাতে রূপার গিলটি করা ছিল। তিনি বলেন : কোন সময় তা আমার হাতেও থাকতো মু'আয়কীব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আংটির রক্ষক ছিলেন।

لُبْسِ خَاتَمِ صُفْرٍ

কাঁসের আংটি

٥٢٠٧ أخبرني علي بن محمد بن علي المصيصي قال حدثنا داود بن منصور من أهل ثغر ثقة قال حدثنا بشر بن سعد عن عمرو بن الحرث عن بكر بن سوادة عن أبي الخير عن أبي سعيد الخدري قال قبل رجل من النخريين أتى النبي ﷺ فسلم فلم يرد عليه وكان في يده خاتم من ذهب وجبة حرير فألقاهما ثم سلم فرد عليه السلام ثم قال يا رسول الله تبت إليك فأعرضت عني فإنه كان في يدك جمرة من نار قال فقد حللت إذا بجمر كثير قال إن ما جئت به ليس بأحرا عليّ من حجارة الحرة ولكنه متاع الحياة الدنيا قال فما أتخذ قال حلقة من حديد أو ورق أو صفر *

৫২০৭ আলী ইবন মুহাম্মদ (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, বাহরায়ন থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলো। সে সালাম করলে, তিনি তার সালামের জবাব দেননি, তার হাতে সোনার আংটি ছিল এবং পরনে ছিল রেশমী জুব্বা। সে উভয়টি খুলে ফেলে এসে সালাম করলে তিনি তার সালামের জবাব দেন সে ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আমি এই মাত্র আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম, কিন্তু আপনি আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি, তিনি বললেন : তখন তোমার হাতে ছিল একটি অঙ্গার সে বললো : এখন আমি অনেক অঙ্গার এনেছি। তিনি বললেন : তুমি যা এনেছ, তা আমাদের নিকট হাররার পাথর খণ্ড হতে উত্তম নয়। তবে হ্যাঁ, তা পার্থিব সম্পদ বটে সে বললো : তবে আমি দিয়ে কি আংটি বানাব ? তিনি বললেন : লোহা, রূপা বা কাঁসার একটি আংটি বানাবে।

٥٢٠٨ أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثني عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال خرج رسول الله ﷺ وقد اتخذ حلقة من فضة فقال من أراد أن يصنع مثله فليفعل ولا ينقش على نقشه *

৫২০৮. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার বের হলে দেখা গেল, তাঁর হাতে একটি রূপার আংটি রয়েছে। তিনি বললেন ঃ যার ইচ্ছা হয়, সে এইরূপ আংটি বানাতে পারে, কিন্তু এর উপর যে নক্শা করা আছে, এরূপ নক্শা যেন না করে।

٥٢٠٩ اخبرنا ابو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا هرون بن اسمعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال اتخذ رسول الله ﷺ خاتما ونقش عليه نقشا قال اني قد اتخذت خاتما ونقشت فيه نقشا فلا ينقش احد على نقشه ثم قال انس فكاني انظر الى بياضه في يده *

৫২০৯. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন সায়ফ হাররানী (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি আংটি তৈরী করান এবং তাতে কিছু নক্শা করান এরপর তিনি বললেন ঃ আমি আংটি তৈরী করায়ে তাতে নকশা করিয়েছি তোমাদের কেউ যেন ঐরূপ নকশা না করায়। আনাস (রা) বলেন, আমি যেন যেন তাঁর হাতে তার শুভ্রতা এখনও দেখতে পাচ্ছি।

قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لاَتَنْقُشُوْا عَلَى خَوَاتِيْمِكُمْ عَرَبِيًّا

নবী ﷺ -এর নির্দেশ তোমরা আংটিতে আরবী নক্শা করো না

٥٢١٠ اخبرنا مجاهد بن موسى الخوارزمي ببغداد قال حدثنا هشيم قال انبانا العوام بن حوشب عن ازهر بن راشد عن انس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيا *

৫২১০ মুজাহিদ ইবন মূসা খাওয়ারযমী (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা মুশরিকদের আগুন হতে আলো গ্রহণ করবে, আর তোমরা তোমাদের আংটিতে আরবী নকশা করবে না।

اَلنَّهْيُ عَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ

তর্জনী আঙ্গুলে আংটি পরা নিষেধ

٥٢١١ اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابي بردة قال قال علي قال لي رسول الله ﷺ قل اللهم اني اسئلك الهدى والسداد وانهاني عن جعل الخاتم في هذه وهذه وهي الخنصر والسبابة والوسطى *

৫২১১. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন ঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হিদায়ত এবং কার্য নির্বাহের তাওফীক কামনা কর। আর তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন এই আঙ্গুলে আংটি পরতে। এরপর তিনি ইঙ্গিত করলেন, তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের দিকে।

٥٢١٢ اخبرنا محمد بن المثنى و محمد ابن بشار قالا حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن كليب عن ابي بردة عن علي قال نهاني رسول الله ﷺ عن الخاتم في هذه وهذه يعني السبابة والوسطى واللفظ لابن المثنى *

৫২১২. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলে

٥٢١٣ اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا عاصم بن كليب عن ابي بردة عن علي قال قال لي رسول الله ﷺ قل اللهم اهدني وسددني ونهاني ان اضع الخاتم في هذه وهذه واشار بشر بالسبابة والوسطى قال فما عاصم احدهما *

৫২১৩. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন : ইয়া আল্লাহ্ ! আমাকে হিদায়ত দান কর এবং আমার কার্য নির্বাহ করে দাও। আর তিনি আমাকে এই এই আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন। তিনি ইঙ্গিত করলেন, তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের প্রতি।

نَزْعُ الْخَاتَمِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلاءِ

পায়খানায় প্রবেশের সময় আংটি খুলে রাখা

٥٢١٤ اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك عن سعيد بن عامر عن هشام عن ابن جريج عن الزهري عن انس ان رسول الله ﷺ كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه

৫২১৪. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর আংটি খুলে রাখতেন

٥٢١٥ اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله ﷺ خاتما من ذهب وجعل فصه من قبل كفه فاتخذ الناس خواتيم الذهب فالقى رسول الله ﷺ خاتمه وقال لا البسه ابدا والقى الناس خواتيمهم *

৫২১৫. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনার আংটি হাতে দিয়ে এর নগীনার দিক স্বীয় হস্ত তালুর দিকে রাখেন। পরে সোনার আংটি বানালে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর আংটি খুলে ফেলে দিয়ে বললেন : আমি তা আর কখনও পরবো না। তখন লোকজন তাদের আংটি খুলে ফেললো

٥٢١٦ اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

ن رسول الله ﷺ اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذ الناس خواتيم فطرحه النبي ﷺ وقال لا ألبسه أبدا ۔

৫২১৬ ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত . নবী ﷺ সোনার আংটি বানিয়ে এর নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখলেন। লোকজনও এরূপ আংটি বানালো। নবী ﷺ তাঁর আংটি খুলে ফেলে বললেন ঃ আমি তা আর কখনও পরবো না।

٥٢١٧ أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي ﷺ يختم خاتما من ذهب ثم طرحه ولبس خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتمي هذا ثم جعل فصه في بطن كفه ۔

৫২১৭ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনার আংটি বানিয়েছিলেন, পরে তা বাদ দিয়ে রূপার আংটি হাতে দেন যাতে তিনি "মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্" শব্দ নকশা করিয়ে নেন তিনি বলেন ঃ আমার এই আংটিতে যে নকশা রয়েছে, এরূপ নকশা কারো জন্য করানো উচিত নয়। এরপর তিনি তার নগীনা তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

٥٢١٨ أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن المعتمر بن رياد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ لبس خاتما من ذهب ثلاثة أيام فلما رآه أصحابه فعلوا خواتيم الذهب فرمى به فلا أدري ما فعل ثم أمر بخاتم من فضة فأمر أن نقش فيه محمد رسول الله ﷺ وكان في يد رسول الله ﷺ حتى مات وفي يد أبي بكر حتى مات وفي يد عمر حتى مات وفي يد عثمان ست سنين من عمله فبينا هو كذلك دفعه إلى رجل من الأنصار فكان يختم به فخرج الأنصاري إلى قليب ليختم فسقط فالتمس فلم يوجد فأمر بخاتم مثله ونقش فيه محمد رسول الله ﷺ ۔

৫২১৮ মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন দিন ধরে একটি সোনার আংটি পরলেন, তাঁর সাহাবীগণ তা দেখে তাঁরাও সোনার আংটি বানানো আরম্ভ করলেন এরপর তিনি তাঁর আংটি খুলে ফেলে দিলেন, পরে তার কি হয়েছে আমি জানি না। এরপর তিনি একটি রূপার আংটি বানাতে বললেন এবং তাতে "মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্" নকশা করতেও আদেশ দিলেন এই আংটি তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত হাতে ছিল। পরে আবূ বকর (রা)-এর হাতে ছিল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এরপর উমর (রা) এর হাতে ছিল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত পরে এই আংটি উসমান (রা)-এর হাতে ছয় বৎসর পর্যন্ত ছিল। যখন তাঁর সময় বহু চিঠিপত্র লেখার প্রয়োজন হলো, তখন তিনি তা এক আনসার সাহাবীকে দেন যা দ্বারা সিল মোহর করা হতো। একদিন ঐ ব্যক্তি উসমান (রা)-এর কূপের নিকট গমন করলে তা কূপে পড়ে যায়, বহু তালাশের পরও তা পাওয়া যায়নি পরে উসমান (রা) অনুরূপ আর একটি আংটি তৈরীর আদেশ দেন; যাতে "মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্" অঙ্কিত ছিল

٥٢١٩ حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله ﷺ اتخذ خاتما من ذهب وكان فصه في بطن كفه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله ﷺ فطرح الناس خواتيمهم واتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه *

৫২১৯ কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি সোনার আংটি পরলেন, আর এর নগীনা তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখলেন। পরে অন্য লোকজন সোনার আংটি তৈরি করে পরতে লাগলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর আংটি ফেলে দিলে, তারাও তাদের আংটি ফেলে দিল, পরে তিনি রূপার একটি আংটি বানিয়ে নেন এবং তা দিয়ে সিল মোহর করাতেন, আর তিনি তা পরতেন না।

اَلْجَلاَجِلُ

ঘন্টা

٥٢٢٠ اخبرني محمد بن عثمان بن ابي صفوان الثقفي بن ولد عثمان بن ابي العاص قال حدثنا ابو هشام بن ابي الزبير قال حدثنا جامع بن عمر الجمحي عن ابي بكر بن ابي شيخ قال كنت جالسا مع سالم فمرت ركب لام البين معهم اجراس فحدث جامعا سالم عن ابيه ان النبي ﷺ قال لا تصحب الملائكة ركبا معهم جلجل كم ترى مع هؤلاء من الجلاجل *

৫২২০ মুহাম্মদ ইবন উছমান (র) - - আবূ বকর ইবন আবূ শায়খ (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি সালিম (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় উম্মুল বনীনের কাফেলার আমাদের পাশ থেকে বের হলো। তাদের সাথে ছিল অনেক ঘন্টা তখন সালিম (রা) নাফের নিকট তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করলেন যে, ফিরিশতা ঐ কাফেলার সাথে থাকেন না, যার সাথে ঘন্টা থাকে। আর এদের সাথে তো বহু ঘন্টা রয়েছে।

٥٢٢١ اخبرني عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي قال حدثنا يزيد بن هرون قال انبانا نافع بن عمر الجمحي عن ابي بكر بن موسى قال كنت مع سالم بن عبد الله فحدث سالم عن ابيه عن النبي ﷺ قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل *

৫২২১ আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ (র) - - আবূ বকর ইবন মূসা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি সালিম ইবন আব্দুল্লাহ্র সাথে ছিলাম, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ যে কাফেলার সাথে ঘন্টা থাকে, ফিরিশতা তাদের সাথে থাকে না।

٥٢٢٢ اخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابو هشام المخزومي قال حدثنا

نافع بن عمر عن بكير بن موسى عن سالم عن ابيه رفعه قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل *

৫২২২. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - সালিম তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছেন ঃ যে কাফেলার সাথে ঘন্টা থাকে, ঐ কাফেলায় ফিরিশতা থাকে না

٥٢٢٣ اخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني سليمان بن يسار انه مولى ام سلمة زوج النبي ﷺ قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلجل ولا جرس ولا تصحب الملائكة رفقة معها جرس *

৫২২৩ যুসুফ ইবন সায়ীদ (র) - উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ঘরে জুলজুল ঘন্টা থাকে, ঐ ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করে না আর ফিরিশতা ঐ সকল কাফেলার সাথেও থাকে না, যাদের মধ্যে ঘন্টা থাকে

٥٢٢٤ اخبرنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابو اسحق عن ابي الاحوص عن ابيه كنت جالسا عند رسول الله ﷺ فمر بي رث الثياب فقال الك مال قلت نعم قال رسول الله من كل المال قال قد اتاك الله مالا فلير اثره عليك *

৫২২৪ আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র) - - আবুল আহ্ওয়াস (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট বসা ছিলাম, তখন তিনি আমার কাপড় দেখলেন পুরাতন ছেঁড়া, তিনি বললেন ঃ তোমার কি ধন সম্পদ আছে ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সব ধরনের মাল রয়েছে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ যখন তোমাকে মাল দান করেছেন, তখন এর চিহ্ন তোমার মধ্যে থাকা উচিত।

٥٢٢٥ اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحق عن ابي الاحوص عن ابيه انه اتى النبي ﷺ في ثوب دون فقال له النبي ﷺ الك مال قال نعم من كل المال قال من اي المال قال قد اتاني الله من الابل والغنم والخيل والرقيق قال فاذا اتاك الله مالا فلير عليك اثر نعمة الله وكرامته *

৫২২৫ আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - আবুল আহ্ওয়াস (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি নিম্নমানের কাপড় পরে নবী ﷺ এর নিকট গেলে তিনি তাকে বললেন ঃ তোমার ধন-সম্পদ আছে কি? তিনি বললেন, জ্বি হ্যাঁ, প্রত্যেক রকমের মালই আমার রয়েছে। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা আমাকে উট, বকরী,

ঘোড়া এবং গোলাম দান করেছেন নবী ﷺ বললেন : যখন আল্লাহ্ তোমাকে সম্পদ দান করেছেন, তখন আল্লাহ্র রহমত ও দানের চিহ্ন তোমার মধ্যে বাহ্যিকভাবেও প্রকাশ পাওয়া উচিত।

ذِكْرُ الْفِطْرَةِ

ফিতরাত বা দীনের সার্বজনীন বিধান

٥٢٢٦ أَخْبَرَنَا بُنْدَارٌ قِرَاءَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ بِمِصْرَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَحَلْقُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَالِاسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ *

৫২২৬ ইবন সুন্নী (র) - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন : পাঁচটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত মোচ কর্তন করা, বগলের চুল উপড়ে ফেলা, নখ কাটা, নাভীর নীচের চুল কামানো এবং খতনা করা।

إِحْفَاءُ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ

গোঁফ কাটা, দাড়ি লম্বা করা

٥٢٢٧ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى *

৫২২৭ উবায়দুল্লাহ্ ইবন সাঈদ (র) - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা গোঁফ ছোট করবে এবং দাড়ি লম্বা করবে।

حَلْقُ رُؤُسِ الصِّبْيَانِ

বাচ্চাদের মাথা মুড়ান

٥٢٢٨ أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ أَبِي يَعْقُوبَ يُحَدِّثُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَمْهَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ ادْعُوا إِلَيَّ ابْنَيْ أَخِي فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا فِرَاخٌ فَقَالَ ادْعُوا إِلَيَّ الْحَلَّاقَ فَأَمَرَ بِحَلْقِ رُؤُسِنَا مُخْتَصَرٌ *

৫২২৮ ইসহাক ইবন মানসূর (র) - - আবদুল্লাহ্ ইবন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাফর পরিবারকে তিন দিনের সময় দিলেন শোক করার জন্য, এরপর তিনি তাদের নিকট এসে বললেন :

আমার ভাই-এর জন্য আজকের দিনের পর আর ক্রন্দন করো না। পরে তিনি বললেন ঃ আমার ভ্রাতুষ্পুত্রদেরকে আমার নিকট ডাক তখন আমাদেরকে পাখীর বাচ্চার ন্যায় আনা হলো তিনি বললেন ঃ নাপিত ডেকে আন। তিনি আমাদের মাথা মুড়াবার জন্য বললেন। (সংক্ষিপ্ত)

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضَ شَعْرِ الصَّبِيِّ وَيَتْرُكَ بَعْضَهُ

মাথার কিছু অংশ মুড়ান নিষেধ

٥٢٢٩ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ *

৫২২৯ আহমদ ইবন আবদা (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাথায় কিছু চুল রেখে কিছু মুড়াতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٣٠ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ *

৫২৩০ ইবরাহীম ইবন হাসান (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মাথার কিছু চুল রেখে মাথা মুড়াতে নিষেধ করতে শুনেছি

٥٢٣١ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ *

৫২৩১ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাথায় কিছু চুল রেখে কিছু অংশ মুড়াতে নিষেধ করেছেন

٥٢٣٢ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ *

৫২৩২ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ মাথায় কিছু চুল রেখে বাকী অংশ মুড়াতে নিষেধ করেছেন

اتِّخَاذُ الْجُمَّةِ

মাথায় চুল রাখা

٥٢٣٣ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مَرْبُوعًا عَرِيضَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ كَثَّ اللِّحْيَةِ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ حَسَنَةٌ إِلَى شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْهُ *

৫২৩৩ আলী ইবন হুসায়ন (র) - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অবয়ব ছিল মধ্যম ধরনের। তাঁর কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান ছিল প্রশস্ত, তাঁর দাঁড়ি ছিল অতি ঘন, যার উপরিভাগে রক্তিমাভা বিরাজ করতো। তাঁর মাথার চুল কানের লতি পর্যন্ত ছিল। আমি তাঁকে লাল জোড়া কাপড় পরতে দেখেছি। আমি কাউকে তাঁর চাইতে সুশ্রী ও সুন্দর দেখিনি।

٥٢٣٤ اخبرنا حاجب بن سليمن عن وكيع عن سفيان عن ابي اسحق عن البراء قال ما رايت من ذي لمة احسن في حلة من رسول الله ﷺ وله شعر يضرب منكبيه *

৫২৩৪ হাজিব ইবন সুলায়মান (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোন কেশ বিশিষ্ট জোড়া-কাপড় পরিহিত ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে সুশ্রী ও সুন্দর দেখিনি। তাঁর মাথার চুল উভয় কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ছিল।

٥٢٣٥ اخبرنا علي بن حجر قال انبانا اسمعيل عن حميد عن انس قال كان شعر النبي ﷺ الى نصف اذنيه *

৫২৩৫ আলী ইবন হুজর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর মাথায় চুল কানের অর্ধেক পর্যন্ত লম্বা ছিল।

٥٢٣٦ اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا همام عن قتادة عن انس ان النبي ﷺ كان يضرب شعره الى منكبيه *

৫২৩৬ মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর মাথায় চুল উভয় কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ছিল।

تَسْكِيْنُ الشَّعْرِ

চুল বিন্যস্ত রাখা

٥٢٣٧ اخبرنا علي بن حشرم قال انبانا عيسى عن الاوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله انه قال اتانا نبي ﷺ فرأى رجلا ثائر الرأس فقال اما يجد هذا ما يسكن به شعره *

৫২৩৭ আলী ইবন খাশরাম (র) জাবির ইবন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিকট আগমন করে এক ব্যক্তিকে দেখলেন, তার মাথার চুল এলোমেলো। তিনি বললেন : এ ব্যক্তি কি এমন কিছু পায় না যা দিয়ে সে তার মাথার চুল বিন্যস্ত করে নেয়?

٥٢٣٨ اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمر ابن علي بن مقدم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن ابي قتادة قال كانت له جمة صحمة فسأل النبي ﷺ فامره ان يحسن اليها وان يترجل كل يوم *

৫২৩৮ আমর ইবন আলী (র) - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন তাঁর মাথায় অধিক চুল ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন ঃ কেশ বিন্যস্ত করে রাখবে এবং প্রত্যহ চিরুনী করবে

فَرْقُ الشَّعْرِ

চুলের সিঁথি কাটা

٥٢٣٩ اخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان رسول الله ﷺ كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون شعورهم وكان رسول الله ﷺ يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله ﷺ بعد ذلك *

৫২৩৯. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চুল আঁচড়িয়ে ছেড়ে দিতেন, আর মুশরিকরা তাদের চুলে সিঁথি কাটতো। যে সকল ব্যাপারে কোন আদেশ করা হয়নি, এমন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহ্‌লে কিতাবদের মত চলাতে পছন্দ করতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুলে সিঁথি কাটতেন।

اَلتَّرَجُّلُ

চুল আঁচড়ানো

٥٢٤٠ اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن عبد الله بن بريدة ان رجلا من اصحاب النبي ﷺ يقال له عبد قال ان رسول الله ﷺ كان ينهى عن كثير من الارفاه فمن ذلك الترجل *

৫২৪০ ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম (র) - - - আব্দুল্লাহ্ ইবন বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত উবায়দ নামক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর একজন সাহাবী বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অত্যধিক আরাম আয়েশ করতে নিষেধ করতেন তিনি বলেন ঃ চুল আঁচড়ানোও এর অন্তর্গত

اَلتَّيَامُنُ فِي التَّرَجُّلِ

ডান দিক থেকে চুল আঁচড়ানো

٥٢٤١ اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال اخبرني الاشعث قال سمعت ابي يحدث عن مسروق عن عائشة وذكر ان رسول الله ﷺ كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله *

৫২৪১ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওযূ করতে জুতা পরতে এবং চুল আঁচড়াতে যথাসম্ভব ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

اَلْاَمْرُ بِالْخِضَابِ

খেযাব লাগানোর আদেশ

٥٢٤٢ اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لاَ يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ *

৫২৪২ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ সালামা এবং সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (রা) তাঁরা উভয়ে আবূ হুরায়রা (রা) কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদ নাসারা চুলে রং করে না, অতএব তোমরা তাদের বিরোধীতা করবে।

٥٢٤٣ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ وَهُوَ ابْنُ اَبِيْ جَمِيْلَةَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اُتِيَ بِاَبِيْ قُحَافَةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَاَنَّهُ ثَغَامَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ غَيِّرُوْا وَاجْتَنِبُوا *

৫২৪৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ কুহাফাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট আনা হলে দেখা গেল তাঁর চুল দাড়ি সবই ছুগামা ঘাসের ন্যায় শুভ্র তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : একে পরিবর্তন করে দাও, অথবা খেযাব লাগিয়ে দাও।

تَصْفِيْرُ اللِّحْيَةِ

দাড়ি সোনালী রং করা

٥٢٤٤ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ فَقُلْتُ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ *

৫২৪৪ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাকীম (র) - - - - উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে সোনালী রং এ দাড়ি রং করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি

تَصْفِيْرُ اللِّحْيَةِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ

যা'ফরান এবং ওয়ারস দ্বারা দাড়ি রং করা

٥٢٤٥ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ اَنْبَاَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَنْبَاَنَا بْنُ اَبِيْ رَوَّادٍ

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ۔

৫২৪৫ আবদা ইব্‌ন আব্দুর রহীম (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ চামড়ার জুতা পরতেন এবং ওয়ারস (ঘাস) ও যা'ফরান দ্বারা তাঁর দাড়ির রং লাগাতেন আর ইব্‌ন উমর (রা) ও এরূপ করতেন

اَلْوَصْلُ فِي الشَّعْرِ

চুলে পরচুলা লাগানো

٥٢٤٦ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْمَدِيْنَةِ وَخَرَجَ مِنْ كُبَّةٍ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ وَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ نِسَاؤُهُمْ مِثْلَ هٰذَا ۔

৫২৪৬ কুতায়বা (র) - - - হুমায়দ ইব্‌ন আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়া (রা)-কে বলতে শুনেছি, তখন তিনি ছিলেন মদীনায় মিম্বরে তিনি তাঁর আস্তিন হতে এক গুচ্ছ চুল বের করে বললেন ঃ হে মদীনাবাসী ! তোমাদের আলিমগণ কোথায় ? আমি নবী ﷺ কে হতে নিষেধ করতে শুনেছি তিনি বললেন ঃ বনী ইসরাঈলের মহিলারা যখন এরূপ পরচুলা লাগানো আরম্ভ করেছিল, তখন তারা ধ্বংস হয়েছিল

٥٢٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُوْدَ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمَّاهُ الزُّوْرَ ۔

৫২৪৭. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা) মদীনায় এসে আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি হাতে একগুচ্ছ চুল নিয়ে বললেন ঃ আমি ইয়াহুদীদের ব্যতীত আর কাউকে এরূপ করতে দেখিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি একে মিথ্যা বলেছিলেন।

وَصْلُ الشَّعْرِ بِالْخِرَقِ

ওড়না দ্বারা চুলে জোড়া দেওয়া

٥٢٤٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسَى قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَاكُمْ عَنِ الزُّورِ قَالَ وَجَاءَ بِخِرْقَةٍ سَوْدَاءَ فَأَلْقَاهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَإِذَا هُوَ هَذِهِ تَجْعَلُهُ الْمَرْأَةُ فِي رَأْسِهَا ثُمَّ تَخْتَمِرُ عَلَيْهِ *

৫২৪৮ আমর ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) - - - মু'আবিয়া (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ হে লোক সকল ! রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে যুর বা মিথ্যা হতে নিষেধ করেছেন। এরপর তিনি কালো কাপড়ের এক টুকরা বের করে লোকদের সামনে রেখে বলেন, সেই 'যুর' বা মিথ্যা হলো ইহা একে মহিলারা মাথার উপর রেখে এর উপর ওড়না পরে থাকে।

٥٢٤٩ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّورِ وَالزُّورُ الْمَرْأَةُ تَلُفُّ عَلَى رَأْسِهَا *

৫২৪৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - মু'আবিয়া (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুর বা মিথ্যা হতে নিষেধ করেছেন ঃ সেই মিথ্যা এই যে, নিজের চুল অস্বাভাবিক লম্বা দেখানোর জন্য মাথায় পরচুলা ইত্যাদি কিছু লাগিয়ে নেয়

لَعْنُ الْوَاصِلَةِ

পরচুলা ব্যবহারকারিণীর উপর লা'নত

٥٢٥٠ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ *

৫২৫০ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুলে জোড়া দেয় এমন মহিলার উপর লা'নত করেছেন

لَعْنُ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ

যে পরচুলা নিজে লাগায় বা অন্যের দ্বারা লাগিয়ে নেয় তাদের উপর লা'নত

٥٢٥١ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي عُرِّسَ بِهَا وَإِنَّهَا اشْتَكَتْ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ وَصَلْتُ لَهَا فِيهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ *

৫২৫১ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - আসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার এক কন্যার বিবাহ হয়েছে অসুস্থ হওয়ার পর তার মাথার চুল উঠে গেছে এখন আমি যদি তার মাথায় পরচুলা জাতীয় কিছু মিলাই, তবে আমার কি গুনাহ্ হবে ? তিনি বললেন ঃ যে নিজের চুলের সাথে কিছু মিলায় বা অন্যের দ্বারা কিছু মিলিয়ে নেয় আল্লাহ্ তার উপর লা'নত করেন

لَعْنُ الْوَاشِمَةِ وَالْمُوْتَشِمَةِ

যে শরীরে সুরমা, নীল ভরে সুঁই দিয়ে দাগ দেয়, তার উপর লা'নত

٥٢٥٢ اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُوْتَصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوْتَشِمَةَ *

৫২৫২ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ সকল রমণীকে লা'নত করেছেন, যারা নিজেরা চুলের সাথে পরচুলা জাতীয় কিছু মিশায় বা অন্যের দ্বারা মিশিয়ে নেয়, আর যে হাতে বা শরীরের অন্য কোন স্থানে নীল, সুরমা সুঁই দ্বারা নিজে দাগ লাগায় বা অন্যের দ্বারা লাগিয়ে নেয়

لَعْنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ

তার উপর লা'নত যে নারী চেহারার চুল তুলে ফেলে এবং দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে

٥٢٥٣ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لا لَعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৫২৫৩ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে নারী চেহারার চুল তুলে ফেলে এবং যে নারী দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে, তাদের উপর আল্লাহ্ লা'নত করেছেন জেনে রাখ যাদের উপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লা'নত করেছেন, আমিও তাদের উপর লা'নত করি।

٥٢٥٤ اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ ابْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৫২৫৪ আহমদ ইব্ন সায়ীদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শরীরে দাগ সৃষ্টিকারিণী, দাঁতে ফাঁক সৃষ্টিকারিণী এবং যারা মুখের চুল তুলে ফেলে, আর এভাবে যারা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে, তাদের উপর লা'নত করেছেন।

٥٢٥٥ اخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابى عن الاعمش عن ابراهيم عن ابى عبيدة عن عبد الله قال لعن الله المتنمصات والمتفلجات والمتوشمات للمغيرات خلق الله فاتته امراة فقالت انت الذى تقول كذا وكذا قال وما لى لا اقول ما قال رسول الله ﷺ *

৫২৫৫ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা চেহারার নরম চুল উৎপাটনকারিণী, দাঁতে ফাঁক সৃষ্টিকারিণী এবং শরীরে দাগ সৃষ্টিকারিণী, যারা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে দেয় তাদের উপর লা'নত করেছেন। এক রমণী তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আপনি কি এরূপ বলেন ? তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন, আমি কি তা বলবো না?

٥٢٥٦ اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان الاعمش عن ابراهيم قال كان عبد الله يقول لعن الله المتوشمات والمتنمصات والمتفلجات الا لعن من لعن رسول الله ﷺ *

৫২৫৬ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) বলতেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা শরীরে দাগ সৃষ্টিকারিণী, চেহারার চুল উৎপাটনকারিণী এবং দাঁতে ফাঁকে সৃষ্টিকারিণী রমণীর উপর লা'নত করেছেন শুনে রাখ ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাদেরকে লা'নত করেছেন, আমিও তাদের লা'নত করি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের মধ্যে নারীদের জন্য রেশম এবং স্বর্ণ হালাল করেছেন এবং তা পুরুষদের জন্য হারাম করেছেন।

اَلتُّرَعْفُرُ

যা'আফরানী রং লাগানো

٥٢٥٧ اخبرنا اسحق بن ابراهيم عن اسماعيل عن عبد العزيز عن انس قال نهى رسول الله ﷺ يترعفر الرجل *

৫২৫৭ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষদেরকে যা'ফরানী রং লাগাতে নিষেধ করেছেন

٥٢٥٨ اخبرنا محمد بن عمر بن على بن مقدم قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة الانصارى عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال نهى رسول الله ﷺ ان يترعفر الرجل جلده *

৫২৫৮ মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র) - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষদেরকে তাদের শরীরে যা'ফরানী রং লাগাতে নিষেধ করেছেন

أَلطِّيبِ

সুগন্ধি সম্পর্কে

٥٢٥٩ أخبرنا إسحاق قال أنبأنا وكيع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال كان النبي ﷺ إذا أتي بطيب لم يرده *

৫২৫৯ ইসহাক (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ এর নিকট সুগন্ধি পেশ করা হলে, তিনি তা ফেরত দিতেন না।

٥٢٦٠ أخبرني عبيد الله بن عصام بن إبراهيم قال ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد قال حدثني عبد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة *

৫২৬০ উবায়দুল্লাহ ইবন আসাম (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কারোর সামনে সুগন্ধি পেশ করা হলে, সে যেন তা ফেরত না দেয় কেননা, তা ওজনে হালকা হলেও ঘ্রাণে উত্তম।

٥٢٦١ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال ثنا جرير عن ابن عجلان عن بكير ح وأنبأنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله ﷺ إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا *

৫২৬১ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আবদুল্লাহর স্ত্রী যয়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কোন মহিলা এশার জামাআতে আসতে ইচ্ছা করলে, সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে

٥٢٦٢ أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكير بن عبد الله ابن الأشج عن بسر بن سعيد أخبرتني زينب الثقفية امرأة عبد الله أن رسول الله ﷺ قال لها إذا خرجت إلى العشاء فلا تمس طيبا *

৫২৬২ আহমদ ইবন সা'য়ীদ (র) - আবদুল্লাহর স্ত্রী যয়নব ছাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছেন ঃ যখন তুমি এশার জামাআতের উদ্দেশ্যে বের হবে, তখন সুগন্ধি স্পর্শ করবে না।

٥٢٦٣ وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيبًا *

৫২৬৩ কুতায়বা (র) - - - যয়নব ছাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মসজিদে গমনের ইচ্ছায় বের হলে সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে

٥٢٦٤ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ *

৫২৬৪ মুহাম্মদ ইবন হিশাম (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে রমণী সুগন্ধি-ধোঁয়া নিয়েছে, সে যেন আমাদের সাথে এশার জামাআতে শরীক না হয়

ذِكْرُ أَطْيَبِ الطِّيبِ

উত্তম সুগন্ধি সম্পর্কে

٥٢٦٥ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَزْرَاءَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَالْمُسْتَمِرِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ امْرَأَةً حَشَتْ خَاتَمَهَا بِالْمِسْكِ فَقَالَ وَهُوَ طِيبُ الطِّيبِ *

৫২৬৫ আবূ বকর ইবন ইসহাক (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মহিলার কথা উল্লেখ করেন, যে তার আংটিতে মৃগনাভি ভরে রেখেছিল। তিনি বলেন ঃ এটা উত্তম সুগন্ধি।

تَحْرِيمُ لُبْسِ الذَّهَبِ

স্বর্ণ পরিধান করা হারাম হওয়া

٥٢٦٦ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَمَرْوَانُ وَمُعْتَمِرٌ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالُوا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا *

৫২৬৬ আমর ইবন আলী (র) - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের মধ্যে নারীদের জন্য রেশম এবং স্বর্ণ হালাল করেছেন এবং তা পুরুষদের জন্য হারাম করেছেন

النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ خَاتَمِ الذَّهَبِ

স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা নিষেধ

٥٢٦٧ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نُهِيتُ عَنِ الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ *

৫২৬৭ মুহাম্মদ ইবন ওলীদ (র) - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, লাল রং এর কাপড়, স্বর্ণের আংটি এবং রুকূতে কুরআন তিলাওয়াত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে

٥٢٦٨ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ *

৫২৬৮ ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে আংটি পরতে, রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে, রেশমী কাপড় পরতে এবং কুসুম রং ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٦٩ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ ثَوْبِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَهَيْئَةِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ *

৫২৬৯ ঈসা ইবন হাম্মাদ (র) - - আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সোনার আংটি পরতে, কুসুম রংয়ের কাপড়, রেশমী কাপড় পরতে এবং রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন

٥٢٧٠ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ *

৫২৭০ হারিছ ইবন মিসকীন (র) আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে রুকূ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٧١ أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ الْمَكِّيُّ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ حَدَّثَنِي ابْنُ حُنَيْنٍ أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ *

৫২৭১ হারূন ইবন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কুসুম রং-এর কাপড় ব্যবহার করতে, সোনার আংটি পরতে, রেশমী কাপড় পরিধান করতে এবং রুকূতে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন

٥٢٧٢ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ لُبْسِ ثَوْبٍ مُعَصْفَرٍ وَعَنْ تَخَتُّمٍ بِخَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَأَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا *

৫২৭২. ইয়াহ্ইয়া ইবন দুরুস্ত (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে চারটি বস্তু অর্থাৎ কুসুম রং-এর কাপড় পরতে, সোনার আংটি ব্যবহার করতে, রেশমী কাপড় পরিধান করতে এবং রুকূতে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন

٥٢٧٣ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ أَنَّ ابْنَ حُنَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْحَرِيرِ وَأَنْ يَقْرَأَ وَهُوَ رَاكِعٌ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ *

৫২৭৩. ইবরাহীম ইবন ইয়া'কূব (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুসুম রংয়ের কাপড়, রেশমী কাপড় রুকূতে কুরআন তিলাওয়াত এবং সোনার আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন

٥٢٧٤ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ *

৫২৭৪ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনার আংটি পরতে নিষেধ করেছেন

٥٢٧٥ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ وَهُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ *

৫২৭৫ আহমদ ইবন হাফস (র) - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

صِفَةُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَقْشِهِ

নবী ﷺ-এর আংটি ও এর নকশা সম্পর্কে

٥٢٧٦ أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله ﷺ خاتم الذهب فلبسه رسول الله ﷺ فاتخذ الناس خواتيم الذهب فقال رسول الله ﷺ إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم *

৫২৭৬. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি সোনার আংটি তৈরি করিয়ে তাঁর হাতে পরলেন। অন্যান্য লোকেরাও পরে সোনার আংটি বানায় তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি এই আংটিটি পরিধান করতাম, কিন্তু এখন হতে আমি আর কখনও তা পরিধান করবো না এই বলে তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, পরে অন্যান্য লোকেরাও তাদের আংটি ফেলে দিল।

٥٢٧٧ أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان نقش خاتم رسول الله ﷺ محمد رسول الله ﷺ *

৫২৭৭ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর আংটির নকশা ছিল- "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"।

٥٢٧٨ أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن الزهري عن أنس بن مالك ﷺ اتخذ خاتما من ورق وفصه حبشي ونقشه محمد رسول الله ﷺ *

৫২৭৮ আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল আযীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ একটি রূপার আংটি তৈরি করান যার নগীনা ছিল হাবশার তৈরি এবং তাতে নকশা ছিল "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"

٥٢٧٩ أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا ثمامة عن أنس قال أراد رسول الله ﷺ أن يكتب إلى الروم فقالوا إنهم لا يقرؤن كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله ﷺ *

৫২৭৯. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোমের বাদশাহ্‌কে লিখতে ইচ্ছা করলে লোকজন বললো ঃ তারা সিল মোহর ব্যতীত কোন চিঠির প্রতি গুরুত্বারোপ করে না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরি করান আমি যেন তার শুভ্রতা তাঁর হাতে এখনও দেখছি তাতে নকশা করা হয়েছিল ঃ "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"

٥٢٨ أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أنس أن رسول الله ﷺ اتخذ خاتما من ورق وفصه حبشي *

৫২৮০ কুতায়বা (র) - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি আংটি তৈরি করান রূপা দিয়ে। তার নগীনা ছিল হাবশায় তৈরি।

٥٢٨١ اخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن الحسن وهو ابن صالح عن عاصم عن حميد عن انس قال كان خاتم النبي ﷺ من فضة وفصه منه *

৫২৮১ কাসিম ইবন যাকারিয়া (র) - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত ; তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর আংটি ছিল রৌপ্য নির্মিত এবং এর নগীনাও ছিল রূপার।

٥٢٨٢ اخبرنا اسحق بن ابراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قالا حدثنا اسمعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال قال رسول الله ﷺ قد اصطنعت خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه احد *

৫২৮২ ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আলী ইবন হুজর (র) - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, আমি একটি আংটি তৈরি করিয়েছি এবং তাতে নকশা করিয়েছি। অতএব এখন যেন কেউ এরূপ নকশা না করায়।

مَوْضِعِ الْخَاتَمِ

আংটি পরার স্থান

٥٢٨٣ اخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس ان النبي ﷺ اصطنع خاتما فقال انا قد اتخذنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه احد وانى لارى بريقه في خنصر رسول الله ﷺ *

৫২৮৩ ইমরান ইবন মূসা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ একটি আংটি তৈরি করালেন এবং বললেন ঃ আমি একটি আংটি তৈরি করিয়েছি এবং তার উপর নকশাও করিয়েছি, অতএব কেউ যেন ঐরূপ নকশা না করায়। আর আমি এখনও যেন ঐ আংটির ঔজ্জ্বল্য তাঁর কনিষ্ঠা আঙ্গুলে দেখছি

٥٢٨٤ اخبرنا محمد بن عامر قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن نافع عن سعيد عن قتادة عن انس ان النبي ﷺ كان يتختم في يمينه *

৫২৮৪ মুহাম্মদ ইবন আমির (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

٥٢٨٥ اخبرنا الحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا سلم بن قتيبة عن شعبة عن قتادة عن انس قال كاني انظر الى بياض خنصر النبي ﷺ في صنعه يتختم *

৫২৮৫ হুসায়ন ইবন ঈসা বিস্তামী (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর আংটির শুভ্রতা তাঁর বাম হাতের আঙ্গুলে যেন এখনও দেখছি

٥٢٨٦ اخبرنا ابو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت
انهم سالوا انسا عن خاتم رسول الله ﷺ قال كانى انظر الى وبيص خاتمه من فضة
ورفع اصبعه اليسرى الخنصر *

৫২৮৬ আবূ বকর ইবন নাফি' (র) - ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, লোকেরা আনাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর আংটির ব্যাপারে প্রশ্ন করলে, তিনি বললেন : আমি যেন এখনও তাঁর রূপার তৈরি চাকচিক্য অবলোকন করছি এই বলে তিনি তাঁর বাম হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী উঠালেন।

٥٢٨٧ اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن
ابى بردة قال سمعت عليا يقول نهانى رسول الله ﷺ عن الخاتم فى السبابة والوسطى *

৫২৮৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) -- আবূ বুরদাহ (রা) থেকে বর্ণিত ; তিনি বলেন, আমি আলী (রা) কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন

٥٢٨٨ اخبرنا هناد بن السرى عن ابى الاحوص عن عاصم بن كليب عن ابى بردة عن على
عن نهانى رسول الله ﷺ ان البس فى اصبعى هذه وفى الوسطى والتى تليها *

৫২৮৮ হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তর্জনী মধ্যমা এবং এর নিকটবর্তী আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

مَوْضِعِ الْفَصِّ

নগীনার স্থান

٥٢٨٩ اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن نافع
عن ابن عمر قال كان النبى ﷺ يتختم بخاتم من ذهب ثم طرحه ولبس خاتما من ورق
ونقش عليه محمد رسول الله ﷺ ثم قال لا ينقش احد ان ينقش على نقش خاتمى هذا
وجعل فصه فى بطن كفه *

৫২৮৯ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনার আংটি পরতেন পর তিনি ঐ আংটি ফেলে দিয়ে রূপার আংটি পরলেন এবং তাতে তিনি "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" নকশা করালেন এরপর তিনি বললেন : কারো জন্য উচিত হবে না যে, সে আমার আংটির নকশার ন্যায় তার আংটি নকশা করায় আর তিনি ঐ আংটির নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

طَرْحِ الْخَاتَمِ وَتَرْكِ لُبْسِهِ

আংটি ফেলে দেয়া এবং এর ব্যবহার ত্যাগ করা

٥٢٩٠ أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن مغول عن سليمان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ اتخذ خاتما فجعله في شماله هذا عنكم منذ اليوم إنه بطرة والنكم بطرة ثم نبذه *

৫২৯০ মুহাম্মদ ইবন আলী (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি আংটি বানিয়ে তা হাতে দিয়ে বললেন ঃ আজ থেকে আমি এই আংটির কারণে তোমাদের থেকে অন্য মনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, কখনো এর দিকেও আমার দৃষ্টি পড়ে আবার কখনো তোমাদের দিকে। পরে তিনি তা খুলে ফেলেন

٥٢٩١ أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرميت به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم *

৫২৯১ কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি সোনার আংটি তৈরি করিয়ে তিনি তা পরতেন তিনি এর নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখতেন। পরে অন্যান্য লোক তাঁর মত করতে লাগলো। তখন তিনি মিম্বরে আরোহন করে আংটি খুলে ফেললেন এবং বললেন ঃ আমি এই আংটিটি পরতাম এবং এর নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখতাম। পরে তিনি তা ফেলে দিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! আমি তা আর কখনও পরবো না পরে অন্য লোকেরাও তাদের আংটি ফেলে দিল।

٥٢٩٢ أخبرنا محمد بن سليمان قراءة عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس أنه رأى في يد رسول الله ﷺ خاتما من ورق يوما واحدا فصنعوه فلبسوه فطرح النبي ﷺ وطرح الناس *

৫২৯২ মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে রৌপ্য নির্মিত আংটি দেখলেন অন্য লোকেরাও তদ্রুপ আংটি তৈরি করিয়ে তা পরতে লাগলো। পরে নবী ﷺ তা ফেলে দিলে লোকেরাও তাদের আংটি ফেলে দিল।

٥٢٩٣ أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ اتخذ خاتما من ذهب وكان يجعل فصه في باطن كفه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله ﷺ فطرح الناس خواتيمهم واتخذ خاتما من فضة فكان يجعله في يده ولا يلبسه *

৫২৯৩ কুতায়বা (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি সোনার আংটি তৈরি করান, আর তিনি তার নগীনা রাখতেন হাতের তালুর দিকে পরে অন্যান্য লোকও সোনার আংটি তৈরি করায় তখন

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা খুলে ফেললে অন্যান্য লোকেরাও তাদের আংটি খুলে ফেলে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রূপার একটি আংটি বানান তিনি তা দ্বারা সিল মোহর করতেন, পরতেন না।

٥٢٩٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ الْخَوَاتِيمَ فَأَلْقَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا ثُمَّ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَاتَّخَذَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ فِي بِئْرِ رِئْسٍ *

৫২৯৪ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি সোনার আংটি তৈরি করান আর তিনি তার নগীনা তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখতেন এরপর অন্য লোকও আংটি তৈরি করায়। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা খুলে ফেলেন এবং বললেন ঃ আমি আর কখনও তা পরবো না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রৌপ্য নির্মিত আংটি পরেন এই আংটি পরে আবূ বকর (রা)-এর হাতে ছিল, পরে তা উমর (রা)-এর হাতে ছিল, উমর (রা)-এর পর তা উছমান (রা)-এর হাতে ছিল, পরে তা আরীস নামক কূপে পড়ে হারিয়ে যায়।

ذِكْرُ مَا يَسْتَحِبُّ مَنْ لَبِسَ الثِّيَابَ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا

কোন্ কাপড় পরিধান করা মুস্তাহাব, আর কোন্‌টি মাকরূহ

٥٢٩٥ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَآنِي سَيِّئَ الْهَيْئَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ نَعَمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِي اللَّهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ فَلْيُرَ عَلَيْكَ *

৫২৯৫ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - আবুল আহ্ওয়াস (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে পুরাতন মলিন কাপড় পরিহিত খারাপ অবস্থায় দেখে বললেন ঃ তোমার কি কোন মাল-সম্পদ আছে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সর্বপ্রকার সম্পদই দান করেছেন। তখন তিনি বললেন ঃ যখন তোমাকে আল্লাহ্ মাল দান করেছেন, তখন এর চিহ্ন তোমার মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْإِسْتَبْرَقِ

সোনালী ডোরা বিশিষ্ট রেশমী চাদর ব্যবহার নিষেধ

٥٢٩٦ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ نَبَّأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ قَالَ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ مِنْهَا بِحُلَلٍ فَكَسَانِي مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي مِنْهَا مَا قُلْتَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا بِمَا كَسَوْتُكَهَا لِتَكْسُوهَا أَوْ تَبِيعُهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مِنْ أُمِّهِ مُشْرِكًا ۔

৫২৯৬. ইসহাক ইবন মানসূর (র) - - - উমর ইবন খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি মসজিদের দরজায় সোনালী ডোরাদার রেশমী জোড়া বিক্রি হতে দেখলেন। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি আপনি জুমুআর দিনের জন্য এবং আপনার নিকট কোন বিদেশী প্রতিনিধিদল আসলে পরার জন্য এরূপ এক জোড়া খরিদ করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এতো ঐ ব্যক্তি পরিধান করবে, আখিরাতে যার কোন অংশ থাকবে না। এরপর তা হতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট পেশ করা হলে, তা হতে এক জোড়া আমাকে দান করলেন। উমর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি আমাকে তা দিচ্ছেন, আর একটু আগে আপনি এব্যাপারে বললেন ? নবী ﷺ বললেন ঃ আমি তা তোমাকে পরার জন্য দেইনি। আমি এজন্য দিয়েছি যে, তুমি তা অন্য কাউকে পরতে দেবে বা বিক্রি করে অন্য কাজে লাগাবে এরপর উমর (রা) তা তাঁর এক খালাতো ভাইকে দান করেন, যে মুশরিক ছিল।

ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي لُبْسِ السِّيَرَاءِ

ডোরাদার রেশমী কাপড় নারীদের ব্যবহারের অনুমতি

٥٢٩٧ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ قَمِيصَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ ۔

৫২৯৭ হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র) - - - আনাস (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কন্যা যয়নাবের পরিধানে ডোরাদার রেশমী চাদরে নির্মিত একটি কামিজ দেখেছি।

٥٢٩٨ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بُرْدَ سِيَرَاءَ وَالسِّيَرَاءُ الْمُصَلَّعُ بِالْقَزِّ ۔

৫২৯৮ আমর ইবন উছমান (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কন্যা উম্মে কুলসুমের পরিধানে সোনালী ডোরাদার রেশমী কাপড়ের চাদর দেখেছেন।

٥٢٩٩ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ الْحَنَفِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةُ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ مَا إِيَّايَ لَمْ أَعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَأَمَرَنِي فَفَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي *

৫২৯৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট একটি ডোরাদার রেশমী কাপড় পেশ করা হলে তিনি তা আমার নিকট পাঠিয়ে দেন আমি তা পরিধান করলে, তাঁর চেহারায় বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করলাম। তিনি বললেন ঃ আমি তা তোমাকে পরতে দেইনি এরপর তিনি আমাকে আদেশ করলে, আমি তা আমাদের নারীদেরকে বণ্টন করে দিলাম।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْإِسْتَبْرَقِ

ইস্‌তাব্‌রাক বা রেশমী কাপড় পরিধান করা নিষেধ

٥٣٠٠ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ فَرَأَى حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِهَا فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحِينَ يَقْدَمُ عَلَيْكَ الْوُفُودُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَلَاثِ حُلَلٍ مِنْهَا فَكَسَا عُمَرَ حُلَّةً وَكَسَا عَلِيًّا حُلَّةً وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ فِيهِ مَا قُلْتَ ثُمَّ بَعَثْتَ إِلَيَّ فَمَا تَصْنَعُ بِهَا وَأَقْمِصْ بِهَا حَاجَتَكَ وَشَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ *

৫৩০০ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, উমর (রা) একবার বের হয়ে দেখলেন, বাজারে ইস্‌তাব্‌রাক বা রেশমী জোড়া বিক্রি হচ্ছে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাজির হয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এটা ক্রয় করুন এবং জুমুআর দিন এবং আপনার নিকট বিদেশী প্রতিনিধিদল আসলে পরিধান করুন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এটা ঐ ব্যক্তিই পরবে, যার কোন অংশ আখিরাতে নেই পরে এর তিন জোড়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পেশ করা হলে তিনি এর একজোড়া উমর (রা)-কে, একজোড়া আলী (রা)-কে এবং এক জোড়া উসামা (রা)-কে দিলেন। তখন উমর (রা) তাঁর নিকট এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এর পূর্বে এ ব্যাপারে যা বলার তা বলেছিলেন আর এখন তা আমাকে দান করলেন? তিনি বললেন ঃ তুমি তা কেটে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ কর অথবা তা টুকরা করে তোমার মহিলাদের ওড়না বানিয়ে দাও

صِفَةُ الْإِسْتَبْرَقِ

ইসতাব্‌রাকের বর্ণনা

٥٣٠١ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي

سُحْق قال قال سالم ما استبرق قلت مغلظ من الديباج وخشن منه قال سمعت عبد الله بن عمر يقول رأى عمر مع رجل حلة سندس فأتى بها النبي ﷺ فقال اشتر هذه وساق الحديث *

৫৩০১ ইমরান ইব্‌ন মূসা (র) ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সালিম (র) বলেন, ইস্তাবরাক কি বস্তু ? আমি বললাম ঃ রেশমী কাপড়ের মধ্যে যা শক্ত এবং মোটা হয় তাই ইসতাবরাক সালিম বললেন ঃ আমি আব্দুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ উমর (রা)-এক ব্যক্তি নিকট রেশমী কাপড়ের এক জোড়া দেখতে পেলেন এবং তা নবী ﷺ এর নিকট এনে বললেন ঃ আপনি এটা খরিদ করুন, এরপর হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ

দীবাজ নামক রেশমী কাপড় পরা নিষেধ

٥٣٠٢ اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن ابي ليلى وسريد بن ابي زياد عن ابن ابي ليلى وابو فروة عن عبد الله بن عكيم قال استسقى حذيفة فاتاه دهقان بماء في اناء من فضة فحذفه ثم اعتذر اليهم مما صنع به وقال اني نهيته سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تشربوا في اناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج ولا الحرير فانها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة *

৫৩০২ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উকায়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা (রা) পানি চাইলে এক গ্রাম্য নেতা ব্যক্তি রৌপ্য নির্মিত পাত্রে পানি আনে। হুযায়ফা (রা) তা ফেলে দিলেন এবং লোকের সামনে তা ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হয়ে বললেন ঃ আমার জন্য এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যেন সোনা রূপার পাত্রে পান না করে এবং দীবাজ ও রেশমী কাপড় যেন পরিধান না করে। কেননা, এটা পৃথিবীতে তাদের জন্য, আর আমাদের জন্য আখিরাতে

لُبْسِ الدِّيبَاجِ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ

সোনার কারুকার্য খচিত দীবাজ বা রেশমী বস্ত্র পরিধান সম্পর্কে

٥٣٠٣ اخبرنا الحسن بن مدرك عن خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا محمد بن عمرو عن واقد ابن عمرو بن سعد بن معاذ قال دخلت على انس بن مالك حين قدم المدينة فسلمت عليه فقال ممن انت قلت انا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال ان سعدا كان اعظم

النَّاسِ وَاطَوَلَهُ ثُمَّ بَكَى فَكَثُرَ الْبُكَاءُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اِلَى اُكَيْدِرٍ صَاحِبِ دُوْمَةِ بَعْثًا فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ بِجُبَّةِ دِيْبَاجٍ مَنْسُوْجَةٍ مِنْهَا الذَّهَبُ فَلَبِسَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَعَدَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَنَزَلَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمَسُوْنَهَا بِاَيْدِيْهِمْ فَقَالَ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ هٰذِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ اَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ *

৫৩০৩ হাসান ইব্‌ন কাযা'আ (র) - - - - ওয়াকিদ ইবন আমর ইবন সা'দ ইব্‌ন মুআয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) মদীনায় আগমন করলে আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম তিনি বললেন ঃ তুমি কে ? আমি বললাম ঃ আমি ওয়াকিদ ইব্‌ন আমার ইব্‌ন সাদ ইবন মুআয তিনি বললেন ঃ সাদ ইবন মুআয (রা) তো বড় এবং লম্বাকৃতির লোক ছিলেন এই বলে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুমার বাদশাহ্ উকায়দারের নিকট এক বাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট রেশম এবং সোনার কারুকার্য খচিত একটি জুব্বা পাঠান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা পরিধান করে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে পরে বসে পড়ে কোন কথা না বলে পরে তিনি মিম্বর হতে অবতরণ করলে লোক ঐ জুব্বা হাতে ধরে দেখতে লাগলো। তিনি বললেন ঃ তোমরা এটা দেখে আশ্চর্যবোধ করছো ? বেহেশতে সা'দ ইব্‌ন মুআযের রুমাল এর চাইতে উত্তম, যা তোমরা দেখছো

ذِكْرُ نَسْخِ ذٰلِكَ

উক্ত হাদীস রহিত হওয়ার বর্ণনা

٥٣٠٤ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ نَوْفٌ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ لَبِسَ النَّبِيُّ ﷺ قَبَاءً مِنْ دِيْبَاجٍ اُهْدِيَ لَهُ ثُمَّ اَوْشَكَ اَنْ نَزَعَهُ فَاَرْسَلَ بِهِ اِلَى عُمَرَ فَقِيْلَ لَهُ قَدْ اَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَهَانِيْ عَنْهُ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَجَاءَ عُمَرُ يَبْكِيْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَرِهْتَ اَمْرًا وَاَعْطَيْتَنِيْهِ قَالَ اِنِّيْ لَمْ اُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ اِنَّمَا اَعْطَيْتُكَهُ لِتَبِيْعَهُ فَبَاعَهُ عُمَرُ بِاَلْفَيْ دِرْهَمٍ *

৫৩০৪ য়ূসুফ ইবন সায়ীদ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, দীবাজ নামক রেশমী কাপড়ের একটি কাবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে হাদিয়া স্বরূপ দান করা হলে তিনি তা পরিধান করেন। কিছুক্ষণ পর তিনি তা খুলে ফেলে তা উমর (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন তখন অন্যান্য লোক তাকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি হঠাৎ তা খুলে ফেললেন কেন ? তিনি বললেন ঃ আমাকে জিবরাঈল (আ) তা পরতে নিষেধ করেছেন একথা শুনে উমর (রা) কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি যা অপছন্দ করেন তা আমাকে পরতে দিলেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তো তোমাকে তা পরতে দেইনি আমি তো তা তোমাকে দিয়েছি বিক্রি করার জন্য এরপর উমর (রা) দুই হাজার দিরহামে তা বিক্রি করে দেন।

التَّشْدِيدُ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَأَنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ

পৃথিবীতে রেশমী কাপড় পরার ব্যাপারে কঠোরতা যে দুনিয়াতে তা পরবে, সে আখিরাতে তা পরতে পারবে না

٥٣٠٥ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ وَيَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ *

৫৩০৫ কুতায়বা (র) - - আব্দুল্লাহ্ ইবন যুবায়র (রা) হতে বর্ণিত, তিনি মিম্বরের উপর খুতবা দিতে গিয়ে বললেন ঃ মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে রেশমী কাপড় পরিধান করবে, আখিরাতে সে কখনো তা পরতে পারবে না।

٥٣٠٦ أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ *

৫৩০৬ মাহমূদ ইবন গায়লান (র) - আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা নিজেদের রমণীদেরকে রেশমী কাপড় পরতে দেবে না। আমি উমর ইবন খাত্তাব (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে তা পৃথিবীতে পরিধান করবে সে আখিরাতে তা পরতে পারবে না।

٥٣٠٧ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ فَقَالَ سَلْ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ سَلْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ *

৫৩০৭ আমর ইবন মানসূর (র) - - - ইমরান ইবন হাত্তান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) কে রেশমী কাপড় পরিধান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ তুমি এব্যাপারে আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর আমি ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে– তিনি বললেন ঃ আমার নিকট আবূ হাফস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে রেশমী কাপড় পরবে, আখিরাতে তার জন্য এর কোন অংশ থাকবে না।

٥٣٠٨ أخبرنا سليمان بن سلم قال أنبأنا النضر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن بكر بن عبد الله وبشر بن المحتفر عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له *

৫৩০৮ সুলায়মান ইবন সালম (র) - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রেশমী কাপড় ঐ ব্যক্তিই পরিধান করবে, যার কোন অংশ আখিরাতে নেই

٥٣٠٩ أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النعمان سنة ست وماتين قال حدثنا إسحق بن حزن عن قتادة عن علي الأزدي قال أتتني امرأة تستفتيني فقلت لها هذا ابن عمر فاذهبي فاسأليه واتبعتها أسمع ما يقول قالت أفتني في الحرير قال نهى عنه رسول الله ﷺ *

৫৩০৯ ইব্রাহীম ইবন ইয়াকূব (র) - - - - আলী আল বারেকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা আমার নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসলে আমি তাকে বললাম ঃ ইনি আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করুন এরপর ঐ মহিলা তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করার জন্য গেল, আর আমি তার পিছে পিছে গেলাম, তাদের কথা শোনার জন্য। সেই রমণী বললো ঃ রেশমী কাপড় সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলুন তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ

রেশমী কাপড় পরার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

٥٣١٠ أخبرنا سليمان بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع نهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن الميثر والقسية والإستبرق والديباج والحرير *

৫৩১০ সুলায়মান ইবন মানসূর (র) - - - - বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে আদেশ করেছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন ঃ সোনার আংটি, রৌপ্য পাত্র, জুয়া খেলা, রেশমী কাপড় ইসতাবরাক এবং দীবাজ ও হারীর হতে

اَلرُّخْصَةُ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ

রেশমী কাপড় পরার অনুমতি সম্পর্কে

٥٣١١ أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد عن قتادة

عن أنس أن رسول الله ﷺ أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص حرير من حكة كانت بهما *

৫৩১১ ইসহাক ইবন ইব্‌রাহীম (র) - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আব্দুর রহমান ইবন আউফ এবং যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)-কে রেশমী জামা পরার অনুমতি দান করেছিলেন, কেননা, তাদের খুজলী রোগ হয়েছিল

٥٣١٢ أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن والزبير في قمص حرير كانت بهما يعني حكة *

৫৩১২ নাসর ইবন আলী (র) - - - আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ আব্দুর রহমান এবং যুবায়র (রা) কে রেশমী কাপড়ের জামা ব্যবহারের অনুমতি দান করেন, তাঁদের খুজলীতে আক্রান্ত হওয়ার দরুন।

٥٣١٣ أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال كنا مع عتبة بن فرقد فجاء كتاب عمر أن رسول الله ﷺ قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا وقال أبو عثمان بأصبعيه اللتين تليان الإبهام فرأيتهما أزرار الطيالسة حتى رأيت الطيالسة *

৫৩১২ ইসহাক ইবন ইব্‌রাহীম (র) - - আবূ উছমান নাহ্‌দী র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা উৎবা ইবন ফারকাদ (র)-এর সাথে ছিলাম এমন সময় উমর (রা)-এর আদেশ পৌঁছলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রেশমী কাপড় শুধু ঐ ব্যক্তিই পরিধান করতে পারে, আখিরাতে যার এতে কোন অংশ নেই, আবূ উছমান (র) বলেন ঃ তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলির সংলগ্ন অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। আমার মনে হলো তা চাদরের প্রান্ত ভাগ। পরে আমি চাদর দেখলাম।

٥٣١٤ حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا مسعر عن وبرة عن الشعبي عن سويد بن غفلة ح و حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن ابن حصين عن إبراهيم عن سويد بن غفلة عن عمر أنه لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع *

৫৩১৩ আব্দুল হামিদ ইবন মুহাম্মদ ও আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রেশমী কাপড়ের চার অঙ্গুলী পরিমাণের অধিক পরার অনুমতি দেন নি।

لبس الحلل

জোড়া পোশাক পরিধান করা

٥٣١٤ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحق عن

لِلْبَرَاءِ قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مُرَجَّلاً لِذِرَاعَيْهِ وَلاَ بَعْدَهُ أَحَدٌ هُوَ أَجْمَلُ مِنْهُ *

৫৩১৪ ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম (র) - - বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জোড়া পোশাক পরিহিত, মাথার চুল সুবিন্যস্ত অবস্থায় দেখেছি আমি পূর্বে ও পরে কাউকে তাঁর চাইতে কোন সুশ্রী সুপুরুষ দেখিনি

لُبْسِ الْحِبَرَةِ

ইয়ামানী চাদর পরিধান করা

٥٣١٥ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ الْحِبَرَةُ *

৫৩১৫ উবায়দুল্লাহ্ ইবন সাঈদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইয়ামানী চাদর ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অধিক পছন্দনীয়।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ

কুসুম রং-এর কাপড় পরিধান করা নিষেধ

٥٣١٦ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَرْثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَاطِبٍ بْنِ بَلْتَعَةَ أَنَّ خَبَّابَ بْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ فَقَالَ هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا *

৫৩১৬ ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দু'টি কুসুম রং-এর কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখে বললেন ঃ এটা কাফিরদের পোষাক। অতএব, তুমি তা পরিধান করো না।

٥٣١٧ أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ فَعَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ اذْهَبْ فَاطْرَحْهُمَا عَنْكَ قَالَ أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فِي النَّارِ *

৫৩১৭ হাজিব ইবন সুলায়মান (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত এক সময় তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট দু'টি কুসুম রং-এর কাপড় পরিহিত অবস্থায় আগমন করলে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন ঃ ফেলে দাও। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোথায় ফেলবো? তিনি বললেন ঃ দোযখে।

٥٣١٨ حدثنا عيسى بن حماد قال انبأنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب ان ابراهيم بن عبد الله بن حنين اخبره ان ابا حدثه انه سمع عليا يقول نهاني رسول الله ﷺ عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وانا راكع *

৫৩১৮ ঈসা ইবন হাম্মাদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সোনার আংটি, রেশমী কাপড় পরিধান করতে, কুসুম রং-এর কাপড় পরতে এবং রুকূ অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।

لبس الخضر من الثياب

সবুজ কাপড় পরিধান করা

٥٣١٩ اخبرنا العباس بن محمد قال انبأنا نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الملك ابن عمير عن اياد بن لقيط عن ابي رمثة قال خرج علينا رسول الله ﷺ وعليه ثوبان اخضران *

৫৩১৯ আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবূ রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুইখানা সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় আমাদের নিকট আগমন করেন

لبس البرود

চাদর পরিধান করা

٥٣٢٠ اخبرنا يعقوب بن ابراهيم ومحمد بن المثنى عن يحيى عن اسمعيل قال حدثني قيس عن خباب بن الارت قال شكوت الى رسول الله ﷺ وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا *

৫৩২০ মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও ইয়াকূব ইবন ইব্রাহীম (র) - খাব্বাব ইব্ন আরত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলাম, তখন তিনি কা'বা শরীফের ছায়ায় একখানা চাদরের উপর মাথা রেখে আরাম করছিলেন আমি বললাম ঃ আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করবেন না ?

٥٣٢١ حدثنا قتيبة قال انبأنا يعقوب عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدرون ما البردة قالوا نعم هذه الشملة منسوج في حاشيتها فقالت يا رسول الله اني نسجت هذه بيدي اكسوكها فاخذها رسول الله ﷺ محتاجا اليها فخرج الينا وانها لازاره *

৫৩২১ কুতায়বা (র) সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একজন মহিলা একখানা চাদর নিয়ে আসলে সাহ্‌ল (রা) বলেন ঃ তোমরা কি জান, ইহা কিরূপ চাদর ছিল ? উপস্থিত লোকজন বললো ঃ হ্যাঁ, ঐ চাদর ছিল এরূপ, যার কিনারায় নকশা করা ছিল। মহিলা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি ইহা আপনাকে পরানোর জন্য নিজ হাতে তৈরি করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রয়োজনের জন্য তা গ্রহণ করলেন, আর তিনি তা লুঙ্গিরূপে পরে আমাদের নিকট আসলেন

اَلْاَمْرُ بِلُبْسِ الْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ

সাদা কাপড় পরার আদেশ

٥٣٢٢ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ اَبِيْ عَرُوْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِيْ الْمُهَلَّبِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَاِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ قَالَ يَحْيَى لَمْ اَكْتُبْهُ فَسَأَلْتُ لِمَ قَالَ اسْتَغْنَيْتُ بِحَدِيْثِ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِيْ شَبِيْبٍ عَنْ سَمُرَةَ *

৫৩২২. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করবে কেননা, এটা পাক পবিত্র হয়ে থাকে আর তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে সাদা কাপড় দিয়ে কাফন দেবে।

٥٣٢٣ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ فَلْيَلْبَسْهَا اَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهِ مَوْتَاكُمْ فَاِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ *

৫৩২৩ কুতায়বা (র) - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করবে। জীবিতরা তা পরবে আর মৃতদেরকে তা দিয়ে কাফন দেবে। কেননা, এটাই উৎকৃষ্ট কাপড়

لُبْسِ الْاَقْبِيَةِ

কাবা পরিধান করা

٥٣٢٤ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ اُدْخُلْ فَادْعُهُ لِيْ قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَلَبِسَهُ مَخْرَمَةُ *

৫৩২৪ কুতায়বা ইবন সায়ীদ (র) মুসাওবির ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাবা বণ্টন করলেন ; কিন্তু মাখরামা (রা)-কে কিছু না দেওয়ায় তিনি বললেন ঃ প্রিয়পুত্র তুমি আমার সাথে চল, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট যাব আমি তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি ভেতরে প্রবেশ করে তাঁকে আমার নিকট ডেকে আনো, আমি তাঁকে ডাকলে তিনি ঐ কাবা পরিহিত অবস্থায় তার নিকট আগমন করলেন এবং বললেন ঃ আমি এটা আপনার জন্য রেখে দিয়েছি, মাখরামা তা দেখে পরিধান করলেন।

لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ

পায়জামা পরিধান করা

٥٣٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ اِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ *

৫৩২৫ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে আরাফাতে বলতে শোনেন ঃ যার লুঙ্গি না মিলে, সে যেন পায়জামা পরিধান করে এবং যার জুতা নেই সে যেন মোজা পরিধান করে।

اَلتَّغْلِيْظُ فِي جَرِّ الْاِزَارِ

লুঙ্গি ইত্যাদি ঝুলিয়ে পরার উপর নিষেধাজ্ঞা

٥٣٢٦ اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَالِمًا اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ اِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْاَرْضِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *

৫৩২৬ ওহাব ইবন বয়ান (র) - আব্দুল্লাহ্ ইবন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি গর্বভরে স্বীয় পরিধেয় লুঙ্গি বা পায়জামা ঝুলিয়ে চলতো। সে কিয়ামত পর্যন্ত মাটির মধ্যে ধসতে থাকবে

٥٣٢٧ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ح وَ نَبَّاَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ اَوْ قَالَ اِنَّ الَّذِيْ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫৩২৭ কুতায়বা ইবন সায়ীদ ও ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গর্বভরে স্বীয় কাপড় নীচের দিকে লম্বা করে পরে, অথবা তিনি বলেছেন ঃ যে কাপড় নীচের দিকে লম্বা করে পরবে গর্ব করে তিনি বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।

٥٣٢٨ اخبرنا مُحمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال حدثنا خالدٌ قال حدثنا شعبةُ عن محاربٍ قال سمعتُ ابنَ عمر يُحدثُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال من جرَّ ثوبهُ من مخيلةٍ فإنَّ اللهَ عز وجلَّ لم ينظرْ اليه يومَ القيامةِ *

৫৩২৮. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গর্বভরে নিজের কাপড় নীচের দিকে লম্বা করে দেয় আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না।

مَوْضِعُ الإِزَارِ

লুঙ্গি পরিধানের স্থান

٥٣٢٩ اخبرنا اسحٰقُ بنُ ابراهيمَ ومحمدُ بنُ قُدامةَ عن جريرٍ عن الأعمشِ عن ابنِ اسحٰقَ عن مُسلمِ بنِ نُذيرٍ عن حذيفةَ قال قال رسولُ اللهِ ﷺ موضعُ الإزارِ في نصفِ الساقينِ والعضلةِ فإنْ أبيتَ فأسفلَ فإنْ أبيتَ فمن وراءِ الساقِ ولا حقَّ للكعبينِ في الإزارِ والفظْ لمحمدٍ *

৫৩২৯ ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ লুঙ্গি, পায়জামা ইত্যাদি পায়ে গোছার মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত থাকা উচিত যেখানে মাংসপেশী অবস্থিত যদি তা পছন্দ না হয়, তবে আরো কিছু নীচে পরতে পার যদি আরও নীচু করতে ইচ্ছা কর, তবে পায়ের গোছার নীচে পরবে, কিন্তু পায়ের গোড়ালির গিরা যেন কাপড়ের নীচে না যায়

مَاتَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ

লুঙ্গি, চাদর ইত্যাদির যে অংশ পায়ের গিরার নীচে থাকবে

٥٣٣٠ أخبرنا اسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال حدثنا خالدٌ وهو ابنُ الحرثِ قال حدثنا هشامٌ عن يحيى عن محمدِ بنِ ابراهيمَ قال حدثني أبو يعقوبَ انهُ سمع ابا هريرةَ يقولُ قال رسولُ اللهِ ﷺ ما تحتَ الكعبينِ من الإزارِ ففي النارِ *

৫৩৩০ ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ লুঙ্গি ইত্যাদির যে অংশ পদমূলের উপরিস্থ গিরার নীচে থাকবে, দোযখে থাকবে।

٥٣٣١ أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ وَقَدْ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ *

৫৩৩১ মাহমূদ ইবন গায়লান (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ ইযার বা লুঙ্গির যে অংশ গোড়ালির উপরিস্থ গিরার নীচে থাকবে তা দোযখে অবস্থান করবে

إِسْبَالُ الْإِزَارِ

ইযার বা লুঙ্গি লটকানো

٥٣٣٢ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الْإِزَارِ *

৫৩৩২ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ইযার বা লুঙ্গি ইত্যাদি যে ব্যক্তি নীচে ঝুলিয়ে পরিধান করবে তার প্রতি আল্লাহ্ তাআলা রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না।

٥٣٣٣ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مِهْرَانَ الْأَعْمَشَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ *

৫৩৩৩ বিশ্র ইবন খালিদ (র) - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তিন প্রকার ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, এবং তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না, বরং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি , তাদের একজন ঐ ব্যক্তি, যে দান করে পরে খোঁটা দেয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে ইযার বা লুঙ্গি ইত্যাদি লটকিয়ে চলে তৃতীয় ব্যক্তি যে মিথ্যা শপথ করে।

٥٣٣٤ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫৩৩৪. মুহাম্মদ ইবন রাফে' (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইযার জামা পাগড়ী ইত্যাদির যে কোন একটি যে ব্যক্তি অহংকার ভরে ঝুলায় তার প্রতি আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করবেন না।

٥٣٣٥ - حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال من جر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده قال له النبي ﷺ إنك لست ممن تصنعه خيلاء *

৫৩৩৫. আলী ইবন হুজর (র) -- মালিক (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গর্বভরে তার কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। তখন আবূ বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! অসতর্কাবস্থায় আমার ইযারের একদিক লম্বা হয়ে যায় কিন্তু সতর্ক হলে বোধহয় এরূপ হবে না। নবী ﷺ বললেন : যারা গর্বভরে এরূপ করে আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।

ذُيُولُ النِّسَاءِ

নারীদের আঁচল

٥٣٣٦ - أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه قالت أم سلمة يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن قال ترخينه شبرا قالت إذا ينكشف أقدامهن قال ترخينه ذراعا لا تزدن عليه *

৫৩৩৬ নূহ ইবন হাবীব (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গর্বভরে নিজের কাপড় নীচু করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। উম্মে সালামা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! নারীরা তাদের আঁচল সম্বন্ধে কী করবে? তিনি বললেন : তারা তা এক বিঘত লম্বা করে দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, উম্মে সালামা (রা) বললেন : তা হলে তো তাদের পা খোলা থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাহলে তারা তা এক হাত লম্বা করবে, এর উপর যেন তারা লম্বা না করে।

٥٣٣٧ - حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة أنها ذكرت لرسول الله ﷺ ذيول النساء فقال رسول الله ﷺ يرخين شبرا قالت أم سلمة إذا ينكشف عنهن قال ترخين ذراعا لا تزدن عليه *

৫৩৩৭ আব্বাস ইবন ওলীদ (র) -- উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে নারীদের আঁচল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : তারা তা অর্ধ হাত লম্বা করবে। উম্মে সালামা (রা) বললেন : তখনও তো তার কিছু অংশ খোলা থাকবে। তিনি বললেন : তা হলে এক হাত লম্বা করবে, তার চেয়ে লম্বা করবে না।

٥٣٣٨ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا ذَكَرَ فِي الإِزَارِ مَا ذُكِرَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ *

৫৩৩৮ আব্দুল জব্বার ইবন আ'লা (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, ইযার বা লুঙ্গি ইত্যাদি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন, তা বলার পর উম্মে সালামা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ নারীরা কী করবে ? তিনি বললেন ঃ তারা আধ হাত লম্বা করবে উম্মে সালামা (রা) বললেন ঃ তখনও তো তাদের পা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাহলে তারা এক হাত বাড়াবে, এর উপর বাড়াবে না

٥٣٣٩ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ شِبْرًا قَالَتْ إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ ذِرَاعٌ لاَ تَزِيدُ عَلَيْهَا *

৫৩৩৯ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো নারীরা তাদের আঁচল কতটুকু নীচু করবে ? তিনি বললেন ঃ তারা আধ হাত লম্বা করবে উম্মে সালামা (রা) বললেন ঃ তখনও তো তাদের শরীরের কিছু অংশ খোলাই থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তবে তারা এক হাত লম্বা করবে, কিন্তু এর উপর বাড়াবে না

اَلنَّهْيُ عَنْ اِشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করা নিষেধ

٥٣٤٠ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ *

৫৩৪০. কুতায়বা (র) - আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করতে এবং একই কাপড় পিঠ, হাঁটু আবৃত করে, এমনভাবে বসতে নিষেধ করেছেন, যাতে ঐ কাপড়ের কিছুমাত্র লজ্জাস্থানের উপর না থাকে

٥٣٤١ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ *

৫৩৪১ হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বশরীর বস্ত্রাবৃত করতে এবং একই কাপড়ে পিঠ হাঁটু ইত্যাদি আবৃত করে এমনভাবে বসতে নিষেধ করেছেন, যাতে ঐ কাপড় কিছুমাত্র পুরুষাঙ্গের উপর না থাকে

اَلنَّهْيُ عَنِ الْاِحْتِبَاءِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ

এক কাপড়ে সর্বশরীর আবৃত করা নিষেধ

٥٣٤٢ اخبرنا قتيبة قال حدثنا سليمان عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله ﷺ نهى عن اشتمال الصماء وان يحتبي في ثوب واحد *

৫৩৪২ কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বশরীর এক কাপড়ে আবৃত করতে এবং একই কাপড়ে পিঠ, হাঁটু ইত্যাদি আবৃত করতে নিষেধ করেছেন

لُبْسِ الْعَمَائِمِ الْحَرْقَانِيَّةِ

কালো পাগড়ী পরিধান করা

٥٣٤٣ اخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه قال رايت على النبي ﷺ عمامة حرقانية *

৫৩৪৩ আব্দুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - আমর ইব্‌ন হুরায়ছ (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ -কে কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় দেখেছি

لُبْسِ الْعَمَائِمِ السُّوْدِ

কালো কাপড়ের পাগড়ী ব্যবহার করা

٥٣٤٤ اخبرنا قتيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا ابو الزبير عن جابر ان رسول الله ﷺ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير احرام *

৫৩৪৪ কুতায়বা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় ইহ্‌রাম ব্যতীত প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর মাথায় কালো পাগড়ী শোভা পাচ্ছিল

٥٣٤٥ اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن عمار الدهني عن ابي الزبير عن جابر قال دخل النبي ﷺ يوم الفتح وعليه عمامة سوداء *

৫৩৪৫ আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - জাবির (রা) বলেন, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় কালো পাগড়ী ছিল

إِرْخَاءُ طَرَفِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ

কাঁধের দু'দিকে লটকানো

٥٣٤٦ اخبرنا محمد بن ابان قال حدثنا ابو اسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن امية عن ابيه قال كأني انظر الساعة الى رسول الله ﷺ على المنبر وعليه عمامة سوداء قد ارخى طرفها بين كتفيه *

৫৩৪৬ মুহাম্মদ ইবন আবান (র) - - - জা'ফর ইবন আমর ইবন উমাইয়া (রা) বলেন, তার পিতা বলেছেন, এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺকে কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মিম্বরের উপর দেখছি, যার শামলা তাঁর স্কন্ধদ্বয়ের উপর লটকানো রয়েছে।

التَّصَاوِيرِ

ছবি

٥٣٤٧ اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ابي طلحة ان النبي ﷺ قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة *

৫৩৪৭ কুতায়বা (র) - আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ফিরিশ্তা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে ছবি অথবা কুকুর থাকে।

٥٣٤٨ نبأنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا معمر قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ابي طلحة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة مثل *

৫৩৪৮ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল মালিক (র) আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ ফিরিশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি থাকে।

٥٣٤٩ اخبرنا عيسى بن شعيب قال دخل على ابي طلحة الانصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف فامر ابو طلحة انسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهل لم تنزعه قال لان فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله ﷺ ما قد علمت قال الم يقل الا ما كان رقما في ثوب قال بلى ولكنه اطيب لنفسي *

৫৩৪৯. আলী ইবন শু'আয়ব (র) - - - - উবায়দুল্লাহ্ ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ তালহা আনসারী (রা)-কে তাঁর রুগ্নাবস্থায় দেখতে গেলে, তাঁর নিকট সাহ্ল ইবন হুনায়ফকে দেখতে পান আবূ তালহা (রা) এক ব্যক্তিকে তাঁর নিচের বিছানা বের করে ফেলতে আদেশ করলেন তখন সাহ্ল (রা) তাঁকে বললেন ঃ

কেন বের করবেন ? তিনি বললেন : কেননা, তাতে ছবি রয়েছে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন, তা তো তুমি জান সাহল বললেন : তিনি কি বলেন নি যে, যদি কাপড়ে নকশা থাকে, তবে কোন ক্ষতি নেই আবূ তাল্হা (রা) উত্তর করলেন : হ্যাঁ কিন্তু আমার মনের তৃপ্তির জন্য এটাই উত্তম

٥٣٥٠ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَتَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلاَنِيِّ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورَةِ يَوْمَ الأَوَّلِ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلاَّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ *

৫৩৫০ ঈসা ইবন হাম্মাদ (র) - - - - আবু তাল্হা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ঘরে ছবি থাকে, সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করে না। হাদীস বর্ণনাকারী বুসর (রা) বলেন যায়দ ইবন খালিদ অসুস্থ হলে আমরা তাঁকে দেখতে গিয়ে তাঁর দরজায় একখানা পর্দা লটকানো দেখলাম, যাতে ছবি রয়েছে। আমি উবায়দুল্লাহ্ খাওলানীকে বললাম : যায়দ (রা)-কে আমাদেরকে গতকাল ছবি সম্বন্ধে সংবাদ দেননি ? উবায়দুল্লাহ্ (রা) বললেন : তুমি কি শোননি ? তিনি এটাও বলেন : কাপড়ে ছবি থাকলে কোন ক্ষতি নেই

٥٣٥١ حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ حُوَيْرِثَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَ فَدَخَلَ فَرَأَى سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَخَرَجَ وَقَالَ إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَتَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصْوِيرٌ *

৫৩৫১. মাসউদ ইবন জুওয়াইরিয়া (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি কিছু খাদ্য প্রস্তুত করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দাওয়াত দিলাম। তিনি এসে ঘরে প্রবেশ করে একখানা এমন পর্দা দেখলেন, যাতে ছবি ছিল তিনি বের হয়ে বললেন : ফিরিশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে ছবি থাকে।

٥٣٥٢ خَبَّرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةً ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ عَلَّقْتُ قِرَامًا فِيهِ الْخَيْلُ أُولاَتُ الأَجْنِحَةِ قَالَتْ فَهَتَكَهُ قَالَتْ فَكَرِهَهُ أَوْ عَنْهُ *

৫৩৫২ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাইরে গমন করলেন, পরে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি একটি পর্দা লটকিয়ে রেখেছিলাম, যাতে ডানা বিশিষ্ট ঘোড়ার ছবি ছিল। তিনি তা দেখে বললেন : তুমি তা খুলে ফেল

٥٣٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُزَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَيْرٍ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ إِذَا دَخَلَ الدَّاخِلُ فَقَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَائِشَةُ حَوِّلِيْهِ فَإِنِّيْ كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَّرَنِيْ الدُّنْيَا قَالَتْ وَكَانَ لَنَا قَطِيْفَةٌ لَهَا عَلَمٌ كُنَّا نَلْبَسُهَا فَلَمْ نَقْطَعْهَا *

৫৩৫৩. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমার একখানা পর্দার কাপড় ছিল, যাতে ছিল পাখীর ছবি কেউ ঘরে ঢোকার সময় তা তাঁর সামনে পড়তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে আয়েশা ! তুমি তা উল্টিয়ে দাও। কেননা, যখন আমি ঘরে প্রবেশ করি, তখন তা দেখলে, দুনিয়া আমার স্মরণে এসে পড়ে তিনি আরো বলেন ঃ আমাদের আর একখানা চাদর ছিল, যাতে নক্শা করা ছিল, আমরা তা পরিধান করতাম, তাই তা কাটি নি

٥٣٥٤ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِيْ بَيْتِيْ ثَوْبٌ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَجَعَلْتُهُ إِلَى شَهْوَةٍ فِي الْبَيْتِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَاعَائِشَةُ أَخِّرِيْهِ عَنِّيْ فَنَزَعْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وِسَادَتَيْنِ *

৫৩৫৪ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার ঘরে একখানা কাপড় ছিল, যাতে ছিল অনেক ছবি। আমি তা ঘরের চেরাগদানের উপর লটকিয়ে রেখেছিলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে দিকে ফিরে নামায পড়তেন। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা ! তুমি তা আমার সামনে থেকে সরিয়ে ফেল পরে আমি তা সরিয়ে ফেলি এবং তা দিয়ে বালিশ বানাই।

٥٣٥٥ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَزَعَهُ فَقَطَعَهُ وِسَادَتَيْنِ قَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِيْنَئِذٍ يُقَالُ لَهُ رَبِيْعَةُ بْنُ عَطَاءٍ إِنِّيْ سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا *

৫৩৫৫. ওহাব ইবন বয়ান (র) - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একখানা পর্দা ঝুলিয়েছিলেন, যাতে ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘরে প্রবেশ করে তা খুলে ফেললেন তখন আমি তা খণ্ডিত করে দুইটি বালিশ বানাই। ঐ মজলিসের রবীআ ইবন আতা নামক এক ব্যক্তি বলে উঠলো ঃ আমি আবু মুহাম্মদ অর্থাৎ কাসিমকে বলতে শুনেছি, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাতে হেলান দিতেন

ذِكْرُ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا

অত্যধিক আযাব কাদের হবে?

٥٣٥٦ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ

قالت قدم رسول الله ﷺ من سفر وقد سترت بقرام على سهوة لي فيه تصاوير فهتكه وقال اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله *

৫৩৫৬ কুতায়বা (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন এক সফর শেষে তশরীফ আনলেন, আর আমি চেরাগদানে একটি পর্দা ঝুলিয়েছিলাম যাতে ছবি অঙ্কিত ছিল, তিনি তা খুলে ফেলে বললেন ঃ কিয়ামতের দিন অত্যধিক আযাব ঐ ব্যক্তির হবে যারা আল্লাহ্র সৃষ্টবস্তুর ছবি অঙ্কিত করে

٥٣٥٧ اخبرنا اسحق بن ابراهيم وقتيبة بن سعيد عن سفيان عن الزهري انه سمع القاسم بن محمد يخبر عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت دخل علي رسول الله ﷺ وقد سترت بقرام فيه تماثيل فلما راه تلون وجهه ثم هتكه بيده وقال ان اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله *

৫৩৫৭ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট আগমন করলেন, আর আমি ছবিযুক্ত একটি পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম তিনি তা দেখার পর তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হলো তিনি তা নিজ হতে ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন ঃ কিয়ামতের দিন অধিক আযাব ঐ ব্যক্তিদের হবে, যারা আল্লাহ্র সৃষ্টির অনুরূপ ছবি অঙ্কিত করে

ذكر ما يكلف اصحاب الصور يوم القيامة

কিয়ামতের দিন ছবি অঙ্কনকারীদের শাস্তি সম্পর্কে

٥٣٥٨ اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد وهو ابن الحرث قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن النضر بن انس قال كنت جالسا عند ابن عباس اتاه رجل من اهل العراق فقال اني اصور هذه التصاوير فما تقول فيها فقال ادنه ادنه سمعت محمدا ﷺ يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ *

৫৩৫৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - নযর ইব্ন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম এ সময় ইরাকের এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো ঃ আমি এরূপ ছবি অঙ্কন করে থাকি, আপনি এ ব্যাপারে কী বললেন ? তিনি বললেন ঃ নিকটে এসো, নিকটে এসো আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কোন ছবি অঙ্কন করবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ ছবিতে প্রাণ সঞ্চার করতে বলা হবে, কিন্তু সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে সক্ষম হবে না

٥٣٥٩ اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول

الله ﷺ من صور صورة عذب حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها *

৫৩৫৯ কুতায়বা (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন ছবি অঙ্কন করবে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, যতক্ষণ না সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করবে, অথচ সে তাতে প্রাণ দিতে সক্ষম হবে না

٥٣٦٠ اخبرنا عمرو ابن علي قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ من صور صورة كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ *

৫৩৬০ আমর ইবন আলী (র) - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ছবি অঙ্কন করবে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, যে পর্যন্ত না সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করবে, অথচ সে তাতে প্রাণ দিতে সক্ষম হবে না

٥٣٦١ اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي ﷺ قال ان اصحاب هذه الصور الذين يصنعونها يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم *

৫৩৬১ কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ছবি তৈয়ারকারী লোকদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে, তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছ, তাতে জীবন দান কর।

٥٣٦٢ اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن القاسم عن عائشة زوج النبي ﷺ ان رسول الله ﷺ قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيوا ما خلقتم *

৫৩৬২ কুতায়বা (র) - - নবী এর স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এ সকল ছবি অঙ্কনকারীকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা তৈরি করেছ, তাতে প্রাণ দান কর

٥٣٦٣ اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن سماك عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي ﷺ انها قالت ان اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله *

৫৩৬৩ কুতায়বা (র) - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা অধিক শাস্তি ঐ সব লোকদের হবে, যারা আল্লাহ্র সৃষ্টির ছবি বানায়

ذِكْرُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا

সর্বাপেক্ষা অধিক শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি

٥٣٦٤ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ وَقَالَ أَحْمَدُ الْمُصَوِّرِينَ *

৫৩৬৪ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া ও আহমদ ইবন হারব (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বাধিক শাস্তি যাদের হবে, ছবি তৈরিকারীরা তাদের অন্যতম।

٥٣٦٥ أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ادْخُلْ فَقَالَ كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَإِمَّا أَنْ تَقْطَعَ رُؤُوسَهَا أَوْ تَجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ *

৫৩৬৫ হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একবার জিব্রাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ আসুন! জিব্রাঈল (আ) বললেন ঃ আমি কি করে প্রবেশ করবো, আপনার ঘরে এমন পর্দা লটকানো রয়েছে, যাতে ছবি রয়েছে, হয় আপনি তাদের মাথা কেটে ফেলুন, না হয় তা বিছানা বানান, যাতে তা পদদলিত হয় কেননা, আমরা ফিরিশতাগণ ঐ সকল ঘরে প্রবেশ করি না, যাতে ছবি রয়েছে।

اَللُّحُفُ

গায়ে দেওয়ার চাদর

٥٣٦٦ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ وَمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا قَالَ سُفْيَانُ مَلَاحِفَ *

৫৩৬৬ হাসান ইবন কায্আ (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের গায়ে দেওয়ার চাদরে নামায পড়তেন না।

صِفَةُ نَعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জুতার বর্ণনা

٥٣٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ نَعْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ *

৫৩৬৭ মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জুতায় দুইটি ফিতা ছিল।

٥٣٦٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَالَانِ *

৫৩৬৮ আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আমর ইবন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জুতায় দুইটি ফিতা ছিল

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الْمَشْيِ فِيْ نَعْلٍ وَّاحِدَةٍ

এক জুতা পরিধান করা নিষেধ

٥٣٦٩ أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِيْ نَعْلٍ وَّاحِدَةٍ حَتّٰى يُصْلِحَهَا *

৫৩৬৯ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কারো একটি জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, তখন সে যেন তা মেরামত না করা পর্যন্ত এক জুতা পায়ে দিয়ে না হাঁটে

٥٣٧٠ أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ زُرَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلٰى جَبْهَتِهِ يَقُوْلُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَزْعُمُوْنَ أَنِّيْ أَكْذِبُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَشْهَدُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرٰى حَتّٰى يُصْلِحَهَا *

৫৩৭০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) আবূ রযীন (র) বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা) কে দেখেছি, তিনি তাঁর ললাটে হাত মেরে বলছেন হে ইরাকের অধিবাসীবৃন্দ তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলবো ? আমি এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কারোর জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে, সে তা মেরামত করা পর্যন্ত যেন এক জুতা পরে না চলে

مَاجَاءَ فِي الْأَنْطَاعِ

চামড়া সম্বন্ধে

٥٣٧٢ اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن عمر بن ابي الوزير ابو مطرف قال حدثني محمد بن موسى عن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك ان النبي ﷺ اضطجع على نطع فعرق فقامت ام سليم الى عرقه فجعلته في قارورة فراه النبي ﷺ فقال ما هذا الذي تصنعين يا ام سليم قالت اجعل عرقك في طيبي فضحك النبي ﷺ *

৫৩৭২. মুহাম্মদ ইবন মু'আম্মার (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একখানা চামড়ায় বিশ্রাম করলেন। তিনি ঘর্মাক্ত হলে উম্মে সুলায়ম গিয়ে তাঁর ঘাম একত্রিত করে একটি শিশিতে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা দেখতে পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে উম্মে সুলায়ম ? তুমি এটা কি করছো ? তিনি বললেন : আমি আপনার এই ঘাম আমার সুগন্ধির সাথে মিশ্রিত করবো তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসলেন

اتِّخَاذُ الْخَادِمِ وَالْمَرْكَبِ

খাদিম ও বাহন রাখা

٥٣٧٣ اخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن ابي وائل عن سمرة بن سهم رجل من قومه قال دخلت على ابي هاشم بن عتبة وهو طعين فاتاه معاوية يعوده فبكى ابو هاشم فقال معاوية ما يبكيك اوجع يشتكيك ام على الدنيا فقد ذهب صفوها قال كل لا ولكن رسول الله ﷺ عهد الي عهدا وددت اني كنت تبعته قال انه لعلك تدرك مالا تقسم بين اقوام وانما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله فادركت فجمعت *

৫৩৭৩ মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) সামুরাহ্ ইবন সাহ্ম (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি আবূ হাশিম ইবন উৎবা (রা) এর নিকট গেলাম, আর তখন তিনি মহামারী রোগে আক্রান্ত ছিলেন মু'আবিয়া (রা) তাঁকে দেখতে আসলেন। তখন আবূ হাশিম কাঁদতে লাগলেন, মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন : তুমি কাঁদছো কেন ? তোমার কি কোন ব্যথার যন্ত্রণা, না তুমি পার্থিব ব্যাপারে স্মরণ করে কাঁদছো ? পার্থিব ব্যাপার তো তোমার ভালই কেটেছে তিনি বললেন : এর কোনটাই নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে একটি উপদেশ দান করেছিলেন, আমি তা পূর্ণ করতে ইচ্ছা করি, তিনি বলেন : যখন তুমি গনীমতের লোকদের মাঝে হতে দেখবে, তখন তা হতে তোমার জন্য একটি খাদিম এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি বাহনই যথেষ্ট মনে করবে। কিন্তু আমি মাল পেয়ে তা জমা করেছি।

حِلْيَةُ السَّيْفِ

তলোয়ারের অলঙ্কার সম্পর্কে

٥٣٧٤ اخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم عن ابي امامة بن سهل قال كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضة *

৫৩৭৪ ইমরান ইবন ইয়াযীদ (র) - - আবূ উমামা ইবন সাহল (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তলোয়ার হাতল ছিল রৌপ্য নির্মিত।

٥٣٧٥ اخبرنا ابو داود قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وحرير قالا حدثنا قتادة عن انس قال كان نعل سيف رسول الله ﷺ من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة *

৫৩৭৫ আবূ দাউদ (র) - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর তলোয়ারের খাপ ছিল রৌপ্য নির্মিত, আর তাঁর তলোয়ারের হাতল ছিল রৌপ্য নির্মিত এবং তার মধ্যস্থিত স্থানে ছিল রৌপ্যের হলকা বা কড়া

٥٣٧٦ اخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن ابي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضة *

৫৩৭৬ কুতায়বা (র) সাঈদ ইবন আবুল হাসান (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তলোয়ারের হাতল ছিল রৌপ্য নির্মিত।

اَلنَّهْيُ عَنِ الْجُلُوْسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ مِنَ الْاُرْجُوَانِ

লাল জীন পোশের উপর বসা নিষেধ

٥٣٧٧ اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ادريس قال سمعت عاصم بن كليب عن ابي بردة عن علي قال قال لي رسول الله ﷺ قل اللهم سددني واهدني ونهاني عن الجلوس على المياثر والمياثر شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الارجوان *

৫৩৭৭ মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ বল, হে আল্লাহ্' আমাকে সঠিক পথে চালাও এবং আমাকে সরল পথ প্রদর্শন কর। আর তিনি আমাকে লাল মায়াছেরের বা জীন পোশের উপর বসতে নিষেধ করেছেন মায়াছের এক প্রকার রেশমী চাদর, যা মহীলারা তাদের স্বামীদের জন্য তৈরী করতো, যেন তারা তা হাওদার উপর রেখে বসতে পারে, ডোরাদার লাল চাদরের ন্যায়

اَلْجُلُوْسُ عَلَى الْكَرَاسِيِّ

চেয়ারের উপর উপবেশন করা

٥٣٧٨ اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ رِفَاعَةَ اُنْتَهَيْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ غَرِيْبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِيْنِهِ لَا يَدْرِيْ مَا دِيْنُهُ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتّٰى اُنْتَهٰى اِلَيَّ فَاُتِيَ بِكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيْدًا فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِيْ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ اَتٰى خُطْبَتَهُ فَاَتَمَّهَا *

৫৩৭৮ ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - হুমায়দ ইবন হিলাল (রা) থেকে বর্ণিত যে আবূ রিফাআ (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলাম তখন তিনি খুৎবা দিচ্ছিলেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ , একজন মুসাফির এসেছে এবং সে তার দীন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে সে জানে না তার দীন কি ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুৎবা বন্ধ করে আমার দিকে এগিয়ে আসলেন। তখন একখানা চেয়ার আনা হলো, আমার যতটুকু মনে পড়ে, তার পায়াসমূহ ছিল লৌহ নির্মিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার উপর উপবেশন করলেন তারপর তিনি আমাকে শিক্ষা দিতে লাগলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যা শিক্ষা দেন তা হতে এরপর তিনি খুৎবার দিকে প্রত্যাবর্তন করে তা শেষ করলেন

اِتِّخَاذُ الْقُبَابِ الْحُمْرِ

লাল তাঁবু ব্যবহার করা

٥٣٧٩ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْاَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ فِيْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ وَعِنْدَهُ نَاسٌ يَسِيْرٌ فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَاَذَّنَ فَجَعَلَ يُتَبَّعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا *

৫৩৭৯ আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা বাতহা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে ছিলাম, তখন তিনি একটি লালবর্ণের তাঁবুতে ছিলেন এবং তাঁর নিকট অল্প সংখ্যক লোকই ছিল। এসময় বেলাল (রা) এসে আযান দিলেন তখন তাঁর মুখ (বেলালের আযানের) অনুকরণ করছিল– এখানে এবং ওখানে অর্থাৎ প্রত্যেক স্তরে।

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَابُ أَدَابُ الْقُضَاةِ

অধ্যায় ঃ বিচারকের নিয়মাবলী

فَضْلُ الْحَاكِمِ الْعَادِلِ فِيْ حُكْمِهِ

ন্যায়পরায়ণ বিচারকের ফযীলত

٥٣٨٠ اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو ح وانبانا محمد بن آدم ابن سليمان عن ابن المبارك عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن اوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ قال ان المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور على يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا قال محمد في حديثه وكلتا يديه يمين *

৫৩৮০ কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন আদম (র) - - - আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ সুবিচারক লোক আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁর পার্শ্বে নূরের মিম্বরের উপর উপবিষ্ট থাকবেন যারা তাদের আদেশে, পরিবার ও যে সকল কাজে তাদের আদেশ চলে, ইনসাফ মেনে চলে। রাবী মুহাম্মদ (র) তাঁর হাদীসে বলেন ঃ আল্লাহ্র উভয় হাতই ডান হাত

الْإِمَامُ الْعَادِلُ

ন্যায়পরায়ণ বিচারক বা শাসক

٥٣٨١ اخبرنا سويد بن نصر قال انبانا عبد الله عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة ان رسول الله ﷺ قال سبعة يظلهم الله عز وجل يوم القيامة يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه ورجل كان قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله عز وجل ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال الى نفسها فقال اني اخاف الله عز وجل ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه *

৫৩৮১ সুওয়ায়দ ইব্‌ন নস্‌র (র) - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন সাত ব্যক্তিকে তাঁর ছায়ায় স্থান দান করবেন, যে দিন আল্লাহ্‌র ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না , সুবিচারক শাসক , ঐ যুবক, যে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে বর্ধিত হয়েছে, ঐ ব্যক্তি যে নিভৃতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন দেয় , ঐ ব্যক্তি, যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে , ঐ দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহ্‌র জন্য একে অন্যকে ভালবাসে ; ঐ ব্যক্তি, যাকে কোন সম্ভ্রান্ত রূপসী নারী নিজের দিকে ডাকে আর সে বলে : আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করি , আর ঐ ব্যক্তি, যে সাদকা করে এমন গোপনে যে, তার বাম হাত জানে না, তার ডান হাত কী করেছে

الإِصَابَةُ فِي الْحُكْمِ

সঠিক ফয়সালা

٥٣٨٢ اخبرنا اسحق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر *

৫৩৮২. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন কোন শাসক তার আদেশ জারি করে ইনসাফের সাথে এবং তা সুষ্ঠু হয়, তার জন্য দুইটি প্রতিদান রয়েছে আর যে ইজতিহাদ করে আদেশ জারী করে, আর তা ভুল সাব্যস্ত হয়, তার জন্য একটি প্রতিদান রয়েছে।

تَرْكُ اسْتِعْمَالِ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى الْقَضَاءِ

বিচারক পদপ্রার্থীকে বিচারক নিযুক্ত না করা

٥٣٨٣ اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمر بن عبيد عن ابي عميس عن سعيد بن ابي بردة عن ابيه عن ابي موسى قال اتاني ناس من الاشعريين فقالوا اذهب معنا الى رسول الله ﷺ فان لنا حاجة فذهبت معهم فقالوا يا رسول الله استعن بنا في عملك قال ابو موسى فتعذرت معه قالوا واخبرت اني لا ادري ما حاجتهم فصدقني وعذرني فقال ان لا نستعين في عملنا بمن سالنا *

৫৩৮৩. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আশআর গোত্রের কিছু লোক এসে বললো, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট নিয়ে চল, আমাদের প্রয়োজন রয়েছে আমি তাদের সাথে গেলাম। তারা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমাদেরকে কোন পদে অধিষ্ঠিত করুন আবূ মূসা (রা) বলেন, তাদের এই আব্দার শুনে আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি জানি না তারা

আপনার নিকট এই উদ্দেশ্যে আগমন করেছে। তা হলে আমি তাদের সাথে আসতাম না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আপনি সত্যই বলেছেন, আর তিনি আমার ওযর গ্রহণ করলেন এবং তাদেরকে বললেন ঃ যে ব্যক্তি কোন পদের প্রার্থী হয়, আমরা তাকে কাজে নিযুক্ত করি না।

٥٣٨٤ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت سنا يحدث عن أسيد ابن حضير أن رجلا من الأنصار جاء رسول الله ﷺ فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا قال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض *

৫৩৮৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত, এক আনসার ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এসে বললো ঃ আপনি আমাকে কোন কাজে নিযুক্ত করেন না, অথচ আপনি অমুক ব্যক্তিকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমার পরে তোমাদের উপর অনুপযুক্ত লোক শাসক নিযুক্ত হবে, তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে, যতক্ষণ না তোমরা আমার সাথে হাওযে কাওছারে মিলিত হবে।

اَلنَّهْيُ عَنْ مَسْأَلَةِ الْإِمَارَةِ

শাসক হওয়ার অভিলাষ না করা

٥٣٨٥ أخبرنا محمد بن موسى قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة ح وأنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله ﷺ لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها *

৫৩৮৫ মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা ও আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তোমরা পদের আকাঙ্ক্ষা করবে না। কেননা, যদি তুমি তা চেয়ে নাও, তবে তুমিই এর জন্য দায়ী থাকবে, আর যদি তা তোমাকে আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত দেওয়া হয় তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তোমাকে সাহায্য করা হবে।

٥٣٨٦ حدثنا محمد بن آدم بن سليمان عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة *

৫৩৮৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা শাসক হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে থাক। অথচ কিয়ামতের দিন তা লজ্জা এবং আফসোসের কারণ হবে। বাচ্চাকে দুধ দানকারিণী কত উত্তম, কিন্তু দুধ ছাড়াবার সময় কত কষ্ট হয়।

اِسْتِعْمَالُ الشُّعَرَاءِ

কবিদের শাসক নিযুক্ত করা

٥٣٨٧ اخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكة عن عبد الله بن الزبير اخبره انه قدم ركب من بني تميم على النبي ﷺ قال ابو بكر امر القعقاع بن معبد وقال عمر رضي الله عنه بل امر الاقرع بن حابس فتماريا حتى ارتفعت اصواتهما فنزلت في ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الاية ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم *

৫৩৮৭ হাসান ইবন মুহাম্মদ (র) - আব্দুল্লাহ্ ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তামীম গোত্রের কোন কোন আরোহী ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট আসলে আবু বকর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কা'কা' ইবন মা'বাদকে শাসক নিযুক্ত করুন , উমর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আকরা ইবন হাবিসকে হাকিম নিযুক্ত করুন। পরে তাঁরা বাদানুবাদে লিপ্ত হলে তাঁদের শব্দ উঁচু হয়ে গেল তখন এই আয়াত নাযিল হলো ঃ হে ঈমানদারগণ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বলার পূর্বে তোমরা নিজেদের মত প্রকাশ করো না বা তাঁর আদেশের মধ্যে কথার বাধা দিও না . . যদি তারা আপনার বের হওয়া পর্যন্ত সবর করতো, তবে তাদের জন্য উত্তম হতো (আয়াত,

اِذَا حَكَّمُوْا رَجُلاً فَقَضٰى بَيْنَهُمْ

কোন ব্যক্তিকে বিচারক নিযুক্ত করলে এবং সে ফয়সালা করলে

٥٣٨٨ اخبرنا قتيبة قال حدثنا مرثد وهو ابن المقدام بن شريح عن شريح بن هانئ عن ابيه هانئ انه لما وفد الى رسول الله ﷺ سمعه وهم يكنون هانئا ابا الحكم فدعاه رسول الله ﷺ فقال له ان الله هو الحكم واليه الحكم فلم تكنى ابا الحكم فقال ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فما احسن من هذا فما لك من الولد قال لي شريح وعبد الله ومسلم قال فمن اكبرهم قال شريح قال فانت ابو شريح فدعا له ولولده *

৫৩৮৮ কুতায়বা (র) - - - - শুরায়হ্ ইবন হানী (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তিনি শুনতে পেলেন, লোক তাঁকে হানী আবুল হাকাম বলে ডাকছে তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডেকে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বিচারক, তিনিই আদেশ দাতা , কিন্তু লোক তোমাকে আবুল হাকাম বলে কেন ? তিনি বললেন ঃ আমার গোত্রের লোক যখন কোন ব্যাপারে কলহ করে, তখন তারা

আমার নিকট বিচার প্রার্থী হয় আর আমি যে রায় দেই তারা তা মেনে নেয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এরচেয়ে ভাল কাজ আর হতে পারে ? আচ্ছা তোমার কয়টি সন্তান ? তিনি বললেন ঃ আমার ছেলে-শুরায়হ্, আব্দুল্লাহ এবং মুসলিম তিনি বললেন ঃ এদের মধ্যে বড় কে ? হানী বললেন ঃ শুরায়হ্ ! তিনি বললেন ঃ তবে তুমি আবূ শুরায়হ্ ! পরে তিনি তাঁর জন্য এবং তাঁর ছেলেদের জন্য দু'আ করলেন

اَلنَّهْيُ عَنْ اِسْتِعْمَالِ النِّسَاءِ فِي الْحُكْمِ

নারীদেরকে শাসক নিযুক্ত করা নিষেধ

٥٣٨٩ اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحرث قال حدثنا حميد عن الحسن عن ابي بكرة قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله ﷺ لما هلك كسرى قال من استخلفوا قالوا ابنته قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة ٭

৫৩৮৯ মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - -আবূ বাক্রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এমন এক বস্তু হতে রক্ষা করেছেন, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শ্রবণ করেছি ইরানের বাদশাহ কিসরার মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এখন তারা কাকে শাসক নিযুক্ত করেছে ? তারা বললো ঃ তার কন্যাকে তিনি বললেন ঃ যে জাতি নিজেদের শাসক একজন নারীকে সাব্যস্ত করে নেয় তারা কখনো কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না

اَلْحُكْمُ بِالتَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

উপমা দ্বারা সমাধান। ইব্ন আব্বাসের হাদীসে ওয়ালিদ ইব্ন মুসলিম হতে বর্ণনাকারীদের বর্ণনা পার্থক্য

٥٣٩٠ أخبرنا محمد بن هاشم عن الوليد عن الاوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس انه كان رديف رسول الله ﷺ غداة النحر فجاءته امراة من خثعم فقالت يا رسول الله ﷺ ان فريضة الله عز وجل على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يركب الا مغترضا افاحج عنه قال نعم حجي عنه فانه لو كان عليه دين فقضيته ٭

৫৩৯০ মুহাম্মদ ইব্ন হাশিম (র) - ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আরোহী ছিলেন কুরবানীর দিন ভোরে। এসময় খাছআম গোত্রের এক নারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আল্লাহ্র নির্ধারিত ফরয হজ্জ আমার পিতার উপর, তাঁর বার্ধক্য আরোপিত হয়েছে অথচ তিনি শায়িত অবস্থা ব্যতীত সওয়ারও হতে পারে না, এমতাবস্থায় আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করবো ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তাঁর পক্ষ হতে তুমি হজ্জ কর কেননা, তার কোন দেনা থাকলে,তা তোমাকেই আদায় করতে হতো।

٥٣٩١ أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب ح وحدثني محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي حدثني الزهري عن سليمان بن يسار أن ابن عباس أخبره أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله ﷺ والفضل رديف رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يجزئ أن أحج عنه قال نعم قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري فلم يذكر فيه ما ذكر الوليد بن مسلم *

৫৩৯১. আমর ইবন উছমান (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, খাছ'আম গোত্রের এক নারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো, আর তখন ফযল তাঁর সাথে একত্রে সওয়ার ছিল , সে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আল্লাহ্র নির্ধারিত ফরয হজ্জ আমার পিতার উপর আরোপিত হয়েছে, অথচ তিনি এত বৃদ্ধ যে, শায়িত অবস্থা ব্যতীত সওয়ার হতে পারেন না আমি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ করলে, তা আদায় হবে কি ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ

٥٣٩٢ قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم حدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس ردف رسول الله ﷺ فجاءته امرأة خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل رسول الله ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة فأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع *

৫৩৯২ হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ফযল ইবন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে আরোহী ছিলেন, এমন সময় খাছআম গোত্রের এর নারী মাসআলা জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো তখন ফযল (রা) ঐ নারীর প্রতি দৃষ্টি দিলেন, আর ঐ নারীও তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফযলের চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। তখন ঐ নারী বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত ফরয হজ্জ ঐ সময় ফরয হলো যখন আমার পিতা বৃদ্ধ এমনকি তিনি উটে বসতেও পারেন না আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করবো ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ আর এটি বিদায় হজ্জের ঘটনা

٥٣٩٣ أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أخبره أن ابن عباس أخبره أن امرأة من

خثعم فاتت رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم ورسول الله ﷺ يومئذ فاحد الفضل يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء ورسول الله ﷺ يصرف وجهه من الشق الآخر *

৫৩৯৩, আবূ দাউদ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, খাস্‌'আম গোত্রের এক মহিলা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, তিনি উটের ওপর ঠিক হয়ে বসতেও পারেন না, এমতাবস্থায় তাঁর ওপর আল্লাহ্‌র ফরয হজ্জ আরোপিত হয়েছে, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ হ্যাঁ। ফযল ঐ মহিলার দিকে তাকাতে লাগলেন আর সে ছিল এক সুন্দরী মহিলা তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফযলকে ধরে তাঁর চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحٰقَ فِيْهِ

ইয়াহ্‌য়ার হাদীসে মতপার্থক্য

٥٢٩٤ أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن يحيى بن أبي إسحق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رجلا سأل النبي ﷺ أن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه قال أفرأيت لو كان عليه دين أكنت قاضيه كان مجزئا قال نعم قال فحج عن أبيك *

৫৩৯৪ মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আমার পিতার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, কিন্তু তিনি বার্ধক্যে উপনীত, এমনকি উটে বসতেও পারেন না, যদি আমি তাকে বেঁধে দেই তবে ভয় হয় হয়তো তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হবেন আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ করবো, তিনি বললেন ঃ দেখ, যদি তার উপর ঋণ থাকতো আর তুমি তা আদায় করে দিতে তবে তা আদায় হতো কিনা ? সে বললো ঃ হ্যাঁ, তিনি বললেন ঃ তবে তুমি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর (কেননা এটাও আল্লাহ্‌র ঋণ।)

٥٢٩٥ أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن محمد عن يحيى بن أبي إسحق عن سليمان بن يسار عن الفضل بن العباس أنه كان رديف النبي ﷺ فجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة إن حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن تقتلها فقال رسول الله ﷺ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فحج عن أمك *

৫৩৯৫ আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর পিছনে সওয়ার

ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার মাতা নিতান্ত বৃদ্ধা। তাকে উটে বসালেও তিনি বসতে পারবেন না আর যদি তাঁর বেঁধে দেই তবে ভয় হয় আমি না তার মৃত্যুর কারণ হই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ দেখ, যদি তোমার মাতার উপর ঋণ থাকতো, তবে কি তুমি তা আদায় করতে ? সে বললো ঃ হ্যাঁ তিনি বললেন ঃ অতএব তার পক্ষ হতে তুমি হজ্জ কর

٥٢٩٦ خبرنا ابو داود قال حدثنا ابو الوليد بن نافع قال حدثنا شعبة عن يحيى بن ابي اسحق قال سمعت سليمان بن يسار يحدثه عن الفضل بن العباس قال جاء رجل الى النبي ﷺ فقال يا نبي الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج وان حملته لم يستمسك افاحج عنه قال حج عن ابيك قال ابو عبد الرحمن سليمان لم يسمع من الفضل بن العباس ٭

৫৩৯৬. আবূ দাউদ (র) ফযল ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতা অত্যধিক বৃদ্ধ তিনি হজ্জ করতে অক্ষম। আমি যদি তাঁকে বাহনের উপর বসিয়ে দেই, তবে তিনি ঠিকভাবে বসতে পারবেন না। আমি কি তাঁর পক্ষে হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষে হজ্জ করতে পার।

٥٢٩٧ اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو عاصم عن زكريا بن اسحق عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي ﷺ فقال ان ابي شيخ كبير افاحج عنه قال نعم ارايت لو كان عليه دين فقضيته اكان يجزئ عنه ٭

৫৩৯৭. মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললো ঃ আমার পিতা অধিক বৃদ্ধ ব্যক্তি, অতএব আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করতে পারি ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তুমি কি বুঝ না, যদি তার উপর ঋণ থাকতো এবং তুমি তা পরিশোধ করে দিতে, তবে তা কি তার পক্ষ হতে আদায় হতো না ?

اَلْحُكْمُ بِاتِّفَاقِ اَهْلِ الْعِلْمِ

আলেমদের ঐকমত্যে ফয়সালা করা

٥٢٩٨ اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عمارة هو ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال اكثروا على عبد الله ذات يوم فقال عبد الله انه قد اتى علينا زمان ولسنا نقضي ولست هناك ثم ان الله عز وجل قدر علينا ان بلغنا ما ترون فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله فان جاء امر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه ﷺ فان جاء امر ليس في كتاب الله ولا قضى به

سنة ﷺ ولا قضى به الصالحون عليه تهذر به ولا تقول إني أخاف وإني أخاف فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك فمن أتى عند الرخص فإنه حديث جيد ٭

৫৩৯৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন আব্দুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ) (রা)-এর নিকট অনেক লোক আসলো তখন আব্দুল্লাহ্ (রা) বললেন ঃ আমাদের উপর এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমরা কোন বিচার করতাম না, আর ভাগ্যে রেখেছেন যে, আমরা এই পদে আসি হবো, যেমন যেমন তোমরা প্রত্যক্ষ করছো এখন হতে তোমাদের কারো যদি কখনও কোন মীমাংসা করার প্রয়োজন হয় তখন সে আল্লাহ্ পাকের কিতাবানুসারে মীমাংসা করবে যদি এমন কোন ব্যাপারে মীমাংসা করতে হয়, যা কিতাবুল্লাহতে নেই, তখন সে তার নবী এ ব্যাপারে যে মীমাংসা করেছেন, তা দ্বারা মীমাংসা করবে। আর যদি তার নিকট এমন কোন ব্যাপারে উপস্থিত হয় যা কিতাবুল্লাহতেও নেই এবং এব্যাপারে নবী ﷺ এর ফয়সালাও নেই, তখন সে যেন নেককারদের মীমাংসানুযায়ী মীমাংসা করে যদি তার নিকট এমন কোন ব্যাপারে উপস্থিত হয়, যা কিতাবুল্লাহ্‌য়ও নেই, তার নবী যা মীমাংসা দিয়েছেন তাতেও নেই এবং নেককারদের মীমাংসা ও দৃষ্টান্ত নেই তখন সে ব্যাপারে স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা মীমাংসা করবে এবং সে যেন এ কথা না বলে যে, নিশ্চয় আমি ভয় করি, আমি ভয় করি। কেননা, হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এদুয়ের মধ্যে কোন কোন বিষয় আছে, যা সন্দেহ উদ্দীপক অতএব এমন কাজ পরিত্যাগ কর, যা সন্দেহে নিপতিত করে ; এবং ঐ কাজ কর, যাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

٥٣٩٩ أخبرني محمد بن عبي بن منصور قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير عن عبد الله بن مسعود قال أتى علينا حين ولست بقاض ولست هنالك وإن الله عز وجل قدر أن تلقى هذا فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه ﷺ فليقض بما قضى به الصالحون ولا يقول أحدكم إني أخاف وإني أخاف فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك ٭

৫৩৯৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের উপর এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমরা কোন ফয়সালা বা মীমাংসা করতাম না, আর আমরা তার উপযুক্তও ছিলাম না আল্লাহ্ তাআলা আমাদের ভাগ্যে রেখেছেন এবং আমরা এই পর্যায়ে পৌঁছলাম, যা তোমরা দেখছো। অতএব, এরপর যদি কারো কোন ফয়সালা বা মীমাংসা করতে হয়, তবে সে যেন আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী তার মীমাংসা করে, যদি তার নিকট এমন ব্যাপার উপস্থিত হয়, যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই ; তবে সে যেন এর মীমাংসা ঐরূপ করে যা দ্বারা তার নবী মীমাংসা করেছেন। আর যদি তার নিকট এমন বিষয় উপস্থিত হয়, যা আল্লাহ্‌র কিতাবেও নেই এবং তাঁর নবী ﷺ এর মীমাংসা করেন নি, তবে সেভাবে সে

মীমাংসা করবে যেভাবে নেককারগণ যা দ্বারা মীমাংসা করেছেন আর তোমাদের কেউ যেন একথা না বলে যে, আমি ভয় করি, আমি ভয় করি কেননা, হালাল স্পষ্ট, আর হারামও স্পষ্ট আর এদুয়ের মধ্যে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয়সমূহ অতএব, তুমি তা পরিত্যাগ কর, যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করে, আর যাতে সন্দেহ নেই, তুমি তা কর।

٥٤٠٠ أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن شريح انه كتب الى عمر يسأله فكتب اليه ان اقض بما في كتاب الله فان لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله ﷺ فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ فاقض بما قضى به الصالحون فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ ولم يقض به الصالحون فان شئت فتقدم وان شئت فتأخر ولا ارى التأخر الا خيرا لك والسلام عليكم.

৫৪০০ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - শুরায়হ্ (র) থেকে বর্ণিত তিনি উমর (রা)-এর নিকট প্রশ্ন লিখলেন। জবাবে তিনি তাঁকে লিখেন, তুমি মীমাংসা কর, যা আল্লাহ্র কিতাবে রয়েছে, তা দ্বারা , যদি আল্লাহ্র কিতাবে তা থাকে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নত দ্বারা, আর যদি ঐ বিষয়টি আল্লাহ্র কিতাব এবং নবী ﷺ-এর সুন্নতে পাওয়া না যায়, তবে নেককারগণ যে মীমাংসা করেছেন, তা দ্বারা মীমাংসা কর। আর যদি তা আল্লাহ্র কিতাবে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সুন্নতে না থাকে এবং নেককার লোকেরাও এর কোন মীমাংসা না দিয়ে থাকে, তবে তোমার ইচ্ছা হলে সামনে অগ্রসর হবে, আর ইচ্ছা হলে স্থগিত রাখবে আমার মতে, তোমার স্থগিত রাখাই উত্তম তোমাদের প্রতি সালাম।

تَأْوِيْلُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

এ আয়াতের তাফসীর وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

٥٤٠١ حدثنا الحسين بن حريث قال نا الفضل بن موسى عن سفيان بن سعيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كتبت ملوك بعد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يبدلون التوراة والانجيل وكان فيهم مؤمنون يقرؤن التوراة فقيل لملوكهم ما نجد شيئا اشد من شيء يقولون هؤلاء انهم يقرؤن ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وهؤلاء الآيات مع ما بينوا به في اعمالنا في قرائنهم فادعهم فليقرؤا كما نقرأ ونؤمنوا كما منا فدعا هم فجمعهم وعرض عليهم القتل او يتركوا قراءة التوراة والانجيل الا ما بدلوا منها فقالوا ما تريدون الى ذلك دعونا فقالت طائفة منهم نبني اسطوانة ثم ارفعوني اليها ثم غطوا شيئا يرفع به طعامنا وشرابنا فلا

ـرُ عليكُمْ وقالتْ طائفةٌ منهُمْ دعُونا نسيحُ في الأرضِ ونهيمُ ونشربُ كما تشربُ الوحشُ
فإنْ قدرتُمْ عليْنا في أرضِكُمْ فاقتلُونا ، وقالتْ طائفةٌ منهُمْ ائتُوا لنا دُورًا في الفيافي
ونحفرُ الآبارَ ونحترثُ لنقولَ فلا نردُّ عليكُمْ ولا نمرُّ بكُمْ ونتّخذُ حدًّا من نعائلَ لأولئكَ
حميمٌ فيهمْ فإنْ فعلُوا ذلكَ فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ ورهبانيةً ابتدعُوها ما كتبناها عليهمْ إلا
ابتغاءَ رضوانِ اللهِ فما رعوها حقَّ رعايتها والآخرونَ قالُوا نعبدُ كما يعبدُ فلانٌ ونسيحُ
كما ساحَ فلانٌ ونتخذُ دُورًا كما اتخذَ فلانٌ وهمْ على شركِهمْ لا علمَ لهمْ بشيءٍ ممّا
افتتنُوا به فلمّا بعثَ اللهُ النبيَّ ﷺ ولمْ يبقَ منهمْ إلا قليلٌ انحطَّ رجلٌ من صومعتِه وجاءَ
سائحٌ من سياحتِه وصاحبُ الديرِ من ديرِه فآمنُوا به وصدّقُوهُ فقالَ اللهُ تبارك وتعالى يا
أيُّها الذينَ آمنُوا اتقُوا اللهَ وآمنُوا برسولِه يؤتكُمْ كفلينِ من رحمتِه أجرينِ بإيمانِهمْ
بعيسى وبالتوراةِ والإنجيلِ وبإيمانِهمْ بمحمّدٍ ﷺ قالَ لئلا يعلمَ أهلُ الكتابِ يتشهّدُونَ
عليكُمْ أنْ لا يقدرُونَ على شيءٍ من فضلِ اللهِ الآيةَ .

৫৪০১ হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ)-এর পর এমন কয়েকজন বাদশাহ্ ছিলেন, যারা তাওরাত এবং ইঞ্জিলে পরিবর্তন সাধন করেন। তাদের মধ্যে এমন কিছু ঈমানদার লোকও ছিলেন যারা তাওরাত পাঠ করতেন তখন তাদের বাদশাহ্‌দেরকে বলা হলো– এ সকল লোক আমাদেরকে যে গালি দিচ্ছে, এর চেয়ে কঠিন গালি আর কি হতে পারে? তারা পাঠ করে ঃ যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত আহ্‌কাম দ্বারা মীমাংসা করে না, তারা কাফির।" তাদের পড়ার মধ্যে থাকে এই আয়াত এবং ঐ সকল আয়াত, যাতে আমাদের কর্মকাণ্ডের দোষ প্রকাশ পায় তাদেরকে আহ্বান করুন, তারা যেন আমরা যেরূপ পাঠ করি, সেরূপ পাঠ করে, আর আমরা যেরূপ ঈমান এনেছি, সেরূপ ঈমান আনে বাদশাহ্ তাদের সকলকে ডেকে একত্রিত করলেন এবং তাদের সামনে পেশ করলেন হত্যা অথবা তারা তাওরাত ও ইঞ্জিল পাঠ ত্যাগ করবে, তবে ঐ সকল আয়াত ব্যতীত, যা পরিবর্তন হয়েছে তারা বললো ঃ এর দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য কী ? আমাদেরকে আমাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও তাদের একদল বললো ঃ আমাদের জন্য একটি স্তম্ভ তৈরি কর, এরপর আমাদেরকে তাতে চড়িয়ে দাও এবং আমাদেরকে এমন কিছু দান কর, যাদ্বারা আমরা আমাদের খাদ্য ও পানীয় উঠিয়ে নিতে পারি, তা হলো আমরা আর তোমাদের নিকট আসবো না, তাদের আর একদল বললো ঃ আমাদেরকে ছেড়ে দাও, আমরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবো এবং বন্য পশুর ন্যায় আহার ও পান করবো আর এরপর যদি তোমাদের দেশে আমাদেরকে পাও, তবে আমাদেরকে হত্যা করো। তাদের আর একদল বললো ঃ বনে জঙ্গলে আমাদের জন্য ঘর তৈরী করে দাও আমরা কূপ খনন করবো এবং তরি-তরকারী ফলাব, আমরা তোমাদের কাছেও আসবো না, এবং তোমাদের পাশ দিয়ে কোথাও যাব না আর এমন কোন গোত্র ছিল না, যাতে তাদের আত্মীয় স্বজন না ছিল পরে তারা এরূপই করলো তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন ঃ তারা নিজেরা এমন বৈরাগ্য ঠিক করে নিয়েছিল আমি তাদেরকে এর বিধান দিইনি তারা ঐ দরবেশীর হক পূর্ণ করেনি। অন্যান্য লোকেরা বলতে লাগলো ঃ আমরাও তাদের ন্যায়, যেমন অমুক অমুক লোক করে থাকে, অমুক লোকের ন্যায় জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করবো, ঐরূপ গৃহ নির্মাণ করবো

যেমন অমুক লোকেরা করেছিল। অথচ তারা শিরকে পতিত ছিল, তারা যাদের অনুকরণ করছিল, তাদের ঈমান সম্বন্ধেও অবহিত ছিল না যখন আল্লাহ্ তা'আলা নবী ﷺ -কে প্রেরণ করলেন, তখন তাদের মধ্যে কিছু লোক অবশিষ্ট ছিল। কেউ তো তার ইবাদতখানা হতে নেমে আসলো, ভ্রমণকারী তার ভ্রমণ হতে ফিরে আসলো, কেউ তার গির্জা হতে আসলো এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনলো এবং তাকে বিশ্বাস করলো তখন আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন কর, তা হলে তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমতের দ্বিগুণ দান করবেন, এক তো হযরত ঈসা (আ) এর উপর ঈমান আনার দরুন এবং তাওরাত ইঞ্জিলে বিশ্বাস স্থাপনের দরুন। আর মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর ঈমান আনা এবং তাঁকে সত্যবাদী জানার কারণে এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করার দরুন আল্লাহ্ তা'আলা এক আলো দান করবেন, যার আলোতে তোমরা চলাফেরা করবে, অর্থাৎ তা হলো কুরআন এবং তাদের নবী ﷺ -এর অনুগমন অনুসরণ, যেন যে আহ্লে কিতাব তোমাদের মত হতে চায় ; তারা যেন না বুঝে যে, তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ পাবে না।

اَلْحُكْمُ بِالظَّاهِرِ

ব্যাহ্যিক শরী'আতের উপর মীমাংসা

٥٤٠٢ اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني ابي عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة ان رسول الله ﷺ قال انكم تختصمون الي وانما انا بشر ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه فانما اقطع له قطعة من النار *

৫৪০২. আমর ইবন আলী (র) উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার নিকট মোকদ্দমা দায়ের করছ ? আমিতো মানুষই হয়তো তোমাদের কেউ তার প্রতিপক্ষ হতে তার দাবী জোরালোভাবে পেশ করবে , যদি আমি কাউকে তার ভাইয়ের কোন হক দিয়ে ফেলি, তবে সে যেন তা গ্রহণ না করে, এমতাবস্থায় আমি তাকে আগুনের এক অংশই দান করি

حُكْمُ الْحَاكِمِ بِعِلْمِهِ

বিচারক তাঁর অবগতির উপর মীমাংসা করবে

٥٤٠٣ اخبرنا عمران بن بكار بن راشد قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني ابو الزناد بما حدثه عبد الرحمن الاعرج انه ذكر انه سمع ابا هريرة يحدث به عن رسول الله ﷺ قال وقال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن احداهما فقالت هذه لصاحبتها انما ذهب بابنك وقالت الاخرى انما ذهب بابنك فتحاكمتا الى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا الى سليمان بن داود فاخبرتاه فقال ائتوني بالسكين اشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو

أَنْهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاللّٰهِ مَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّيْنِ قَطُّ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ مَا كُنَّا نَقُوْلُ إِلاَّ الْمُدْيَةَ *

৫৪০৩ ইমরান ইবন বাককার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দুই নারী এক স্থানে তাদের নিজ নিজ সন্তান নিয়ে ছিল। এমন সময় একটি নেকড়ে বাঘ এসে তাদের একজনের সন্তান নিয়ে গেল তাদের একজন তার সঙ্গিনীকে বললো ঃ তোমার ছেলে নিয়ে গেছে। অন্যজন বললো ঃ তোমার সন্তান নিয়েছে তারা উভয়ে এ ব্যাপারে দাউদ (আ) এর নিকট মীমাংসা প্রার্থনা করলো দাউদ (আ) তাদের মধ্যে বয়সে যে বড় ছিল, তাকে সন্তান দিয়ে দিলেন। এরপর তারা উভয়ে হযরত সুলায়মান ইবন দাউদ (আ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ আমার নিকট একখানা ছুরি নিয়ে এস, আমি এই বাচ্চাকে তাদের উভয়ের মধ্যে দুই টুকরা করে দিচ্ছি। একথা শুনে যে নারী বয়সে ছোট ছিল, সে বললো ঃ এমন কাজ করবেন না, আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন, এ বাচ্চা তারই তখন তিনি ঐ বাচ্চা ছোট নারীকে দিলেন আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি এই দিনের পূর্বে ছুরিকে سكين বলতে শুনিনি আমরা একে মুদয়া (مدية) বলতাম।

اَلسَّعَةُ لِلْحَاكِمِ فِيْ أَنْ يَقُوْلَ لِلشَّيْءِ الَّذِيْ لاَيَفْعَلُهُ افْعَلْ لِيَسْتَبِيْنَ الْحَقُّ

বিচারক যা করবে না তা করবো বলা

٥٤٠٤ أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ بَنِيْ الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَانِ لَهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ ابْنَهَا فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ فَقَالَتْ كَيْفَ أَمَرَكُمَا فَقَصَّتَا عَلَيْهِ فَقَالَ ائْتُوْنِيْ بِالسِّكِّيْنِ أَشُقُّ الْغُلاَمَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى أَتَشُقُّهُ فَدَى لَكُمْ فَقَدْ رَضِيْتُ لاَ تَفْعَلْ حَظِّيْ مِنْهُ لَهَا قَالَ هُوَ ابْنُكِ فَقَضَى بِهِ لَهَا *

৫৪০৪ রবী' ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ দুইজন নারী বের হলো, আর তাদের সাথে ছিল তাদের দুই সন্তান। এক নারীকে নেকড়ে বাঘ আক্রমণ করে তার সন্তান নিয়ে গেল। অবশিষ্ট সন্তানের ব্যাপারে উভয় নারী দাউদ (আ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজের সন্তান বলে দাবি করলো, তিনি তাদের মধ্যে যে নারী বয়সের বড় ছিল, তার পক্ষে রায় দিলেন অবশেষে তারা সুলায়মান (আ)-এর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের ব্যাপারে কি আদেশ দেয়া হয়েছে ? তারা তাঁর নিকট ঘটনা বর্ণনা করলে, তিনি বললেন ঃ একখানা ছুরি নিয়ে এস, আমি এই শিশুটিকে দু'ভাগ করে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিব তখন ছোট নারী বললো ঃ আপনি কি তাকে দ্বিখণ্ডিত করবেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ সে বললো ঃ আপনি এরূপ করবেন না, আমার অংশ আমি তাকে দিয়ে দিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ এই শিশুটি তোমার , তিনি তার পক্ষেই মীমাংসা করলেন

نَقْضِ الْحَاكِمِ مَا يَحْكُمُ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ

সমপর্যায় বা উচ্চ পর্যায়ের কাযীর মীমাংসা ভেঙ্গে দেওয়া

٥٤٠٥ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا فَجَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَتَخَاصَمَتَا إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا قَالَتْ قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى قَالَ سُلَيْمَانُ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا بِنِصْفَيْنِ فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا تَفْعَلْ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلْتِي أَبَتْ أَنْ يُقْطَعَ *

৫৪০৫ মুগীরা ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ দুই নারী বের হলো, আর তাদের সাথে ছিল তাদের দুই সন্তান, এক নেকড়ে বাঘ তাদের থেকে এক সন্তানকে উঠিয়ে নিয়ে গেল তারা এই শিশুর ব্যাপারে ঝগড়া করে দাউদ (আ) এর নিকট বিচার প্রার্থী হলে তিনি ঐ নারীদ্বয়ের মধ্যে যে বড় ছিল তার পক্ষে রায় দিলেন তারা সুলায়মান (আ)-এর নিকট গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের ব্যাপারে কি রায় দিয়েছেন ? তারা বললো ঃ তিনি বড় নারীর পক্ষে রায় দিয়েছেন সুলায়মান (আ) বললেন ঃ আমি তাকে কেটে সমান দুই অংশ করবো, এক অংশ এই নারী এবং অপর অংশ ঐ নারীর। তখন বড় নারী বললো ঃ জ্বি হ্যাঁ, আপনি তা-ই করুন, তাকে খণ্ডিত করুন কিন্তু ছোট নারী বললো ঃ তাকে কাটবেন না, সে ঐ নারীরই সন্তান। তখন তিনি যে নারী কাটতে অস্বীকার করলো, তার পক্ষেই রায় দিলেন।

بَابُ الرَّدِّ عَلَى الْحَاكِمِ إِذَا قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ

অনুচ্ছেদ ঃ বিচারক ভুল মীমাংসা করলে

٥٤٠٦ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَأْنَا وَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسُرُ قَالَ فَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ أَسِيرَهُ حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمًا أَمَرَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ أَحَدٌ وَقَالَ بِشْرٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ قَالَ فَقَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ صُنْعَ خَالِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَفَعَ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ

بِنِي ابْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ فَمَنْ ذَكَرَ يَا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ وَمِنْ حَدِيْثِ بِشْرٍ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اِنِّي بَرِئْتُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ *

৫৪০৬. যাকারিয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ খালিদ ইবন ওলীদ (রা) কে জাযীমা গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান করেন, কিন্তু তারা ভালভাবে বললো না যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম বরং তারা বললো ঃ আমরা স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করলাম খালিদ (রা) তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করতে আরম্ভ করলেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক একজন বন্দী হাওলা করলেন ভোরে খালিদ (রা, প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্ব স্ব বন্দীকে হত্যা করার আদেশ দেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ তখন আমি বললাম ঃ আল্লাহ্র শপথ! আমি আমার কয়েদীকে হত্যা করবো না, আর কেউই নিজ বন্দীকে হত্যা করবে না, অথবা তিনি বলেছেন ঃ আমার বন্ধুদের কেউই তার কয়েদীকে হত্যা করবে না বর্ণনাকারী বলেন পরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁর নিকট খালিদ (রা)-এর কার্যকলাপ বর্ণনা করা হলে তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্বক বললেন ঃ হে আল্লাহ ! খালিদ যা করেছে, আমি আপনার নিকট ঐ ব্যাপারে পবিত্র। তিনি এ কথা দু'বার বলেন

ذِكْرُ مَا يَنْبَغِيْ لِلْحَاكِمِ اَنْ يُجْتَنِبَهُ

মীমাংসাকারীর জন্য যা পরিত্যাজ্য

٥٤٠٧ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ بِيْ وَكَتَبْتُ لَهُ اِلَى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضِيْ سِجِسْتَانَ اَنْ لَا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَاَنْتَ غَضْبَانُ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَحْكُمْ اَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ *

৫৪০৭ কুতায়বা (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমার পিতা আমার দ্বারা সিজিস্তানের গভর্নর উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবূ বাকরাকে লিখে পাঠান যে, তুমি রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করবে না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা না করে।

اَلرُّخْصَةُ لِلْحَاكِمِ الْاَمِيْنِ اَنْ يَحْكُمَ وَهُوَ غَضْبَانُ

ন্যায়পরায়ণ বিচারকের রাগান্বিত অবস্থায় মীমাংসা করার অনুমতি

٥٤٠٨ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ اَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ شِرَاجِ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا نَخْلَ فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ عَلَيْهِ

فَأَتَى عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجُدُرِ فَاسْتَوْفَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ ذٰلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ فِيْهِ السَّعَةُ لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ فَلَمَّا أَحْفَظَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْأَنْصَارِيُّ اسْتَوْفَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيْحِ الْحُكْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ لَا أَحْسَبُ هٰذِهِ الْآيَةَ أُنْزِلَتْ إِلَّا فِي ذٰلِكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَاحِدُهُمْ يُرِيْدُ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْقِصَّةِ *

৫৪০৮. যুনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা ও হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - যুবায়র ইব্‌নুল আওয়াম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি এমন একজন আনসারী ব্যক্তির সাথে হাররা নামক স্থানের পানি প্রবাহ নিয়ে ঝগড়া করেন, যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তাঁরা উভয়ে এই পানি দ্বারা খেজুর বাগানে পানি দিত। ঐ আনসারী ব্যক্তি বললেন ঃ পানি ছেড়ে দিন, যাতে তা এর উপর দিয়ে বয়ে যায়। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে যুবায়র! তুমি নিজের যমীনে পানি দিয়ে তা স্বীয় প্রতিবেশীর জন্য ছেড়ে দাও। একথায় আনসারী ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যুবায়র তো আপনার ফুফির ছেলে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর চেহারার রং পরিবর্তিত হলো। তিনি বললেন ঃ হে যুবায়র! তুমি বাগানে পানি দাও এবং পরে পানি বন্ধ করে দাও, যতক্ষণ না পানি গাছের চতুর্দিকের আইলে পৌঁছে যায়। এবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুবায়রকে তাঁর পূর্ণ অধিকার দান করলেন। এরপূর্বে তিনি যুবায়র (রা)-কে যে আদেশ দিয়েছিলেন, তাতে যুবায়র (রা) এবং আনসারী উভয়ের জন্য ছিল প্রশস্ততা, কিন্তু যখন আনসারী তাঁকে রাগান্বিত করলেন, তখন তিনি যুবায়র (রা)-এর অংশ তাঁকে পূর্ণরূপে দান করলেন। যুবায়র (রা) বলেন, আমার মনে হয় ঃ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ আয়াতটি এ ব্যাপারেই নাযিল হয়।

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِيْ دَارِهِ

নিজের থেকে হাকিমের মীমাংসা করা

٥٤٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَنْبَأَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِيْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَكَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى يَا كَعْبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هٰذَا وَأَوْمَأَ إِلَى الشَّطْرِ قَالَ لَقَدِ اسْتَكْثَرْتُ قَالَ قُمْ فَاقْضِهِ *

৫৪০৯. আবূ দাউদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, কা'ব (রা) ইবন আবূ হাদরাদ হতে তাঁর প্রাপ্য করযের টাকা চাইলে, এ ব্যাপারে তাদের উভয়ের শব্দ উচ্চ হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -ও তার তাঁর বাসস্থান হতে তা শ্রবণ করলেন তিনি তাদের প্রতি অগ্রসর হয়ে তাঁর ঘরের পর্দা উঠিয়ে উচ্চস্বরে বললেন ঃ হে কা'ব ! কা'ব (রা) বললেন ঃ আমি উপস্থিত আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি কা'ব (রা)-কে বললেন ঃ তোমার করয হতে কমাও এবং তিনি অর্ধেকের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। কা'ব (রা) বললেন ঃ আমি তা করলাম। এরপর তিনি ইবন আবূ হাদরাদকে বললেন ঃ ওঠো তা আদায় কর

اَلْاِسْتِعْدَاءُ

সাহায্য প্রার্থনা করা

٥٤١٠ اخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا بشر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا سفيان بن حسين عن ابي بشر جعفر بن اياس عن عباد بن شراحيل قال قدمت مع عمومتي المدينة فدخلت حائطا من حيطانها ففركت من سنبله فجاء صاحب الحائط فاخذ كسائي وضربني فاتيت رسول الله ﷺ فاستعديت عليه فارسل الى الرجل فجاء به فقال ما حملك على هذا فقال يا رسول الله ﷺ به دخل حائطي فاخذ من سنبله ففركه فقال رسول الله ﷺ ما علمته اذ كان جاهلا ولا اطعمته اذ كان جائعا اردد عليه كساءه وامر لي رسول الله ﷺ بوسق او نصف وسق ٭

৫৪১০ হুসায়ন ইবন মানসূর (র) আব্বাদ ইবন শারাহীল (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার চাচাদের সাথে মদীনায় আগমন করলাম এবং তথাকার বাগানের মধ্যে এক বাগানে প্রবেশ করলাম, আর একটি ফলের গুচ্ছ নিয়ে তা মুচড়ে ফেললাম। তখন ঐ বাগানের মালিক এসে আমার কম্বল কেড়ে নিল এবং আমাকে মারধর করলো। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট ফরিয়াদ করলাম। তিনি ঐ ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালে তারা তাকে নিয়ে আসলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কেন এরূপ করলে ? সে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে আমার বাগানে প্রবেশ করে ফলের গুচ্ছ নিয়ে তা মুচড়ে ফেলেছে তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদিও সে অজ্ঞ ছিল, তুমি তাকে বললে না কেন? আর যখন সে ক্ষুধার্ত ছিল, তখন তুমি তাকে খাওয়ালে না কেন ? যাও, তুমি তার কম্বল ফিরিয়ে দাও। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এক ওসক অথবা আধ ওসক দেওয়ার আদেশ দেন

صَوْنُ النِّسَاءِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ

মহিলাদেরকে বিচারালয়ে না আনা

٥٤١١ اخبرنا محمد بن سلمة قال نا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله ﷺ فقال احدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو افقههما اجل يا رسول الله ﷺ وائذن لي في ان اتكلم قال ان ابني كان عسيفا على

هٰذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَفَدَيْتُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَعَلَى امْرَأَةِ الرَّجُلِ الرَّجْمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا *

৫৪১১ মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - আবূ হুরায়রা এবং যায়দ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তাদের এক ঝগড়া নিয়ে উপস্থিত হলো তাদের একজন বললো ঃ আমাদের মধ্যে আল্লাহ্র কিতাবের দ্বারা মীমাংসা করুন অন্যজন, যে ছিল তাদের মধ্যে অধিক জ্ঞানী সে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমাকে নিজের বক্তব্য পেশ করার অনুমতি দিন . সে বললো ঃ আমার ছেলে এই লোকের চাকর ছিল এবং সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। লোকেরা আমাকে বললো ঃ তোমার ছেলেকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে আমি এক শত ছাগল এবং আমার এক দাসীর বিনিময়ে আমার ছেলেকে ছাড়িয়েছি এরপর আমি আলিমদের নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, তারা বললো ঃ আমার ছেলের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত এবং এক বৎসর নির্বাসন, আর তার স্ত্রীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যাঁর হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার শপথ করে বলছি ঃ আমি অবশ্যই আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবো, তোমার ছাগসমূহ এবং দাসী তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে, আর তার ছেলেকে একশত বেত্রাঘাত করা হবে এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া হবে এরপর তিনি উনায়স (রা) কে বললেন ঃ সে যেন অন্য ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট যায়, যদি সে ব্যভিচার করেছে বলে স্বীকার করে, তবে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। পরে ঐ নারী স্বীকার করলে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়

٥٤١٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ إِلَّا مَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ قُلْ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَى مِنْهُ ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمَّا الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا *

৫৪১২ কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা, যায়দ ইবন খালিদ এবং শিবল (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট উপস্থিত ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ আমাদের মধ্যে আল্লাহ্র শপথ দিয়ে

বলছি, আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করুন পরে তার বিপক্ষ যে অধিক বুদ্ধিমান ছিল, সে বললো ঃ ঠিকই আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাবানুযায়ী মীমাংসা করুন , তখন তিনি বললেন ঃ বল । সে বললো ঃ আমার পুত্র এই ব্যক্তির চাকর ছিল এবং সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে আমি আমার একশত ছাগল এবং খাদিম দ্বারা তাকে ছাড়িয়ে নিয়েছি, অথচ তাকে কেউ খবর দিয়েছে যে, তার পুত্রকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে তাই সে এর বিনিময়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়েছে এরপর আমি কয়েকজন আলিমের নিকট জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো ঃ আমার পুত্রের উপর একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন বর্তাবে তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ। যাঁর হাতে আমার প্রাণ। আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাবানুযায়ী মীমাংসা করবো আর একশত ছাগল ও খাদিম তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে এবং তোমার ছেলের উপর একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন বর্তাবে । এরপর তিনি বলেন ঃ হে উনায়স! তুমি ভোরে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট যাবে, যদি সে স্বীকার করে, তবে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে । উনায়স ভোরে তার নিকট গমন করলে, সে তা স্বীকার করলো, ফলে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয় ।

تَوْجِيهُ الْحَاكِمِ إِلَى مَنْ أَخْبَرَ أَنَّهُ زَنَى

ব্যভিচারীকে ডেকে পাঠানো

٥٤١٣ حدثنا الحسن بن أحمد الكرماني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثني يحيى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي ﷺ أتي بامرأة قد زنت فقال ممن قالت من القعد لدى في حائط سعد فأرسل إليه فأتي به محمولا فوضع بين يديه فاعترف فدعا رسول الله ﷺ بالكبار فضربه ورجمه برمانتين وخفف عنه ٭

৫৪১৩ হাসান ইবন আহমদ কিরমানী (র) আবূ উমামা ইবন সাহল ইবন হুনায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এক নারীকে আনা হলো যে ব্যভিচার করেছিল , রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ কার সাথে ? মহিলাটি বললো ঃ ঐ পঙ্গু লোকটির শপথ । যে সা'দ (রা) এর বাগানে অবস্থান করে তার নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে বহন করে আনা হলো তাকে তাঁর সামনে রাখা হলো । এরপর সে তা স্বীকার করলো তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেজুরের একখানা ডাল আনিয়ে তা দ্বারা তাকে কয়েক ঘা লাগান, আর তিনি তাকে তার পঙ্গুত্বের জন্য সহজ শাস্তি দেন

مَصِيرُ الْحَاكِمِ إِلَى رَعِيَّتِهِ لِلصُّلْحِ بَيْنَهُمْ

বিচারকের মীমাংসার জন্য প্রজার নিকট গমন

٥٤١٤ حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول وقع بين حيين من الأنصار كلام حتى تراموا بالحجارة فذهب النبي ﷺ يصلح بينهم فحضرت الصلاة فأذن بلال وانتظر رسول الله ﷺ فاحتبس فأقام الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فجاء النبي ﷺ وأبو بكر يصلي بالناس

فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ صَفَّقُوا وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا سَمِعَ تَصْفِيقَهُمْ الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ أَثْبُتْ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ ثُمَّ نَكَصَ الْقَهْقَرَى وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلاَةَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا كَانَ لَكَ أَنْ تَثْبُتَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا لَكُمْ إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلاَتِكُمْ صَفَّقْتُمْ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ *

৫৪১৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - সহল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) বলেন, আনসারদের দুই গোত্রের মধ্যে বচসা হলে তারা একে অন্যের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করানোর জন্য তথায় গমন করেন। এমন সময় নামাযের সময় হলে বিলাল (রা) আযান দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর অপেক্ষায় রইলেন, কিন্তু তিনি তথায় ব্যস্ত থাকায় একামত বলা হলে নামাযের ইমামতির জন্য আবূ বকর (রা) সামনে গেলেন, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করলেন, আর তখনও আবূ বকর (রা) নামাযে ইমামতি করছিলেন লোক তাঁকে দেখে হাতে শব্দ করলো, কিন্তু আবূ বকর (রা) নামাযে কোন দিকে লক্ষ্য করছিলেন কিন্তু তিনি সকলের হাতের শব্দ শুনে লক্ষ্য করে দেখলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করেছেন তখন তিনি পেছনে সরে আসার ইচ্ছা করলে রাসূলুল্লাহ্ তাঁকে স্থির থাকতে ইঙ্গিত করলেন। আবূ বকর (রা) তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলেন এবং তিনি উল্টো পায়ে পেছনে সরে আসলেন আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সামনে এগিয়ে গিয়ে নামায পড়ছিলেন, তিনি নামায শেষে আবূ বকর (রা) কে বললেন ঃ আপনি স্বীয় স্থানে অবস্থান করলেন না কেন? আবূ বকর (রা) বললেন ঃ এটা কিরূপে সম্ভব যে আল্লাহ্ তা'আলা আবূ কুহাফার পুত্রকে স্বীয় নবীর সামনে দেখবেন। এরপর তিনি জনসাধারণের দিকে মুখ করে বললেন ঃ তোমাদের অবস্থা কী ? তোমরা যখন নামাযে কোন ঘটনা ঘটে, তখন তোমরা নারীদের ন্যায় কেন হাতে তালি দাও ? এতো নারীদের জন্য। যখন নামাযে কারো কোন ঘটনা ঘটে, তখন সে যেন বলে - 'সুবহানাল্লাহ'।

إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالصُّلْحِ

হাকিমের বাদী-বিবাদীর মধ্যে আপোষের ইঙ্গিত

٥٤١٥ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ يَعْنِي دَيْنًا فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ فَأَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا *

৫৪১৫ রবী' ইবন সুলায়মান (র) - কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবন হাদরাদ আসলামী (রা)-এর নিকট কিছু পেতেন। একদা তিনি রাস্তায় আব্দুল্লাহ্ (রা)-কে দেখে তার সাথে কথা কাটাকাটি হতে হতে তাদের শব্দ উচ্চ হয়ে যায় তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি বললেন ঃ হে কা'ব এবং তিনি হাতে ইঙ্গিত করলেন, যেন তিনি বললেন ঃ অর্ধেক তখন কবযের অর্ধেক গ্রহণ করলেন, আর বাকী অর্ধেক ছেড়ে দিলেন

اِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالْعَفْوِ

হাকিমের বিবাদীকে ক্ষমা করার ইঙ্গিত করা

٥٤١٦، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمْرَةُ بْنُ عُمَرَ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ جَاءَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ أَتَعْفُو قَالَ لاَ قَالَ فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لاَ قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبَ مُوَلِّيًا مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ أَتَعْفُو قَالَ لاَ قَالَ فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لاَ قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبَ مُوَلِّيًا مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ أَتَعْفُو قَالَ لاَ قَالَ فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لاَ قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ مَا إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ قَالَ رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ *

৫৪১৬. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - ওয়ায়িল (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস হত্যাকারীকে রশিতে বেঁধে টেনে নিয়ে আসলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসকে বললেন ঃ তুমি কি তাকে ক্ষমা করবে ? সে বললো ঃ না। তিনি বললেন ঃ তা হলে তুমি রক্তপণ গ্রহণ কর সে বললো ঃ না তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি খুনের বদলায় তাকে খুন করবে? সে ব্যক্তি বললো ঃ হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি তাকে নিয়ে যাও যখন সে তাকে নিয়ে চললো এবং তাঁর নিকট হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো, তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি কি তাকে ক্ষমা করবে ? সে বললো ঃ না তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি কি দিয়াত গ্রহণ করবে ? সে বললো ঃ না। তিনি বললেন ঃ তবে কি তুমি তাকে হত্যা করবে ? সে বললো ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তবে তুমি তাকে নিয়ে যাও যখন সে তাকে নিয়ে চললো এবং তাঁর নিকট হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো, তখন আবার তাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি কি ক্ষমা করবে ? সে বললো ঃ না। তিনি বললেন ঃ তবে কি তুমি তার বিনিময়ে দিয়াত গ্রহণ করবে ? সে বললো ঃ না। তিনি বললেন ঃ তবে কি তুমি তাকে হত্যা করবে ? সে বললো ঃ হ্যাঁ তিনি বললেন ঃ তবে তাকে নিয়ে যাও এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি তুমি তাকে ক্ষমা করতে তবে সে তার এবং তোমার নিহত সাথীর পাপের বোঝা বহন করতো তখন ঐ ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে এবং তাকে ছেড়ে দেয় আমি দেখলাম, ঐ ব্যক্তি তার রশি টেনে চলছে

إِشَارَةُ الْحَاكِمِ بِالرِّفْقِ

হাকিমের শিথিলতার ইঙ্গিত করা

٥٤١٧ اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة انه حدثه ان عبد الله بن الزبير حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير الى رسول الله ﷺ في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الانصاري سرح الماء يمر فابى عليه فاختصموا عند رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله ﷺ ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر فقال الزبير اني احسب ان هذه الاية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون الاية *

৫৪১৭. কুতায়বা (র) -- আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, এক আনসারী ব্যক্তি হাররা নামক স্থানের পানি প্রবাহ নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে মোকদ্দমা দায়ের করলো যে পানি তারা খেজুর গাছে সিঞ্চন করতো আনসারী বললো ঃ পানি ছেড়ে দিন, তা বয়ে যাবে কিন্তু যুবায়র (রা) তা অস্বীকার করলেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে এসে ঝগড়া করলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে যুবায়র তুমি পানি দিয়ে পানি ছেড়ে দাও, তোমার পড়শীর জন্য এতে আনসারী ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! বাস্তব পক্ষে যুবায়র তো আপনার ফুফীর ছেলে তাই। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল তখন তিনি বললেন ঃ হে যুবায়র ! তুমি গাছে পানি দিয়ে তা বন্ধ করে, রাখ যেন তা বাগানের দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছে। যুবায়র (রা) বলেন ঃ আমার মনে হয়, فلا وربك لا يؤمنون আয়াতটি এ ব্যাপারেই নাযিল হয়

شَفَاعَةُ الْحَاكِمِ لِلْخُصُومِ قَبْلَ فَصْلِ الْحُكْمِ

মীমাংসার পূর্বে হাকিম সুপারিশ করতে পারে

٥٤١٨ اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس ان زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كاني انظر اليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي ﷺ للعباس يا عباس الا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال لها النبي ﷺ لو راجعته فانه ابو ولدك فقالت يا رسول الله ﷺ اتامرني قال انما انا شافع قالت فلا حاجة لي فيه *

৫৪১৮ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) -- ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বারীরা (রা)-এর স্বামী ছিলেন একজন দাস, তার নাম ছিল মুগীস তিনি বলেন, আমি যেন এখনও দেখছি তিনি বারীরার পিছে পিছে ঘুরছেন

এবং এমনভাবে কাঁদছেন যে, তাঁর অশ্রু তাঁর দাড়ি বেয়ে পড়ছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আব্বাস (রা) কে বললেন ঃ হে আব্বাস! আপনি কি বারীরার জন্য মুগীসের ভালবাসায় আর মুগীসের প্রতি বারীরার অনীহাতে আশ্চর্যবোধ করছেন না? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারীরা (রা) কে বললেন ঃ যদি তুমি মুগীসের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে তা হলে ভাল হতো কারণ সে তোমার সন্তানের পিতা। সে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন? তিনি বললেন ঃ না, আমি তো তোমার নিকট সুপারিশ করছি। তখন সে বললো ঃ তা হলে এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

مَنْعُ الْحَاكِمِ رَعِيَّتَهُ مِنْ اِتْلَافِ اَمْوَالِهِمْ وَبِهِمْ حَاجَةٌ اِلَيْهَا

হাকিমের প্রজাবৃন্দকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ নষ্ট করতে বাধা দেয়া

٥٤١٩ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجًا وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَاَعْطَاهُ فَقَالَ اقْضِ دَيْنَكَ وَانْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ *

৫৪১৯. আব্দুল আ'লা ইব্‌ন ওয়াসিল (র) - - - জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, এক আনসারী তার মৃত্যুর পর তার দাসকে মুক্ত করে দিয়েছিল সে ব্যক্তি ছিল অভাবগ্রস্ত এবং ঋণগ্রস্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ দাসকে আটশত দিরহামে বিক্রি করে ঐ টাকা তাকে দিয়ে বললেন ঃ তুমি এ দ্বারা তোমার ঋণ পরিশোধ কর এবং তোমার গোষ্যদের জন্য ব্যয় কর।

اَلْقَضَاءُ فِيْ قَلِيْلِ الْمَالِ وَكَثِيْرِهِ

সম্পদ অল্প হউক বা অধিক, তাতে ফয়সালা দেয়া

٥٤٢٠ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَخِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَاِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ اَرَاكٍ *

৫৪২০ আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শপথের মাধ্যমে কোন মুসলমান ব্যক্তির সম্পদ আত্মসাৎ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য দোযখ অবধারিত করে দেন এবং তার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম করে দেন। তখন এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি ঐ মাল অতি নগণ্য হয়? তিনি বললেন ঃ যদিও তা পিলু গাছের একটি ডালই হোক না কেন

قَضَاءُ الْحَاكِمِ عَلَى الْغَائِبِ اِذَا عَرَفَهُ

অনুপস্থিতিতে তার ব্যাপারে মীমাংসা করা

٥٤٢١ حدثنا اسحق بن ابراهيم قال انبانا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت جاءت هند الى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح ولا ينفق على ولدى ما يكفينى الا ما اخذ من ماله وهو لا يشعر فهل على جناح ان اخذ من ماله ما يكفينى وولدى بالمعروف *

৫৪২১ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা হিন্দা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। সে না আমার খরচ দেয়, না আমার সন্তানদের। আমি কি তাঁর মাল হতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত নিতে পারি ? তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার এবং তোমার সন্তানদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঙ্গতভাবে নিতে পার

اَلنَّهْىُ عَنْ اَنْ يَقْضِىَ فِىْ قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ

এক আদেশে দু'টি মীমাংসা করা নিষেধ

٥٤٢٢ اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ حُسَيْنٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ وَكَانَ عَامِلاً عَلٰى سِجِسْتَانَ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ اَبُوْ بَكْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَيَقْضِىَنَّ اَحَدٌ فِىْ قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ وَلاَ يَقْضِىْ اَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ *

৫৪২২ হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর (র) - - - আবূ বাকরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ কেউ যেন দুই মোকদ্দমার মীমাংসা, এক ফয়সালায় না করে আর কোন ব্যক্তি যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা না করে

مَايُقْطَعُ الْقَضَاءِ

মীমাংসায় যা পাওয়া যায়

٥٤٢٣ حدثنا اسحق بن ابراهيم قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة قالت رسول الله ﷺ انكم تختصمون الى وانما انا بشر ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فانما اقضى بينكم على نحو ما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فانما اقطع له قطعة من النار *

৫৪২৩ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার নিকট বিবাদ নিয়ে এসো মীমাংসার জন্য, আমিও তো একজন মানুষ তোমাদের

মধ্যে হয়তো কেউ বর্ণনাভঙ্গিতে অন্য হতে পটু আমি যা শুনি, তার পরিপ্রেক্ষিতেই তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করি . যদি আমি কাউকে তার ভাই এর কোন অধিকার অন্যায়ভাবে দিয়ে দেই, তবে আমি যেন তাকে আগুনের এক অংশই দেই

اَلْاَلَدُّ الْخَصِمُ

অন্যায়ভাবে অত্যধিক ঝগড়াটে ব্যক্তি

٥٤٢٤ اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَاَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبْغَضَ الرِّجَالِ اِلَى اللّٰهِ الْاَلَدُّ الْخَصِمُ *

৫৪২৪ ইসহাক ইবন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অত্যধিক ঘৃণিত ব্যক্তি সেই, যে অন্যায়ভাবে ঝগড়া করে থাকে।

اَلْقَضَاءُ فِيْمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ

প্রমাণহীন মোকদ্দমার মীমাংসা

٥٤٢٥ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فِىْ دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَضٰى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ *

৫৪২৫ আমর ইবন আলী (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এসে একটি জন্তুর ব্যাপারে মোকদ্দমা পেশ করলো, কিন্তু তাদের কারো কোন প্রমাণ ছিল না। তিনি তাদের মধ্যে তার ব্যাপারে প্রত্যেকের জন্য অর্ধাংশের মীমাংসা দিলেন

عِظَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْيَمِيْنِ

শপথ গ্রহণে হাকিমের নসীহত

٥٤٢٦ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَانَتْ جَارِيَتَانِ تَخْرُزَانِ بِالطَّابَقِ فَخَرَجَتْ اِحْدٰهُمَا وَيَدُهَا تَدْمٰى فَزَعَمَتْ اَنَّ صَاحِبَتَهَا طَعَنَتْهَا بِاَشْفَاهِ وَاَنْكَرَتِ الْاُخْرٰى فَكَتَبَتْ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ ذٰلِكَ فَكَتَبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى اَنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ وَلَوْ اَنَّ النَّاسَ اُعْطُوْا بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعٰى نَاسٌ مَالَ نَاسٍ وَدِمَاءَهُمْ فَادْعُهَا وَاتْلُ عَلَيْهَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ

وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ وَلَنْ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ فَدَعَوْتُهَا فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ فَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ فَسَرَّهُ *

৫৪২৬ আলী ইবন সায়ীদ (র) - - ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তায়েফে দু'টি বালিকা জুতা সেলাই করতো। তাদের একজন এমন অবস্থায় বের হলো যে, তার হাত হতে রক্ত পড়ছিল। সে বললো ঃ আমার বান্ধবী আমাকে প্রহার করেছে কিন্তু অন্য বালিকা তা অস্বীকার করলো। আমি এ ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে লিখলাম। তিনি উত্তরে লিখলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ মীমাংসা করেছেন যে, বিবাদী শপথ করবে কেননা, যদি সকলেই তাদের দাবী অনুযায়ী পেয়ে যেত তাহলে লোক অন্যান্য লোকের সম্পদ ও জন্তুর দাবী করে বসতো। এ ব্যাপারে তার নিকট এ আয়াত তিলাওয়াত করুন ঃ অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা এবং শপথের বিনিময়ে ক্ষুদ্র পার্থিব সম্পদ গ্রহণ করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশই থাকবে না। তিনি পূর্ণ আয়াত শেষ করলেন তখন আমি ঐ বালিকাকে ডেকে তার নিকট এই আয়াত তিলাওয়াত করলে, সে তার অপরাধ স্বীকার করলো। ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি সন্তুষ্ট হন

كَيْفَ يَسْتَحْلِفُ الْحَاكِمُ

হাকিম কিরূপে শপথ নিবেন ?

٥٤٢٧ أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ يَعْنِي مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَدْعُو اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا بِدِينِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ قَالَ آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا آللَّهِ مَا جَلَسْنَا إِلَّا ذَلِكَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ *

৫৪২৭ সাওয়ার ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে তাঁর সাহাবীদের এক মজলিসে পৌঁছলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের এখানে কিসে বসিয়েছে ? তারা বললেন ঃ আমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং তিনি যে আমাদেরকে হিদায়ত দান করেছেন এবং আপনাকে প্রেরণ করে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের উপর যে ইহসান করেছেন তার শোকর আদায় করার জন্য বসেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সত্যই কি তোমরা এজন্য এখানে বসেছো ? তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা এজন্যই এখানে সমবেত হয়েছি। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করে তোমাদের থেকে শপথ নেইনি বরং এজন্য যে, জিব্‌রাঈল (আ) এসে আমাকে সংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ব্যাপারে ফিরিশতাদের উপর গৌরব করছেন।

٥٤٢٨ أَخْبَرَنَا حَمْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى

بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَى عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسَرَقْتَ قَالَ لَا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِي ۞

৫৪২৮ আহমদ ইব্‌ন হাকস (র) - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ) এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখে তাকে বললেন ঃ তুমি চুরি করছো ? তখন সে বললো ঃ আল্লাহ্ তা'আলার শপথ করে বলছি ঃ আমি চুরি করিনি, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। ঈসা (আ) বললেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখি এবং আমার চক্ষুকে মিথ্যাবাদী মনে করি।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاِسْتِعَاذَةِ

অধ্যায় ঃ আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করা

٥٤٢٩ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اُسَيْدُ بْنُ اَبِيْ اُسَيْدٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَصَابَنَا طَشٌّ وَظُلْمَةٌ فَانْتَظَرْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ بِنَا ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ بِنَا فَقَالَ قُلْ فَقُلْتُ مَا اَقُوْلُ قَالَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِيْ وَحِيْنَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ تَكْفِيْكَ كُلَّ شَيْءٍ ●

৫৪২৯. আবূ আব্দুর রহমান আহমদ ইবন শুআয়ব (র) - - - মুআয ইবন আব্দুল্লাহ্ তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, একবার কিছু বৃষ্টিপাতের পর চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল আমরা আমাদের নামায পড়ানোর জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর অপেক্ষা করছিলাম তারপর তিনি এমন কিছু বললেন ঃ যার মর্ম হলো। পরে তিনি আমাদের সাথে নামায পড়ার জন্য বের হলেন তিনি বললেন ঃ বল আমি বললাম ঃ কি বলবো ? তিনি বললেন ঃ কুল হুয়াল্লাহু আহাদ কুল আউযু বিরাব্বিন্নাসি এবং কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক সকাল সন্ধ্যায় তিনবার করে। সকল বিপদাপদে এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট

٥٤٣٠ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ خُبَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ طَرِيْقِ مَكَّةَ فَاَصَبْتُ خَلْوَةً مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ قُلْ فَقُلْتُ مَا اَقُوْلُ قَالَ قُلْ قُلْتُ مَا اَقُوْلُ قَالَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ حَتّٰى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ حَتّٰى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ مَا تَعَوَّذَ النَّاسُ بِاَفْضَلَ مِنْهُمَا ●

৫৪৩০. য়ূনুস ইবন আব্দুল আ'লা (র) আব্দুল্লাহ্ ইবন খুবায়ব (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি মক্কার পথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সঙ্গে ছিলাম একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে নির্জনে পেয়ে তাঁর নিকট গেলাম। তিনি বললেন ঃ বল। আমি বললাম ঃ কি বলবো ? তিনি বললেন ঃ বল, কুল আউযু

বিরাব্বিল ফালাক তিনি তা শেষ করলেন। এরপর বললেন ঃ বল কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস এই সূরা শেষ করে তিনি বললেন ঃ লোকেরা দু'টির চেয়ে উত্তম কোন আশ্রয় গ্রহণ করে না

٥٤٣١ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاحِلَتَهُ فِي غَزْوَةٍ إِذْ قَالَ يَا عُقْبَةُ قُلْ فَاسْتَمَعْتُ ثُمَّ قَالَ يَا عُقْبَةُ قُلْ فَاسْتَمَعْتُ فَقَالَهَا الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ مَا أَقُولُ فَقَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَرَأَ السُّورَةَ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَأَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَأَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ مَا تَعَوَّذَ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ *

৫৪৩১ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক জিহাদের সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উটনী টানছিলাম, তিনি বললেন ঃ হে উকবা! বল আমি আরয করলাম ঃ কি বলবো ? তিনি বললেন ঃ বল, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ তিনি সূরা শেষ করলেন এরপর তিনি কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস পাঠ করলেন। তাঁর সঙ্গে আমিও তা পড়লাম এবং শেষ করলাম। পরে তিনি বললেন ঃ এই সূরাগুলো হতে উত্তম কোন আশ্রয় কেউ গ্রহণ করে না

٥٤٣٢ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسْلَمِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْ قُلْتُ وَمَا أَقُولُ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَمْ يَتَعَوَّذِ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ أَوْ لَا يَتَعَوَّذُ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ *

৫৪৩২ আহমদ ইব্‌ন উছমান (র) উকবা ইব্‌ন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ বল, আমি বললাম ঃ কি বলবো ? তিনি বললেন ঃ বল, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ এবং কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক, এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা পাঠ করলেন এবং বললেন ঃ কোন ব্যক্তি এই সূরাগুলোর ন্যায় অন্য কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করে না

٥٤٣٣ خَبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ الْحَرِثِ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَابِسٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ عَابِسٍ أَلَا أَدُلُّكَ أَوْ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ الْمُتَعَوِّذُونَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ *

৫৪৩৩ মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - ইব্‌ন আবিস জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ হে ইব্‌ন আবিস যা দ্বারা লোক আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে এদের মধ্যে যা উত্তম, তা কি আমি তোমাকে বলবো না ? অথবা তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে খবর দেবো না ? সে বললো ঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি বললেন ঃ তা হলো– কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস এ দু'টি সূরা

٥٤٣٤ اخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جنادة بن نفير عن عقبة بن عامر قال أهديت لبغلة شهباء فركبها وأخذ عقبة بقودها به فقال رسول الله ﷺ لعقبة اقرأ قال وما اقرأ يا رسول الله ﷺ قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فاعادها علي حتى قرأتها فعرف اني لم أفرح بها جدا قال لعلك تهاونت بها فما قمت يعني بمثلها *

৫৪৩৪ আমর ইব্‌ন উছমান (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একটি সাদা খচ্চর হাদিয়া দেওয়া হলে তিনি তার উপর সওয়ার হলেন, আর উকবা (রা) তা টেনে নিয়ে চললেন এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উকবা (রা)-কে বললেন ঃ হে উকবা পড়! তিনি বললেন ঃ কি পড়বো ? তিনি বললেন ঃ পড়, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক তিনি তা আবারও বললেন, আমি তা পড়লাম তিনি বুঝতে পারলেন, আমি এতে অত্যধিক খুশী হইনি তিনি বললেন ঃ হয়তো তুমি এর মর্যাদা বুঝিতে পারনি আমি এর মত সূরা আর পাইনি

٥٤٣٥ حدثنا موسى بن حزام الترمذي قال أنبأنا أبو أسامة عن سفيان عن معاوية ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عامر أنه سأل رسول الله ﷺ عن المعوذتين قال عقبة فأمنا رسول الله ﷺ بهما في صلاة الغداة *

৫৪৩৫ মূসা ইব্‌ন হিযাম তিরমিযী (র) - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে সূরা নাস ও ফালাক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এই দুটি সূরা দ্বারাই আমাদের ফজরের নামায পড়ান।

٥٤٣٦ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا معاوية عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن عقبة ان رسول الله ﷺ قرأ بهما في صلاة الصبح *

৫৪৩৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্শার (র) - - - উকবা (রা) থেকে বর্ণিত যে একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই উপরোক্ত সূরাদ্বয় ফজরের সালাতে তিলাওয়াত করেন।

٥٤٣٧ اخبرني أحمد بن عمرو قال انبانا ابن وهب قال اخبرني معاوية بن صالح عن ابن الحرث وهو العلاء عن القاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر قال كنت اقود برسول الله ﷺ في السفر فقال رسول الله ﷺ يا عقبة الا أعلمك خير سورتين قرئتا فعلمني من

أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَلَمْ يَرَنِي سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمَّا مَرَّ الصَّلَاةَ لِصُبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَأَيْتَ *

৫৪৩৭ আহমদ ইবন আমর (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সওয়ারী টানছিলাম, এমন সময় তিনি বললেন ঃ হে উকবা ! আমি কি তোমাকে পঠিত সর্বোত্তম দু'টি সূরা শিক্ষা দেব না ? তিনি আমাকে শিক্ষা দিলেন কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস তিনি দেখলেন, আমি এতে অধিক সন্তুষ্ট হয়নি এরপর যখন তিনি ফজরের নামায পড়তে বের হলেন, তখন তিনি এই দু'টি সূরা দিয়েই নামায পড়লেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামায শেষ করে আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে উকবা ! কেমন পেলে ?

٥٤٣٨ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي نَقَبٍ مِنْ تِلْكَ النِّقَابِ إِذْ قَالَ لَا تَرْكَبُ يَا عُقْبَةُ فَأَخْلَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْكَبَ مَرْكَبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَا تَرْكَبُ يَا عُقْبَةُ فَأَشْفَقْتُ أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةً فَنَزَلَ وَرَكِبْتُ هُنَيْهَةً وَنَزَلْتُ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُعَلِّمُكَ سُورَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُورَتَيْنِ قَرَأَهُمَا النَّاسُ فَاقْرَأْنِي قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ فَقَرَأَهُمَا ثُمَّ مَرَّ بِي فَقَالَ كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ فَاقْرَأْهُمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَقُمْتَ *

৫৪৩৮ মাহমূদ ইবন খালিদ (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সওয়ারীর রশি এক ঘাঁটি হতে টেনে নিচ্ছিলাম এমন সময় তিনি বললেন ঃ হে উকবা ! তুমি সওয়ার হবে না ? আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আপনার সওয়ারীতে কিভাবে সওয়ার হতে পারি ? কিছুক্ষণ পর তিনি আবার বললেন ঃ হে উকবা ! তুমি কি সওয়ার হবে না ? তাঁর আদেশ অমান্যের গুনাহর ভয়ে তিনি অবতরণ করলে আমি সওয়ার হলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি নীচে নামলাম, আর তিনি সওয়ার হলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ মানুষ যা তিলাওয়াত করে, এমন দু'টি উত্তম সূরা আমি কি তোমাকে শিক্ষা দিব না ? এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দুটি সূরা কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও সূরা নাস শিক্ষা দিলেন। এমন সময় নামাযের ইকামত বলা হলো এবং তিনি অগ্রসর হয়ে এ দু'টি সূরাই পড়লেন, পরে তিনি আমার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ হে উকবা কিরূপ মনে হলো ? তুমি প্রত্যেক শয়ন ও জাগরণে এ সূরা দু'টি পাঠ করবে।

٥٤٣٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ قُلْ فَقُلْتُ مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قَالَ يَا عُقْبَةُ قُلْ فَقُلْتُ مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَكَتَ عَنِّي فَقُلْتُ

ثُمَّ أَرَدْتُهُ عَلَى مَقَالَتِهِ قُلْ قُلْتُ مَاذَا أَقُولُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ قُلْ قُلْتُ مَاذَا أَقُولُ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ مَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهِمَا وَلَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيذٌ بِمِثْلِهِمَا *

৫৪৩৯. কুতায়বা (র) - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন ঃ হে উকবা! বল আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কি বলবো ? তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমাকে বললেন ঃ হে উকবা ! বল ; আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ' আমি কি বলবো ? তিনি আবার চুপ থাকলেন। আমি মনে মনে বললাম ঃ আল্লাহ্ করুন, যেন তিনি আবার বলেন, বল। তিনি বললেন ঃ হে উকবা' বল। আমি বললাম ঃ কি বলবো ? এবার তিনি বললেন ঃ বল, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক, আমি তা পড়ে শেষ করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ বল। আমি বললাম ঃ কি বলবো? তিনি বললেন ঃ বল, কুল আউযু বিরাব্বিন্নাসি আমি তা পাঠ করলাম। এরপর তিনি বললেন ঃ কোন প্রার্থনাকারী এর মত কোন কিছু দ্বারা প্রার্থনা করতে পারে না, এবং কোন আশ্রয়প্রার্থী এর মত অন্য কিছু দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করে না।

٥٤٤٠ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ أَسْلَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمِهِ فَقُلْتُ أَقْرِئْنِي سُورَةَ هُودٍ أَقْرِئْنِي سُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَنْفَعَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *

৫৪৪০ কুতায়বা (র) - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এসে দেখলাম, তিনি বাহনে আরোহণ করে আছেন আমি তাঁর পায়ে আমার হাত রেখে বললাম ঃ আমাকে সূরা হুদ শিক্ষা দিন আমাকে সূরা যুসুফ শিক্ষা দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌র নিকট অতি প্রিয় সূরা ফালাক হতে উত্তম কোন সূরা পড়বে না।

٥٤٤١ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أُنْزِلَ عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ *

৫৪৪১ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উপর কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যার মত আর কোন আয়াত দেখা যায় না আর তা হলো সূরা ফালাক এবং সূরা নাস শেষ পর্যন্ত।

٥٤٤٢ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي بَدَلٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ اقرأ ياجابر فقلت وماذا اقرأ بأبي أنت وأمي يارسول الله قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فقرأتهما فقال اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما *

৫৪৪২. আমর ইব্‌ন আলী (র) -- জাবির ইবন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেন ঃ হে জাবির ! পড়। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক, আমি কি পড়বো? তিনি বললেন ঃ তুমি পড়, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক, কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস তখন আমি উভয় সূরা তিলাওয়াত করলাম। তিনি বললেন ঃ আরও তিলাওয়াত কর, এর মত আর কোন সূরা তিলাওয়াত করবে না

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ قَلْبٍ لَايَخْشَعُ

আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত-কম্পিত হয়ে আল্লাহ্‌র পানাহ্ চাওয়া

٥٤٤٣ أخبرنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن قال أنبأنا سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ كان يتعوذ من أربع من علم لا ينفع ومن قلب لايخشع ودعاء لايسمع ونفس لاتشبع *

৫৪৪৩ ইয়াযীদ ইবন সিনান (র) আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চারটি বস্তু হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় কামনা করতেন ঃ অনুপকারী ইলম হতে, এমন অন্তর হতে যা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত -কম্পিত হয় না, এমন দু'আ হতে যা কবুল হয় না আর ঐ প্রবৃত্তি হতে যা পরিতৃপ্ত হয় না

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ

অন্তরের ফিতনা থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাওয়া

٥٤٤٤ أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن عمرو بن ميمون عن عمر أن النبي ﷺ كان يتعوذ من الجبن والبخل وفتنة الصدر وعذاب القبر *

৫৪৪৪. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আশ্রয় কামনা করতেন কাপুরুষতা কৃপণতা, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আযাব হতে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ

কান ও চোখের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٤٥ أخبرنا الحسين بن إسحق قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعد بن أوس قال حدثني بلال بن يحيى أن شتير بن شكل أخبره عن أبيه شكل بن حميد قال قلت للنبي

ﷺ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَلِّمْنِي تَعَوُّذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَشَرِّ بَصَرِي وَشَرِّ لِسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرِّ مَنِيِّي قَالَ حَتَّى حَفِظْتُهَا قَالَ سَعْدٌ وَالْمَنِيُّ مَاؤُهُ *

৫৪৪৫ হুসায়ন ইবন ইসহাক (র) - - শাকাল ইবন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এসে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন এক আশ্রয় প্রার্থনার দু'আ শিক্ষা দিন, আমি যা দ্বারা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি। তখন তিনি আমার হাত ধরে বললেন : তুমি বল, ইয়া আল্লাহ! আমি আমার কান, চক্ষু, জিহ্বা, অন্তর এবং বীর্যের অনিষ্ট হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি রাবী বলেন : আমি তা মুখস্থ করে নিয়েছি। সাঈদ (রা) বলেন : হাদীসের 'মনি' শব্দের অর্থ বীর্য।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْجُبْنِ

কাপুরুষতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٤٦ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ يُعَلِّمُنَا خَمْسًا كَانَ يَقُولُهُنَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهِنَّ وَيَقُولُهُنَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৪৬ ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - মুস'আব ইবন সা'দ (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি আমাদেরকে পাঁচটি কথা শিক্ষা দিতেন এবং তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এগুলো দ্বারা দু'আ করতেন এবং তিনি বলতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কৃপণতা, কাপুরুষতা থেকে, আমি আরো আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিকৃষ্ট জীবন থেকে, দুনিয়ার ফিত্‌না ও কবরের আযাব থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْبُخْلِ

কৃপণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٤٧ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَسُوءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৪৭ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আযীয (র) - - - - ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ প্রকার আপদ হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতেন : কৃপণতা হতে, কাপুরুষতা হতে, বার্ধক্যের অপকারিতা হতে, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আযাব হতে

٥٤٤٨ اخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا حسن بن هلال قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن ميمون الاودي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان ويقول ان رسول الله ﷺ كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر فحدثت بها مصعبا فصدقه *

৫৪৪৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) আমর ইব্‌ন মায়মূন আওদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন সা'দ (রা) তাঁর সন্তানদেরকে এই বাক্যসমূহ শিক্ষা দিতেন, যেমন শিক্ষক ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই দু'আগুলো নামাযের পর পাঠ করতেন ঃ হে আল্লাহ্ আমি কাপুরুষতা, কার্পণ্য, বার্ধক্য, পার্থিব ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। রাবী বলেন ঃ আমি এই হাদীস মুসআব (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলে, তিনি এর সত্যায়ন করেন

٥٤٤٩ اخبرنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن انس ان نبي الله ﷺ كان يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات *

৫৪৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমি অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, চরম বার্ধক্য এবং জীবন ও মরণের ফিত্‌না হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি

الاستعاذة من الهم

দুশ্চিন্তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٠ اخبرنا علي بن المنذر عن ابن فضيل قال حدثنا محمد بن اسحق عن المنهال بن عمرو عن انس بن مالك قال كان لرسول الله ﷺ دعوات لا يدعهن كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الرجال *

৫৪৫০ আলী ইব্‌ন মুনযির (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কয়েকটি নির্দিষ্ট দু'আ ছিল, যা তিনি কোন সময় ছাড়তেন না তিনি বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমি দুশ্চিন্তা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, এবং লোকের প্রাধান্য হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি

٥٤٥١ اخبرنا اسحق بن ابراهيم قال انبانا جرير عن محمد بن اسحق عن عمرو بن ابي عمرو عن انس بن مالك قال كان لرسول الله ﷺ دعوات لا يدعهن اللهم اني اعوذ بك من

الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الصَّوَابُ وَحَدِيثُ ابْنِ فُضَيْلٍ خَطَأٌ *

৫৪৫১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কয়েকটি দু'আ ছিল, যা তিনি কখনও ত্যাগ করতেন না তা হলো ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি দুশ্চিন্তা, ভয়, অপারগতা অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, ঋণ এবং লোকের প্রাধান্য হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٥٤٥٢ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৫২ হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্ আমি আপনার কাছে অলসতা, চরম বার্ধক্য, কাপুরুষতা, কৃপণতা, দাজ্জালের ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে পানাহ্ চাচ্ছি।

٥٤٥٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৪৫৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা সানআনী (র) - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট অপারগতা, অলসতা, চরম বার্ধক্য, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমি আপনার কাছে কবরের আযাব এবং জীবন মৃত্যুর ফিতনা থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْحُزْنِ

চিন্তা-ভাবনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٤ أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا قَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ شَيْخٌ ضَعِيفٌ وَلَمْ أُخْرِجْهُ لِيَزِيدَهُ فِي الْحَدِيثِ *

৫৪৫৪ আবু হাতিম সিজিস্তানী (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আর সময় বলতেন : হে আল্লাহ্ আমি দুশ্চিন্তা, চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা কৃপণতা, কাপুরুষতা, ঋণের বোঝা এবং লোকের প্রাধান্য হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَاْثَمِ

জরিমানা এবং পাপ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٥ اخبرنا محمد بن عثمان بن ابي صفوان قال حدثني سلمة بن سعيد بن عطية وكان خيرا هل رمله قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ اكثر ما يستعوذ من المغرم والمأثم فقلت يا رسول الله ما اكثر ما تستعوذ من المغرم فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف *

৫৪৫৫ মুহাম্মদ ইবন উছমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অধিকাংশ সময় ঋণ এবং পাপ হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্' আপনি প্রায়ই ঋণ হতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকেন তখন তিনি বললেন : যে ব্যক্তি ঋণী হয় সে প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে এবং ওয়াদা খেলাফ করে

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ

চোখ ও কানের অপকারিতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٦ اخبرنا الحسين بن اسحق قال نا ابو نعيم قال حدثنا سعد بن واصل قال حدثني بلال بن يحيى ان شتير بن شكل حدثه عن ابيه شكل بن حميد قال اتيت النبي ﷺ فقلت يا نبي الله ﷺ علمني دعوة اتعوذ به فاخذ بيدي ثم قال قل اعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي قال حتى حفظتهن قال سعد ومنيي ماؤه حافظه وكيع في لفظه *

৫৪৫৬ হুসায়ন ইবন ইসহাক (র) - - - - শাকল ইবন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললাম : হে আল্লাহ্র নবী আমাকে এমন আশ্রয়ের দু'আ শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা আমি আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি। তিনি আমার হাত ধরে বললেন : তুমি বল, আমি আমার কান, চোখ, জিহ্বা, অন্তর এবং বীর্যের অপকারিতা হতে আল্লাহ্র আশ্রয় চাচ্ছি রাবী বলেন : আমি তা মুখস্থ করে নিয়েছি সা'দ (রা) বলেন : হাদীসে বর্ণিত 'মনী' অর্থ-বীর্য।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الْبَصَرِ

চোখের অপকারিতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٧ اخبرنا عبيد بن وكيع بن الجراح قال حدثنا ابي عن سفيان بن اوس عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل بن حميد عن ابيه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء انتفع به قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي ومن شر منيي

৫৪৫৭ উবায়দ ইব্‌ন ওকী' (র, - শাকল ইব্‌ন হুমায়দ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে কিছু দু'আ শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা আমি লাভবান হতে পারি তিনি বললেন ঃ তুমি বল হে আল্লাহ্ আমাকে কান, চোখ, জিহ্বা, অন্তর এবং পুরুষাঙ্গের অপকারিতা হতে রক্ষা করুন।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْكَسَلِ

অলসতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٨ اخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد قال سئل انس وهو ابن مالك عن عذاب القبر وعن الدجال قال كان نبي الله ﷺ يقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر

৫৪৫৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আনাস ইবন মালিক (রা)-এর নিকট কবর আযাব এবং দাজ্জাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ্ আমি অলসতা চরম বার্ধক্য কাপুরুষতা, কৃপণতা, দাজ্জালের ফিতনা এবং কবর আযাব হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْعَجْزِ

অপারগতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٩ اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا محاضر قال حدثنا عاصم الاحول عن عبد الله بن الحارث عن زيد بن ارقم قال الا اعلمكم الا ما كان رسول الله ﷺ يعلمنا يقول لهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها

৫৪৫৯ আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত ; তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে তা-ই শিক্ষা দেব যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন, তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ আমি অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, চরম বার্ধক্য এবং কবর আযাব হতে আপনার নিকট আশ্রয়

প্রার্থনা করছি হে আল্লাহ্! আমার আত্মাকে পরহেযগারী দান করুন এবং একে মন্দ কার্য হতে পবিত্র করুন; কেননা, আপনি অতি উত্তম পবিত্রকারী এবং আপনিই এর মালিক। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি ঐ অন্তর হতে যা ভীত না হয়, আর ঐ প্রবৃত্তি থেকে, যা তৃপ্ত না হয়, আর এমন ইলম হতে যা উপকার করে না এবং এমন দু'আ থেকে, যা কবূল হয় না।

٥٤٦٠ اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن انس بن مالك ان النبي ﷺ قال اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ٭

৫৪৬০ আমর ইব্‌ন আলী (র) - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, চরম বার্ধক্য, কবর আযাব এবং জীবন মরণের ফিতনা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الاستعاذة من الذلة

অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٦١ اخبرنا ابو عاصم خشيش بن اصرم قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة عن اسحق بن عبد الله بن ابي طلحة عن سعيد بن يسار عن ابي هريرة ان رسول الله ﷺ كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الفقر واعوذ بك من القلة والذلة واعوذ بك ان اظلم او اظلم جامعة الاوزاعي ٭

৫৪৬১ আবূ আসিম খুশায়শ ইব্‌ন আস্‌রাম (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি দারিদ্র্য হতে, আরও আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি অপ্রতুলতা এবং অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি যেন কারো উপর অত্যাচার না করি অথবা আমি যেন অত্যাচারিত না হই এ হতে।

٥٤٦٢ اخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن ابي عمرو هو الاوزاعي قال حدثني اسحق بن عبد الله بن ابي طلحة قال حدثني جعفر بن عمرو قال حدثني ابو هريرة قال قال رسول الله ﷺ تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وان تظلموا او تظلموا ٭

৫৪৬২. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে অভাব-অনটন, অপ্রতুলতা, অপমান থেকে এবং কারোর উপর অত্যাচার করা হতে এবং কারো দ্বারা অত্যাচারিত হওয়া থেকে

٥٤٦٣ اخبرنا احمد بن نصر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن

سلمة عن اسحق عن سعيد بن يسار عن ابي هريرة ان النبي ﷺ كان يقول لهم اني اعوذ بك من القلة والفقر والذل واعوذ بك ان اظلم او اظلم *

৫৪৬৩ আহমদ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে স্বল্পতা, অভাব-অনটন, লাঞ্ছনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি অত্যাচার করা ও অত্যাচারিত হওয়া থেকে আপনার পানাহ্ চাই।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْقِلَّةِ

অপ্রতুলতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٦٤ اخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني بن عبد الواحد عن الاوزاعي قال حدثني اسحق بن عبد الله قال حدثني جعفر بن عياش قال حدثنا ابو هريرة قال قال رسول الله ﷺ تعوذوا بالله من الفقر ومن القلة ومن الذلة وان تظلم او تظلم *

৫৪৬৪ মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট অভাব-অনটন, অপ্রতুলতা, লাঞ্ছনা এবং অত্যাচার করা অত্যাচারিত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْفَقْرِ

অভাব-অনটন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٦٥ اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني موسى بن شيبة عن الاوزاعي عن اسحق بن عبد الله بن ابي طلحة قال حدثني جعفر بن عياش ان ابا هريرة حدثه عن رسول الله ﷺ قال تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وان تظلم او تظلم *

৫৪৬৫ যূনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট অভাব-অনটন, অপ্রতুলতা, লাঞ্ছনা এবং অন্যের উপর অত্যাচার করা এবং অত্যাচারিত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

٥٤٦٦ اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي قال حدثنا عثمان يعني الشحام قال حدثنا مسلم يعني بن ابي بكرة انه كان سمع والده يقول في دبر الصلاة اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر فجعلت ادعو بهن فقال يا بني اين علمت هؤلاء الكلمات قلت يا ابت سمعتك تدعو بهن في دبر الصلاة فحفظتهن عنك قال فالزمهن يا بني فان نبي الله ﷺ كان يدعو بهن في دبر الصلاة *

৫৪৬৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - মুসলিম (র) বলেন তাঁর পিতাকে প্রত্যেক নামাযের পর বলতে শুনতেন যে, হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফরী, অভাব এবং কবরের আযাব হতে আমিও এ দ্বারা দু'আ করতে আরম্ভ করলাম তখন আমার পিতা বললেন ঃ হে প্রিয় বৎস! এই দু'আ কোথা থেকে শিখলে? আমি বললাম ঃ হে পিতা আমি আপনাকে এই দু'আ করতে শুনেছি প্রত্যেক নামাযের পর আমি তা আপনার নিকটেই শিখেছি তিনি বললেন ঃ বেটা, এগুলোকে আঁকড়ে ধরবে কেননা নবী ﷺ প্রত্যেক নামাযের পর এগুলো দ্বারা দু'আ করতেন।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

কবরের ফিতনা অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٦٧ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَثِيْرًا مَا يَدْعُوْا بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ●

৫৪৬৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রায়ই এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ হে আল্লাহ্ আমি দোযখের ফিতনা দোযখের আযাব, কবরের ফিতনা, কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা, অভাব অনটন এবং স্বচ্ছলতার ফিতনা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি হে আল্লাহ্! আমার পাপসমূহকে বরফ ও শিলার পানি দ্বারা ধুয়ে দিন, আর আমার অন্তরকে পাপ পঙ্কিলতা হতে এভাবে পরিষ্কার করে দিন, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়ে থাকে আর আমাকে পাপ হতে এত দূরে রাখুন, যেমন পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব রয়েছে হে আল্লাহ্! আমি অলসতা, বার্ধক্য, পাপ এবং ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ

অতৃপ্ত প্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٦٨ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَخِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ ●

৫৪৬৮ কুতায়বা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি চারিটি বস্তু থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঃ অনুপকারী ইলম হতে ঐ অন্তর হতে, যাতে ভয় থাকে না, ঐ প্রবৃত্তি হতে, যা তৃপ্ত হয় না, আর ঐ দু'আ হতে যা কবূল হয় না

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْجُوْعِ

ক্ষুধা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٦٩ اخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ قَالَ انْبَاَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ *

৫৪৬৯ মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি ক্ষুধা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কেননা তা অতি নিকৃষ্ট সঙ্গী। আর আমি আমানতে খিয়ানত করা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কেননা, তা অতি মন্দ কাজ।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْخِيَانَةِ

খিয়ানত হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٧٠ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ وَذَكَرَ اٰخَرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَمِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ *

৫৪৭০ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি ক্ষুধা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যা অতি নিকৃষ্ট সাথী। আর আমি খিয়ানত করা হতে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, যা অতি মন্দ অভ্যাস।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلاَقِ

শত্রুতা, নিফাক ও বদ অভ্যাস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٧١ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ عَنْ حَفْصٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذِهِ الدَّعْوَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَيَنْفَعُ وَقَلْبٍ لاَيَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لاَيُسْمَعُ وَنَفْسٍ لاَتَشْبَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هٰؤُلاَءِ الْاَرْبَعِ *

৫৪৭১ কুতায়বা (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ এই দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি অনুপকারী ইল্ম হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, এমন অন্তর হতে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, যে অন্তরে আল্লাহ্র ভয় থাকে না এবং যে দু'আ কবূল হয় না তা থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আর ঐ প্রবৃত্তি হতে আশ্রয় চাচ্ছি, যা তৃপ্ত হয় না। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি এই চারটি বস্তু হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٥٤٧٢ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ

قال نُوْ صالح قال نُوْ هُرَيْرَةَ انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كان يدعُوْنا اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ *

৫৪৭২. আমর ইবন উছমান (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি শত্রুতা, নিফাক এবং মন্দ স্বভাব থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْمَغْرَمِ

করয থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٧٣ اخبرنا اسحٰقُ بنُ ابراهيم قال انبانا بقيةُ قال حدثنى ابُوْ سلمة سُلَيْمَانُ بنُ سُلَيْمٍ الْيَمَامِىُّ قال حدثنى الزُّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ هُوَ ابنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عائشة قالت كان رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ فقيل له يارسُوْلَ اللّٰهِ انك تُكْثِرُ التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ فقال اِنَّ الرَّجُلَ اذا غَرِمَ حدث فكذب ووعد فاخلف *

৫৪৭৩ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রায়ই পাপ এবং করয হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন তখন কেউ তাঁকে প্রশ্ন করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি পাপ ও করয থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেন? তখন তিনি বললেন ঃ কোন লোক যখন করযদার হয় তখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে খেলাফ করে

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الدَّيْنِ

ঋণ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٧٤ اخبرنا مُحَمَّدُ بنُ عبد الله بنِ يزيد قال حدثنا سُفْيَانُ قال حدثنا حَيْوَةُ وذكر آخر قال حدثنا سالمُ بنُ غيلان التُّجِيْبِىُّ انَّهُ سمع دَرَّاجًا ابا السَّمْحِ انَّهُ سمع ابا الْهَيْثَمِ انَّهُ سمع ابا سعيد يقول سمعتُ رسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يقول اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ قال رجلٌ يارسُوْلَ اللّٰهِ تعدلُ الدَّيْنَ بِالْكُفْرِ فقال رسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نعمْ *

৫৪৭৪ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র) - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আমি কুফর এবং ঋণ হতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি তখন এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি করয এবং কুফরকে একই রকম মনে করেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ।

٥٤٧٥ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قال حدثنى عبدُ اللّٰهِ بنُ يزيدَ الْمُقْرِئُ قال حدثنا حَيْوَةُ عَنْ دَرَّاجٍ اَبِى السَّمْحِ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قال اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ فقال رجلٌ تعدلُ الدَّيْنَ بِالْكُفْرِ قال نعمْ *

৫৪৭৫ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র নিকট কুফর এবং ঋণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তখন এক ব্যক্তি বললো ঃ আপনি কি কুফর এবং ঋণকে একই রকম মনে করেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ

ঋণের প্রাধান্য থেকে আশ্রয় চাওয়া

٥٤٧٦ اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَعَزَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ *

৫৪৭৬ আহমদ ইবন আমর (র) - আবদুল্লাহ্ ইবন আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট ঋণের প্রাবল্য শত্রুর প্রাধান্য এবং দুশমনের সন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ ضَلَعِ الدَّيْنِ

ঋণের বোঝা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٧٧ اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْجَرْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ اَبِيْ عَمْرٍو عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ *

৫৪৭৭ আহমদ ইবন হারব (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমিই দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা-আলস্য, ভীরুতা, কৃপণতা এবং ঋণের বোঝা থেকে এবং মানুষের আধিপত্য বিস্তার হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى

সম্পদের ফিতনার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٧٨ اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اَللّٰهُمَّ

غسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم *

৫৪৭৮ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ্ আমি কবরের আযাব, দোযখের ফিতনা, কবরের ফিতনা কবরের আযাব, মসীহ্ দাজ্জালের ফিতনা, সম্পদশালী হওয়ার ফিতনার অনিষ্টতা, অভাবগ্রস্ততার ফিতনার অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আমার পাপসমূহ বরফ এবং শিশির পানি দ্বারা ধুয়ে দিন, আর আমার অন্তরকে পাপসমূহ হতে এমন পবিত্র করে দিন, যেমন আপনি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পবিত্র করে দেন। হে আল্লাহ্ আমি আপনার নিকট অলসতা, বার্ধক্য, ঋণ এবং গুনাহ্ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا

পৃথিবীর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٧٩ أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت مصعب بن سعد قال كان سعد يعلمهن هؤلاء الكلمات ويروينهن عن النبي ﷺ اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر *

৫৪৭৯. মাহমূদ ইবন গায়লান (র) - - - মুস'আব ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা) তাকে এ সকল দু'আ শিক্ষা দিতেন, আর তিনি তা নবী ﷺ হতে বর্ণনা করতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি কৃপণতা হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এবং আমি কাপুরুষতা হতে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, আর বার্ধক্য পর্যন্ত পৌঁছতে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি এবং পৃথিবীর ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٥٤٨٠ أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد وعمرو بن ميمون الأودي قالا كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان ويقول إن رسول الله ﷺ كان يتعوذ بهن في دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر *

৫৪৮০. হিলাল ইবন আলা (র) - - - মুস'আব ইবন সা'দ এবং আমর ইবন মায়মূন আওদী (র) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা) তাঁর সন্তানদেরকে এ সকল দু'আ শিক্ষা দিতেন, যেমন শিক্ষক মকতবের ছেলেদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তিনি বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক নামাযের পর এ সকল দু'আ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কৃপণতা, কাপুরুষতা, চরম বার্ধক্য পর্যন্ত জীবিত থাকা, পার্থিব ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে।

٥٤٨١ اخبرنا احمد بن فضالة عن عبيد الله قال انبأنا اسرائيل عن ابي اسحق عن عمرو بن ميمون عن عمر أن النبي ﷺ كان يتعوذ من الجبن والبخل وسوء العمر ومن فتنة الصدر وعذاب القبر *

৫৪৮১ আহমদ ইবন ফাযালা (র) - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাপুরুষতা, কৃপণতা, নিকৃষ্ট জীবন, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন

٥٤٨٢ اخبرنا سليمان بن سلم البلخي هو ابو داود المصاحفي قال انبأنا النضر قال انبأنا يونس عن ابي اسحق عن عمرو بن ميمون قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كان رسول الله ﷺ يتعوذ من خمس اللهم إني اعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر *

৫৪৮২ সুলায়মান ইবন সালাম বালখী (র) - - - আমর ইবন মায়মূন (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি উমর ইবন খাত্তাব (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ প্রকার বস্তু হতে আশ্রয় চাইতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপুরুষতা, কৃপণতা, চরম বার্ধক্য, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আযাব হতে।

٥٤٨٣ اخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحق عن عمرو بن ميمون قال حدثني اصحاب محمد ﷺ ان رسول الله ﷺ كان يتعوذ من الشح والبخل وفتنة الصدر وعذاب القبر *

৫৪৮৩ হিলাল ইবন আলা (র) - - - - আমর ইবন মায়মূন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আশ্রয় চাইতেন কৃপণতা, কাপুরুষতা, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে।

٥٤٨٤ اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو داود عن سفيان عن ابي اسحق عن عمرو بن ميمون قال كان النبي ﷺ يتعوذ مرسل *

৫৪৮৪ আহমদ ইবন সুলায়মান (র) আমর ইবন মায়মূন (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আশ্রয় চাইতেন। হাদীসটি মুরসাল

الاستعاذة من شر الذكر

পুরুষাঙ্গের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٨٥ اخبرنا عبيد الله بن واقد قال حدثني ابي عن سعد بن اوس عن بلال بن يحيى

عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلِسَانِي وَقَلْبِي وَشَرِّ مَنِيِّي تَعْنِي ذَكَرَهُ *

৫৪৮৫ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ওকী' (র) হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি তিনি বললেন ঃ তুমি বল, আয় আল্লাহ্! আমাকে আমার কান, আমার চোখ, আমার জিহ্বা, আমার অন্তর এবং আমার বীর্য অর্থাৎ পুরুষাঙ্গের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الْكُفْرِ

কুফরের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٨٦ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَلَّامُ بْنُ غَيْلَانَ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ فَقَالَ رَجُلٌ وَيُعْدَلَانِ قَالَ نَعَمْ *

৫৪৮৬ আহমদ ইব্‌ন আমর (র) - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফর এবং অভাবগ্রস্ততা থেকে। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো ঃ এ দু'টি কি সমপর্যায়ের ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الضَّلَالِ

পথভ্রষ্টতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٨٧ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ *

৫৪৮৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁর ঘর থেকে বের হতেন, তখন তিনি বলতেন ঃ বিসমিল্লাহ্, হে আমার রব! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি পদস্খলিত হওয়া থেকে, রাস্তা ভুলে যাওয়া থেকে, অত্যাচার করা হতে, অত্যাচারিত হওয়া থেকে, মূর্খতা হতে এবং আমার উপর কারো মূর্খের মত কাজ করা থেকে

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ

শত্রুর প্রাধান্য হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٨٨ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ

عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ *

৫৪৮৮ আহমদ ইব্‌ন আমর (র) - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ সকল শব্দে দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, ঋণের প্রাবল্য, শত্রুদের প্রাধান্য এবং শত্রুর সন্তুষ্টি থেকে

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

বার্ধক্য হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٨٩ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ حُيَيٌّ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ *

৫৪৮৯. য়ূনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসব শব্দ দ্বারা দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্' আপনার নিকট ঋণের প্রাবল্য ও শত্রুর সন্তুষ্টি থেকে পানাহ্ চাচ্ছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْهَرَمِ

চরম বার্ধক্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٠ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ هُرُوْنَ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذِهِ الدَّعَوَاتِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৪৯০ আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - উছমান ইব্‌ন আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এ সকল দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্' আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অলসতা, চরম বার্ধক্য, কাপুরুষতা অকর্মণ্যতা এবং জীবন-মরণের ফিতনা থেকে।

٥٤٩١ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ *

৫৪৯১ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল হাকাম (র) - - - - শুআয়ব (র) তাঁর পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ হে আল্লাহ্! আমি আলস্য, চরম বার্ধক্য, ঋণ এবং গুনাহ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর কানা দাজ্জালের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি, এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি দোযখের আযাব হতে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ سُوْءِ الْقَضَاءِ

মন্দ-ভাগ্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٢ اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ هٰذِهِ الثَّلَاثِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَجَهْدِ الْبَلَاءِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ ثَلَاثَةٌ فَذَكَرْتُ رَابِعَةً اَنِّيْ لَا اَحْفَظُ اَنْ اَحَدًا ذَكَرَ لَيْسَ فِيْهِ *

৫৪৯২ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ দুর্ভাগ্য, শত্রুদের সন্তুষ্টি ও মন্দ ভাগ্য এই তিনটি বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন সুফিয়ান (র) বলেন ঃ তা তিন বস্তুই, কিন্তু আমি চারিটি উল্লেখ করেছি কেননা, আমি একটি স্মরণ রাখতে পারিনি, যার উল্লেখ এখানে নেই

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ

দুর্ভাগ্য হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٣ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَعِيْذُ مِنْ سُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَجَهْدِ الْبَلَاءِ *

৫৪৯৩ কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মন্দ আদেশ শত্রুর আনন্দ, দুর্ভাগ্য এবং স্বল্প সম্পদ ও সন্তান অধিক হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْجُنُوْنِ

পাগলামী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٤ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّئِ الْاَسْقَامِ *

৫৪৯৪. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি পাগলামী, কুষ্ঠ রোগ এবং শ্বেতরোগ এবং অতি মন্দ রোগ হতে

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ

জিনদের কুদৃষ্টি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٥ أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسِ فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ *

৫৪৯৫ হিলাল ইবন 'আলা (র) - - - আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিনের কুদৃষ্টি এবং মানুষের কুদৃষ্টি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। পরে যখন সূরা ফালাক এবং সূরা নাস নাযিল হলো তখন তিনি ঐ সূরাদ্বয় পড়া আরম্ভ করলেন এবং অন্যগুলো পরিত্যাগ করলেন

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الْكِبَرِ

গর্বের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٦ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৯৬ মূসা ইবন 'আব্দুর রহমান (র) - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ সকল শব্দ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতেন তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি- আলস্য, চরম বার্ধক্য, কাপুরুষতা, কৃপণতা এবং গর্বের আপদ, দাজ্জালের ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ

অতি বার্ধক্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٧ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَامِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ يُعَلِّمُنَا خَمْسًا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُهُنَّ يَقُولُ لَهُنَّ إِنَّ عُوذُوا بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৯৭. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - মুস'আব ইবন সা'দ (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিনি আমাদেরকে ঐ পাঁচ বস্তু শিক্ষা দিতেন, যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করতেন তিনি ঐগুলো এভাবে বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি- কার্পণ্য হতে এবং আপনার নিকট

আশ্রয় চাচ্ছি কাপুরুষতা হতে, আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে আর আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْعُمُرِ

মন্দ জীবন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٨ اخبرنا عمران بن بكر قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا يونس عن ابي اسحق يعني اباه عن عمرو بن ميمون قال حججت مع عمر فسمعته يقول بجمع الا ان النبي ﷺ كان يتعوذ من خمس يقول اللهم اني اعوذ بك من البخل و الجبن واعوذ بك من سوء العمر واعوذ بك من فتنة الصدر اعوذ بك من عذاب القبر *

৫৪৯৮ ইমরান ইব্‌ন বাক্কার (র) - - আমর ইব্‌ন মায়মূন (রা) বলেন, একদা আমি উমর (রা)-এর সাথে হজ্জ আদায় করি এবং তাকে লোকদেরকে বলতে শুনি ঃ জেনে রাখ' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। হে আল্লাহ্' আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কার্পণ্য হতে ও কাপুরুষতা হতে আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি মন্দ জীবন থেকে আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অন্তরের ফিতনা হতে এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ

লাভের পর ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٩ اخبرنا ازهر بن جميل قال حدثنا خالد بن الحرث قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس ان رسول الله ﷺ كان اذا سافر قال اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الاهل والمال *

৫৪৯৯ আযহার ইবন জামিল (র) আব্দুল্লাহ্ ইবন সারজিস্ (রা, থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফর করতেন, তখন বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি– সফরের কষ্ট, প্রত্যাবর্তনের অস্থিরতা, লাভের পর ক্ষতি, মজলুমের বদ-দু'আ এবং সম্পদ ও পরিবারের প্রতি কুদৃষ্টি থেকে

٥٥٠٠ اخبرنا اسحق بن ابرهيم قال حدثنا جرير عن عاصم عن عبد الله بن سرجس ان رسول الله ﷺ كان اذا سافر قال اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الاهل والمال والولد *

৫৫০০ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সারজিস্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

যখন সফর করতেন, তখন বলতেন ঃ হে আল্লাহ্‌ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি- সফরের কষ্ট, প্রত্যাবর্তনের অস্থিরতা, লাভের পর ক্ষতি, নির্যাতিতের বদ-দু'আ এবং সম্পদ, বাসস্থান ও সন্তানের প্রতি কুদৃষ্টি থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ

অত্যাচারিত ব্যক্তির বদ দু'আ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠١. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ *

৫৫০১ যূসুফ ইবন হাম্মাদ (র) আব্দুল্লাহ্‌ ইবন সারজিস্‌ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন সফর করতেন, তখন তিনি সফরের কষ্ট, প্রত্যাবর্তনের অস্থিরতা, লাভের পর ক্ষতি, অত্যাচারিতের বদ দু'আ এবং কুদৃষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ

প্রত্যাবর্তনের অস্থিরতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ قَالَ بِاِصْبَعِهِ وَمَدَّ شُعْبَةُ بِاِصْبَعِهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ *

৫৫০২. মুহাম্মদ ইবন আমর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ যখন সফর করতেন এবং স্বীয় বাহনে আরোহণ করতেন, তখন তিনি স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা শো'বা (রা) অঙ্গুলী ইশারা করে বলতেন (লম্বা করলেন) ঃ হে আল্লাহ্‌ ! আপনি সফরের সাথী এবং ঘর ও সম্পদে আপনিই আমার স্থলাভিষিক্ত হে আল্লাহ্‌ আমি সফরের কষ্ট এবং প্রত্যাবর্তনের অস্থিরতা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ جَارِ السُّوْءِ

মন্দ পড়শী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيْ دَارِ الْمُقَامِ فَاِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ *

৫৫০৩ আমর ইবন আলী (র) . . . আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বাসস্থানের নিকটস্থ মন্দ পড়শী থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে কেননা, জঙ্গলের প্রতিবেশী তো তোমার নিকট হতে প্রস্থান করবে

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ

লোকের আধিপত্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠٤ حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عمرو بن ابي عمرو انه سمع انس بن مالك يقول قال رسول الله ﷺ لابي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج بي ابو طلحة يردفني وراءه فكنت اخدم رسول الله ﷺ كلما نزل فكنت اسمعه يكثر ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال *

৫৫০৪ আলী ইবন হুজর (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ তালহা (রা)-কে বললেন ঃ তোমাদের ছোট ছেলেদের মধ্য হতে এক ছেলেকে আমার খিদমতের জন্য ঠিক কর। এরপর আবূ তালহা (রা) আমাকে তাঁর বাহনের পেছনে উঠিয়ে নিয়ে বের হলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমত করতাম, যখনই তিনি কোন স্থানে অবতরণ করতেন, আমি প্রায়ই তাঁকে বলতে শুনতাম ঃ হে আল্লাহ্! আমি চরম বার্ধক্য, চিন্তা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, ঋণের বোঝা এবং লোকের আধিপত্য থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠٥ اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة ان النبي ﷺ كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال قال وقال انكم تفتنون في قبوركم *

৫৫০৫ কুতায়বা (র) . . আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবরের আযাব এবং দাজ্জালের ফিতনা হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, তিনি বলতেন ঃ তোমরা তোমাদের কবরে ফিতনা বা পরীক্ষার সম্মুখীন হবে

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَشَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

দোযখের আযাব ও দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠٦ حدثنا حمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم عن موسى

ابْنِ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৫০৬. আহমদ ইবন হাফস (র) - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি দোযখের আযাব হতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আর আমি কবরের আযাব হতে আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করি এবং আমি দাজ্জালের ফিত্না হতেও আল্লাহ্র আশ্রয় চাচ্ছি এবং জীবন মরণের ফিত্নার অনিষ্ট থেকেও আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٥٥٠٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ *

৫৫০৭. ইয়াহ্ইয়া ইবন দুরুস্ত (র) - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কবরের আযাব হতে, আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দোযখের আযাব হতে, আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জীবন মরণের ফিতনা হতে এবং দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ شَيَاطِيْنِ الْاِنْسِ

মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠٨ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَبْدِ بْنِ حَشْخَاشٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِيهِ فَجَلَسْتُ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ قُلْتُ وَلِلْإِنْسِ شَيَاطِينُ قَالَ نَعَمْ *

৫৫০৮ আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে রয়েছেন। আমি তাঁর নিকট গিয়ে বসলে তিনি বললেন ঃ হে আবূ যর (রা) তুমি জ্বিন শয়তান এবং মানুষের শয়তানদের থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে আমি বললাম ঃ মানুষের মধ্যেও কি শয়তান হয় ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا

জীবিতকালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠٩ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَثَابِتٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ *

৫৫০৯ কুতায়বা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে ; তোমরা আল্লাহ্র নিকট জীবিতকাল ও মরণকালের ফিতনা হতেও আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে , আর তোমরা দাজ্জালের ফিতনা থেকেও আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

٥٥١٠ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ يَقُولُ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ *

৫৫১০ আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, তিনি বলতেন ঃ তোমরা কবরের আযাব, দোযখের আযাব থেকে এবং জীবন-মরণের ফিতনা থেকে এবং কানা দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে

٥٥١١ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَبِكْرِ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَكَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَفِتْنَةِ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ *

৫৫১১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ যে আমার অনুসরণ করলো, সে আল্লাহ্রই অনুসরণ করলো; আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হলো সে আল্লাহ্রই অবাধ্য হলো আর তিনি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন কবরের আযাব হতে, দোযখের আযাব হতে, আর জীবিত এবং মৃতদের ফিতনা এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে

٥٥١٢ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَلْقَمَةَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ قَالَ وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ خَمْسٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ *

৫৫১২ আবূ দাউদ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা

কবরের আযাব, দোযখের আযাব, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা এবং দাজ্জালের ফিতনা– এই পাঁচ বস্তু থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ

মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥١٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৫১৩ কুতায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে এসকল দু'আ শিক্ষা দিতেন, যেমন তিনি কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ বল, হে আল্লাহ্ আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দোযখের আযাব হতে, আর আমরা আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, কবরের আযাব হতে, দাজ্জালের ফিতনা এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি

٥٤١٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *

৫৫১৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন মাঁসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে আল্লাহ্‌র আযাব হতে, আর আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে জীবন ও মরণের ফিতনা হতে আর কবরের আযাব এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥١٥ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ يَقُوْلُ فِي دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৫১৫ হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করতেন এবং দু'আয় তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি দোযখের আযাব হতে, এবং

আপনার আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব হতে, আপনার আশ্রয় চাচ্ছি দাজ্জালের ফিতনা হতে এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

কবরের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥١٦ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيْرٍ الْمُقْرِئُ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ *

৫৫১৬. আবূ আসিম (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর দু'আয় বলতে শুনেছি ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কবরের ফিতনা, দাজ্জালের ফিতনা এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ

আল্লাহ্‌র আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥١٧ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ عُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ عُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *

৫৫১৭ মুহাম্মদ ইবন মান্সূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আল্লাহ্‌র আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে কবরের আযাব থেকে তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে জীবন ও মরণের ফিতনা হতে, এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে কানা দাজ্জালের ফিতনা থেকে

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥١٨ اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ عَمْرٍو الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَدْرِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَالْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *

৫৫১৮. ইসহাক ইবন ইব্‌রাহীম (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দোযখের আযাব, কবরের আযাব এবং কানা দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করতেন

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

দোযখের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥١٩ اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *

৫৫১৯ মাহমূদ ইবন খালিদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দোযখের আযাব, কবরের আযাব এবং কানা দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ حَرِّ النَّارِ

দোযখের আগুনের উত্তাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা

٥٥٢٠ اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ حَيَّانَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَرَبَّ اِسْرَافِيْلَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৫২০ আহমদ ইবন হাফ্স (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে আল্লাহ্! জিব্রাঈল ও মীকাঈলের রব এবং ইস্রাফীলের রব! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দোযখের উত্তাপ ও কবরের আযাব থেকে

٥٥٢١ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَيَّارٍ اَلْمُرَّنِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ صَلَاتِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ قَالَ نَوْعَدُ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الصَّوَابُ *

৫৫২১ আমর ইবন সাওয়াদ (র) - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবুল কাসেম ﷺ -কে তাঁর সালাতে বলতে শুনেছি ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কবরের ফিতনা দাজ্জালের ফিতনা, জীবন-মৃত্যুর ফিতনা এবং দোযখের উত্তাপ, আগুনের উত্তাপ থেকে

٥٥٢٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ نُبَيْطِ بْنِ اَبِيْ نُبَيْطٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ *

৫৫২২. কুতায়বা (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহ্‌র নিকট বেহেশ্‌ত চায়, তখন বেহেশত বলে ঃ হে আল্লাহ্! আপনি তাকে বেহেশতে প্রবেশ করান, আর যে ব্যক্তি তিনবার দোযখ থেকে পরিত্রাণ চায়, দোযখ বলে ঃ হে আল্লাহ্! আপনি তাকে দোযখ হতে পরিত্রাণ দান করুন

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعَ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ فِيْهِ

কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٢٣ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ سَيِّدَ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ يَقُوْلَ الْعَبْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ قَالَ فَاِنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاِنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ *

৫৫২৩ আমর ইবন আলী (র) - - - শাদ্দাদ ইবন আউস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার এই যে, বান্দা এরূপ বলবে ঃ হে আল্লাহ্! আপনি আমার রব। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার বান্দা, আমি আপনার সাথে কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। যতটুকু আমার দ্বারা সম্ভব আমি যা করেছি তার অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আপনার কাছে আমি আমার গুনাহের স্বীকার করছি। আর আপনার নিয়ামতের কথা স্বীকার করছি। আমাকে ক্ষমা করুন আপনি ব্যতীত আর কেউই গুনাহ্ মাফ করতে পারে না। যদি কেউ এই দু'আ ভোর বেলায় পড়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এবং যদি মৃত্যুবরণ করে , তবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে আর যদি কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সন্ধ্যায় পড়ে, তবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلَ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى فُلَانٍ

আমলের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٢٤ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُوْسَى بْنُ شَيْبَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِيْ لُبَابَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ مَا كَانَ اَكْثَرُ مَا يَدْعُوْ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ قَالَتْ كَانَ اَكْثَرُ مَا كَانَ يَدْعُوْ بِهِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ *

৫৫২৪ যূনুস ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - আবদা ইবন আবূ লুবাবা (রা) থেকে বর্ণিত, ইবন য়াসার তার

নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্তিকালের পূর্বে কোন দু'আ বেশী পড়তেন ? তিনি বললেন ঃ তিনি প্রায়ই এই দু'আ পড়তেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি আমার আমলের অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা আমি করেছি এবং যা এখনও করিনি ।

٥٥٢٥ أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا نُوحٌ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا لَاوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنِي بْنُ يَسَافٍ قَالَ سُئِلَتْ عَائِشَةُ مَاكَانَ أَكْثَرُ مَاكَانَ يَدْعُو بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ أَعْمَلْ بَعْدُ *

৫৫২৫ ইমরান ইব্‌ন বাক্কার (র) - - - - ইব্‌ন য়াসাফ (রা) বলেন, আয়েশা (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, নবী ﷺ কি দু'আ করতেন ? তিনি বললেন ঃ তিনি প্রায়ই দু'আয় বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি যা করেছি তার এবং যা এখনো করিনি, তার অনিষ্ট থেকে

٥٥٢٦ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ عَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو قَالَتْ كَانَ يَقُولُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ أَعْمَلْ *

৫৫২৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) ফারওয়া ইব্‌ন নওফল (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন দু'আ করতেন। তিনি বললেন ঃ তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি যা করেছি তার অনিষ্ট হতে এবং যা করিনি তার অনিষ্ট হতে।

٥٥٢٧ أَخْبَرَنَا هَنَّادٌ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ أَعْمَلْ *

৫৫২৭ হান্নাদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি যা করছি তার অনিষ্ট এবং যা করিনি তার অনিষ্ট হতে

الْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ مَالَمْ يَعْمَلْ

যে আমল করা হয়নি তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٢٨ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ هِلَالِ ابْنِ يَسَافٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ حَدِّثِينِي بِشَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ أَعْمَلْ *

৫৫২৮ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - ফারওয়া ইবন নওফল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা দ্বারা দু'আ করতেন, তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বললেন তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি যা আমল করেছি তার অপকারিতা এবং যা আমল করিনি তার অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি

٥٥٢٩ اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن حصين سمعت هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال قلت لعائشة اخبريني بدعاء كان رسول الله ﷺ يدعو به قالت كان يقول اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل *

৫৫২৯ মাহমূদ ইবন গায়লান (র) - - - ফারওয়া ইবন নওফল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আমাকে ঐ দু'আ সম্বন্ধে সংবাদ দিন, যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করতেন ঃ তিনি বললেন, তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি যা করেছি, তার অপকারিতা হতে এবং আমি যা করিনি, তার অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি

الاستعاذة من الخسف

মাটিতে ধসে যাওয়া হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٣٠ اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الفضل بن دكين عن عبده بن مسلم قال حدثني حبيب بن ابي سليمن بن حبيب بن مطعم ان ابن عمر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول اللهم اني اعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي قال حبيب وهو الخسف قال عبادة فلا ادري قول النبي ﷺ او قول حبيب *

৫৫৩০ আমর ইবন মানসূর (র) - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার মর্যাদার ওসীলায় আমার নীচের দিকে ধসে যাওয়া থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জুবায়র (রা) বলেন ঃ এই হাদীসে মাটিতে ধসে যাওয়াকেই বুঝানো হয়েছে উবাদা (রা) বলেন ঃ আমি জানি না, তা নবী ﷺ -এর কথা, না জুবায়র (রা)-এর কথা।

٥٥٣١ اخبرنا محمد بن الخليل قال حدثنا مروان هو بن معاوية عن علي بن عبد العزيز عن عبادة بن مسلم الفزاري عن حبيب ابن ابي سليمن عن ابن عمر قال كان النبي ﷺ يقول اللهم فذكر الدعاء وقال في اخره اعوذ بك ان اغتال من تحتي بعني بذلك الخسف *

৫৫৩১ মুহাম্মদ ইবন খলীল (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ এরপর উক্ত দু'আর উল্লেখ করলেন এর শেষে দিকে বললেন ঃ আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি মাটিতে ধসে যাওয়া থেকে।

الاِسْتِعَاذَةُ مِنَ التَّرَدِّيْ وَ الْهَدْمِ

উঁচু স্থান হতে পড়া এবং ঘর চাপা পড়া হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٣٣ اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد عن صيفي مولى ابي ايوب عن ابي اليسر قال كان رسول الله ﷺ يقول اللهم اني اعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت واعوذ بك ان اموت في سبيلك مدبرا واعوذ بك ان اموت لديغا *

৫৫৩৩ মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) আবুল য়াসর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি উপর থেকে পড়ে যাওয়া হতে, ঘর চাপা পড়া, পানিতে ডুবে যাওয়া এবং আগুনে দগ্ধিভূত হওয়া থেকে। আর আমি মৃত্যুকালে শয়তানের ছোঁ মারা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সাপ বিচ্ছুর দংশনে মৃত্যুবরণ করা থেকে।

٥٥٣٤ اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرني انس بن عياض عن عبد الله بن سعيد عن صيفي عن ابي اليسر ان رسول الله ﷺ كان يدعو فيقول اللهم اني اعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والحريق والغرق واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت وان اقتل في سبيلك مدبرا واعوذ بك ان اموت لديغا *

৫৫৩৪ য়ূনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবুল য়াসর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করার সময় বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি চরম বার্ধক্য, উপর থেকে পড়া হতে, ঘর চাপা পড়া এবং দুশ্চিন্তা হতে, দগ্ধ হওয়া এবং পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করা থেকে আর মৃত্যুকালে শয়তান আমাকে বিপথগামী করা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আপনার আশ্রয় চাচ্ছি আপনার রাস্তায় জিহাদকালে পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক শহীদ হওয়া থেকে আর আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, সর্প দংশনে মৃত্যু থেকে।

٥٥٣٥ اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني صيفي مولى ابي ايوب الانصاري عن ابي الاسود السلمي هكذا قال كان رسول الله ﷺ يقول اللهم اني اعوذ بك من الهدم واعوذ بك من التردي واعوذ بك من الغرق والحريق واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت واعوذ بك ان اموت في سبيلك مدبرا واعوذ بك ان اموت لديغا *

৫৫৩৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবুল আসওয়াদ সালামী (রা)ও ঐ রূপ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। ঘর চাপা পড়া হতে এবং আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি উপর হতে পড়ে যাওয়া থেকে আর আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি অগ্নিদগ্ধ এবং পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে

আর মৃত্যুকালে শয়তান আমাকে বিপথগামী করা হতে, আর আমি আপনার রাস্তায় পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক মৃত্যুবরণ করা হতে, আর আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি সর্প দংশনে মৃত্যুবরণ করা হতে

اَلْاِسْتِعَاذَةُ بِرِضَاءِ اللّٰهِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ تَعَالٰى

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি দ্বারা তাঁর অসন্তুষ্টি হতে আশ্রয় চাওয়া

٥٥٣٦ - اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَتْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ الْاَجْدَعِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً فِي فِرَاشِيْ فَمَسَسْتُهُ فَصَارَتْ يَدِيْ عَلٰى رَأْسِ الْفِرَاشِ فَوَقَعَتْ يَدِيْ عَلٰى اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ فَاِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ مِنْكَ *

৫৫৩৬. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমার বিছানায় তালাশ করে না পেয়ে আমি বিছানার মাথায় হাত দিলাম, তখন আমার হাত তাঁর পায়ে লাগলো। এ সময় তিনি সিজদায় থেকে বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ্ আমি আপনার ক্ষমা দ্বারা আপনার আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আপনার সন্তুষ্টি দ্বারা আপনার অসন্তুষ্টি হতে আশ্রয় চাচ্ছি আর আমি আপনার নিকট আপনার একান্ত আশ্রয় কামনা করছি সংকীর্ণতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কিয়ামতের স্থানের সংকীর্ণতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٣٧ - اَخْبَرَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ سَعِيْدٍ يُقَالُ لَهُ الْحَرَّانِيُّ شَامِيٌّ عَنْ زَيْدٍ الْحَدِيْثِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ قُلْتِ سَأَلْتَنِيْ عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِيْ عَنْهُ اَحَدٌ كَانَ يُكَبِّرُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫৫৩৭ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - আসিম ইবন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের নামায কি দিয়ে আরম্ভ করতেন ? তিনি বললেন ঃ তুমি আমাকে এমন প্রশ্ন করেছ, যে সম্পর্কে আমাকে কেউই জিজ্ঞাসা করেনি তিনি দশবার তাকবীর বলতেন, দশবার সুবহানাল্লাহ্ বলতেন, দশবার ইস্তিগফার করতেন পরে বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে পথ প্রদর্শন করুন, আমাকে রিযক দান করুন, আমাকে সুস্থ রাখুন, আর তিনি কিয়ামতের স্থানের সংকীর্ণতা হতে আশ্রয় চাইতেন

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ دُعَاءٍ لَايُسْمَعُ

যে দু'আ শ্রবণ করা হবে না, তা থেকে আশ্রয় চাওয়া

٥٥٣٨ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَايَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَايَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَاتَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَايُسْمَعُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَعِيْدٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ *

৫৫৩৮ মুহাম্মদ ইবন আদম (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ্, আমি অনুপকারী ইলম হতে, নির্ভয় অন্তর ও অতৃপ্ত প্রবৃত্তি এবং যে দু'আ শ্রবণ করা হবে না, তা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٥٥٣٩ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عِصَامِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى يَعْنِىْ ابْنَ يَحْيَى قَالَ اَنْبَاَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَخِيْهِ عَبَّادِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَايَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَايَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَاتَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَايُسْمَعُ *

৫৫৩৯ উবায়দুল্লাহ্ ইবন কাযালা (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ্, আমি অনুপকারী ইলম, নির্ভয় অন্তর, অতৃপ্ত প্রবৃত্তি এবং ঐ দু'আ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা শ্রবণ করা হবে না।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ دُعَاءٍ لَايُسْتَجَابُ

যে দু'আ কবুল হয় না, তা থেকে পানাহ্ চাওয়া

٥٥٤٠ اَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كُنَّا اِذَا قُلْنَا لِزَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ حَدِّثْنَا مَاسَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَاُحَدِّثُكُمْ لِاَنَّا كُنَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَنَا بِهِ وَيَاْمُرُنَا اَنْ نَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لَاتَشْبَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَايَخْشَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لَايَنْفَعُ وَدُعَاءٍ لَايُسْتَجَابُ *

৫৫৪০ ওয়াসিল ইবন আব্দুল আ'লা (র) ---- আবদুল্লাহ্ ইবন হারিস (রা) বলেন, যখন যায়দ ইবন আরকাম (রা) কে বলা হতো আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা শুনেছেন, তা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তখন তিনি

বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট যা বর্ণনা করেছেন আমি তোমাদের নিকট তাই বর্ণনা করবো। তিনি আমাদেরকে বলতে আদেশ করেছেন, আমরা যেন বলি ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, চরম বার্ধক্য এবং কবরের আযাব থেকে হে আল্লাহ্! আমার প্রবৃত্তিকে পরহেযগারী দান করুন এবং একে পবিত্র করুন। আপনি তো উত্তম পবিত্রকারী, আপনিই এর সর্বময় অধিপতি হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অতৃপ্ত প্রবৃত্তি নির্ভয় অন্তর, অনুপকারী ইলম এবং ঐ দু'আ থেকে যা কবুল হয় না

٥٥٤١ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة أن النبي ﷺ كان إذا خرج من بيته قال بسم الله رب أعوذ بك من أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي •

৫৫৪১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশশার (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন নিজ ঘর হতে বের হতেন তখন বলতেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়্যত করে বের হচ্ছি। হে আমার রব আমি পদস্খলিত হওয়া থেকে, পথভ্রষ্টতা হতে, কারো উপর নির্যাতন করা এবং কারো দ্বারা নির্যাতিত হওয়া থেকে এবং আমি মূর্খতা থেকে এবং আমার উপর অন্যের মূর্খতা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاَشْرِبَةِ

অধ্যায় ঃ পানীয়

بَابُ تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে

قال الله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ . إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ *

٥٥٤٢ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السُّنِّيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَالَ أَنْبَأَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ مُوْسَى قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ اللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ اللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارٰى فَكَانَ مُنَادِي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا أَقَامَ الصَّلٰوةَ نَادٰى لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارٰى فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا *

আল্লাহ্ তা আলা বলেন ঃ হে মুমিনগণ ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারণ তীর এ সমস্তই অপবিত্র নাপাক বস্তু এবং শয়তানের কাজ, সুতরাং তোমরা তা পরিত্যাগ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্র যিকির ও সালাতে বাধা দিতে চায় তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না ? (সূরা মায়িদা ঃ ৯০-৯১)

৫৫৪২ আবূ বকর ইব্ন আহমদ (র) - উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে আয়াত নাযিল হলো, তখন উমর (রা) দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্ মদ্য সম্পর্কে আমাদেরকে স্পষ্ট আদেশ দান করুন। তখন সূরা বাকারার আয়াত নাযিল হলো। এরপর উমর (রা,-কে ডেকে তাঁকে ঐ আয়াত পড়ে শুনানো হলো, তিনি দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! মদ্য পানের ব্যাপারে আমাদেরকে পরিষ্কার আদেশ দান করুন তখন মদ পানের ব্যাপারে সূরা নিসা এর আয়াত নাযিল হলো ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ তোমরা নেশা অবস্থায় সালাতের নিকটও যাবে না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ হতে একজন আহ্বানকারী নামাযের সময় বলতো ঃ তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না এরপর উমর (রা)-কে ডেকে এই আয়াত পড়ে শুনানো হলো তিনি পুনরায় দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্' মদ্য পানের ব্যাপারে আমাদের জন্য পরিষ্কার হুকুম নাযিল করুন, যখন সূরা মায়িদার আয়াত নাযিল হলো, তখন উমর (রা) কে ডেকে তা শুনানো হলো যখন তিলাওয়াতকারী ঐ আয়াতের فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন উমর (রা) বলে উঠলেন ঃ আমরা নিবৃত্ত হলাম, আমরা নিবৃত্ত হলাম

بَابُ ذِكْرِ الشَّرَابِ الَّذِي أُهْرِيقَ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ

মদ হারাম হওয়ার পর যে শরাব ফেলে দেয়া হলো, তার বর্ণনা

٥٥٤٣ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا عَلَى عُمُومَتِي إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ فَقَالُوا أَكْفِئْهَا فَكَفَأْتُهَا فَقُلْتُ لِأَنَسٍ مَا هُوَ قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ *

৫৫৪৩. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) - - - - সুলায়মান তায়মী (র) থেকে বর্ণিত যে আনাস ইবন মালিক (রা) তাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে আমার ছোটকালে আমি আমার চাচাদের সাথে গোত্রের মধ্যে দাঁড়ান ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ মদ হারাম হয়ে গেছে, আমি তখন তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদেরকে ফযীখ নামক শরাব পান করাচ্ছিলাম। তারা বললেন ঃ এই পাত্র উলটে দাও, তখন আমি ঐ পাত্রগুলো উলটে দিলাম এসময় আমি আনাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তা কি বস্তুর শরাব ছিল? তিনি বললেন ঃ তা শুকনো এবং তাজা খেজুরের ছিল। আবূ বকর ইব্ন আনাস (র) বললেন ঃ লোক তখন এ শরাব পান করতো আনাস (রা) তা শুনে অস্বীকার করেন নি।

٥٥٤٤ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي

عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ أَبِي طَلْحَةَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي دُجَانَةَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَقَالَ حَدَثَ خَبَرٌ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فَكَفَأْنَا قِلَالَنَا وَمَلَأْتُ قَلَّةً الْأَنْصَابِ حَسْبُ الْفَضِيخِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ قَالَ وَقَالَ أَنَسٌ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَإِنَّ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخُ *

৫৫৪৪ সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র), - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি আবূ তাল্হা উবায ইবন কা'ব এবং আবূ দুজানা আনসারদের এক দলকে শরাব পান করাতাম তখন এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ এক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, মদ হারাম করা হয়েছে এ খবর শুনে আমরা শরাবের পাত্র উল্টিয়ে দিলাম তিনি বলেন ঃ তখনকার দিনের শরাব ছিল শুক্নো ও কাঁচা খেজুর মিশানো ফযীখ নামক শরাব

٥٥٤٥ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَإِنَّهُ لَشَرَابُهُمُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ *

৫৫৪৫ সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, মদ যখন হারাম হওয়ার সময় হলো, তখন হারাম হলো আর তাদের শরাব ছিল শুক্নো ও কাঁচা খেজুর মিশ্রিত

اِسْتِحْقَاقُ الْخَمْرِ بِشَرَابِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

কাঁচা ও শুকনো খেজুর মিশ্রিত শরাব

٥٥٤٦ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ *

৫৫৪৬ সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ কাঁচা ও শুকনো খেজুরের শরাবকে খমর বলা হয়।

٥٥٤٧ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ رَفَعَهُ الْأَعْمَشُ *

৫৫৪৭ সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কাঁচা ও শুকনো খেজুরের মিশ্রিত শরাব হলো মদ।

٥٥٤٨ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَبَابَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ هُوَ الْخَمْرُ

৫৫৪৮ কাসিম ইবন যাকারিয়া (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আঙ্গুর এবং খেজুর মিশ্রিত বস্তুও শরাব বা মদ।

نَهْيُ الْبَيَانِ عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْخَلِيطَيْنِ الرَّاجِعَةِ إِلَى بَيَانِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ

খালীত[১] পান নিষিদ্ধ

٥٥٤٩ اخبرنا اسحق بن منصور قال نبانا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن رجل من اصحاب النبي ﷺ ان النبي ﷺ نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر *

৫৫৪৯ ইসহাক ইবন মানসূর (র) নবী ﷺ এর জনৈক সাহাবী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাঁচা খেজুর শুকনো খেজুর এবং আঙ্গুর হতে নিষেধ করেছেন

بَابُ خَلِيطُ الْبَلَحِ وَالزَّهْوِ

পাকা ও কাঁচা খেজুরের মিশ্রণ

٥٥٥٠ اخبرنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا بن فضيل عن حبيب بن ابي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير وان يخلط البلح والزهو *

৫৫৫০ ওয়াসিল ইবন আব্দুল আ'লা (র) - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোলে, হানতাম মুযাফফাত এবং নকীরে নবীয তৈরি করতে এবং পাকা ও কাঁচা খেজুর মিশাতে নিষেধ করেছেন

٥٥٥١ اخبرنا اسحق بن ابراهيم قال نبانا جرير عن حبيب ابن ابي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والمزفت وزاد مرة اخرى والنقير وان يخلط التمر بالزبيب والزهو بالتمر *

৫৫৫১ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল মুযাফফাত নামক পাত্র এবং কাঠের পাত্র হতেও নিষেধ করেছেন, আর তিনি খেজুরকে আঙ্গুরের সাথে এবং কাঁচা খেজুরকে আঙ্গুরের সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন

٥٥٥٢ اخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الاعمش عن حبيب عن ابي ارطاة عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله ﷺ عن الزهو والتمر والزبيب والتمر *

৫৫৫২. হুসায়ন ইবন মানসূর (র) - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাঁচা ও শুকনো খেজুর এবং আঙ্গুর ও খেজুর মিশিয়ে ভেঁজাতে নিষেধ করেছেন।

---

১ ভেজা ও শুকনো খেজুর আঙ্গুর মিশ্রিত মদকে 'খালীত' বলা হয়।

خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ

ভেজা ও কাঁচা খেজুর মিশানো নিষেধ

٥٥٥٣ حدثنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي ﷺ قال لا تجمعوا بين التمر والزبيب ولا بين الزهو والرطب *

৫৫৫৩ সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : খেজুর এবং আঙ্গুর একত্রে মিশাবে না এবং কাঁচা ও ভেজা খেজুর মিশ্রিত করবে না।

٥٥٥٤ أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي وهو ابن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي قتادة أن رسول الله ﷺ قال لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعا *

৫৫৫৪ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশিয়ে বানাবে না এবং আঙ্গুর এবং খেজুর একত্রে মিশাবে না।

خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالْبُسْرِ

কাঁচা ও শুকনো খেজুর সম্পর্কে

٥٥٥٥ أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم هو ابن طهمان عن عمر بن سعيد عن سليمان عن مالك بن الحرث عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله ﷺ أن يخلط التمر والزبيب وأن يخلط الزهو والتمر والزهو والبسر *

৫৫৫৫ আহমদ ইবন হাফস (র) - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খেজুর এবং আঙ্গুর মিশাতে নিষেধ করেছেন আর তিনি শুকনো ও ভেজা খেজুর মিশাতে নিষেধ করেছেন।

خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ

শুকনো ও কাঁচা খেজুর

٥٥٥٦ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى وهو ابن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن خليط التمر والزبيب والبسر والرطب *

৫৫৫৬ ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খেজুর এবং আঙ্গুর এবং শুকনো ও ভেজা খেজুর মিশাতে নিষেধ করেছেন।

٥٥٥٧ أخبرنا عمرو بن علي عن يزيد قال حدثنا بسطام قال حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر أن رسول الله ﷺ قال لا تخلطوا الرطب والتمر والبسر والتمر *

৫৫৫৭. আমর ইবন আলী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আঙ্গুর এবং খেজুর মিশাবে না এবং শুকনো ও ভেজা খেজুর একত্রে মিশ্রিত করবে না

خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

কাঁচা এবং শুকনো খেজুর মিশানো

٥٥٥٨ أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عطاء عن جابر عن رسول الله ﷺ أنه نهى أن ينبذ الرطب والتمر جميعا ونهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا *

৫৫৫৮ কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আঙ্গুর ও খেজুর মিশিয়ে ভেজা এবং কাঁচা ও শুকনো পাকা খেজুর মিশ্রিত করে একত্রে ভেজাতে নিষেধ করেছেন।

٥٥٥٩ أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن أبي إسحق عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والمزفت والنقير وعن البسر والتمر أن يخلطا وعن الرطب والتمر أن يخلطا وكتب إلى أهل هجر أن لا تخلطوا الرطب والتمر جميعا *

৫৫৫৯ ওয়াসিল ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, হানতাম[১] মুযাফ্ফাত[২] নকীর[৩] নামক পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন আর তিনি কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশিয়ে ভেজাতে নিষেধ করেছেন আর তিনি হাজারান নামক এলাকাবাসীদেরকে লিখেন যে, তোমরা আঙ্গুর এবং খেজুর এক সাথে মিশ্রিত করবে না।

٥٥٦٠ أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أنبأنا حميد عن عكرمة عن ابن عباس قال البسر وحده حرام ومع التمر حرام *

৫৫৬০ আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাঁচা খেজুরকে পৃথক ভেজান ও হারাম এবং শুকনো খেজুর সাথে মিশ্রিত করাও হারাম।

---

১ হানতাম হলো মাটির তৈরী পাত্র।

২. মুযাফ্ফাত হলো – তৈলাক্ত পাত্র।

৩ নকীর হলো – কাঠের তৈরী পাত্র।

خَلِيطُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

কাঁচা খেজুর ও আঙ্গুর মিশানো সম্পর্কে

٥٥٦١ اخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ وعلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قالا حدثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ *

৫৫৬১ মুহাম্মদ ইবন আদম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেজুর এবং আঙ্গুর মিশাতে এবং কাঁচা ও শুকনো খেজুর একত্রে ভেঁজাতে নিষেধ করেছেন

٥٥٦٢ اخبرنا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَنَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا *

৫৫৬২ কুরায়শ ইবন আব্দুর রহীম (র) - আমর ইবন দীনার (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেজুর ও আঙ্গুর মিশাতে নিষেধ করেছেন আর তিনি কাঁচা ও পাকা খেজুর এক সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন

خَلِيطُ الرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ

ভেঁজা খেজুর ও আঙ্গুর মিশ্রিত করা

٥٥٦٣ اخبرنا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ وَلَا تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا *

৫৫৬৩ সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কাঁচা খেজুর ও ভেঁজা খেজুর মিশ্রিত করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি ভেঁজা খেজুর ও আঙ্গুর এক সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন

خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ

কাঁচা খেজুর ও আঙ্গুর মিশ্রিত করা

٥٥٦٤ اخبرنا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا *

৫৫৬৪ কুতায়বা (র) - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আঙ্গুর ও কাঁচা খেজুর এক সাথে মিশিয়ে ভেজাতে নিষেধ করেছেন তিনি কাঁচা খেজুর ও ভেজা খেজুরও এক সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন।

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِيْ مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنِ الْخَلِيْطَيْنِ وَهِيَ لِيَقْوِيَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ

মিশ্রিত করার নিষেধের কারণ

٥٥٦٥ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ وَقَاءِ بْنِ إِيَاسٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيْذًا يَبْغِيْ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفَضِيْخِ فَنَهَانِيْ عَنْهُ قَالَ كَانَ يَكْرَهُ الْمُذَنَّبَ مِنَ التَّمْرِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُوْنَا شَيْئَيْنِ فَكُنَّا نَقْطَعُهُ *

৫৫৬৫ সুওয়ায়দ ইবন নাস্‌র (র)- - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই বস্তু মিশিয়ে নবীয প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন– যেন একটি অন্যটির উপর প্রাধান্য লাভ করে। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট ফযীখ নামক বস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা থেকে নিষেধ করেন আর তিনি ঐ খেজুর পছন্দ করতেন না, যা এক দিক থেকে পাকতে শুরু করেছে। কেননা তাতে দুই বস্তু হওয়ার ভয় রয়েছে সেজন্য আমরা তার যে দিক থেকে পাকা শুরু হয়েছে তা কেটে ফেলতাম

٥٥٦٦ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ قَالَ شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أُتِيَ بِتَمْرٍ مُذَنَّبٍ فَجَعَلَ يَقْطَعُهُ مِنْهُ *

৫৫৬৬ সুওয়ায়দ ইবন নাস্‌র (র) আবূ ইদরীস (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি দেখলাম, আনাস ইবন মালিক (রা)-এর নিকট এক দিকে অর্ধ পাকা খেজুর উপস্থিত করা হলে তিনি তা কেটে ফেলছেন

٥٥٦٧ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ قَالَ قَتَادَةُ كَانَ أَنَسٌ يَأْمُرُ بِالتَّذْنُوْبِ فَيُقْرَضُ *

৫৫৬৭. সুওয়ায়দ ইবন নাস্‌র (র) - - - - কাতাদা (র) বলেন, আনাস (রা) ঐ খেজুরকে এক দিক থেকে কেটে ফেলার আদেশ দিতেন, যার এক দিক পাকা।

٥٥٦٨ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ شَيْئًا قَدْ أَرْطَبَ إِلَّا عَزَلَهُ عَنْ فَضِيْخِهِ *

৫৫৬৮. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নিজের কাঁচা খেজুর হতে ঐ অংশটুকু কেটে ফেলতেন, যেটুকু পেকে গেছে

اَلتَّرْخِيْصُ فِيْ انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ وَشُرْبِهِ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ فِيْ فَضِيْخِهِ

শুধু কাঁচা খেজুরের অনুমতি, নেশা না হলে

٥٥٦٩ حدثنا اسمٰعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني ابن الحرث قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي قتادة ان رسول الله ﷺ قال لا تنبذوا الرطب والبسر جميعا ولا التمر والزبيب جميعا وانبذوا كل واحد منهما على حدته *

৫৫৬৯ ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কাঁচা এবং ভেজা খেজুর একত্রে মিশিয়ে ভেজাবে না, আর আঙ্গুর এবং কাঁচা খেজুরও একত্রে ভেজাবে না, বরং এগুলো পৃথক পৃথকভাবে ভেজাবে।

اَلرُّخْصَةُ فِي الْاِنْتِبَاذِ فِي الْاَسْقِيَةِ الَّتِيْ يُلَاثُ عَلٰى اَفْوَاهِهَا

মুখ বন্ধ পাত্র

٥٥٧٠ اخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا ابو اسمٰعيل قال حدثنا يحيى ان عبد الله بن ابي قتادة حدثه عن ابيه ان النبي ﷺ نهى عن خليط البسر والتمر وخليط التمر والزهو وقال ينتبذوا كل واحد منهما على حدة في الاسقية التي يلاث على افواهها *

৫৫৭০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন দুরস্ত (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাঁচা এবং শুকনো খেজুর মিশ্রিত করে ভেজাতে নিষেধ করেছেন, এবং অর্ধ পাকা এবং শুকনো খেজুর মিশ্রিত করে ভেজাতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এদের প্রত্যেকটি পৃথকভাবে ঐ পাত্রে ভেজাবে যার মুখ বন্ধ করা হয়েছে।

اَلرُّخْصُ فِيْ اِنْتِبَاذِ التَّمْرِ وَحْدَهُ

শুধু খেজুর ভেজানোর অনুমতি

٥٥٧١ اخبرنا سويد بن نصر قال انبا عبد الله عن اسمٰعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا ابو المتوكل عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله ﷺ ان يخلط بسر بتمر او زبيب بتمر او زبيب ببسر وقال من شربه منكم فلينتبذ كل واحد منه فردا تمرا فردا او بسرا فردا او زبيبا فردا *

৫৫৭১ সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাঁচা খেজুরকে শুকনো খেজুরের সাথে মিশাতে অথবা আঙ্গুরকে শুকনো খেজুরের সাথে কিংবা আঙ্গুরকে কাঁচা খেজুরের সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তা পান করতে চায়, সে যেন পৃথক পৃথকভাবে পান করে খেজুরকে পৃথক, অর্ধ পাকা খেজুরকে পৃথক এবং আঙ্গুরকে পৃথক।

٥٥٧٢ أخبرني أحمد بن خالد قال حدثنا شعيب بن حرب في حديث إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال حدثني أبو سعيد الخدري أن النبي ﷺ نهى أن يخلط تمرا بتمر أو رطبا بتمر أو زبيبا بتمر وقال من شرب منكم فليشرب كل واحد منه فردا قال أبو عبد الرحمن هذا أبو المتوكل اسمه علي بن داود *

৫৫৭২. আহমদ ইবন খালিদ (র) - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ অর্ধ পাকা খেজুরকে শুকনো খেজুরের সাথে মিশাতে, অথবা আঙ্গুরকে শুকনো খেজুরের সাথে বা আঙ্গুরকে অর্ধ পাকা খেজুরের সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে এগুলো পান করতে চায় সে যেন পৃথক পৃথকভাবে পান করে।

انتباذ الزبيب وحده

শুধু আঙ্গুর ভেঁজানো

٥٥٧٣ أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله ﷺ أن يخلط التمر والزبيب والبسر والتمر وقال انتبذوا كل واحد منهما على حده *

৫৫৭৩ সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাঁচা খেজুর ও আঙ্গুর এবং অর্ধ পাকা খেজুর ও শুকনো খেজুর একত্রে মিশাতে নিষেধ করেছেন তিনি বলেছেন ঃ প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক ভেঁজাবে।

الرخصة في انتباذ البسر وحده

কাঁচা খেজুরকে পৃথক ভেঁজানো

٥٥٧٤ أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا الثقفي يعني ابن عمر بن عن إسماعيل ابن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ نهى أن ينبذ التمر والزبيب والتمر والبسر وقال انتبذوا الزبيب فردا والتمر فردا والبسر فردا قال أبو عبد الرحمن أبو كثير اسمه يزيد بن عبد الرحمن *

৫৫৭৪ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ খেজুর এবং আঙ্গুরকে একত্রে ভেঁজানো নিষেধ করেছেন এবং শুকনো ও অর্ধপাকা খেজুরকে একত্রে ভেঁজাতেও নিষেধ করেছেন তিনি বলেছেন ঃ আঙ্গুরকে পৃথক এবং খেজুরকে পৃথক ভেঁজাবে এবং অর্ধপাকা খেজুরকে পৃথক ভেঁজাবে

تَأْوِيْلُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا - এ আয়াতের তাফসীর

٥٥٧٥ اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ كَثِيْرٍ وَ بَنَاتُ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ كَثِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَمْرُ مِنْ هٰذَيْنِ وَقَالَ سُوَيْدٌ فِيْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ ٭

৫৫৭৫ সুওয়ায়দ ইবন নাস্‌র (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এদু'টি থেকেই মদ প্রস্তুত হয়, সুওয়ায়দ (রা) বলেন ঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য খেজুর ও আঙ্গুরের গাছ

٥٥٧٦ اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَمْرُ مِنْ هٰذَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ ٭

৫৫৭৬ যিয়াদ ইবন আয়্যূব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ খেজুর ও আঙ্গুর এ দু'টি গাছ থেকেই অর্থাৎ এর ফল থেকেই মদ তৈরী হয়।

٥٥٧٧ اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا السَّكَرُ خَمْرٌ ٭

৫৫৭৭ সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - ইবরাহীম এবং শা'বী (র) বলেন ঃ এখানে আয়াতে বর্ণিত, سَكَرًا অর্থ - মদ

٥٥٧٨ اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ السَّكَرُ خَمْرٌ ٭

৫৫৭৮ সুওয়ায়দ ইবন নাস্‌র (র) - - - - সাঈদ ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এখানে سَكَرًا অর্থ - মদ

٥٥٧٩ اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنْ حَبِيْبٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ السَّكَرُ خَمْرٌ ٭

৫৫৭৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এখানে سكر অর্থ - মদ।

٥٥٨٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى حُصَيْنٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ السَّكَرُ حَرَامٌ وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ حَلاَلٌ *

৫৫৮০ সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আয়াতে, উল্লেখিত 'সাকার' হলো হারাম এবং রিয্‌কে হালাল বা 'উত্তম রিয্‌ক্' হলো- হালাল

ذِكْرُ اَنْوَاعِ الْاَشْيَاءِ الَّتِىْ كَانَتْ مِنْهَا الْخَمْرُ حِيْنَ نَزَلَ تَحْرِيْمُهَا

মদ হারাম হওয়ার সময় যে সব বস্তু দ্বারা মদ তৈরী হতো তার বর্ণনা

٥٥٨١ اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابُوْ حَيَّانَ قَالَ الشَّعْبِىُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اَلاَ اِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِىَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ *

৫৫৮১ ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে মিম্বরে খুৎবা দিতে শুনি তিনি বলেন ঃ হে লোকসকল! যে দিন মদ হারাম করা হয়েছিল, তখন পাঁচ বস্তু দ্বারা মদ তৈরী হতো ঃ আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও যব আর তাই মদ, যা দ্বারা জ্ঞান বিলুপ্ত হয়

٥٥٨٢ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ زَكَرِيَّا وَاَبِىْ حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَمَّا بَعْدُ اَلاَ اِنَّ الْخَمْرَ يَوْمَ تَحْرِيْمِهَا وَهِىَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ *

৫৫৮২. মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি তিনি আল্লাহর প্রশংসা করার পর বলেন ঃ জেনে রাখ ! যখন মদ হারাম হয় তখন তা খেজুর, গম, যব মধু এবং আঙ্গুর এ পাঁচটি বস্তু থেকে মদ তৈরী হতো

٥٥٨٣ اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْعَسَلِ وَالْعِنَبِ *

৫৫৮৩ আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মদ পাঁচ বস্তু দ্বারা প্রস্তুত হয়, খেজুর, গম, যব, মধু এবং আঙ্গুর।

بَابُ تَحْرِيمُ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ مِنَ الْأَثْمَارِ وَالْحُبُوبِ كَانَتْ عَلَى اخْتِلَافِ اجْنَاسِهَا لِشَارِبِيهَا

ফল এবং খাদ্য থেকে তৈরী মদ- হারাম

٥٥٨٤ اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ اِنَّ اَهْلَنَا يَنْبِذُوْنَ لَنَا شَرَابًا عَشِيًّا فَاِذَا اَصْبَحْنَا شَرِبْنَا قَالَ اِنِّيْ اَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ وَاَشْهَدُ اللّٰهَ عَلَيْكَ اَنِّيْ اَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ وَاَشْهَدُ اللّٰهَ عَلَيْكَ اَنَّ اَهْلَ خَيْبَرَ يَنْبِذُوْنَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا وَيُسَمُّوْنَهُ كَذَا وَكَذَا وَهِيَ الْخَمْرُ وَاِنَّ اَهْلَ فَدَكَ يَنْبِذُوْنَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا يُسَمُّوْنَهُ كَذَا وَكَذَا وَهِيَ الْخَمْرُ حَتّٰى عَدَّ اَشْرِبَةً اَرْبَعَةً اَحَدُهَا الْعَسَلُ *

৫৫৮৪. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) ইবন সীরীন (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ সন্ধ্যায় লোক আমাদের জন্য মদ তৈরী করে, পরে আমরা তা ভোরে পান করি আব্দুল্লাহ (রা) বললেন ঃ আমি তোমাকে মাদকতাপূর্ণ দ্রব্য থেকে নিষেধ করছি, তা অল্প হোক বা অধিক আর আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র নামে সাক্ষ্য দিয়ে নিষেধ করছি - মাদকতাপূর্ণ দ্রব্য থেকে, তা কম হোক বা বেশী। খায়বারবাসীরা অমুক অমুক বস্তু হতে মদ তৈরী করতো এবং তার এটা ওটা নাম রাখতো, অথচ প্রকৃতপক্ষে তা মদ, আর ফাদাকবাসীরা অমুক অমুক বস্তুর শরাব তৈরী করে তার এই নাম রাখে, অথচ তাও মদ এভাবে তিনি চার প্রকার শরাবের কথা বললেন, এর মধ্যে একটা ছিল মধুর শরাব।

اِثْبَاتُ اِسْمِ الْخَمْرِ لِكُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ

প্রত্যেক মাদক দ্রব্যই মদ

٥٥٨٥ اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ *

৫৫৮৫ সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মাদক দ্রব্যই হারাম এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই মদ

٥٥٨٦ اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ قَالَ الْحُسَيْنُ قَالَ اَحْمَدُ وَهٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ *

৫৫৮৬ হুসায়ন ইবন মানসূর (র) - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই মদ

٥٥٨٧ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ *

৫৫৮৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন দুরুস্ত (র) - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক নেশা দ্রব্যই মদ

٥٥٨٨ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ ابْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৮৮ আলী ইব্‌ন মায়মূন (র) - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম, আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই মদ।

٥٥٨٩ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ *

৫৫৮৯ সুওয়ায়দ (র) - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই মদ।

تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ

প্রত্যেক মাদকদ্রব্য শরাব এবং হারাম

٥٥٩٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৯০ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম

٥٥٩١ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৯১ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম

٥٥٩٢ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৯২. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুব্বা মুযাফফাত, নকীর ও হানতাম নামক পাত্রে নবীয প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম।

٥٥٩٣ أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا ابن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي ﷺ قال لا تنبذوا في الدباء ولا المزفت ولا النقير وكل مسكر حرام *

৫৫৯৩ আবূ দাউদ (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা দুব্বায়, মুযাফ্ফাতে, নকীরে নবীয প্রস্তুত করবে না এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

٥٥٩٤ أخبرنا إسحق بن إبراهيم وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ كل شراب أسكر فهو حرام قال قتيبة عن النبي ﷺ *

৫৫৯৪. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক পানীয়, যা মাদকতা সৃষ্টি করে, তা হারাম।

٥٥٩٥ حدثنا قتيبة عن مالك ح وأنبأنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر حرام لفظ لسويد *

৫৫৯৫ কুতায়বা (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট মধুর তৈরী শরাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক নেশাযুক্ত পানীয়ই হারাম।

٥٥٩٦ أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ سئل عن النبيذ فقال كل شراب أسكر فهو حرام والبتع من العسل *

৫৫৯৬ সুওয়ায়দ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মধুর শরাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক ঐ পানীয় যাতে মাদকতা রয়েছে তা হারাম। আর মধুর শরাবকে বিতউ বলা হয়

٥٥٩٧ أخبرني علي بن ميمون قال حدثنا بشر بن السري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام والبتع هو نبيذ العسل *

৫৫৯৭ আলী ইব্ন মায়মূন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মধুর তৈরী শরাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ যে বস্তুই মাদকতা আনে তা হারাম। আর বিতউ হলো মধুর তৈরী শরাব।

٥٥٩٨ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৯৮ আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম

٥٥٩٩ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَمُعَاذَ أَبَا الْيَمَنِ فَقَالَ مُعَاذٌ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا إِلَى أَرْضٍ كَثِيرٌ شَرَابُ أَهْلِهَا فَمَا نَشْرَبُ قَالَ اشْرَبَا مِنْ الْمَاءِ وَلَا تَشْرَبَا مُسْكِرًا *

৫৫৯৯ আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - আবূ বুরদা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এবং মু'আয (রা) কে ইয়ামনে পাঠান। মুআয (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে এমন এক দেশে পাঠাচ্ছেন, যেখানে অধিকাংশ লোক শরাব পান করে থাকে। আমরা কি পান করবো ? তিনি বললেন ঃ তোমরা পানীয় পান করবে, কিন্তু ঐ পানীয় যাতে মাদকতা থাকে, তা পান করবে না।

٥٦٠٠ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَوْهَبٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০০ ইয়াহ্ইয়া ইবন মূসা বাল্খী (র) - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম

٥٦٠١ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ السَّدُوسِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّا نَرْكَبُ أَسْفَارًا فَنُشْتَرَى لَنَا الشَّرِبَةُ فِي الْأَسْوَاقِ لَا نَدْرِي أَوْعِيَتُهَا فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَذَهَبَ يُعِيدُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَذَهَبَ يُعِيدُ فَقَالَ هُوَ مَا أَقُولُ لَكَ *

৫৬০১ সুওয়ায়দ (র) আসওয়াদ ইবন শায়বান সাদূসী (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি আতা (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো ঃ আমরা সফরে গমন করে বাজারে শরাব বিক্রি হতে দেখি; কিন্তু ঐ শরাব কোন পাত্রে বানানো হয়েছে, তা জানা যায় না আতা (র) বললেন ঃ যে শরাব মাদকতা আনে, তা হারাম। ঐ ব্যক্তি কিছুদূর গমন করলে, আতা (র) আবার বললেন ঃ আমি তোমাকে যা বলেছি, তা-ই ঠিক।

٥٦٠٢ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هَرُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০২. সুওয়ায়দ (র) - - - ইবন সিরীন (র) বলেন, যে বস্তু মাদকতা সৃষ্টি করে, তা হারাম।

٥٦٠٣ اخبرنا سُوَيْدٌ قَالَ انبانا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْحَرَّانِيِّ قَالَ كَتَبَ اِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لا تَشْرَبُوْا مِنَ الطِّلَاءِ حَتّٰى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقٰى ثُلُثُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০৩. সুওয়ায়দ (র) - - - - আব্দুল মালিক ইবন তুফায়ল জাযরী (র) বলেন ঃ উমর ইবন আব্দুল আযীয (র) আমাদের নিকট ফরমান পাঠান যে, তোমরা 'তালা' শরাব পান করবে না, যতক্ষণ না তার দুই তৃতীয়াংশ চলে না যায় এবং এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম

٥٦٠٤ اخبرنا سُوَيْدٌ قَالَ انبانا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الصَّعْقِ بْنِ حَزْنٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اِلٰى عَدِيِّ بْنِ اَرْطَاةَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০৪. সুওয়ায়দ (র) - - - সা'ক ইবন হাযন (র) বলেন ঃ উমর ইবন আব্দুল আযীয (র) আদী ইবন আরতাত (র) কে লিখলেন ঃ প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম।

٥٦٠٥ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيْشُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০৫. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম।

تَفْسِيْرُ الْبِتْعِ وَالْمِزْرِ

মিযর ও বিত'য়ে র ব্যাখ্যা[১]

٥٦٠٦ اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْاَجْلَحِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ بِهَا شَرَابًا مِنْ شَرَابٍ وَبَدْعٌ قَالَ وَنَاهِيَ قُلْتُ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ قَالَ وَمَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ قُلْتُ مَا الْبِتْعُ فَبَيْذُ الْعَسَلِ وَاَمَّا الْمِزْرُ فَنَبِيْذُ الذُّرَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَشْرَبْ مُسْكِرًا فَاِنِّيْ حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ *

৫৬০৬ সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ মূসা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন, তখন আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সেখানে বিভিন্ন ধরনের শরাব পাওয়া যায়, অতএব আমি কোন প্রকার শরাব পান করবো এবং কোন প্রকার বর্জন করবো ? তিনি বললেন ঃ সেখানে

১. বিতয়ে হলো মধু থেকে তৈরী শরাব, আর গম, যব ইত্যাদি থেকে তৈরী নাবীযকে বলা হয় মিযর।

কোন প্রকার শরাব পাওয়া যায় ? আমি বললাম ঃ বিতয়ে এবং মিযর নামক শরাব। তিনি বললেন ঃ ইহা কি দিয়ে তৈরী হয় ? আমি বললাম ঃ বিতয়ে মধু দ্বারা তৈরী হয় এবং মিযর ভুট্টার দ্বারা তৈরী হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যে শরাবে মাদকতা রয়েছে তা পান করবে না কেননা, আমি প্রত্যেক মাদকতাপূর্ণ শরাবকে হারাম করেছি

٥٦٠٧ اخبرنا محمد بن آدم بن سليمان عن ابن فضيل عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال بعثني رسول الله ﷺ الى اليمن فقلت يا رسول الله ان بها اشربة يقال لها البتع والمزر فما البتع والمزر قلت شراب يكون من العسل والمزر يكون من الشعير قال كل مسكر حرام ٭

৫৬০৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম (র) আবূ বুরদা (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ইয়ামানে পাঠান। তখন আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সেখানে মিযর এবং বিতয়ে নামক শরাব পাওয়া যায়। তিনি বললেন ঃ বিতয়ে ও মিযর কী বস্তু? আমি বললাম ঃ বিতয়ে এক প্রকার পানীয় যা মধু দ্বারা তৈরী করা হয়, আর মিযর যব দ্বারা তৈরী হয়ে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যা মাদকতা সৃষ্টি করে, তা-ই হারাম।

٥٦٠٨ اخبرنا ابو بكر بن علي قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرني أبي قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عمر قال خطب رسول الله ﷺ فذكر أنه الخمر فقال رجل يا رسول الله ﷺ وزيد المزر قال وما المزر قال حبة تصنع باليمن فقال تسكر قال نعم قال كل مسكر حرام ٭

৫৬০৭ আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) ---- ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুৎবায় মদের আয়াত পাঠ করলেন তখন এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মিযর-এর কী বিধান ? তিনি বললেন ঃ মিযর কী ? সে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এক প্রকার শরাব, যা ইয়ামানে তৈরী হয় তিনি বললেন ঃ তাতে মাদকতা আছে কি ? সে বললো ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ যা মাদকতা সৃষ্টি করে, তা হারাম

٥٦٠٩ اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابي الجويرية قال سمعت ابن عباس وسئل فقيل له افتنا في النبيذ فقال سبق محمد ﷺ النبيذ وما سكر فهو حرام ٭

৫৬০৯. কুতায়বা (র) আবুল জুওয়াইরিয়া (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর নিকট কাউকে প্রশ্ন করতে শুনলাম, কেউ তাঁকে বললো ঃ আমাকে বাযাক সম্বন্ধে কিছু বলুন, তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় বাযাক ছিল না আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম

تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ

যা অধিক পানে মাদকতা আসে, তা হারাম

٥٦١٠ اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثني يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله

قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال ما أسكر كثيره فقليله حرام *

৫৬১০ উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সা'ঈদ (র) - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে পানীয় বস্তুর অধিক পানে মাদকতা আসে, তার অল্পও হারাম

٥٦١١ أخبرني حميد بن مخلد قال حدثنا سعيد بن الحكم قال أنبأنا محمد بن جعفر قال حدثني الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي ﷺ قال أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره *

৫৬১১ হুমায়দ ইব্‌ন মাখ্‌লাদ (র) - - - সা'দ (র) তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি তোমাদেরকে ঐ পানীয় বস্তুর অল্পও পান করতে নিষেধ করছি, যার অধিক পানে মাদকতা সৃষ্টি হয়

٥٦١٢ أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا الوليد بن كثير عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي ﷺ نهى عن قليل ما أسكر كثيره *

৫৬১২ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) সা'দ (র) তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ঐ পানীয় বস্তুর অল্পও পান করতে নিষেধ করেছেন, যার অধিক পানে মাদকতা সৃষ্টি হয়

٥٦١٣ أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد عن زيد بن واقد أخبرني خالد ابن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة قال علمت أن رسول الله ﷺ كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته له في دبائه فجئته به فقال ادنه فأدنيته منه فإذا هو ينش فقال اضرب به الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا أنا عند الرحمن وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره وينش كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر السكر وتحليلهم ما تقدمه الذي يشرب في الفرق قبلها ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الأخيرة دون الأولى والثانية بعدها وبالله التوفيق *

৫৬১৩ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোযা রাখতেন আমি তাঁর ইফতারের সময় নবীয নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম, যা আমি তাঁর জন্য কদুর খোলে তৈরী করেছিলাম তিনি বললেন : নিকটে আনো আমি যখন তা নিকটে নিলাম, তখন

তাতে জোশ আসছিল। এরপর তিনি বললেন ঃ দেওয়ালে ঢেলে দাও কেননা, এ শরাব ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না

আবূ আব্দুর রহমান বলেন ঃ এতে মাদকদ্রব্য হারাম হওয়ার প্রমাণ রয়েছে, অল্প হোক বা বেশী হোক, ইহা সঠিক নয়, যা ঐ সকল লোক বলে। যারা নিজেদের ধোঁকা দিয়ে থাকে, তারা বলে ঃ শরাবের সর্বশেষ চুমুকটি হারাম, আগে যা পান করেছে, তা হারাম নয়। জ্ঞানীজনের মধ্যে এই বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, নেশা শুধু শেষ চুমুকে আসে না, বরং যা প্রথম বা দ্বিতীয় চুমুকেও আসে। পান করে নিশাতে উহাদেরও দখল রয়েছে।

اَلنَّهْيُ عَنْ نَبِيْذِ الْجِعَةِ وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُ مِنَ الشَّعِيْرِ

যবের তৈরী শরাব পান করা নিষেধ

٥٦١٤ : اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا عمر بن زريق عن ابي اسحق عن صعصعة بن صوحان عن علي كرم الله وجهه قال نهى النبي ﷺ عن حلقه الذهب والقسي والميثرة والجعة *

৫৬১৪ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ সোনার বালা ও রেশমী কাপড় পরিধান করতে, আর লাল যিনপোশে সওয়ার হতে এবং যবের তৈরী শরাব পান করতে নিষেধ করেছেন

٥٦١٥ اخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن اسماعيل وهو ابن سميع قال حدثني مالك بن عمير قال قال صعصعة لعلي ابن ابي طالب كرم الله وجهه انهانا امير المؤمنين عما نهاك عنه رسول الله ﷺ قال نهاني رسول الله ﷺ عن الدباء والحنتم *

৫৬১৫. কুতায়বা (র) - - - - সা'সা' (র) আলী ইবন আবূ তালিব (রা) কে বললেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমাদেরকে ঐ সকল বস্তু হতে নিষেধ করুন, যা থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে নিষেধ করেছেন তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দুব্বা এবং হান্তাম থেকে নিষেধ করেছেন

ذِكْرُ مَا كَانَ يَنْبِذُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيْهِ

নবী ﷺ-এর নাবীয পাত্র

٥٦١٦ اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابي الزبير عن جابر ان النبي ﷺ كان ينبذ له في نور من حجارة *

৫৬১৬. কুতায়বা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর জন্য পাথরের পাত্রে নাবীয তৈরী করা হতো

ذكر الاوعية التي نهي عن الانتباذ فيها دون ماسواها مما لاتشتد اشربتها كاشتداده فيها باب النهي عن نبيذ الجر مفردا

নাবীযের[১] নিষিদ্ধ পাত্র এবং যে সব পাত্রের নাবীয নিষিদ্ধ নয় মাটির পাত্রে নাবীয তৈরী করা নিষিদ্ধ

٥٦١٧ حدثنا سويد بن نصر قال انبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن طاوس قال قال رجل لابن عمر انهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر قال نعم قال طاوس والله انى سمعته منه *

৫৬১৭. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবন উমর (রা)-কে বললো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি মাটির পাত্রে নাবীয' তৈরি করতে নিষেধ করেছেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ তাউস (র) বলেন আল্লাহ্র শপথ ! আমি তাঁর নিকট থেকে ইহা শ্রবণ করেছি

٥٦١٨ حدثنا هرون بن زيد بن ابي الزرقاء قال حدثني ابي قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي وابن هبيم بن ميسر قالا سمعت طاوسا يقول جاء رجل الى ابن عمر فقال نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر قال نعم زاد ابراهيم في حديثه والدباء *

৫৬১৮ হারূন ইবন যিয়াদ (র তাউস (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন এক ব্যক্তি ইবন উমর (রা) ও হারূন ইবন যায়দ এর নিকট এসে বললো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি মাটির পাত্রে নাবীয তৈরীর করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ ইবরাহীম (র) তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেছেন ঃ আর খোল হতেও

٥٦١٩ حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله عن عتبة بن عبد الرحمن عن ابيه قال قال ابن عباس نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر *

৫৬১৯. সুওয়ায়দ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাটির মটকার যা তৈরী নাবীয পান করতে নিষেধ করেছেন

٥٦٢٠ اخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا امية عن شعبة عن خالد بن سحيم عن ابن عمر قال نهى رسول الله ﷺ عن الحنتم قلت ما الحنتم قال الجر *

৫৬২০ আলী ইবন হুসায়ন (র - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হানতাম হতে নিষেধ করেছেন আমি বললাম ঃ হানতাম কি? তিনি বললেন ঃ হানতাম হলো মাটির তৈরী পাত্র।

٥٦٢١ اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن ابي مسلمة قال سمعت عبد العزيز يعني ابن اسيد الطائفي بصري يقول سئل ابن الزبير عن نبيذ الجر فقال نهانا عنه رسول الله ﷺ *

---

১. নাবীয হলো - খেজুর বা আঙ্গুর থেকে তৈরী মদ

৫৬২১ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - আব্দুল আযীয ইবন আসীদ তাহী বসরী (র) বলেন ঃ ইবন যুবায়র (রা)-এর নিকট মাটির পাত্রে নাবীয তৈরী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেছেন

٥٦٢٢ خبرنا احمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام بن بي عبد الله عن ايوب عن سعيد بن جبير قال سألنا ابن عمر عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله ﷺ فأتيت ابن عباس فقلت سمعت اليوم شيئا عجبت منه قال ما هو قلت سألت ابن عمر عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله ﷺ فقال صدق ابن عمر قلت ما الجر قال كل شيء من مدر ٭

৫৬২২ আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - সাঈদ ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবন উমর (রা) কে মাটির পাত্রে নাবীয প্রস্তুত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা হারাম করেছেন পরে আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট এসে বললাম ঃ আজ আমি এমন কথা শুনলাম, যাতে আমি বিস্মিত হলাম তিনি বললেন ঃ তা কী ? আমি বললাম ঃ আমি ইবন উমর (রা)-কে মাটির পাত্রে নাবীয তৈরী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা হারাম করেছেন, তিনি বললেন ঃ ইবন উমর (রা) সত্যই বলেছেন আমি বললাম ঃ 'জার' কি বস্তু ? তিনি বললেন ঃ মাটির পাত্র

٥٥٢٣ أخبرنا عمرو بن زرارة أنبأنا اسماعيل عن أيوب عن رجل عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فسئل عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله ﷺ وشق علي لما سمعته فأتيت ابن عباس فقلت إن ابن عمر سئل عن شيء فجعلت أعظمه قال ما هو قلت سئل عن نبيذ الجر فقال صدق حرمه رسول الله ﷺ قلت وما الجر قال كل شيء صنع من مدر

৫৬২৩ আমর ইবন যুবায়র (র) - - - - সাঈদ ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-এর নিকট ছিলাম তখন তাকে মাটির পাত্রের নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা হারাম করেছেন, একথা শোনার পর আমার সন্দেহ হওয়ায়, আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম ঃ ইবন উমর (রা)-কে একটি কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি যে উত্তর দিলেন, তা আমার বুঝে আসে না তিনি বললেন ঃ সেটা কি ? আমি বললাম ঃ তাঁকে মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি বললেন ঃ তিনি তো ঠিকই বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা হারাম করেছেন। আমি বললাম ঃ 'জার' কী বস্তু ? তিনি বললেন ঃ মাটির নির্মিত পাত্র

الْجَرُّ الْأَخْضَرُ

সবুজ পাত্র

٥٦٢٤ خبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأ شعبة عن الشيباني قال

سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ قُلْتُ فَالأَبْيَضُ قَالَ لاَ أَدْرِي *

৫৬২৪ মাহমূদ ইবন গায়লান (র) - - - - ইবন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সবুজ মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ সাদা পাত্রে ? তিনি বললেন ঃ আমি জানি না

٥٦٢٥ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ وَالأَبْيَضِ *

৫৬২৫ আবূ আব্দুর রহমান (র) - - - - ইবন আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সবুজ ও সাদা মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন

٥٦٢٦ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ حَرَامٌ قَدْ حَدَّثَنَا مَنْ لَمْ يَكْذِبْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ *

৫৬২৬ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - আবূ রাজা (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হাসান (রা)-কে মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তা কি হারাম? তিনি বললেন ঃ তা হারাম আমার নিকট এমন ব্যক্তি যিনি কখনও মিথ্যা বলেন নি, বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাটির পাত্র, কাষ্ঠ পাত্র এবং কদুর খোলে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ

কদুর পাত্রে নাবীয তৈরি করা নিষেধ

٥٦٢٧ أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ *

৫৬২৭, মাহমূদ ইবন গায়লান (র) - - ইবন উমর (রা, থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোলে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٢٨ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ *

৫৬২৮ জাফর ইবন মুসাফির (র) - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

اَلنَّهْيُ عَنْ نَبِيْذِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

কদুর খোল এবং তৈলাক্ত পাত্রের নাবীয নিষেধ সম্পর্কে

٥٦٢٩ اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور وحماد وسليمن عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والمزفت *

৫৬২৯ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুব্বা এবং মুযাফফাত[১] থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٠ اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن ابراهيم التيمي عن الحرث بن سويد عن علي كرم الله وجهه عن النبي ﷺ انه نهى عن الدباء والمزفت *

৫৬৩০ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - আলী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কদুর খোল এবং তৈলাক্ত পাত্রে নাবীয তৈরি করতে থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣١ اخبرنا محمد بن ابان قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن معمر عن النبي ﷺ نهى عن الدباء والمزفت *

৫৬৩১. মুহাম্মদ ইবন আবান (র) - - আব্দুর রহমান ইবন মা'মুর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কদুর খোল এবং তৈলাক্ত পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٢ اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن انس ابن مالك انه اخبره ان رسول الله ﷺ نهى عن الدباء والمزفت ان ينبذ فيهما *

৫৬৩২. কুতায়বা (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল এবং তৈলাক্ত পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٣ اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري قال اخبرني ابو سلمة انه سمع ابا هريرة يقول نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والمزفت ان ينبذ فيهما *

৫৬৩৩ মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুব্বা ও মুযাফফাতে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

---

১ এক প্রকারের তৈলের লেপ দেওয়া পাত্র

٥٦٣٤ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ *

৫৬৩৪ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'য়ীদ (র) ইব্‌ন উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তৈলাক্ত পাত্র ও কদুর খোল থেকে নিষেধ করেছেন।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ

কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং কাষ্ঠ নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরি করা নিষেধ

٥٦٣٥ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ عُرْوَةَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ كُرْدِيٍّ مِصْرِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ *

৫৬৩৫ আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং কাষ্ঠ নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরীর করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٦ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ *

৫৬৩৬ সুওয়ায়দ ইবন নাস্‌র (র) - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাটির পাত্র, কদুর খোল এবং কাষ্ঠ নির্মিত পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন

النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ

কদুর খোল, মাটির পাত্র ও তৈলাক্ত পাত্রে নাবীয নিষেধ হওয়া

٥٦٣٧ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ *

৫৬৩৭ সুওয়ায়দ (র) - ইব্‌ন উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং তৈলাক্ত পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন

٥٦٣٨ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ *

৫৬৩৮ সুওয়ায়দ (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাটির পাত্র, কদুর খোল এবং তৈলাক্ত জাতীয় পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন

٥٦٣٩ أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عون بن صالح البرقي عن زينب بنت نصر وحفيرة بنت عبد الله أنهما سمعت عائشة قالت سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن شرب صبح في دباء أو حنتم أو مزفت لا يكون زبدا أو خلا *

৫৬৩৯ সুওয়ায়দ (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দুব্বা, হান্তাম এবং মুযাফ্ফাত নামক পাত্রে পান করতে নিষেধ করতে শুনেছি। যয়তুন তেল এবং সিরকা এ থেকে পৃথক

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ

কদুর খোল, কাষ্ঠ নির্মিত পাত্র এবং মাটির পাত্রে তৈরী নাবীয থেকে নিষেধাজ্ঞা

٥٦٤٠ أخبرنا قريش بن عبد الرحمن قال أنبأنا علي بن الحسن قال أنبأنا الحسن قال حدثني محمد بن رافع قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت *

৫৬৪০ কুরায়শ ইব্ন আব্দুর রহমান (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, মাটির পাত্র, কাষ্ঠ নির্মিত এবং তৈলাক্ত পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٦٤١ أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن القاسم بن الفضل قال حدثنا ثمامة بن حزن القشيري قال لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ فقالت قدم وفد عبد القيس على رسول الله ﷺ فسألوه فيما ينبذون فنهى النبي ﷺ أن ينبذوا في الدباء والنقير والمقير والحنتم *

৫৬৪১ সুওয়ায়দ (র) - - - ছুমামা ইব্ন হুশায়রী (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা) এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর নিকট নাবীয সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ আব্দুল কায়স গোত্রের লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে নাবীয তৈরির পাত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে নবী ﷺ তাদেরকে কদুর খোল, কাঠের তৈরী পাত্র ও মাটির তৈরী পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেন

٥٦٤٢ أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا إسحق بن سويد عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى عن الدباء بيده *

৫৬৪২. যিয়াদ ইব্ন আয়্যুব (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোলে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٤٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ إِسْحٰقَ وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ يَقُوْلُ حَدَّثَتْنِيْ مُعَاذَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ نَبِيْذِ النَّقِيْرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْأَنَاءِ وَالْحَنْتَمِ فِيْ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ إِسْحٰقُ وَذَكَرَتْ هُنَيْدَةُ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ مُعَاذَةَ وَسَمَّتِ الْجِرَارَ قُلْتُ لِهُنَيْدَةَ أَنْتِ سَمِعْتِيْهَا سَمَّتِ الْجِرَارَ قَالَتْ نَعَمْ ٭

৫৬৪৩ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাষ্ঠ নির্মিত পাত্র, তৈলাক্ত পাত্র, কদুর খোল এবং মাটির পাত্রের নাবীয থেকে নিষেধ করেছেন। ইহা ইবন উলাইয়ার হাদীসে রয়েছে ইসহাক বলেছেন ঃ হুনায়দা আয়েশা (রা)-এর নিকট মুআয (রা) এর ন্যায় বর্ণনা করেন তিনি পাত্রের উল্লেখ করলেন। আমি হুনায়দার নিকট জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তুমি কি আয়েশা (রা)-এর নিকট শ্রবণ করেছ ? তিনি কি মাটির ঘড়ার কথা বলেছেন ঃ বললো জ্বি হ্যাঁ

٥٦٤٤ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ صَرْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْقَيْسِيِّ بَصْرِيٌّ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ أُمِّيْ عَنْ هُنَيْدَةَ بِنْتِ شَرْبِيْلَ بْنِ سَابِطٍ قَالَتْ لَقِيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِالْحَرِيْبَةِ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيْذِ فَنَهَتْنِيْ عَنْهُ وَقَالَتِ انْبِذِيْ عَشِيَّةً وَاشْرَبِيْهِ غُدْوَةً وَأَوْكِيْ عَلَيْهِ وَنَهَتْنِيْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ ٭

৫৬৪৪ সুওয়ায়দ (র) - - - শরীক ইবন আবানের কন্যা হুনায়দা (র) বলেন, আমি খুরায়বা নামক স্থানে আয়েশা (রা) এর সাথে মিলিত হলাম আমি তাঁর নিকট শরাবের তলানী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি আমাকে তা থেকে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন ঃ নাবীয সন্ধ্যায় ভেজাবে এবং ভোরে পান করবে আর যদি তা কোন মশকে থাকে, তবে তার মুখ বন্ধ করে দেবে আর তিনি আমাকে কদুর খোল, কাষ্ঠ নির্মিত তৈলাক্ত পাত্র এবং মাটির পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন।

اَلْمُزَفَّتَةِ

মুযাফ্ফাত বা তৈলাক্ত পাত্র সম্পর্কে

٥٦٤٥ أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الظُّرُوْفِ الْمُزَفَّتَةِ ٭

৫৬৪৫ যিয়াদ ইবন আয়্যুব (র) - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযাফ্ফাত বা তৈলাক্ত পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন

ذِكْرُ الدَّلَالَةِ عَلَى النَّهْيِ لِلْمَوْصُوْفِ مِنَ الْأَوْعِيَةِ الَّتِيْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا كَانَ حَتْمًا لَازِمًا عَلَى تَأْدِيْبٍ

উপরোল্লিখিত পাত্রসমূহের নিষেধাজ্ঞা হারাম পর্যায়ের চিরস্থায়ী

٥٦٤٦ اخبرنا احمد بن سليمن قال حدثنا يزيد بن هرون قال حدثنا منصور بن حيان سمع سعيد بن جبير يحدث انه سمع ابن عمر وابن عباس انهما شهدا على رسول الله ﷺ انه نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير ثم تلا رسول الله ﷺ هذه الاية وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا *

৫৬৪৬ আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - ইব্‌ন উমর এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই আদেশের উপর সাক্ষ্য দান করেন যে তিনি কদুর খোল, মাটির পাত্র, তৈলাক্ত এবং কাষ্ঠ নির্মিত পাত্রসমূহ থেকে নিষেধ করেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ অর্থাৎ রাসূল ﷺ তোমাদেরকে যা দান করেন তা গ্রহণ করো আর যা হতে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক।

٥٦٤٧ اخبرنا سويد قال انبانا عبد الله عن سليمان التيمي عن اسماء بنت يزيد عن انس عم لها يقال له انس قال قال ابن عباس الم يقل الله عز وجل ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قلت بلى قال الم يقل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم قلت بلى قال فاني اشهد ان نبي الله ﷺ نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم *

৫৬৪৭ সুওয়ায়দ (র) - - - - আসমা বিনত ইয়াযীদ (র) তাঁর চাচাতো ভাই আনাস (রা) এর নিকট শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেন নি যে, "রাসূল ﷺ তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর , আর তিনি তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক।" আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেন নি যে, "যখন আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রাসূল কোন আদেশ করেন, তখন কোন আদেশ করেন, তখন মুসলমান পুরুষ অথবা নারীর জন্য কোন এখতিয়ার থাকে না তাদের কাজে।" আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে নবী ﷺ নিষেধ করেছেন কাষ্ঠ নির্মিত পাত্র, তৈলাক্ত পাত্র, কদুর খোল এবং মাটির পাত্র থেকে।

تَفْسِيْرُ الْاَوْعِيَةِ

পাত্রসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

٥٦٤٨ اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو بن مرة قال سمعت زاذان قال سالت عبد الله بن عمر وقلت حدثني بشيء سمعته من رسول الله ﷺ في الاوعية وفسره قال نهى رسول الله ﷺ عن الحنتم وهو الذي تسمونه انتم الجرة ونهى عن الدباء وهو الذي تسمونه انتم القرع ونهى عن النقير وهي نخلة تنقرونها ونهى عن المزفت وهو المقير *

৫৬৪৮ আমর ইবন ইয়াযীদ (র) ফজল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) কে বললাম ঃ আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট পাত্র সম্বন্ধে যা শ্রবণ করেছেন, তা বিস্তারিতভাবে আমার নিকট বর্ণনা করুন তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন হানতাম থেকে যাকে তোমরা মাটির পাত্র বলে থাক আর তিনি দুব্বা হতে নিষেধ করেছেন, যাকে তোমরা কদুর পাত্র বলে থাক। আর তিনি নাকীর হতে নিষেধ করেছেন, যা খেজুর গাছ হতে নির্মিত পাত্র আর তিনি মুযাফ্ফাত হতে নিষেধ করেছেন, আর তা হলো তৈলাক্ত পাত্র।

الاذن فى الانتباذ التى خصها بعض الروايات التى اتينا على ذكرها الاذن فيما كان فى الاسقية منها

যে সকল পাত্রে নাবীযের অনুমতি রয়েছে

٥٦٤٩ اخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن هشام عن محمد عن ابى هريرة قال نهى رسول الله ﷺ وفد عبد القيس حين قدموا عليه عن الدباء وعن النقير وعن المزفت والمزادة وقال انبذوا فى سقائه اوكيه واشربوه حلوا قال بعضهم اتاذن لى يا رسول الله فى مثل هذا قال اذا تجعلها مثل هذه واشار بيده نصف ذلك *

৫৬৪৯ সাওয়ার ইবন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আব্দুল কায়সের প্রতিনিধি দল আসলে তাদেরকে দুব্বা, হান্তাম, নাকীর এবং মুযাফ্ফাত হতে নিষেধ করেন তিনি বলেন ঃ তোমরা নিজেদের মশকে নাবীয তৈরীর করবে এবং তাতে ছিপি লাগাবে আর তাকে মিষ্টি হিসাবে পান করবে। উপস্থিত লোকের একজন বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমাকে এর অনুমতি দান করুন তিনি হাতে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ তাহলে তুমি তাকে এরূপ করবে

٥٦٥٠ اخبرنا سويد قال انبانا عبد الله عن ابن جريج قراءة قال وقال نوح لرجل سمعه جابرا يقول نهى رسول الله ﷺ عن الحنتم والمزفت والدباء والنقير وكان النبى ﷺ اذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه نبذ له فى تور من حجارة *

৫৬৫০ সুওয়ায়দ (র) - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং কাঠের নির্মিত পাত্র হতে নিষেধ করেছেন। নবী ﷺ যখন তাঁর নিকট নাবীয তৈরী করার জন্য কোন পাত্র পেতেন না তখন তাঁর জন্য পাথরের পাত্রে নাবীয বানানো হতো

٥٦٥١ اخبرنى احمد بن خالد قال حدثنا اسحق يعنى الازرق قال حدثنا عبد الملك بن ابى سليمان عن ابى الزبير عن جابر قال كان رسول الله ﷺ ينبذ له فى سقاء فاذا لم يكن له سقاء ينبذ له فى تور من حجارة قال ونهى رسول الله ﷺ عن الدباء والنقير والمزفت *

৫৬৫১. আহমদ ইবন খালিদ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য মশকে নাবীয বানানো হতো যদি মশক না হতো তবে পাথরের পাত্রে। তিনি কদুর খোল, কাঠ ও তৈলাক্ত পাত্রে পান করা থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٦٥٢ أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا حميد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء والمزفت والنقير والحنتم والمقير *

৫৬৫২. সাওয়াব ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, কাঠ ও মাটির তৈলাক্ত পাত্র হতে নিষেধ করেছেন

اَلْاِذْنُ فِي الْجَرِّ خَاصَّةً

মাটির পাত্রের অনুমতি প্রসঙ্গে

٥٦٥٣ أخبرنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله أن النبي ﷺ رخص في نبيذ الجر غير المزفت *

৫৬৫৩ ইবরাহীম ইবন সা'য়ীদ (র) - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ মাটির পাত্রে নাবীয তৈরী করার অনুমতি দিয়েছেন, যাতে প্রলেপ দেয়া হয়নি।

اَلْاِذْنُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا

যে যে পাত্রের অনুমতি দেয়া হয়েছে

٥٦٥٤ أخبرنا العباس بن عبد العظيم عن الأحوص بن جواب عن عمار بن رزيق أنه حدثهم عن أبي إسحق عن الزبير بن عدي عن أنس بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فتزودوا وادخروا ومن زار القبور فإنها تذكر الآخرة واشربوا ولا تشربوا في كل مسكر *

৫৬৫৪ আব্বাস ইবন আব্দুল আজীম (র) - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে কুরবানীর গোশ্ত রাখতে নিষেধ করেছিলাম এখন তোমরা তা খাও এবং জমা করে রাখতে পার। আর যদি কেউ কবর যিয়ারত করতে মনস্থ করে সে করতে পারে। কেননা, কবর যিয়ারত আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আর যে কোন পাত্রে তোমরা পানীয় দ্রব্য পান করতে পার, কিন্তু মাদকদ্রব্য হতে দূরে থাকবে।

٥٦٥٥ أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن ابن فضيل عن أبي سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ إني كنت نهيتكم عن زيارة

الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثِ أَيَّامٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا *

৫৬৫৫ মুহাম্মদ ইবন আদম (র), - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। আর আমি তোমাদেরকে তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশত রাখতে নিষেধ করেছিলাম; এখন তোমাদের যতদিন ইচ্ছা গোশত রাখতে পার। আমি তোমাদেরকে মশক ব্যতীত অন্য পাত্রে নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা সকল পাত্রেই নাবীয তৈরী করে পান করতে পার, কিন্তু মাদকদ্রব্য পান করবে না

٥٦٥٦ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ عَنْ مُحَرِّبِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلَتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا مِنْهَا مَا شِئْتُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا *

৫৬৫৬. মুহাম্মদ ইবন মা'দান (র) বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে তিনটি বস্তু হতে নিষেধ করেছিলাম একত্রেই যে, কবর যিয়ারত সম্বন্ধে এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কেননা, এতে তোমাদের জন্য উপকার রয়েছে। আর তোমাদেরকে তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশত হতে নিষেধ করেছিলাম, এখন যতদিন ইচ্ছা তা রাখতে পার আমি কিছু পাত্র হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা যে কোন পাত্রে পান করতে পার, কিন্তু মাদকদ্রব্য পান করবে না।

٥٦٥٧ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَكُلُّ مُسْكِرٍ *

৫৬৫৭ আবূ বকর ইবন আলী (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে কোন কোন পাত্র হতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা যে কোন পাত্রে নাবীয তৈরী কর কিন্তু প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হতে দূরে থাকবে

٥٦٥٨ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ ابْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيُّ الْحَرَّانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ بِهِمْ لَعِطٌ فَقَالَ مَا هَذَا الصَّوْتُ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ فَبَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ تَنْتَبِذُونَ

قَالُوْا نَنْتَبِذُ فِي النَّقِيْرِ وَالدُّبَّاءِ وَنَنْسَى لَنَا طُرُوْفٌ فَقَالَ لَا تَشْرَبُوْا إِلَّا فِيْمَا اوْكَيْتُمْ عَلَيْهِ قَالَ فَمَكَثَ يَسِيْرًا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ وَبَاءٌ وَاصْفَرُّوْا قَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ هُكِتُّمْ قَالُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ أَرْضُنَا وَبِيْئَتُهَا وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلَّا مَا أَوْكَيْتَ عَلَيْهِ قَالَ اشْرَبُوْا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬৫৮ আবূ আলী মুহাম্মদ (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফরে বের হন, তখন একদল লোককে হৈ-হল্লা করতে শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইহা কিসের আওয়াজ ? তারা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ তারা এক প্রকার পানীয় তৈরী করে, এখন তারা তা পান করছে তিনি তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ তোমরা কোন্ পাত্রে নাবীয তৈরী করে থাক, তারা বললো ঃ কাঠের পাত্র, কদুর খোল ছাড়া আমাদের নিকট অন্য কোন পাত্র নেই তিনি বললেন ঃ তোমরা শুধু এমন পাত্রে নাবীয পান কর, যাতে ছিপি লাগানো থাকে এরপর যতদিন আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল, ততদিন তিনি সেখানে ছিলেন। পরে তিনি তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে দেখলেন, তারা মহামারীর কারণে হলদে হয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ কী হলো, তোমাদেরকে এমন অবস্থায় দেখছি কেন ? তারা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আবহাওয়ার দরুন আমাদের এখানে মহামারী লেগে থাকে আর আপনি তো আমাদের জন্য ছিপিবিহীন অন্য সব পাত্রের শরাব হারাম করেছেন, তিনি বললেন ঃ তোমরা পান কর। তবে জেনে রাখ, সব ধরনের মাদকদ্রব্য হারাম।

٥٦٥٩ أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ الْحَضْرَمِيُّ وَأَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الظُّرُوْفِ فَشَكَا الْأَنْصَارُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا إِذًا *

৫৬৫৯ মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন পাত্র সম্বন্ধে নিষেধ করলেন, তখন আনসার লোক অভিযোগ করলো যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের এখানে তো অন্য কোন প্রকার পাত্র নেই তিনি বললেন ঃ তবে আমিও আর নিষেধ করছি না।

مَنْزِلَةِ الْخَمْرِ

মদের অপকারিতা

٥٦٦٠ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ *

৫৬৬০ সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট দুধ এবং শরাব উপস্থিত করা হলে, তিনি দুধকেই গ্রহণ করলেন জিব্রাঈল (আ) তাঁকে

বললেন ঃ আল্লাহ্‌র শোকর যে, তিনি আপনাকে ফিতরাতে বা স্বভাব ধর্মের প্রতি হিদায়ত দান করেছেন যদি আপনি শরাবের পাত্র গ্রহণ করতেন, তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হতো

٥٦٦١ اخبرنا محمد بن عبد الاعلى عن خالد وهو ابن الحارث عن شعبة قال سمعت ابا بكر بن حفص يقول سمعت ابن محيريز يحدث عن رجل من اصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال يشرب ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها *

৫৬৬১ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - এক সাহাবী বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের কিছু লোক শরাব পান করবে, কিন্তু তারা এর অন্য নাম দেবে

ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر

শরাবের অপকারিতা সম্পর্কীয় বিবরণ

٥٦٦٢ اخبرنا عيسى بن حماد قال نبا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن *

৫৬৬২. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন সে মু'মিন থাকে না, মদখোর যখন মদ পান করে, তখন সেও মু'মিন থাকে না, চোর যখন চুরি করে, তখন সেও মু'মিন থাকে না আর যখন কোন ডাকাত ডাকাতিতে লিপ্ত হয়, আর লোক চোখ তুলে দেখতে থাকে তখন সেও মু'মিন থাকে না।

٥٦٦٣ اخبرنا اسحق بن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب و ابو سلمة بن عبد الرحمن وابو بكر بن عبد الرحمن كلهم حدثوني عن ابي هريرة عن النبي ﷺ قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون اليه ابصارهم وهو مؤمن *

৫৬৬৩ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে, তখন সে মু'মিন থাকে না মদ্যপায়ী মদ্যপানকালে তখন সে মু'মিন থাকে না চোর চুরি করা কালে মু'মিন থাকে না আর যখন কেউ এমনভাবে ডাকাতি করে যে, লোক দেখতে থাকে, তখন সেও মু'মিন থাকে না।

٥٦٦٤ اخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن ابن عمر وبعض من صحاب محمد ﷺ قالوا قال رسول الله ﷺ من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه *

৫৬৬৪ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - ইব্‌ন উমর (রা) সহ একদল সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে মদ পান করে, তাকে বেত্রাঘাত কর পুনরায় পান করলে আবার বেত্রাঘাত কর, পরে বিরত না হয়ে আবার পান করলে তাকে হত্যা কর। (কেননা, বুঝা গেল যে, সে মদ পরিত্যাগ করবে না)

٥٦٦٥ اخبرنا إسحق بن إبراهيم قال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن حاتم بن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم قال في الرابعة فاضربوا عنقه *

৫৬৬৫ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (রা) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে মদ পান করে, তাকে কশাঘাত কর, পুনরায় মদ পান করলে তাকে আবার কশাঘাত কর, আবার মদ পান করলে আবার কশাঘাত কর, চতুর্থবারে তিনি বললেন ঃ তাকে হত্যা কর

٥٦٦٦ اخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن وائل بن بكر عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقول ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله عز وجل *

৫৬৬৬ ওয়াসিল ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবূ মূসা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলতেন ঃ আমার নিকট মদ্যপান করা অথবা এই খুঁটিকে আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করা সমান

ذِكْرُ الرِّوَايَةِ الْمُبَيِّنَةِ عَنْ صَلَوَاتِ شَارِبِ الْخَمْرِ

শরাবখোরের সালাত সম্পর্কে

٥٦٦٧ اخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عثمان بن حصن بن علاق الدمشقي قال حدثنا عروة بن رويم أن ابن الديلمي ركب يطلب عبد الله بن عمرو بن العاص قال ابن الديلمي فلحقت عليه فقلت هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله ﷺ ذكر شارب الخمر بشيء فقال نعم سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوما *

৫৬৬৭. আলী ইব্‌ন হুজর (র) উরওয়া ইব্‌ন রুওয়ায়ম (র) বলেন, একদা ইব্‌ন দায়লামী (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) এর খোঁজে সওয়ার হলেন তিনি বলেন ঃ আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা)-এর

নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ হে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে শরাব সম্বন্ধে কিছু বলতে শুনেছেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মতের কেউ শরাব পান করলে আল্লাহ্ তাআলা তার চল্লিশ দিনের নামায কবূল করবেন না

٥٦٦٨ حدثنا قتيبة وعلي بن حجر قالا حدثنا حفص يعني ابن غياث عن منصور بن زاذان عن الحكم بن عتيبة عن ابي وائل عن مسروق قال القاضي اذا اكل الهدية فقد اكل السحت واذا قبل الرشوة بلغت به الكفر وقال مسروق من شرب الخمر فقد كفر وكفره ان ليس له صلاة ٭

৫৬৬৮ কুতায়বা ও আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কোন বিচারক যখন কোন উপঢৌকন গ্রহণ করলো তখন সে যেন হারাম ভক্ষণ করলো, আর যখন সে ঘুষ গ্রহণ করলো, তখন সে কুফুর এর নিকটবর্তী হলো মাসরূক (র) আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি শরাব পান করে, সে কাফির হয়ে যায় কেননা তার নামায কবূল হয় না

ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوت ومن قتل النفس التي حرم الله ومن وقوع على المحارم

মদ্যপানের দ্বারা যে সকল পাপ অনুষ্ঠিত হয়

٥٦٦٩ اخبرنا سويد قال انبانا عبد الله عن معمر عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث عن ابيه قال سمعت عثمان رضي الله عنه يقول اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث انه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد فعشقته امرأة غوية فارسلت اليه جاريتها فقالت له انا ندعوك لشهادة فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل باب اغلقته دونه حتى افضى الى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت اني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي او تشرب من هذه الخمرة كاسا او تقتل هذا الغلام فاسقيني من هذا الخمر كاسا فسقته كاسا قال زيدوني فلم تزل حتى وقع بها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فانها والله لا يجتمع الايمان وادمان الخمر الا ليوشك ان يخرج احدهما صاحبه ٭

৫৬৬৯ সুওয়ায়দ (র) - - - - উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তোমরা মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ কর, কেননা তা নানা প্রকার অপকর্মের প্রসূতী। তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক আবেদ ব্যক্তি ছিল এক কুলটা রমণী তাকে নিজের ধোঁকাবাজির জালে আবদ্ধ করতে মনস্থ করে। এজন্য সে তার এক চাকরাণীকে তার নিকট প্রেরণ করে তাকে সাক্ষ্য দানের জন্য ডেকে পাঠায় তখন ঐ আবেদ ব্যক্তি ঐ দাসীর সাথে গমন করলো। যখন সে ঘরে প্রবেশ

করলো, তখন ঐ দাসী ঘরের সব ক'টি দরজা বন্ধ করে দিল এভাবে সেই আবেদ ব্যক্তি এক অতি সুন্দরী নারীর সামনে উপস্থিত হলো আর তার সামনে ছিল একটি ছেলে এবং এক পেয়ালা শরাব সেই নারী আবেদকে বললো ঃ আল্লাহর শপথ ! আমি আপনাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠাই নি বরং এজন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, আপনি আমার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন অথবা এই শরাব পান করবেন, অথবা এই ছেলেকে হত্যা করবেন। সেই আবেদ বললো ঃ আমাকে এই শরাবের একটি মাত্র পেয়ালা দাও ঐ নারী তাকে এক পেয়ালা শরাবই পান করালো। তখন সে বললো ঃ আরও দাও অবশেষে ঐ আবেদ তার সাথে ব্যভিচার ব্যতীত ঐ স্থান ত্যাগ করলো না এবং সে ঐ ছেলেকেও হত্যা করলো অতএব তোমরা যদ পরিত্যাগ কর কেননা, আল্লাহর শপথ ! শরাব ও ঈমান একত্রিত হতে পারে না এমনকি একটি অন্যটিকে বের করে দেয়।

٥٦٧٠ أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أباه قال سمعت عثمان يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث فإنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فذكر مثله قال فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان إلا يوشك أحدهما أن يخرج صاحبه *

৫৬৭০ সুওয়ায়দ (র) - - - উসমান (রা) বলতেন ঃ তোমরা শরাব পরিত্যাগ কর কেননা, তা-ই সকল অনিষ্টের মূল। তোমাদের পূর্ব যুগে এক ব্যক্তি ছিল আবেদ। সে সর্বদা লোক হতে আলাদা থাকতো এরপর পূর্বোক্ত ঘটনা বর্ণনা করে বললেন ঃ তোমরা শরাব পরিত্যাগ কর, কেননা আল্লাহর শপথ শরাব এবং ঈমান কখনো একত্রিত হতে পারে না, বরং একটি অপরটিকে বের করে দেয়।

٥٦٧١ أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الملك عن العلاء وهو ابن المسيب عن فضيل عن مجاهد عن ابن عمر قال من شرب الخمر فلم يسكر لم تقبل له صلاة مدام في جوفه أو عروقه منها شيء ومن مات وهو كافر وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وإن مات فيها مات كافرا خالفه يزيد بن أبي زياد *

৫৬৭১ আবূ বকর ইবন আলী (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি শরাব পান করলো, অথচ নেশাগ্রস্থ হলো না, তার নামায কবূল হবে না, যতক্ষণ ঐ শরাব তার পেটে অথবা শিরায় অবস্থান করবে যদি ঐ ব্যক্তি সে অবস্থায় মারা যায়। তবে তার চল্লিশ দিনের নামায কবূল হবে না। যদি সে এ অবস্থায় মারা যায় তবে সে কাফির অবস্থায় মারা যাবে।

٥٦٧٢ أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن عبد الرحيم عن يزيد بن هارون وأنبأنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ وقال محمد بن آدم عن رسول الله ﷺ قال من شرب الخمر فجعلها في

سَطْبِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلاةً سَبْعًا إِنْ مَاتَ فِيهَا وَقَالَ ابْنُ آدَمَ فَإِنْهُ مَاتَ كَافِرًا فَإِنْ انْتَهَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ وَقَالَ ابْنُ آدَمَ الْقُرْآنِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِنْ مَاتَ فِيهَا وَقَالَ ابْنُ آدَمَ فَإِنْهُ مَاتَ كَافِرًا *

৫৬৭২. মুহাম্মদ ইবন আদম ইবন সুলায়মান (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন আর মুহাম্মদ ইবন আদম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শরাব পান করে আর তা তার পেটে পৌঁছে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সাত দিনের নামায কবূল করেন না যদি সে এ অবস্থায় মারা যায় তবে সে কাফির অবস্থায় মরবে যদি সে জ্ঞান হারা হয়ে যায় আর তার কোন ফরয কাজ ছুটে যায়, তা হলে তার চল্লিশ দিনের নামায কবূল হবে না যদি সে এ অবস্থায় মারা যায়, তবে সে কাফির হয়ে মারা যাবে।

تَوْبَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ

মাদকদ্রব্য পানকারীর তাওবা

٥٦٧٣ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ ابْنُ يَزِيدَ ح وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَهُوَ الأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ الْوَقْطُ وَهُوَ مُحْتَصِرٌ عَلَى مِرْفَقِهِ يَرُدُّ ذَلِكَ الْفَتَى شَرَابَ الْخَمْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ بِهِ تَوْبَةُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّفْظُ لِعَمْرٍو *

৫৬৭৩ কাসিম ইবন যাকারিয়া (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন দায়লামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তিনি তাঁর তায়েফস্থিত ওহাত নামক বাগানের মাঝে ছিলেন। তিনি কুরায়শের এক যুবকের হাত ধরে চলছিলেন। লোকের ধারণা ছিল যে, ঐ যুবক শরাব পান করতো। তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এক ঢোক শরাব পান করবে, আল্লাহ্ পাক চল্লিশ দিনের মধ্যে তার তাওবা কবূল করবেন না। যদি সে তাওবা করে, তবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন যদি সে পুনরায় পান করে, তবে তার তাওবা চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবূল করবেন না, পুনরায় তাওবা করলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন। এরপরও যদি সে শরাব পান করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন দোযখীদের পুঁজ পান করতে দেবেন।

٥٦٧٤ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ وَالْحَرْثُ ابْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ

ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ *

৫৬৭৪ কুতায়বা (র) - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে শরাব পান করে এবং পরে তাওবা না করে, আখিরাতে তার ভাগ্যে শরাব জুটবে না।

اَلرِّوَايَةُ فِي الْمُدْمِنِيْنَ فِي الْخَمْرِ

সর্বদা মাদকদ্রব্য পানকারী সম্পর্কে

٥٦٧٥ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ سَبِيطٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ *

৫৬৭৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে উপকার করে খোঁটা দেয়, আর যে মাতাপিতার অবাধ্য হয়, এবং যে সর্বদা শরাব পান করে, এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

٥٦٧٦ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ *

৫৬৭৬ সুওয়ায়দ (র) - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে শরাব পান করে মারা যাবে এবং সে সর্বদা শরাব পান করতো তাওবা করে না, আখিরাতে সে তা পান করতে পাবে না।

٥٦٧٧ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ *

৫৬৭৭ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন দুরুস্ত (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে সদা-সর্বদা শরাব পান করে মারা যায়, সে আখিরাতে তা পান করতে পাবে না।

٥٦٧٨ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ مَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ يُصْبَحُ فِي وَجْهِهِ بِالْحَمِيمِ حِينَ يُفَارِقُ الدُّنْيَا *

৫৬৭৮ সুওয়ায়দ (র) - - - - যাহ্হাক (র) বলেন : যে ব্যক্তি সব সময় মদ পান করা অবস্থায় মারা যায়, দুনিয়া ত্যাগ কালে তার চেহারায় গরম পানির ছিটা দেয়া হয়

تَغْرِيبُ شَارِبِ الْخَمْرِ

মদ্যপায়ীর দেশান্তর

٥٦٧٩ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ عَرَّبَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَبِيْعَةَ بْنَ اُمَيَّةَ فِي الْخَمْرِ اِلَى خَيْبَرَ فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فَتَنَصَّرَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَا اُعَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا *

৫৬৭৯ যাকারিয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) রবীআ ইবন উমাইয়্যাকে শরাব পান করার দরুন দেশ হতে বের করে খায়বরের দিকে পাঠান পরে সে রোমের বাদশাহ হিরাকলের নিকট চলে যায় এবং খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। তখন উমর (রা) বললেন : এরপর আমি আর কোন মুসলমানকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করবো না।

ذِكْرُ الْاَخْبَارِ الَّتِيْ اعْتَلَّ بِهَا مَنْ اَبَاحَ شَرَابَ السُّكْرِ

যারা শরাব পান মুবাহ বলেছেন

٥٦٨٠ اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِشْرَبُوْا فِي الظُّرُوْفِ وَلَا تُسْكِرُوْا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ عَلٰى هٰذَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ لَا نَعْلَمُ اَنَّ اَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ اَصْحَابِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ وَسِمَاكٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَكَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِيْنَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ حَنْبَلٍ كَانَ اَبُوْ الْاَحْوَصِ يُخْطِئُ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ جَاءَهُ شَرِيْكٌ فِي اِسْنَادِهِ وَفِي لَفْظِهِ *

৫৬৮০ হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - - আবূ বুরদা ইবন নিয়ার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যে কোন পাত্রে পান করতে পার কিন্তু মাতাল হয়ো না

٥٦٨١ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُزَيْدٌ قَالَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ خَالَفَهُ اَبُوْ عَوَانَةَ *

৫৬৮১. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (র) - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, সবুজ মাটির পাত্র, কাঠের তৈরী পাত্র এবং তৈলাক্ত পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন

٥٦٨٢ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَجَّاجٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَرْصَافَةَ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْرَبُوا وَلَا تَسْكَرُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَيْضًا عَنْ ثَابِتٍ وَقَرْصَافَةُ هَذِهِ لَا أَدْرِي مَنْ هِيَ وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَائِشَةَ خِلَافُ مَا رَوَتْ عَنْهَا قَرْصَافَةُ *

৫৬৮২ আবূ বকর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন তোমরা পান কর, কিন্তু মাতাল হয়ো না।

٥٦٨٣ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ خَبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ قُدَامَةَ الْعَامِرِيِّ أَنَّ جَسْرَةَ بِنْتَ دَجَاجَةَ الْعَامِرِيَّةَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَأَلَهَا أُنَاسٌ كُلُّهُمْ يَسْأَلُ عَنِ النَّبِيذِ يَقُولُ نَنْبِذُ التَّمْرَ غُدْوَةً وَنَشْرَبُهُ عَشِيًّا وَنَنْبِذُهُ عَشِيًّا وَنَشْرَبُهُ غُدْوَةً قَالَتْ لَا أُحِلُّ مُسْكِرًا وَإِنْ كَانَ خُبْزًا وَإِنْ كَانَ مَاءً قَالَتْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ *

৫৬৮৩. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - আয়েশা (রা)-এর নিকট কিছু লোক নাবীযের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন ঃ আমরা ভোরে খেজুর ভেঁজাই, সন্ধ্যায় পান করি আবার সন্ধ্যায় ভেঁজাই এবং ভোরে পান করি তিনি বলেন ঃ আমি কোন মাদকদ্রব্যকে হালাল বলছি না, যদিও তা রুটি হয় বা পানিও হয়। একথা তিনি তিনবার বলেন।

٥٦٨٤ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَتْنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ بِهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ نُهِيتُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ نُهِيتُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ نُهِيتُمْ عَنِ الْمُزَفَّتِ ثُمَّ قَبَضَتْ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَتْ إِيَّاكُنَّ وَالْخُضْرَ لَا تَخْضَرُّ وَإِنْ أَسْكَرَكُنَّ مَاءُ حَيْكُنَّ فَلَا تَشْرَبْنَهُ *

৫৬৮৪ সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তোমাদেরকে কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং তৈলাক্ত পাত্র হতে নিষেধ করা হয়েছে এরপর তিনি রমণীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : যদি সবুজ মাটির পাত্র হতেও মাদকতা আসতে দেখ, তবে তাতেও পান করবে না।

٥٦٨٥ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ صَبِيحٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَبَدِيٌّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَاعْتَلُّوا بِحَدِيثٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ *

৫৬৮৫. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর নিকট কোন ব্যক্তি শরাবের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকল মাদকদ্রব্য থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٦٨٦ أخبرنا أبو بكر بن علي قال ثنا القواريري قال حدثنا عبد الوارث قال سمعت ابن شبرمة يذكره عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن عباس قال حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد *

৫৬৮৬ আবূ বকর ইবন আলী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, শরাব বা মদ অল্প হোক অথবা বেশী হোক তা হারাম করা হয়েছে অন্যান্য পানীয় ততটুকু হারাম যখন তাতে মাদকতা সৃষ্টি হয়

٥٦٨٧ أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن ابن شبرمة قال حدثني الثقة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب خالفه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي *

৫৬৮৭ আবূ বকর ইবন আলী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ মদতো প্রকৃতপক্ষে হারাম বস্তু তা কম হোক বা বেশী। অন্যান্য পানীয় তখন হারাম, যখন তাতে মাদকতা সৃষ্টি হয়।

٥٦٨٨ أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد ح و ثنا الحسن بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب لم يذكر ابن الحكم قليلها وكثيرها *

৫৬৮৮ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, মদ অল্প হোক বা অধিক তা হারাম আর অন্যান্য পানীয়ের মধ্যে যা মাদকতা সৃষ্টি করে তা-ও হারাম

٥٦٨٩ أخبرنا الحسن بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا ابن فضيل أبي العباس قال حدثنا شريك عن عباس بن ربيع عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب قال أبو عبد الرحمن وقد أوتي بالصواب من حديث ابن شبرمة وهشيم ابن بشير كان يدلس وليس في حديثهم ذكر السماع من ابن شبرمة ورواية أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن ابن عباس *

৫৬৮৯ হুসায়ন ইবন মানসূর (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মদ হারাম বস্তু অল্প হোক বা অধিক ; আর অন্যান্য পানীয় যাতে মাদকতা সৃষ্টি হয়, তা হারাম

٥٦٩٠ أخبرنا قتيبة عن سفيان عن أبي الجويرية الجرمي قال سألت ابن عباس وهو

مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ إِنَّا وَأَنَا أَعْرَبُ سَائِلٍ *

৫৬৯০ কুতায়বা (র) - - আবূ জুওয়ায়রিয়া জারমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তিনি কা'বার দিকে পিঠ দিয়ে বসেছিলেন আমি তাঁকে বাযাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ বাযাক বের হওয়ার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইনতিকাল করেছেন। জেনে রাখ' প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম ? সর্বপ্রথম আরবদের মধ্যে যে ব্যক্তি বাযাক[১] সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, আমি ছিলাম সে ব্যক্তি।

٥٦٩١ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَامِرٍ وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ يُحَدِّثُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَحْرُمَ إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ *

৫৬৯১ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের হারাম করা বস্তু হারাম মনে করে, সে যেন নাবীযকে হারাম মনে করে

٥٦٩٢ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنِّي أَمْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا نَشْرَبُهُ مِنَ الرُّبَيْبِ وَالْعِنَبِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ أَشْكَلَ عَلَيَّ فَذِكْرُهُ صِنْفًا مِنَ الْأَشْرِبَةِ فَأَكْثَرَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ اجْتَنِبْ مَا أَسْكَرَ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ *

৫৬৯২. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললো ঃ আমি খুরাসানের বাসিন্দা। আমাদের এলাকা শীত প্রধান। আমরা শুষ্ক এবং ভেঁজা ফল দ্বারা এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত করি, তা হালাল-হারাম হওয়ার ব্যাপারে ফয়সালা করা আমাদের জন্য মুশকিল এরপর সে কয়েক প্রকার পানীয় সম্বন্ধে উল্লেখ করলো। আমি মনে করলাম, হয়তো ইবন আব্বাস তা চিনতে পারবেন না ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন ঃ তুমি তো অনেক শরাবের কথাই বললে মনে রেখ' মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ করবে, তা খেজুর দ্বারা অথবা আঙ্গুর দ্বারা অথবা অন্য কিছু দ্বারা তৈরী করা হোক না কেন।

٥٦٩٣ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَبِيذُ التَّمْرِ بِحْتٌ لَا يَحِلُّ *

৫৬৯৩. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ অর্ধ পাকা খেজুরের নাবীয আসল মদ – হালাল নয়

---

১ আঙ্গুরের রস দিয়ে তৈরী মদ

٥٦٩٤ اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة قال كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس فاتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فنهى عنه قلت يا ابا عباس اني انبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا فاشرب منه فيقرقر بطني قال لا تشربه وان كان احلى من العسل *

৫৬৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - আবূ জুম্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা, এবং অন্যান্য লোকের মধ্যে দোভাষীর কাজ করতাম একবার এক নারী তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে মাটির পাত্রে নাবীয প্রস্তুত করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে তা থেকে নিষেধ করলেন আমি বললাম ঃ হে ইব্‌ন আব্বাস! আমি সবুজ পাত্রে নাবীয প্রস্তুত করি, মিষ্টি নাবীয, আমি তা থেকে পান করলে আমার পেটে বাতাস সৃষ্টি হয়। তিনি বললেন ঃ তা মধু থেকে মিষ্টি হলে তা পান করবে না

٥٦٩٥ اخبرنا ابو داود قال حدثنا نوح عتب وهو سهل بن حماد قال حدثنا قرة قال حدثنا ابو جمرة نصر قال قلت لابن عباس ان جدة لي تنبذ في جرا اشربه حلوا ان اكثرت منه فجلست القوم خشيت ان افتضح فقدم وفد عبد القيس على رسول الله ﷺ فقال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا الندمى قالوا يا رسول الله ﷺ ان بيننا وبينك المشركين وان لا نصل اليك الا في شهر الحرام فحدثنا بامر ان عملنا به دخلنا الجنة وندعوا به من وراءنا قال امركم باربع وانهاكم عن اربع امركم بالايمان بالله وهل تدرون ما الايمان بالله قالوا الله ورسوله اعلم قال شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة وان تعطوا من المغانم الخمس وانهاكم عن اربع عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت *

৫৬৯৫ আবূ দাউদ (র) - - আবূ জুম্‌রা নসর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন একদা আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললাম ঃ আমার দাদী এক কলসিতে নাবীয প্রস্তুত করেন, যা আমি পান করে থাকি, তা মিষ্টি হয়। অধিকমাত্রায় তা পান করে লোকের মধ্যে যেতে আমার ভয় হয় যে আমি লজ্জিত হয়ে পড়ি তিনি বললেন ঃ আবদে কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ যারা লজ্জিত ও অপদস্থ হয়নি তাদেরকে শুভাগমন তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের ও আপনার মধ্যে এক মুশরিক দল রয়েছে। আমরা হারাম মাস ব্যতীত আপনার নিকট উপস্থিত হতে পারি না। অতএব আপনি আমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যা দ্বারা আমরা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারি , আর আমরা অন্যান্য লোকদিগকেও তা শিক্ষা দিব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে তিনটি কাজ করার আদেশ দিচ্ছি, এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করছি , আমি তোমাদেরকে এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনতে আদেশ করছি। তোমরা জান কি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান কী বস্তু ? তারা বললেন ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন ঃ একথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, সালাত আদায় করা যাকাত দেওয়া এবং যুদ্ধলব্ধ মালের এক

পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে দান করা। আর আমি চারিটি বস্তু থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করছি। কদুর খোল, কাঠের পাত্র এবং তৈলাক্ত পাত্রে নাবীয প্রস্তুত করা হতে এবং তা পান করা হতে

٥٦٩٦ اخبرنا سويد قال انبأ عبد الله عن سليمان التيمي عن قيس بن وهب قال سألت ابن عباس قلت إن لي جريرة أنتبذ فيها حتى إذا علي وسكن شربته قال مذ كم هذا شربت قلت مذ عشرون سنة أو قال مذ أربعون سنة قال طالما تروت عروقك من الخمر ومما أعلمك به حدثت عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن عمر ».

৫৬৯৬ সুওয়ায়দ (র) - - - - কায়স ইব্‌ন ওহ্‌বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আমার একটি মাটির পাত্র আছে, আমি তাতে নাবীয প্রস্তুত করি। যখন তাতে উথলে ওঠে ঠাণ্ডা হয়ে যায়; তখন আমি তা পান করি তিনি বললেন ঃ আপনি কতদিন থেকে এভাবে নাবীয পান করছেন? আমি বললাম ঃ বিশ বছর যাবৎ অথবা চল্লিশ বছর যাবৎ। তিনি বললেন ঃ তোমার শিরা বহুদিন থেকে মদ্য দ্বারা তৃপ্ত হচ্ছে।

মদ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আব্দুল মালিক ইব্‌ন নাফি' কর্তৃক আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসের দ্বারা অজুহাত পেশ করা

٥٦٩٧ حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا العوام عن عبد الملك بن نافع قال قال ابن عمر رأيت رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ بقدح فيه نبيذ وهو عند الركن ودفع إليه القدح فرفعه إلى فيه فوجده شديدا فرده على صاحبه فقال له رجل من القوم يا رسول الله ﷺ حرام هو فعاد علي بالرجل فدني به فأخذ منه القدح ثم دعا بماء فصبه فيه فرققه ثم سقى ثم دعا بماء فصبه فيه ثم قال إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء ».

৫৬৯৭ যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যুব (র) - - - - আব্দুল মালিক ইব্‌ন নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন ঃ আমি এক ব্যক্তিকে নাবীয পাত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাযির হতে দেখেছি, তখন তিনি রোকনের নিকট দাঁড়ান অবস্থায় ছিলেন ঐ ব্যক্তি ঐ পাত্র তাঁর সামনে পেশ করলে, তিনি তা নিজের মুখের নিকট নিতেই তা খুব ঝাঁঝাল মনে হলো। তখন তিনি ঐ ব্যক্তিকে তা ফিরিয়ে দিলেন। এই সময় অন্য এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা কি হারাম? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি ঐ পাত্র এনেছিল তাকে ডাক ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত থেকে ঐ পাত্র নিয়ে নেন এবং পানি আনিয়ে তাতে মিশ্রিত করেন পরে তিনি বলেন ঃ যখন ঐ সকল পাত্রে নাবীয ঝাঁঝাল হয়ে যায়, তখন তাতে পানি মিশিয়ে দূর করবে।

٥٦٩٨ واخبرنا زياد بن أيوب عن أبي معاوية قال حدثنا أبو إسحق الشيباني عن

عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِعٍ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ حِكَايَتِهِ *

৫৬৯৮ যিয়াদ ইবন আয়্যুব (র) - - - - আব্দুল মালিক ইবন নাফি' (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন আবূ আব্দুর রহমান বলেন, আব্দুল মালিক ইবন নাফি' (র) প্রসিদ্ধ নন , তাঁর হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেওয়া যায় না ইবন উমর (রা) থেকে এক বিপরীত বর্ণিত হয়েছে যা প্রসিদ্ধ

٥٦٩٩ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنْشَأُ *

৫৬৯৯ সুওয়ায়দ ইবন নাস্‌র (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে কেউ শরাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ নেশা আনে এমন প্রতিটি বস্তু বর্জন করবে

٥٧٠٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنْشَأُ *

৫৭০০ কুতায়বা (র) - - - - যায়দ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-কে মদের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক নেশার বস্তু বর্জন করবে

٥٧٠١ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْمُسْكِرُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ *

৫৭০১ সুওয়ায়দ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, প্রত্যেক নেশাযুক্ত দ্রব্য, অল্প হোক না অধিক হারাম।

٥٧٠٢ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৭০২ হারিছ ইবন মিসকীন (র) ইবন উমর (রা) তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক নেশাযুক্ত দ্রব্য শরাব, আর প্রত্যেক নেশাযুক্ত দ্রব্য হারাম

٥٧٠٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ شَيْبَانَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَقُولُ حَدَّثَنِي مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حَرَّمَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৭০৩ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা শরাব হারাম করেছেন আর প্রত্যেক নেশাযুক্ত দ্রব্য হারাম।

٥٧٠٤ أخبرنا الحسين بن منصور يعني ابن جعفر التستري قال حدثنا يزيد بن هرون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ كل مسكر حرام وكل مسكر خمر قال أبو عبد الرحمن وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون بصحة النقل وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكاله خلق كثير وبالله التوفيق *

৫৭০৪ হুসায়ন ইবন মানসূর (র) -- ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম। আর প্রত্যেক নেশাযুক্ত দ্রব্যই মদ।

আবূ আব্দুর রহমান নাসাঈ (র) বলেন : এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ আব্দুল মালিক (র) এর বর্ণিত হাদীস, তাদের বর্ণিত হাদীসের মুকাবিলায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না

٥٧٠٥ أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر العمري قال حدثتني رقية بنت عمرو بن سعيد قالت كنت في حجر ابن عمر فكان ينقع له الزبيب فيشربه من الغد ثم يحقف الزبيب ويلقى عليه زبيب آخر ويجعل فيه ماء فيشربه من الغد حتى إذا كان بعد الغد طرحه واحتسبوا بحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو *

৫৭০৫ সুওয়ায়দ (র) -- -- রুকাইয়া বিন্‌তে আমর ইবন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-এর নিকট প্রতিপালিত হই। তাঁর জন্য শুকনো আঙ্গুর ভেজানো হতো তিনি তা পরবর্তী দিন পান করতেন। পরে আঙ্গুর শুকিয়ে নেয়া হতো এবং অন্য আঙ্গুরের সাথে তা মিশ্রিতকারী পানিতে রাখা হতো পরের দিন তিনি তা পান করে ফেলে দিতেন।

٥٧٠٦ أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال أنبأنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود قال عطش النبي ﷺ حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من السقاية فشمه فقطب فقال علي بذنوب من زمزم فصب عليه ثم شرب فقال رجل أحرام هو يا رسول الله قال لا وهذا خبر ضعيف لأن يحيى بن يمان ينفرد به دون أصحاب سفيان ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه بسوء حفظه وكثرة خطئه *

৫৭০৬. হাসান ইবন ইসমাঈল (র -- আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একবার কা'বার নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পিপাসার্ত হন। তিনি পানি চাইলে লোক মশক হতে নাবীয দিল তিনি তার গন্ধ শুঁকে তা অপছন্দ করলেন এবং বললেন : আমার নিকট যমযমের পানির পাত্র আনা হোক তিনি তাতে যমযমের পানি মিশিয়ে তা পান করলেন তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্। তা কি হারাম ? তিনি বললেন : না এই বর্ণনাটি দুর্বল। ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়ামান রাবীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর স্মরণ শক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তিনি প্রায়ই ভুল করতেন।"

٥٧٠٧ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حِصْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَلِمْتُ ابْنَ حِصْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فَتَخَيَّلْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ فَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ جِئْتُهُ أَحْمِلُهُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَصُومُ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَجِئْتُكَ فِطْرَكَ بِهَذَا النَّبِيذِ فَقَالَ ادْنُهُ مِنِّي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ فَقَالَ خُذْ هَذَا فَاضْرِبْ بِهِ الْحَائِطَ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمِمَّنْ أَخَذُوا بِهِ فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ *

৫৭০৭ আলী ইবন হুজর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন কোন বিশেষ দিনে রোযা রাখতেন। একবার আমি তাঁর ইফ্তারের জন্য কদুর খোলে নাবীয তৈরী করলাম সন্ধ্যায় আমি ঐ নাবীয নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আমি জানতাম, আপনি এ দিনে রোযা রাখেন আমি এই নাবীয আপনার ইফতারের জন্য এনেছি তিনি বললেন ঃ হে আবূ হুরায়রা। তুমি তা আমার নিকট নিয়ে এসো আমি তা তাঁর নিকট নিয়ে গেলে দেখা গেল যে, তা উথলে পড়ছে তিনি বললেন ঃ তা নিয়ে গিয়ে দেয়ালে নিক্ষেপ কর। কেননা, তা তো ঐ ব্যক্তির পানীয়, যে আল্লাহ্ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না।

٥٧٠٨ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ مُسْلِمٌ بَيَّاعٌ وَكَانَ مِنْ أَسْنَانِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا خَشِيتُمْ مِنْ نَبِيذٍ شُدَّتَهُ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْتَدَّ *

৫৭০৮ সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত উমর ইবন খাত্তাব (রা) বলেছেন ঃ যখন তোমরা নাবীয ঝাঁঝ বিশিষ্ট হয়েছে বলে ভয় করবে তখন তোমরা এর সাথে পানি মিশিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করবে আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ ঝাঁঝযুক্ত হওয়ার পূর্বেই এরূপ করতে হবে

٥٧٠٩ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ تَثَقَّلَتْ ثَقِيفٌ عُمَرَ بِشَرَابٍ فَدَعَا بِهِ فَشَمَّ قَرَبَهُ إِلَى فِيهِ كَرِهَهُ فَدَعَا بِهِ فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا *

৫৭০৯ যাকারিয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (রা) বলেন, ছাকীফ গোত্রের লোকজন উমর (রা) এর নিকট নেওয়া হলে তিনি তা মুখের নিকট নিয়ে তা পছন্দ করলেন না পরে তিনি পানি মিশিয়ে তার ঝাঁঝ কমিয়ে দিলেন। পরে তিনি বললেন ঃ তোমরাও এরূপ করবে

٥٧١٠ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ

مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ اسْمَاعِيلَ بْنِ بَنِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ كَانَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَشْرَبُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ خَلَّلَ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا حَدِيثُ الشَّرَابِ *

৫৭১০. আবূ বকর ইবন আলী (র) - - - - উত্‌বা ইবন ফারকাদ (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) যে নাবীয পান করেন তা হতো সিরকা

٥٧١١ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَدَّ تَامًّا *

৫৭১১ হারিছ ইবন মিসকীন (র) - সায়েব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা উমর ইবন খাত্তাব (রা) লোকদের নিকট বের হয়ে বললেন ঃ আমি অমুক ব্যক্তির মুখে শরাবের গন্ধ পাচ্ছি। তিনি মনে করলেন, তা তিলা[১] শরাব তবুও আমি তাকে জিজ্ঞাসা করবো, তা কিসের শরাব ? যদি তা মাদকদ্রব্য হয়, তবে আমি তাকে (শরীআতের হদ লাগাব) পরে উমর ইবন খাত্তাব (রা) তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন।

ذِكْرُ مَا أَعَدَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِشَارِبِ الْمُسْكِرِ مِنَ الذُّلِّ وَالْهَوَانِ وَأَلِيمِ الْعَذَابِ

মদ্য পানকারীদের শাস্তি

٥٧١٢ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ قَدِمَ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمُسْكِرٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ عَهِدَ لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ قَالَ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ *

৫৭১২ কুতায়বা (র) - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইয়ামানের জায়শান গোত্রের এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ঐ শরাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, যা তারা পান করে থাকে। তা ভুট্টা হতে প্রস্তুত মিযর শরাব ছিল তিনি বললেন ঃ তা কি মাদকতা সৃষ্টি করে? সে ব্যক্তি বললো ঃ হ্যাঁ তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম, আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত করে রেখেছেন ঃ যে ব্যক্তি মদ পান করে, তাকে "তীনাতুল খাবাল" থেকে পান করাবেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তীনাতুল খাবাল কি ? তিনি বললেন ঃ তা হলো দোযখীদের ঘাম অথবা পুঁজ।

---

১ আঙ্গুরের রস থেকে তৈরী এক প্রকার মদ– একে 'তিলা' বলে।

اَلْحَثُّ عَلَى تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

সন্দেহযুক্ত বস্তু ত্যাগের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

٥٧١٣ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ وَهُوَ ابْنُ رُزَيْعٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ وَإِنَّمَا قَالَ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً وَسَأَضْرِبُ فِي ذَلِكَ مَثَلاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حِمًى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى وَرُبَّمَا قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ وَإِنَّهُ مَنْ خَالَطَ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ ‌*

৫৭১৩ হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - - নু'মান ইবন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট আর এদুয়ের মধ্যে রয়েছে বহু সন্দেহযুক্ত বস্তু– আমি তা একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাচ্ছি আল্লাহ্ তা'আলা একটি নিষিদ্ধ স্থান প্রস্তুত করেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় পশুদেরকে ঐ সকল নিষিদ্ধ এলাকার আশে-পাশে চরায়, সে যে কোন সময় এতে ঢুকে পড়তে পারে এবং হারামে নিপতিত হতে পারে।

٥٧١٤ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ حَفِظْتُ مِنْهُ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ ‌*

৫৭১৪ মুহাম্মদ ইবন আবান (র) - - - - আবুল হাওরা সা'দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম হাসান ইবন আলী (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কোন্ কথা স্মরণ রেখেছেন ? তিনি বললেন ঃ আমি তাঁর থেকে স্মরণ রেখেছি ঃ যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করে, তা পরিত্যাগ করবে। আর যাতে কোন সন্দেহ নেই তা-ই করবে।

اَلْكَرَاهِيَةُ فِي بَيْعِ الزَّبِيبِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا

শরাব প্রস্তুতকারীর নিকট আঙ্গুর বিক্রি করা অনুচিত

٥٧١٥ أَخْبَرَنَا نَجَّارُ بْنُ مُغَامِرٍ هُوَ بَارِدِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّبِيبَ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا ‌*

৫৭১৫. জারূদ ইবন মুআয (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত তিনি মদ প্রস্তুতকারীর নিকট আঙ্গুর বিক্রি করাকে মাকরূহ মনে করতেন।

اَلْكَرَاهِيَةُ فِي بَيْعِ الْعَصِيرِ

আঙ্গুরের রস বিক্রি করা

٥٧١٦ أخبرنا سُوَيْدٌ قال أنبأنا عبدُ الله عن سُفْيانَ بْنِ بِشْرٍ عن مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قال كان لسعدٍ كَرْمٌ وأعنابٌ كثيرةٌ وكان له فيه ميزابٌ فحملتْ عنبًا كثيرًا فكتب إليه ابنُه إنّي خائفٌ على الأعنابِ الصيْعة فإنْ رأيتَ أنْ أعصرَه عصرتُه فكتب إليه سعدٌ إذا جاءك كتابي فاعتزلْ صيعتي فوالله لا تتمنّ على شيءٍ بعدَه أبدًا فعزلَه عن صيعته ٭

৫৭১৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - মুসআব ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, সা'দের বাগানে বহু আঙ্গুর হতো। তার পক্ষ হতে বাগানে এক প্রহরী ছিল একবার যখন বহু আঙ্গুর ধরলো তখন ঐ প্রহরী ব্যক্তি সা'দ (রা)-কে লিখলো, আঙ্গুর বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে আপনি অনুমতি দিলে আমি এর রস বের করতে পারি সা'দ (রা) তাকে লিখলেন ঃ আমার এই পত্র পাওয়া মাত্র তুমি আমার বাগান ত্যাগ কর। আল্লাহ্র কসম! এরপরে তোমার কোন কথা আমি বিশ্বাস করবো না তিনি তাকে বাগানের দায়িত্ব হতে বরখাস্ত করলেন।

٥٧١٧ أخبرنا سُوَيْدٌ قال أنبأنا عبدُ الله عن هارونَ بْنِ إبراهيمَ عن ابنِ سيرينَ قال بِعْهُ عصيرًا ممّنْ يتّخذُه طلاءً ولا يتّخذُه خمرًا ٭

৫৭১৭ সুওয়ায়দ (র) - - - - ইবন সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তির নিকট রস বিক্রি কর, যে তা শরাবে ব্যবহার না করে মিষ্টি প্রস্তুত করে

ذِكْرُ مَا يَجُوْزُ شُرْبُهُ مِنَ الطِّلَاءِ وَمَا لَا يَجُوْزُ

কোন্ প্রকার তিলা পান করা জায়িয এবং কোন্ প্রকার তিলা পান করা নাজায়িয

٥٧١٨ أخبرنا مُحمّدُ بْنُ عبدِ الأعلى قال حدّثنا المُعْتَمِرُ قال سمعتُ منصورًا عن إبراهيمَ عن ثُمامةَ عن سُوَيْدِ بْنِ غَفَلةَ قال كتبَ عُمَرُ بْنُ الخطّابِ إلى بعضِ عُمّالِه أن ارْزُقِ المُسْلِمِيْنَ من الطِّلاءِ ما ذهبَ ثُلُثاهُ وبقي ثُلُثُهُ ٭

৫৭১৮ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - সুওয়ায়দ ইবন গাফালা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁর কোন কর্মচারীর নিকট লিখলেন ঃ মুসলমানদেরকে এমন তিলা পান করতে দিবে, যার দুই তৃতীয়াংশ জ্বলে নিঃশেষ হয়ে গেছে, আর এক অংশ অবশিষ্ট রয়েছে

٥٧١٩ أخبرنا سُوَيْدٌ قال أنبأنا عبدُ الله عن سُلَيْمانَ الشَّيْبانيِّ عن أبي مِخْزَمٍ عن عامرِ بْنِ عبدِ الله أنّه قال قرأتُ كتابَ عُمَرَ بْنِ الخطّابِ إلى أبي موسى أمّا بعدُ فإنّها قدمتْ عليّ عيرٌ من الشّامِ تحملُ شرابًا غليظًا سودَ كطلاءِ الإبلِ وإنّي سألتُهم عن كم يطبخونَه فأخبروني أنّهم يطبخونَه على الثُّلُثَيْنِ ذهبَ ثلثاهُ الأخيرانِ ثُلُثٌ يبقى وثُلُثٌ ريحُه فمُرْ من قِبَلِكَ يشربونَه ٭

৫৭১৯. সুওয়ায়দ (র) - - - আমির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইব্‌ন খাত্তাব উমর (রা) যে চিঠি আবূ মূসা আশআরীকে লিখেছিলেন, তা আমি পাঠ করেছি যে, আমার নিকট শামদেশ হতে একদল লোক এসেছে, তাদের নিকট রয়েছে কাল এবং গাঢ় এক প্রকার শরাব, যা দ্বারা উটের তেলা লাগানো হতো আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তোমরা এর কত অংশ জ্বালাও ? তারা বললো ঃ দুই অংশ পর্যন্ত যখন এর দুই নাপাক অংশ জ্বালা যায়, একটা এর ক্ষতিকর দিক, দ্বিতীয়ত এর মন্দ দিক আপনি আপনার দেশে বসবাসকারীদের তা পান করার অনুমতি দিন

٥٧٢٠ اخبرنا سويد قال انبانا عبد الله عن هشام عن ابن سيرين ان عبد الله بن يزيد الخطمي قال كتب الينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اما بعد فطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان فان له اثنين ولكم واحد *

৫৭২০ সুওয়ায়দ (র) - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ খাত্‌মী (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আমাদেরকে লিখলেন, প্রকাশ থাকে যে, তোমরা তোমাদের শরাবকে ততক্ষণ জ্বালাবে, যতক্ষণ না তা থেকে শয়তানের অংশ দূর হয়ে যায়। কেননা, তার জন্য দুই ভাগ, আর তোমাদের জন্য এক ভাগ।

٥٧٢١ اخبرنا سويد قال انبانا عبد الله عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان علي رضي الله عنه يرزق الناس الطلاء يقع فيه الذباب ولا يستطيع ان يخرج منه *

৫৭২১. সুওয়ায়দ (র) - - শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) লোকদেরকে তিলা পান করাতেন, আর তার এতে গাঢ় হতো যে, যদি তাতে মাছি পতিত হতো, তবে সে বের হতে পারতো না

٥٧٢٢ اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن داود قال سألت سعيدا ما الشراب الذي احله عمر رضي الله عنه قال الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه *

৫৭২২ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - দাউদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ উমর (রা) কোন প্রকার শরাব পান হালাল করেছেন ? তিনি বললেন ঃ যে শরাবের দুই অংশ জ্বালিয়ে নিঃশেষ করা হয় এবং এক অংশ অবশিষ্ট থাকে।

٥٧٢٣ اخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن سعيد بن المسيب ان ابا الدرداء كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه *

৫৭২৩. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবুদ্দারদা (রা) ঐ শরাব পান করতেন, যার দুই অংশ জ্বালানো হয়, আর এক অংশ অবশিষ্ট থাকে

٥٧٢٤ اخبرنا سويد قال انبانا عبد الله عن هشيم قال انبانا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي موسى الاشعري انه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه *

৫৭২৪ সুওয়ায়দ (র) - - - আবূ মূসা আশ্আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এমন তিলা পান করতেন, যার দুই অংশ জ্বালিয়ে ফেলা হতো, আর এক অংশ অবশিষ্ট থাকতো।

٥٧٢٥ اخبرنا سويد قال انبانا عبد الله عن سفيان عن يعلى بن عطاء قال سمعت سعيد بن المسيب وسأله اعرابي عن شراب يطبخ على النصف فقال لا حتى يذهب ثلثه ويبقى الثلث *

৫৭২৫ সুওয়ায়দ (র) - - - সাঈদ ইবন মুসাইয়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত যে তিলা জ্বালিয়ে এক- তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তা পান করাতে পাপ নেই।

٥٧٢٦ اخبرنا احمد بن خالد عن معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال اذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به *

৫৭২৬. আহমদ ইবন খালিদ (র) - - - সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ যখন তিলার এক-তৃতীয়াংশ জ্বালানো হয়, পরে এর থেকে তা পানে কোন দোষ নেই।

٥٧٢٧ اخبرنا سويد قال انبانا عبد الله عن بريد بن زريع قال حدثنا ابو رجاء قال سألت الحسن عن الطلاء المنصف فقال لا تشربه *

৫৭২৭. সুওয়ায়দ (র) - - - আবূ রাজা (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমি হাসান (রা) এর নিকট ঐ তিলা সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, যা জ্বালার পর অর্ধেক অবশিষ্ট রয়েছে, তা পান করা সম্পর্কে তিনি বললেন ঃ না, তা পান করো না।

٥٧٢٨ اخبرنا سويد قال انبانا عبد الله عن بشير بن المهاجر قال سألت الحسن عما يطبخ من العصير قال ما لم يحلق حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث *

৫৭২৮ সুওয়ায়দ (র) - - - বশীর ইবন মুহাজির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন রস পান করা যায়? তিনি বললেন ঃ যা জ্বাল দেওয়া হয়ে থাকে বরং দুই-তৃতীয়াংশ জ্বলে যায় এবং এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে।

٥٧٢٩ اخبرنا اسحق بن ابراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعد بن اوس عن انس بن سيرين قال سمعت انس بن مالك يقول ان نوحا ﷺ نازعه الشيطان في عود الكرم فقال هذا لي وقال هذا لي فاصطلحا على ان لنوح ثلثها وللشيطان ثلثاها *

৫৭২৯ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - আনাস ইবন সিরীন (র) থেকে বর্ণিত। আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ শয়তান নূহ (আ)-এর সাথে একটি খেজুর গাছের ব্যাপারে ঝগড়া করলো, সে বললো ঃ এটা আমার আর নূহ (আ) বললেন ঃ এটা আমার। তখন সাব্যস্ত হলো যে, এর দুই অংশ শয়তানের এবং এক অংশ নূহ (আ) এর

٥٧٣٠ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ طُفَيْلٍ الْحَرَّانِيِّ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৭৩০. সুওয়ায়দ (র) - আব্দুল মালিক ইব্‌ন তুফায়েল হ্বারানী (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উমর ইব্‌ন আব্দুল আযীয (র) আমাদেরকে লিখলেন ঃ তিলার দুই অংশ জ্বলে গিয়ে এক অংশ অবশিষ্ট না থাকলে তা পান করো না। আর জেনে রাখ, প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

٥٧٣١ أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৭৩১ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - মাকহুল (র) থেকে বর্ণিত যে, প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম

مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْعَصِيرِ وَمَا لَا يَجُوزُ

কোন্ রস পান করা যায় এবং কোন্ রস পান করা যায় না

٥٧٣٢ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ السَّلَمِيِّ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ الثَّعْلَبِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ أَشْرَبْتَهُ مَاكِسًا طَرِبًا قَالَ أَبِي طَبَخْتُ شَرَابًا وَفِي نَفْسِي مِنْهُ قَالَ اكْفُتْ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حَرَّمَ *

৫৭৩২. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ ছাবিত ছা'লাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম এমন সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে রস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন ঃ যতক্ষণ তা তাজা থাকে, ততক্ষণ তা পান কর সে বললো ঃ আমি তা জ্বাল দিয়েছি, কিন্তু এখনও আমার মনে সন্দেহ রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি জ্বাল দেয়ার আগে তা পান করতে পারতে ? সে বললো ঃ না। তিনি বললেন ঃ আগুন হারাম বস্তুকে হালাল করতে পারে না।

٥٧٣٣ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَاللّٰهِ مَا يُحِلُّ النَّارُ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ قَالَ ثُمَّ فَسَّرَ لِي قَوْلَهُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا يَقُولُهُمْ فِي الطِّلَاءِ وَلَا تُحَرِّمُهُ *

৫৭৩৩. সুওয়ায়দ (র) - - - - আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্‌র শপথ' আগুন কোন বস্তুকে হালালও করতে পারে না, আর হারামও করতে পারে না "হালাল করতে পারে না," তিনি এর ব্যাখ্যায় আমাকে বললেন ঃ লোকে বলে ঃ তিলা হালাল, অথচ তা পাকানোর পূর্বে হারাম ছিল আর "হারাম করতে পারে না"-এর ব্যাখ্যায় তিনি বললেন, লোকে বলে ঃ আগুন পাকান বস্তু খাওয়ার পর ওযূ করবে

اَلْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

আগুনে পাকানো বস্তু খাওয়ার পর ওযূ করা

٥٧٣٤ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ نَبَّأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اُشْرَبِ الْعَصِيْرَ مَا لَمْ يَزْبِدْ *

৫৭৩৪ সুওয়ায়দ (র) - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তুমি রস ফেনা না আসা পর্যন্ত তা পান করবে

٥٧٣٥ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْعَصِيْرِ قَالَ اُشْرَبْهُ حَتَّى يَفْنَى مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ *

৫৭৩৫ সুওয়ায়দ (র) - - - হিশাম ইবন আমির আল-আসাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌রাহীমকে রস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ তা উথলে না ওঠা পর্যন্ত এবং তা পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত পান করতে পার

٥٧٣٦ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ نَبَّأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْعَصِيْرِ قَالَ اشْرَبْهُ حَتَّى يَغْلِيَ *

৫৭৩৬ সুওয়ায়দ (র) - - - আতা (র) রস সম্পর্কে বলেন ঃ যতক্ষণ না তাতে উথলে ওঠে, ততক্ষণ তা পান করতে পার।

٥٧٣٧ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ اشْرَبْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شِئْتَ *

৫৭৩৭ সুওয়ায়দ (র) - - - - শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস তিন দিন পর্যন্ত পান করতে পার, যতক্ষণ না তা উথলে ওঠে।

ذِكْرُ مَا يَجُوْزُ شُرْبُهُ مِنَ الْأَنْبِذَةِ وَمَا لَا يَجُوْزُ

যে সব নাবীয পান করা জায়িয আর যেসব নাবীয পান করা নাজায়িয, সে সম্পর্কে

٥٧٣٨ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ فَيْرُوْزَ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا أَصْحَابُ كَرْمٍ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيْمَ الْخَمْرِ فَمَاذَا نَصْنَعُ قَالَ تَتَّخِذُوْنَهُ زَبِيْبًا قُلْتُ فَنَصْنَعُ بِالزَّبِيْبِ مَاذَا قَالَ تَنْقَعُوْنَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَتَشْرَبُوْنَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُوْنَهُ

على عد نكم قلت افلا نؤخره حتى يشتد قال لاتجعلوه في الدنان واجعلوه في السقاء فانه ان تأخر صار خلا *

৫৭৩৮ আমর ইবন উছমান (র) ফিরোয দায়লামী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা আঙ্গুরওয়ালা ; আর আল্লাহ্ তা'আলা শরাব হারাম করেছেন আমরা এখন কি করবো? তিনি বললেন ঃ তা ভোরে ভিজিয়ে সন্ধ্যায় পান করবে। আর সন্ধ্যায় ভিজিয়ে ভোরে পান করবে আমি বললাম ঃ তা উথলানো পর্যন্ত কি রেখে দেব না ? তিনি বললেন ঃ তা মাটির পাত্রে না রেখে, মশকে রাখবে; আর যদি অনেকক্ষণ এভাবে থাকে, তবে তা সিরকা হয়ে যাবে।

٥٧٣٩ حدثنا عيسى ابن محمد ابو عمير بن النحاس عن صمرة عن الشيباني عن ابن الديلمي عن ابيه قال قلنا يارسول الله ان لنا اعنابا مما نصنع بها قال زبنوها قلت فما نصنع بالزبيب قال انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم و نبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم و نبذوه في السقاء ولاتنبذوه في الاداء فانه ان تأخر صار خلا *

৫৭৩৯. ঈসা ইবন মুহাম্মদ আবূ উমায়র ইবন নাহ্হাস (র) - - ফিরোজ দায়লামী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের অনেক আঙ্গুর আছে আমরা তা কি করবো ? তিনি বললেন ঃ তোমরা তা দিয়ে নাবীয তৈরী করবে তা ভোরে ভিজিয়ে সন্ধ্যায় পান করবে এবং সন্ধ্যায় ভিজিয়ে ভোরে পান করবে, আর তা মাটির পাত্রে না রেখে মশকে রাখবে। বেশী দেরী হলে তা সিরকা হয়ে যাবে।

٥٧٤٠ اخبرنا ابو داود قال حدثنا يعلى الحرانى قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا مطرف عن ابى عثمان عن ابن عباس قال كان ينبذ لرسول الله ﷺ فيشربه من الغد ومن بعد الغد فاذا كان مساء الثالثة فان بقى فى الاناء شىء لم يشربوه اهريق *

৫৭৪০ আবূ দাউদ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য নাবীয তৈরী করা হতো তিনি তা দ্বিতীয়, তৃতীয় দিনেও পান করতেন ; আর যদি তৃতীয় দিনেও পাত্রে কিছু অবশিষ্ট থাকতো, তবে তিনি তা ফেলে দিতেন এবং পান করতেন না

٥٧٤١ اخبرنا اسحق بن ابرهيم قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا شريك عن ابى اسحق عن يحيى بن عبيد البهرانى عن ابن عباس ان رسول الله ﷺ كان ينقع له الزبيب فيشربه يومه والغد وبعد الغد *

৫৭৪১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য মুনাক্কা ভিজিয়ে রাখা হতো আর তিনি তা সেই দিন দ্বিতীয় দিন এবং তৃতীয় দিন পান করতেন

٥٧٤٢ اخبرنا واصل بن عبد الاعلى عن ابن فضيل عن الاعمش عن يحيى بن ابى عمرو عن ابن عباس قال كان رسول الله ﷺ يشد له نبيذ الزبيب من الليل فيصبحه فى سقاء

فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْآخِرِ تَسَقَّاهُ أَوْ شَرِبَهُ مَنْ أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ *

৫৭৪২. ওয়াসিল ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্য রাতে মুনাক্কা ভিজিয়ে রাখা হতো পরে তিনি তা একটি মশকে ভরে রাখতেন এবং দ্বিতীয় দিন তা পান করতেন পরে তৃতীয় দিনেও পান করতেন তৃতীয় দিন শেষ হওয়ার সময় তিনি তা অন্যদেরকে পান করিয়ে দিতেন এবং নিজেও পান করতেন যদি তারপরেও ভোর পর্যন্ত কিছু থাকতো, তবে তিনি তা ঢেলে ফেলে দিতেন।

٥٧٤٣ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءِ الزَّبِيبِ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ وَيُنْبَذُ لَهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً وَكَانَ يَغْسِلُ السِّقَاءَ وَلَا يَجْعَلُ فِيهِ دُرْدِيًّا وَلَا شَيْئًا قَالَ نَافِعٌ فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ *

৫৭৪৩ সুওয়ায়দ (র) - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার জন্য ভোরে মশকে আঙ্গুর ভেঁজানো হতো তিনি তা রাত্রে পান করতেন, যদি রাতে ভেঁজানো হতো, তিনি তা ভোরে পান করতেন আর মশক ধুয়ে ফেলতেন এবং তা তীব্র করার জন্য তাতে তলানী বা অন্য কোন বস্তু মিশাতেন না। নাফে' (র) বলেন ঃ আমরা ঐ নাবীয পান করেছি, যা মধুর ন্যায় হতো।

٥٧٤٤ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ بَسَّامٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ النَّبِيذِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً وَيُنْبَذُ لَهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ *

৫৭৪৪ সুওয়ায়দ (র) - - - বাস্‌সাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ জাফর (র)-কে নাবীয সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ আলী ইবন হুসায়ন (রা) এর জন্য রাত্রে নাবীয ভেঁজানো হতো, তিনি তা ভোরে পান করতেন। আর ভোরে ভেঁজানো হতো তিনি তা সন্ধ্যায় পান করতেন।

٥٧٤٥ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ سُئِلَ عَنِ النَّبِيذِ قَالَ يُنْبَذُ عَشِيًّا وَيُشْرَبُ غُدْوَةً *

৫৭৪৫ সুওয়ায়দ (র) - - আব্দুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি শুনেছি, সুফিয়ানের নিকট নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ তা সন্ধ্যায় ভিজিয়ে রেখে ভোরে পান করবে।

٥٧٤٦ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ أَرْسَلَتْ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَحَدَّثَنَا عَنِ الْمُخْتَارِ أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ فِي جَرٍّ يُنْبَذُ غُدْوَةً وَيُشْرَبُهُ عَشِيَّةً *

৫৭৪৬. সুওয়ায়দ (র) - - নাহ্‌দী ব্যতীত অন্য এক আবূ উছমান (র) বলেন, উম্মুল ফযল আনাস ইব্‌ন

মালিক (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করার জন্য লোক পাঠালেন যে, মাটির কলসের নাবীয পান করা কেমন? তিনি তার পুত্র নযরের নিকট হাদীস বর্ণনা করলেন যে, তিনি মাটির পাত্রে ভোরে নাবীয ভেঁজাতেন আর তা সন্ধ্যায় পান করতেন।

٥٧٤٧. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ اَنْ يَجْعَلَ نَطْلَ النَّبِيْذِ فِي النَّبِيْذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ *

৫৭৪৭. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব (র) নাবীযের তলানীকে মকরূহ মনে করতেন, যা নাবীয হতো, যাতে তা তীব্র হয়।

٥٧٤٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ قَالَ فِي النَّبِيْذِ خَمْرُهُ دُرْدِيُّهُ *

৫৭৪৮. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি নাবীযে তলানী মিশানো হয়, তবে তা মদ হয়ে যায়।

٥٧٤٩. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اِنَّمَا سُمِّيَتِ الْخَمْرُ لاَنَّهَا تُرِكَتْ حَتّٰى مَضٰى صَفْوُهَا وَبَقِيَ كَدَرُهَا وَكَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يُنْبَذُ عَلٰى عَكَرٍ *

৫৭৪৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদ বা খামরকে খামর এজন্য বলা হয় যে, একে রেখে দেয়া হয়, ফলে এর স্বচ্ছতা দূর হয়ে যায় এবং এর ময়লা অবশিষ্ট থাকে। আর তিনি এরূপ নাবীযকে মকরূহ মনে করতেন যাতে তলানী মিশানো হয়।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ فِي النَّبِيْذِ

নাবীযের ব্যাপারে ইব্‌রাহীমের উপর রাবীদের মতপার্থক্য

٥٧٥٠. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقُوَارِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانُوْا يَرَوْنَ اَنْ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا فَسَكِرَ مِنْهُ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ اَنْ يَعُوْدَ فِيْهِ *

৫৭৫০. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোক মনে করতো যে, কোন প্রকার শরাব পান করে, আর ফলে সে বেঁহুশ হয়ে পড়ে, সে যেন আবার তা পান না করে।

٥٧٥١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اَبِيْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لاَ بَاْسَ بِنَبِيْذِ الْبُخْتُجِ *

৫৭৫১. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাকানো নাবীযে অর্থাৎ রসায় কোন ক্ষতি নেই।

٥٧٥٢. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي مِسْكِيْنٍ قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيْمَ قُلْتُ إِنَّا نَأْخُذُ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ أَوِ الطِّلَاءَ فَنُنَظِّفُهُ ثُمَّ نَنْقَعُ فِيْهِ الزَّبِيْبَ ثَلَاثًا ثُمَّ نُصَفِّيْهِ ثُمَّ نَدَعُهُ حَتّٰى يَبْلُغَ فَنَشْرَبُهُ قَالَ يُكْرَهُ *

৫৭৫২. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ মিসকীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌রাহীম (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আমরা শরাব অথবা তিলার মাড় বের করে তিন দিন পর্যন্ত তাতে মনাক্কা ভিজিয়ে রাখি। তিন দিন পর তাকে পরিষ্কার করে রেখে দেই, যেন তা তীব্র হয়ে যায়। ইব্‌রাহীম (র) বলেন ঃ তা মকরূহ।

٥٧٥٣. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيْرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيْمَ شَدَّدَ النَّاسُ فِي النَّبِيْذِ وَرَخَّصَ فِيْهِ *

৫৭৫৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন শাব্‌রামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা ইব্‌রাহীমের উপর রহম করুন। লোক নাবীযের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করতো অথচ তিনি তার অনুমতি দিতেন।

٥٧٥٤. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُوْلُ مَا وَجَدْتُ الرُّخْصَةَ فِي الْمُسْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَحِيْحًا إِلَّا عَنْ إِبْرَاهِيْمَ *

৫৭৫৪. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সায়ীদ (র) - - - - আবূ উছমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন বারকা (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি ইব্‌রাহীম (র) ব্যতীত অন্য কাউকে মাদক দ্রব্যের অনুমতি দিতে শুনিনি।

٥٧٥٥. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُسَامَةَ يَقُوْلُ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الشَّامَاتِ وَمِصْرَ وَالْيَمَنَ وَالْحِجَازَ *

৫৭৫৫. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ উসামা (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র)-এর চাইতে জ্ঞান-পিপাসু আর কাউকে দেখিনি শাম, মিসর, ইয়ামন ও হিজাযে।

ذِكْرُ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ

বৈধ পানীয় সম্পর্কে

٥٧٥٦. أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ قَدَحٌ مِنْ عِيْدَانٍ فَقَالَتْ سَقَيْتُ فِيْهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُلَّ الشَّرَابِ الْمَاءَ وَالْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَالنَّبِيْذَ *

৫৭৫৬. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলায়মান (রা)-এর

নিকট একটি কাঠের তৈরী পেয়ালা ছিল। তিনি বলতেন ঃ আমি এই পাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পানীয় পান করাতাম, যা ছিল পানি, দুধ, মধু ও নাবীয।

٥٧٥٧. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيْذِ فَقَالَ اشْرَبِ الْمَاءَ وَاشْرَبِ الْعَسَلَ وَاَشْرَبِ السَّوِيْقَ وَاَشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِيْ نُجِعْتَ بِهِ فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ الْخَمْرَ تُرِيْدُ الْخَمْرَ تُرِيْدُ *

৫৭৫৭. সুওয়ায়দ (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবযা (র) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে নাবীযের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে, তিনি বললেন ঃ পানি পান কর, মধু, ছাতু এবং দুধ পান কর, যা পান করে তুমি ছোট থেকে বড় হয়েছে– আমি আবার জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন ঃ তুমি শরাব পান করতে চাও? তুমি শরাব পান করতে চাও?

٥٧٥٨. اَخْبَرَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَحْدَثَ النَّاسُ اَشْرِبَةً مَا اَدْرِيْ مَاهِيَ فَمَالِيْ شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِيْنَ سَنَةً اَوْ قَالَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً اِلاَّ الْمَاءَ وَالسَّوِيْقَ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيْذَ *

৫৭৫৮. আহমদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোক নানা প্রকার পানীয় আবিষ্কার করেছে, কিন্তু আমি বিশ অথবা চল্লিশ বছর যাবৎ পানি এবং ছাতু ব্যতীত আর কিছুই পান করিনি। উল্লেখ্য যে, তিনি নাবীযের কথা বলেন নি।

٥٧٥٩. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبِيْدَةَ قَالَ اَحْدَثَ النَّاسُ اَشْرِبَةً مَا اَدْرِيْ مَاهِيَ وَمَالِيْ شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِيْنَ سَنَةً اِلاَّ الْمَاءَ وَاللَّبَنَ وَالْعَسَلَ *

৫৭৫৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোক নানা প্রকার পানীয় বানাচ্ছে। আমি জানি না, তা কি, অথচ বিশ বছর যাবৎ আমার পানীয় হলো পানি, দুধ এবং মধু।

٥٧٦٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ قَالَ طَلْحَةُ لاَهْلِ الْكُوْفَةِ فِي النَّبِيْذِ فِتْنَةٌ يُرْبُوْ فِيْهَا الصَّغِيْرُ وَيَهْرَمُ فِيْهَا الْكَبِيْرُ الْكَبِيْرُ قَالَ وَكَانَ اِذَا كَانَ فِيْهِمْ عُرْسٌ كَانَ طَلْحَةُ وَزُبَيْرٌ يَسْقِيَانِ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ فَقِيْلَ لِطَلْحَةَ اَلاَ تَسْقِيْهِمُ النَّبِيْذَ قَالَ اِنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمٌ فِيْ سَبَبِيْ *

৫৭৬০. ইসহাক ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন শাব্‌রামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তালহা (রা)

কূফাবাসীরা নাবীযের ব্যাপারে এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। যাতে ছোট বড় সকলেই রয়েছে। ইব্‌ন শাব্‌রামা (র) বলেন ঃ যখন কোন বিবাহ হতো, তখন তাল্‌হা এবং যুবায়র (রা) লোকদেরকে দুধ এবং মধু পান করাতেন। কেউ তাল্‌হা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি নাবীয পান করান না কেন ? তিনি বললেন ঃ আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার কারণে কোন মুসলমান নেশাগ্রস্ত হোক।

٥٧٦١. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيْرٌ قَالَ كَانَ ابْنُ شَبْرُمَةَ لاَ يَشْرَبُ إِلاَّ الْمَاءَ وَاللَّبَنَ *

৫৭৬১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারীর (র) আমাদের বলেছেন ঃ ইব্‌ন শাব্‌রামা (র) শুধু পানি এবং দুধ পান করতেন।

آخر كتاب الاشربة. وهو اخر كتاب المجتبى للنسائي. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبين. وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورضى الله عنه كل الصحابة اجمعين. وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين *

(সুনানু নাসাঈ শরীফ পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত)

ইফাবা (উন্নয়ন) ২০০৪-২০০৫/অ.সং/ ৩৯৪৫—৩,২৫০